মৈমনসিংহ-গীতিকা

[রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ বক্তৃতা ১৩২২-২৪]

[পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা]

(তৃতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য, বঙ্গসাহিত্যের অধ্যাপক এবং
প্রধান পরীক্ষক ও "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য," "রামায়ণী কথা,"
প্রভৃতি বিবিধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী গ্রন্থ-প্রণেতা

রায় বাহাদুর ৺দীনেশচন্দ্র সেন, বি.এ., ডি.লিট.

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৫৮

মূল্য ১২৲

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1918 B.T.—July, 1958—B

উৎসর্গ-পত্র

যাঁহার উৎসাহ ভিন্ন এই পালাগানগুলি সংগৃহীত হইত না,

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোর দুর্দ্দিনেও যিনি উচ্চশিক্ষাকল্পে

আমাদের প্রযত্ন একদিনের জন্যও শিথিল হইতে দেন নাই,

সেই অপরাজেয় কর্ম্মবীর, বঙ্গ-ভারতীর আশ্রয়তরু,

জ্ঞানরাজ্যের কল্পবৃক্ষ

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সি.এস.আই.,

এম.এ., ডি.এল, ডি.এস-সি., পি-এইচ.ডি.

মহোদয়ের করকমলে

ভক্তির এই সামান্য অর্ঘ্য

'মৈমনসিংহ-গীতিকা'

অর্পিত হইল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

বিষয়সূচী

কাব্যের নাম			পত্রাঙ্ক
	ভূমিকা	--- ---	।০-২৶০
১।	মহুয়া	--- ---	১-৪২
২।	মলুয়া	--- ---	৪৫-১০০
৩।	চন্দ্রাবতী	--- ---	১০৩-১১৮
৪।	কমলা	--- ---	১২১-১৭০
৫।	দেওয়ান ভাবনা	--- ---	১৭৩-১৯১
৬।	দস্যু কেনারামের পালা	--- ---	১৯২-২৩৬
৭।	রূপবতী	--- ---	২৩৯-২৬০
৮।	কঙ্ক ও লীলা	--- ---	২৬৩-৩১২
৯।	কাজলরেখা	--- ---	৩১৫-৩৪৭
১০।	দেওয়ানা মদিনা	--- ---	৩৫১-৩৮৭

চিত্রসূচী

চিত্র		পত্রাঙ্ক
পলায়ন	... ...	১৭
অসময়ে নিদ্রা	... ...	৫৪
কাজীর কাজ	... ...	৭২
পূর্ব্বরাগ	... ...	১০০
লুকাইয়া দেখা	... ...	১২৬
লুট	... ...	১৮৪
মন্ত্রৌষধি	... ...	২৩৩
জেলেদের কথা	... ...	২৫৩
দুঃসংবাদ	... ...	২৮৩
কঙ্কণ দাসী	... ...	৩২৭
কবরের পার্শ্বে	... ...	৩৮৪

ভূমিকা

১। এই গাথাসমূহের সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে

১৯১৩ খৃঃ অব্দে মৈমনসিংহ জেলার 'সৌরভ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে প্রাচীন মহিলাকবি চন্দ্রাবতীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। গ্রন্থকার চন্দ্রাবতীর কাহিনীর মর্ম্মাংশটি মাত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু যেটুকু দিয়াছিলেন, তাহা একেবারে চৈত-বৈশাখী বাগানের ফুলের গন্ধে ভরপূর; সেই দিন কেনারামের উপাখ্যানের সারাংশের উপর আমার অনেক চোখের জল পড়িয়াছিল।

এই চন্দ্রকুমার দে কে এবং কেনারামের কবিতাটিই বা আমি কোথায় পাই, এই হইল আমার চিন্তার বিষয়। 'সৌরভ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় আমার পুরাতন বন্ধু। আমি চন্দ্রকুমারের সম্বন্ধে তাঁহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, চন্দ্রকুমার একটি দরিদ্র যুবক, ভাল লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই, কিন্তু নিজের চেষ্টায় বাঙ্গালা লিখিতে শিখিয়াছেন। আরও শুনিলাম, তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি হইয়াছে এবং তিনি একেবারে কাজের বাহিরে গিয়াছেন।

এই ছড়াটির কথা চন্দ্রকুমার এমনই মনোজ্ঞ ভাষায় লিখিয়াছিলেন যে, উহাতে আমি তাঁহার পল্লীকবিতার প্রতি উচ্ছ্বসিত ভালবাসার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমি মৈমনসিংহের অনেক লোকের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কেহই তথাকার পল্লীগাথার আর কোন সংবাদ দিতে পারিলেন না। কেহ কেহ ইংরাজী শিক্ষার দর্পে উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "ছোটলোকেরা, বিশেষতঃ মুসলমানেরা, ঐ সকল মাথামুণ্ডু গাহিয়া যায়, আর শত শত চাষা লাঙ্গলের উপর বাহুভর করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে। ঐ গানগুলির মধ্যে এমন কি থাকিতে পারে যে শিক্ষিত সমাজ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন? আপনি এই ছেঁড়া পুথি ঘাঁটা দিন কয়েকের জন্য ছাড়িয়া দিন।"

কিন্তু আমি কোন অজানিত শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় রহিলাম। কোন্ দিন পল্লীদেবতা আমার উপর তাহার অনুগ্রহ-হাস্য বিতরণ করিবেন এবং কবে তাঁহার কৃপাকটাক্ষে মৈমনসিংহের এই অনাবিষ্কৃত রত্নখনির সন্ধান পাইব—ইহাই আমার আরাধনার বিষয় হইল।

ইহার দুই বৎসর পরে, হঠাৎ একদিন কেদারবাবুর চিঠি পাইলাম। তিনি লিখিলেন,—চন্দ্রকুমার অনেকটা ভাল হইয়াছেন এবং শীঘ্র কলিকাতায় আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। তাঁহার আরও চিকিৎসার দরকার।

স্ত্রীর দুই-একখানি রৌপ্যের অলঙ্কার ছিল, তাহাই বিক্রয় করিয়া চন্দ্রকুমার পাথেয় সংগ্রহ করিলেন; এবং ১৯১৯ সনে পূজার কিছু পূর্ব্বে বেহালায় আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রোগে-দুঃখে জীর্ণ,—মুখ পাণ্ডুরবর্ণ,—অর্দ্ধাশনে-অনশনে বিশীর্ণ, ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যুবক, অতি অল্পভাষী; তিনি পল্লীজীবনের যে কাহিনী শুনাইলেন ও মৈমনসিংহের অনাবিষ্কৃত পল্লীগাথার যে সন্ধান আমাকে দিলেন, তাহাতে তখনই তাঁহাকে আমার প্রিয় হইতে প্রিয়তর বলিয়া মনে হইল।

এখানে শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরাজ মহাশয় বিনামূল্যে তাঁহার চিকিৎসার ভার লইলেন, এবং শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী মহাশয় কতকদিনের জন্য তাঁহাকে নিজ বাটীতে আশ্রয় দিলেন। আমি তাহার সংগৃহীত পল্লীগাথা সম্বন্ধে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিয়া একটা ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিব, তাঁহাকে এই ভরসা দিলাম।

চন্দ্রকুমার এইভাবে কতকদিন এখানে কাটাইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। কি কষ্টে যে এই সকল পল্লীগাথা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি ও তাঁহার ভগবান্‌ই জানেন এবং কতক আমি জানিয়াছি। এই সকল গান অধিকাংশ চাষাদের রচনা। এইগুলির অনেক পালা কখনই লিপিবদ্ধ হয় নাই। পূর্ব্বে যেমন প্রতি বঙ্গপল্লীতে কুন্দ ও গন্ধরাজ ফুটিত, বিল ও পুষ্করিণীতে পদ্ম ও কুমুদের কুঁড়ি বায়ুর সঙ্গে তাল রাখিয়া দুলিত—এই সকল গানও তেমনই লোকের ঘরে ঘরে নিরবধি শোনা যাইত, ও তাহাদের তানে সরল কৃষকপ্রাণ তন্ময় হইয়া যাইত। ফুলের বাগানে ভ্রমরের মত এই গানগুলিরও শ্রোতার অভাব হইত না। কিন্তু লোকের রুচি এই দিকে এখন আর নাই। এইগুলি গাহিবার লোকেরও অভাব হইয়াছে, যেহেতু এই শ্রেণীর গানের উপর শ্রোতার সেই কৌতুকপূর্ণ অনুরাগ ফুরাইয়া আসিয়াছে। যাহা লিখিত হয় নাই, আবৃত্তিই যাহা রক্ষার একমাত্র উপায়, অভ্যাস না থাকিলে সেই কাব্য-কথার স্মৃতি মলিন হইয়া পড়িবেই। এখন একটি পালাগান সংগ্রহ করিতে হইলে বহু লোকের দরবার করিতে হয়। কাহারও একটি গান মনে আছে কাহারও বা দুইটি,—নানা গ্রামে পর্য্যটন করিয়া নানা লোকের শরণাপন্ন হইয়া একটি সম্পূর্ণ পালার উদ্ধার করিতে পারা যায়। এইজন্য চন্দ্রকুমার প্রতি পালাটি সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক কষ্ট সহিয়াছেন।

প্রথমতঃ চন্দ্রকুমার মৈমনসিংহ জেলার কবিগণের লিখিত বিশুদ্ধ কাব্যগুলির প্রতি বেশী মনোযোগী হইয়াছিলেন। মুক্তারামের 'দুর্গাপুরাণ', রামকান্তের 'মনসার ভাসান',—'উমার বিবাহ', 'শিবদুর্গার কোন্দল', 'দুর্ব্বাসার পারণ', 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' এবং 'নরমেধ-

যন্ত্র' প্রভৃতি বিষয়ক কবিসংগীতগুলি পাছে নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের উপরই তাঁহার বেশী ঝোঁক ছিল। যদিও পল্লীর ছড়াগুলিকে ইনি অন্তরের ভালবাসা দিয়াছিলেন, তথাপি সংস্কৃত শব্দবহুল কাব্যগুলির পার্শ্বে সেগুলি সময়ে সময়ে তাঁহার চক্ষে ম্লান বোধ হইত, এজন্য সেই পাড়াগেঁয়ে জিনিষগুলিকে বুকে তুলিয়া আদর করিতে তিনি মাঝে মাঝে ভয় পাইতেন, পাছে সাহিত্যের আসরে সভ্যগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিয়া বসেন। বানিয়াচঙ্গ, জঙ্গলবাড়ী, রোয়াইলবাড়ী প্রভৃতি নানা স্থানের ছড়াগুলির সংগ্রহ সম্বন্ধে তিনি একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন, "এগুলি এত প্রাচীন ও ইহাদের ভাষা এমন পাড়াগেঁয়ে যে শুনিলে হাসি পায় . . . . পয়ারের শেষ ভাগে প্রায়ই মিল নাই। এগুলি সংগ্রহ করিব কি ?" অন্য একবার গ্রাম্য ভাষার কিছু নমনা দিয়া লিখিয়াছিলেন "এই ভাষার সংগ্রহ করিব কি না আমাকে সত্বর লিখিয়া জানাইবেন।" কিন্তু তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ মৈমনসিংহ-প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ এবং উমা-মেনকাসম্বন্ধীয় কবিগানের প্রাচুর্য্যের ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও তাঁহার এই উৎসাহ আমি খুব সতেজ হইতে দেই নাই। সেই যে অবজ্ঞাত 'অশিষ্ট' ভাষায় অনাড়ম্বর সরলতায় পল্লীলক্ষ্মীর প্রাণটি ধরা দিয়াছে, সেই ছড়াগুলির উপরই আমার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। যেহেতু কৃত্রিম ভাষার সোনার পিঞ্জরে তোতা পাখীর স্থান হইতে পারে, কিন্তু বৃষ্টিবাদলে আকাশের মুক্ত আঙ্গিনায়ই কোকিলের পঞ্চম স্বর পৃথিবী ছাপাইয়া উঠে।

'সৌরভ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের উৎসাহে চন্দ্রকুমারবাবু বিচিত্রভাবে নানা দিক্ দিয়া সাহিত্যিক চেষ্টায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। 'সৌরভে' তিনি নানা বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, "চন্দ্রাবতীর উপাখ্যান রচনা করিতে আরম্ভ করিলাম। 'সৌরভে' চন্দ্রাবতীর উপাখ্যান আমার প্রথম উদ্যম। ইহার পরে 'লোহার মাঞ্জাস' নামে একখানি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করি। বলা বাহুল্য, ইহা চাঁদ সদাগর এবং বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী। ইহার সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত লেখা আছে। শেষ করিতে পারি নাই। সেই সময়ে শরীরের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া গুরুতর পরিশ্রম করিতাম। প্রাতে পত্রিকার জন্য গল্প, বিকালে উপন্যাস ও গভীর রাত্রে 'লোহার মাঞ্জাস' লিখিতাম।"

কেদারবাবু নানা দিক্ দিয়া ইঁহার সাহিত্যিক চেষ্টায় উৎসাহ দিতেছিলেন। কিন্তু 'সৌরভে' চন্দ্রকুমারবাবুর প্রবন্ধে প্রাচীন পালাগানের যে সামান্য কিছু নমুনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া আমি কেদারবাবুকে সেইগুলি সংগ্রহের জন্যই প্রবন্ধলেখককে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম। কবিকঙ্কের 'বিদ্যাসুন্দর' অপেক্ষা কবিকঙ্কের সম্বন্ধে কবিচতুষ্টয়-বিরচিত পালাটিই আমার নিকট বিশেষ মূল্যবান্ বলিয়া

বোধ হইয়াছিল। চন্দ্রকুমারবাবুর স্বরচিত 'চন্দ্রাবতী'র উপাখ্যান অপেক্ষা নয়ানচাঁদ-বিরচিত 'জয়চন্দ্র ও চন্দ্রাবতী'র পালাটি জানিবার জন্যই আমি বিশেষরূপ লালায়িত হইয়াছিলাম। যাহা হউক, 'সৌরভে' সেই সকল পালাগানের কিছু কিছু নমুনা প্রকাশিত না হইলে তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্রবে আসার পর আমি চন্দ্রকুমারবাবুকে তাঁহার অন্যান্য সর্ব্ববিধ সাহিত্যিক প্রচেষ্টা হইতে বিরত করিয়া শুধু পালাগান-সংগ্রহে মনোযোগী হইতে উপদেশ দেই।

পৌরাণিক উপাখ্যান-বিষয়ক কাব্যকথা তো প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যাইতেছে। বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বংশীদাস ও কেতকাদাসের 'মনসামঙ্গলে'র পরে রামকান্তের একখানি 'পদ্মাপুরাণ' না পাওয়া গেলেও বঙ্গসাহিত্য বিশেষ শ্রীহীন হইবে না; ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পরে কবিকঙ্কের 'বিদ্যাসুন্দর' না পাওয়া গেলেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইহাদের অবশ্যই কিছু মূল্য আছে। কিন্তু 'মহুয়া', 'মলুয়া' বঙ্গের অন্যত্র কোথায় পাইব? 'দেওয়ানা মদিনা' 'ফিরোজ খাঁ' প্রভৃতির পালা যে বঙ্গসাহিত্যের একটা নূতন দিকের উপর আলোকপাত করিতেছে—এই অপূর্ব্ব জিনিষ বঙ্গসাহিত্যে সুদুর্লভ। বঙ্গসাহিত্য পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিতে সংস্কৃত শব্দের সোনালী চুমকি দেওয়া বেনারশী চেলী পরিয়া ঝলমল করিতেছে—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের এই সকল সরল কথা, যাহাতে সংস্কৃতের একটুকুও ধারকরা শোভা নাই, যাহা নিজ স্বাভাবিক রূপে অপূর্ব্ব সুন্দর,—তাহার নমুনা আমরা কোথায় পাইতাম। নানা দিক্ দিয়া এই সকল পল্লীগাথায় খাঁটি বাঙ্গালী জীবনের অফুরন্ত সুধা, অচিন্তিতপূর্ব্ব মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহা স্বর্গ হইতে আহৃত অমৃতভাণ্ড নহে, ইহা আমাদের দেশের আমগাছের মৌচাক, এজন্য এই খাঁটি মধুর আস্বাদ আমাদের নিকট এত ভাল লাগিয়াছে। চন্দ্রকুমার বঙ্গসাহিত্যের নিজ ভাঁড়ার ঘরের সন্ধান দিয়াছেন,—উহা হোটেলের মসলা-দেওয়া মুখরোচক বিলাসখাদ্য-সম্ভার নহে, উহা আমাদের পল্লী-অন্নপূর্ণার শ্রীকরকমলের দান—জীবনদায়ী অন্নব্যঞ্জন। এগুলি জানিতাম না বলিয়া আমরা এতকাল শুধু সীতা-সাবিত্রীকে লইয়া গৌরব করিয়াছি—এখন আমরা মলুয়া, মদিনা ও কমলাকে লইয়া তদপেক্ষা বেশী গৌরব করিতে পারিব—যেহেতু তাহারা ঘাগরা-পরা বিদেশিনী নহে, শাড়ী-পরা আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

চন্দ্রকুমার জীবনে কতটা দুঃখ, দারিদ্র্য ও দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিতেছেন তাহা শুনিলে কষ্ট হয়। নিম্নে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে দুই একটি-কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

চন্দ্রকুমার ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে মৈমনসিংহে নেত্রকোণার অন্তর্গত আইথর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্যরূপ শিক্ষালাভ করিয়া এক টাকা মাসিক

বেতনে মুদিখানায় কাজ করিতেন। অনুপযুক্ত ও অমনোযোগী বলিয়া তাঁহার সেই কাজ যায়। তাহার পরে দুই টাকা মাহিনায় তিনি একটি গ্রাম্য তহশিলদারী যোগাড় করেন। এই সূত্রে তাঁহার চাষাদের সঙ্গে অবাধভাবে মিশিবার সুযোগ হয়। চাষারা যখন তন্ময় হইয়া এই সব পালা গাইত, চন্দ্রকুমারও তাহাদের সঙ্গে তন্ময় হইয়া তাহা শুনিতেন। এইভাবে পল্লীজীবনের মাধুর্য্য ও কবিত্ব তাঁহার মনকে একেবারে দখল করিয়া বসিয়াছিল। তিনি এখন এমন সুন্দর বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতে পারেন যে, আধুনিক উচ্চশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সুলেখকগণের অনেকের সঙ্গেই তিনি বোধ হয় প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ।

স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আনুকূল্যে চন্দ্রকুমার দে মৈমনসিংহের গাথা সংগ্রহ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এপর্য্যন্ত নিম্নলিখিত পালাগুলি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন :—

১। মহুয়া—দ্বিজ কানাই প্রণীত। ২। মলুয়া—গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত, কেহ কেহ অনুমান করেন চন্দ্রাবতীর লেখা। ৩। চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্র—নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত। ৪। কমলা—দ্বিজ ঈশান প্রণীত। ৫। কেনারাম—চন্দ্রাবতী প্রণীত। ৬। রূপবতী—কবির নাম অজ্ঞাত। ৭। ঈশা খাঁ দেওয়ান—অজ্ঞাত। ৮। ফিরোজ খাঁ দেওয়ান। ৯। মনহর খাঁ দেওয়ান। ১০। দেওয়ান ভাবনা। ১১। ছুরত জামাল ও অধুয়া সুন্দরী—অন্ধ কবি ফকির ফৈজু প্রণীত। ১২। জিরালনী। ১৩। কাজলরেখা—অজ্ঞাত। ১৪। অসমা। ১৫। ভেলুয়া সুন্দরী। ১৬। কঙ্ক ও লীলা—রঘুসুত, দামোদর, শ্রীনাথ বানিয়া ও নয়ানচাঁদ ঘোষ—এই চারি কবির ভণিতাযুক্ত। ১৭। মদনকুমার ও মধুমালা। ১৮। গোপিনী-কীর্ত্তন—'স্ত্রীকবি সুলাগাইন' কর্ত্তৃক রচিত। ১৯। দেওয়ানা মদিনা—মনসুর বয়াতি প্রণীত। ২০। বিদ্যাসুন্দর—কবিকঙ্ক প্রণীত। ২১ রামায়ণ—চন্দ্রাবতী প্রণীত।

ইহা ছাড়াও অনেক কবি ও যাত্রাগানের পালা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংগ্রহ এই পর্য্যন্ত ১৭,২৯৭ ছত্রে দাঁড়াইয়াছে।

পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। যে সকল ঘটনা অশ্রুসিক্ত হইয়া লোকেরা শুনিয়াছে, যে সকল অবাধ ও অপ্রতিহত অত্যাচার যমের দুর্জয় চক্রের ন্যায় সরল নিরীহ প্রাণকে পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে—সেই সকল অপরূপ করুণ কথা গ্রাম্য কবিরা পয়ারে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা ছন্দের—শব্দৈশ্বর্য্যের কাঙ্গাল হইতে পারেন, তাঁহারা হয়ত বড় বড় তালমানের সন্ধান জানিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় অফুরন্ত কারুণ্য ও কবিত্বের উৎসস্বরূপ ছিল। যাঁহারা

লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অশ্রু ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সকল কাহিনীর শ্রোতাদের অশ্রু কখনও ফুরাইবে বলিয়া মনে হয় না।

উত্তরে গারো পাহাড়, জয়ন্তা ও খাসিয়ার অসম শৈলশ্রেণী,—তাহাদের পাদলেহন করিয়া এক দিকে সোমেশ্বরী ও অপর দিকে কংস ছুটিয়াছে। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ছাড়িয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বে নানা ধারায় ধনু, ফুলেশ্বরী, রাজেশ্বরী, ঘোড়া-উৎরা, সুন্ধা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র ক্বচিৎ ভৈরব রবে, ক্বচিৎ বীণার ন্যায় মধুর নিক্বণে প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল নদ-নদীর অন্তর্ব্বর্ত্তী দেশসমূহ এককালে জলের নীচে ছিল। এ সমস্ত প্রদেশটিই এখনও বহু বিল ও জলাশয়াকীর্ণ। বিলগুলিকে তদঞ্চলে 'হাওর' বলে। 'তলার হাওর', 'জেলের হাওর', 'বাবারার হাওর', প্রভৃতি বহু বিল এই ছড়াগুলিতে উল্লিখিত আছে। বলা বাহুল্য, 'হাওর', 'সায়র' প্রভৃতি শব্দ 'সাগর' শব্দের অপভ্রংশ।

উত্তরে সুষঙ্গ দুর্গাপুর ও দক্ষিণে নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের অন্তর্ব্বর্ত্তী পল্লীসমূহ বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনার অভিনয়ক্ষেত্র।

২। পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের রাষ্ট্রীয় অবস্থা

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ গুপ্ত-সম্রাট্‌গণের অধীন ছিল। তৎপরে এই প্রদেশ গুপ্ত-শাসন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অন্তর্গত হইয়াছিল। কামরূপের শাসনে এই দেশ এক সময়ে হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাঙ্গ এই অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুরাজা শশাঙ্কের আহ্বানে এই অঞ্চলে পদার্পণ করেন। চীন-পর্য্যটক এই সকল দেশের লোকের চরিত্র ও শিক্ষা-দীক্ষার অশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অবনতির পরে পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। রাজবংশীয়, কোচ এবং হাজাং প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন। ১২৮০ খৃঃ অব্দে সোমেশ্বর সিংহ নামক এক ব্রাহ্মণযোদ্ধা কোচ-রাজবংশীয় বৈশ্য গারো নামক রাজার অধিকৃত সুষঙ্গ-দুর্গাপুর রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ১৪৯১ অব্দে সেরপুরে গড়জরিপার রাজা দিলীপ সামন্তকে নিহত করিয়া ফিরোজ সাহার সেনাপতি মজলিশ হুমায়ুন উক্ত গড় অধিকার করেন। সম্ভবতঃ ১৫৮০ খৃঃ অঃ ঈশা খাঁ মসনদ আলী জঙ্গলবাড়ীর লক্ষ্মণ হাজরাকে জয় করিয়া তথায় সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ানবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে কালিয়াজুড়ি, মদনপুর, বোকাইনগর প্রভৃতি নানা স্থানে খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অপরাপর রাজবংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিরা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই রাজ্যগুলি পরিশেষে মুসলমানগণের অধিকৃত হয়, অথবা ক্ষুদ্র করদ রাজ্যে পরিণত হইয়া মুসলমানগণের বশ্যতাস্বীকারপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ

আত্মরক্ষা করে। ইহাদের বিবরণ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার "মৈমনসিংহের ইতিহাসে" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রভাব এবং মুসলমান-বিজয় এতদুভয়ের অন্তর্বর্ত্তী দুই-তিন শতাব্দী কাল অপর-এক রাষ্ট্রীয় মহাশক্তি এই পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ দেশটিকে গ্রাস করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু সেনবংশীয় রাজগণ পশ্চিম-মৈমনসিংহ অধিকার করিলেও বহু বিল-সমন্বিত, নদীমাতৃক, বর্ষায় দুর্গম ও অরণ্যবহুল পূর্ব্ব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ চিরকালই সেনবংশ-প্রতিষ্ঠিত নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও কৌলীন্য হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াও রাজবংশীয় নৃপতিগণ তদ্দেশ-প্রচলিত প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ বিস্মৃত হন নাই। কামরূপ শেষকালে তান্ত্রিকতার কেন্দ্রে পরিণত হয়, কিন্তু তখন পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ সে দেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। তন্ত্রাধিকারের পূর্ব্বে কামরূপে যে হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ ছিল, পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ তাহাই গ্রহণ করিয়াছিল। সেই হিন্দুধর্ম্ম উদার, তাহাতে বৌদ্ধ কর্ম্মবাদ ও হিন্দু নিষ্ঠার অপূর্ব্ব মিশ্রণ ছিল। এই হিন্দুধর্ম্মে বল্লাল সেন- প্রবর্ত্তিত 'গৌরীদান', আচারবিচারের চুলচেরা হিসাব, ছোঁয়াচে রোগ ও ভক্তিবাদের আতিশয্য ছিল না। পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ রঘুনন্দনকে গ্রহণ করে নাই। সম্ভবতঃ তখনও জাতিভেদ সেই দেশে এরূপ কঠোর হইয়া উঠে নাই। তথায় অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। তখন প্রণয়পথে ব্যর্থকাম হইয়া, হিন্দু রমণী আজন্ম কুমারীব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্বিনী হইতে পারিতেন[১]।

সুতরাং শত শত আচারবিচার, খাদ্যাখাদ্যের তালিকা ও দুরন্ত পাঁজির আইনকানুনে-বাঁধা এই প্রাচীন জীর্ণ হিন্দুসমাজের যে মূর্ত্তি কৃত্রিমতাকে জীবন্ত করিয়া খাঁড়া হাতে বর্ত্তমান কালে আমাদিগকে শাসাইতেছে,—এই পল্লীগাথাবর্ণিত সমাজ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে ছেলে এক বৎসর বয়স হইতে পূরো পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চাঁড়াল মায়ের স্তন্যপানপূর্ব্বক চাঁড়ালের ঘরে প্রতিপালিত হইয়া বড় হইয়া উঠিল এবং যাহাকে কেহ স্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিত, ব্রাহ্মণকুল-তিলক গর্গ নিজের গায়ের পবিত্র নামাবলী দিয়া সেই অস্পৃশ্য বালকের গা মুছাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণসমাজে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ দিনে কি তাহা সম্ভবপর হইত?[২] চাঁড়াল মাতাকে ব্রাহ্মণসন্তান শত কোটি বার প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গঙ্গাযমুনার ন্যায় পবিত্র বলিয়া ঘোষণা করাও এখনকার দিনে সম্ভবপর হইত না। পিতামাতার মত না লইয়া বয়স্কা কন্যা গোপনে নিজে বর মনোনয়নপূর্ব্বক তাহার কণ্ঠে

[১] কঙ্ক ও লীলা। [২] কঙ্ক ও লীলা।

মাল্য দেওয়ার গন্ধর্ব্বরীতি এ সমাজ হইতে অনেক দিন হইল অন্তর্হিত হইয়াছে[১]। এই পল্লীগাথায় রমণীরা অনেকবার কুলধর্ম্ম বিসর্জন দিয়াছেন, কিন্তু কখনই নারীধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। বরঞ্চ নারীধর্ম্মের যে জীবন্ত মূর্ত্তিগুলি এই সকল গাথায় পাওয়া যাইতেছে—তাহারা পাতিব্রত্যে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, বিপদে, ধৈর্য্যে উপায়-উদ্ভাবনায় এবং একনিষ্ঠায় অতুল্য।

৩। এই গীতিসাহিত্যে নারীচিত্র

সুতরাং হিন্দু সমাজের এই অভিনব চিত্রগুলিতে যে জীবন ও আনন্দ পাওয়া যাইতেছে, তাহা শ্রাবণের নদীপ্রবাহের ন্যায় শক্তি ও স্ফূর্ত্তিতে ভরপূর। এই অবাধ শক্তি ও আনন্দের বন্যায় ঐরাবতের ন্যায় দুর্জ্জয় বাধাবিঘ্ন ভাসিয়া গিয়াছে। আমরা প্রাচীন সমাজের আবর্জনাময় পঙ্কিল ডোবা দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, এই গিরিনদীর স্ফূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে হয়ত আমাদের ভিতরকার জীর্ণ সংস্কারগুলি ক্ষণকালের জন্য মন হইতে খসিয়া পড়িতে পারে। এই পল্লীগাথার আবিষ্কার আমার চক্ষে খুব বড় রকমের একটা জাতীয় ঘটনা। ইহা আমাদের অন্ধ চক্ষে দৃষ্টিদান করিতে পারে। এই পালাগুলিতে দেখা যায়, আমরা যে সতীত্বের বড়াই করিয়া থাকি, তাহার জন্ম আইনকানুনে এবং আচার্য্যের মস্তিষ্কে নহে, তাহার জন্ম প্রেমে, তাহা নিজের বলে বলীয়ান্। বাহিরের শক্তি যে পাতিব্রত্যকে রক্ষা করে, তাহার শক্তি দুর্ব্বলতার ছদ্মবেশ মাত্র, কিন্তু প্রেম যাহাকে জন্ম দিয়াছে, প্রেম যাহাকে রক্ষা করিতেছে, তাহা ঋষিবচনের প্রতীক্ষা করে না। তাহা হিন্দুসমাজের নিজস্ব নহে, তাহা সমস্ত মানবজাতির আরাধনার ধন। সমাজ তাহাকে রক্ষা করে না, সমাজকেই তাহা রক্ষা করে।

এই যে মনের অগাধ অনুরাগ, পল্লীগাথাগুলি পড়িলে দেখা যায় তাহার কি দুর্জ্জয় শক্তি। হাতীর সাহায্যে মর্কট আসিলে, তাহা দেখিলে হাসি পায়। এই অটল নিষ্ঠাকে যে ব্যক্তি একাদশীর উপবাস ও প্রোষিতভর্ত্তৃকার আইন জারি করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে চায়, সে সোনার উপর গিল্টি করে এবং হীরার উপর রং ফলাইয়া তাহা উজ্জ্বল করিতে চায়। মহুয়ার প্রেম কি নির্ভীক, কি আনন্দপূর্ণ! শ্রাবণের শত ধারার ন্যায় দুঃখ আসিতেছে, কিন্তু এই প্রেমের মুক্তাহার কণ্ঠে পরিয়া মহুয়া চিরবিজয়ী, মৃত্যুকে বরণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছে। তাহার পার্শ্বে পালঙ্কসখীর ত্যাগ কিরূপ স্বল্প কথায় ব্যক্ত ও অনাড়ম্বর। উহা বাক্যদ্বারা পল্লবিত না হইয়াও শ্রেষ্ঠতম আদর্শে পৌঁছিয়াছে। মলুয়ার পূর্ব্বরাগ, বাসরঘরে স্বামীর সহিত আলাপ, কাজীর ধৃষ্ট প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর—এই সমস্ত কি অপূর্ব্ব! এই অতুলনীয় চিত্র জীর্ণ গৃহে, অনশনে, স্বামীবিরহে, দেওয়ানের হাবলিতে, সর্পদষ্ট স্বামীর পার্শ্বে এবং

[১] ভেলুয়া সুন্দরী (দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত), ও দেওয়ান ভাবনা দেখ।

শেষ দৃশ্যে ডুবন্ত মন-পবনের নৌকায় বিচিত্রভাবে সর্ব্বত্র অনুরাগের অরুণরাগে উজ্জ্বল। অভাব, উৎপীড়ন, চূড়ান্ত দুঃখ, এক দিনের জন্যও তাহাকে ম্লান করে নাই। সর্ব্বশেষে শাপগ্রস্তা লক্ষ্মীর ন্যায়, উহার বিজয়ী প্রেমের কিরীট অতল জলে ডুবিয়া যাইতেছে। রাগে উজ্জ্বল, বিরাগে উজ্জ্বল, সহিষ্ণুতায় উজ্জ্বল এই মহীয়সী প্রেমের মহাসম্রাজ্ঞীর তুলনা কোথায়? কৃষক-কবিরা এই প্রতিমা কোথায় পাইল? অবিশ্বাস করিও না, তাহাদের কুটিরেই, এই ভগবতী তাহাদিগকে সাক্ষাৎ দিয়া থাকেন—নতুবা মদিনা, ছেঁড়া কাপড় পরিয়া, ক্ষেতে আইল বাঁধা হইতে শালি ধানের গুছি স্বামীকে হাত বাড়াইয়া দেওয়া অবধি শত শত ক্ষুদ্র কার্য্যে—জীবনে মরণে—কি নিজ মূর্ত্তিতে ভগবতীর প্রতিমা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিয়া দেখায় নাই? এই খণ্ডে সখিনাকে দেখাইতে পারিলাম না,—মলুয়া ও মদিনার পার্শ্বে এই সখিনা মূর্ত্তি যেন পদ্ম ও বেলার পার্শ্বে ফুল্ল গোলাপ। এই বিচিত্র কৃষক-কুটিরের বাগানেও সূর্য্যের আলো ও মুক্ত বায়ুতে স্বর্গীয় সুবাস ও ভাবলোকের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। রাজপ্রাসাদেও তাহা সর্ব্বদা সুলভ নহে।

লীলার লীলাবসান, সোনাইয়ের নির্ব্বাক্‌ ও নির্ভীক মৃত্যু, কেনারামের ভক্তি, পাষাণময়ী কাজলরেখার চরিত্রে চিরসহিষ্ণুতা, এবং প্রগাঢ় প্রেমনিষ্ঠার জীবন্ত সমাধি চন্দ্রার তপোদীপ্ত শান্তি, এই চিত্রগুলি দেখিয়া, দেখাইয়া গৌরব করিবার সামগ্রী। ইহার প্রত্যেকটি মূর্ত্তি মন্দিরে স্থাপিত হইয়া পূজা পাইবার যোগ্য।

কোথাও কৃত্রিমতা, বাঁধাবাঁধি, মুখস্থ-করা শাস্ত্রের গৎ, ইহার কিছুই নাই। পরিণয় আছে কিন্তু পুরোহিতের মন্ত্রপূত দম্পতীর চেলীর বাঁধের মত তাহা বাহ্যাড়ম্বর নহে। এই গীতিসাহিত্যের উদারমুক্ত-ক্ষেত্রে প্রেমের অনাবিল শত ধারা ছুটিয়াছে, তাহা প্রস্রবণের মত অবাধ, নির্ঝরের মত নির্ম্মল, শ্যামল ক্ষেত্রের উপর মুক্তাবর্ষী বর্ষার অফুরন্ত মহাদানের ন্যায় অজস্র। এই ভালবাসার পুরস্কার—দুঃসহ অত্যাচার, উৎকট বিপদ, মৃত্যু ও বিষপান। এই পুরস্কার পাইয়া বন্ধুর দুরারোহ দুর্গম পথে অনুরাগের খর প্রবাহ চলিয়াছে; স্বীয় গতির আনন্দে ঝংকৃত হইয়া সমস্ত বাধা উপেক্ষাপূর্ব্বক, এই আত্মতৃপ্ত, সংসারবিমুখ, ঊর্দ্ধমুখী মন্দাকিনী স্বীয় মানস কল্পলোকের সন্ধানে ছুটিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতায় বঙ্গরমণী সমাজদ্রোহী, পরিজনের প্রতি উপেক্ষাময়ী, দুর্জ্জয় দর্পশীলা। কিন্তু এই সকল গাথায়, তিনি গৃহের গৃহলক্ষ্মী, সমাজের নিকট নতশিরা, তাঁহার দর্প-অভিমান নাই, লজ্জার অবগুণ্ঠন তিনি টানিয়া ফেলিয়া রাজপথে বাহির হয়েন নাই; কিন্তু তথাপি অনুরাগের ক্ষেত্রে তিনি জগজ্জয়ী, —কুটিরে থাকিয়াও তিনি স্বর্গের বৈভব দেখাইতেছেন। সমাজের অনুশাসনে ধরা দিয়াও তিনি চিরমুক্ত, আত্মার অটল বল প্রকাশ করিতেছেন,—সমাজের ভ্রূকুটিতে তিনি মর্ম্মপীড়া পাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অনুরাগ সেই বাধায় আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুর

ব্রহ্মচর্য্য কি, দেওয়ান সাহেবের হাব্‌লিতে তাহা মলুয়া দেখাইয়াছে। মহুয়া ও সখিনা বঙ্গরমণীর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি। এই দেশের মেয়েরা ফুলের কুঁড়ির মত কিরূপে অনুরাগে ঝরিয়া পড়ে, লীলা ও মদিনার সেই অনুরাগ মূর্ত্ত। দুঃখ আত্মাকে কিরূপ সহিষ্ণুতা ও ভক্তির বর্ম্মে আবৃত করিয়া রাখে চন্দ্রা তাহা নীরবে দেখাইতেছেন।

৪। বঙ্গসাহিত্যে সংস্কৃতযুগের পূর্ব্বাধ্যায়

শুধু বঙ্গরমণীর কথা নহে, এই সকল গাথায় আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক দিক্ স্পষ্ট হইয়াছে। ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয়, শূন্যপুরাণ, সূর্য্যের ছড়া, চণ্ডী ও মনসা দেবীর আদি গান, ব্রতকথা, রূপকথা, ডাক ও খনার বচন—প্রাচীন সাহিত্যের এই বিবিধ রচনার সঙ্গে এই গীতিগুলির এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান হইবে। পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যের সঙ্গে ইহারা এক ছন্দে এক তানে বাঁধা,—তাহাদের ভাষাগত রচনা ও ভাবগত ঐক্য সকলের চক্ষেই পড়িবে। সেই চিরপরিচিত অমার্জিত বঙ্গের পল্লীকথা এবং 'কোন্ কাম করিল'[১] প্রভৃতি কথার ভঙ্গী, এই সমস্ত সাহিত্য জুড়িয়া আছে।

ব্রাহ্মণ্যের পুনরুত্থানে, গিরিনদীর তেজে সংস্কৃতের প্রবাহ আসিয়া আমাদের ভাব ও ভাষা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পুঁথিগুলির গ্রাম্য ভাষা ও ভাবের সঙ্গে পরবর্ত্তী সাহিত্যের বিভিন্নতা অতি স্পষ্ট। মনসাদেবীর ভাসান ও চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি প্রাচীন যুগের কয়েকখানি পুঁথির উপর পণ্ডিতদের কৃপাদৃষ্টি পড়িল। তাঁহারা তাহাদের ভাব ও ভাষার উপর তুলি চালাইয়া তাহাদিগকে সংস্কৃতযুগের সাহিত্যের অঙ্গীয় করিয়া লইলেন, কিন্তু জোড়া অনেক সময় বেখাপ্পা হইয়া রহিল। চণ্ডীকাব্যের মুকুন্দরাম ফুল্লরার বারমাসীতে গ্রাম্য ভাব ও ভাষার ছন্দটি ঠিক রাখিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল অকৃত্রিম সরল ভাষার উক্তির মধ্যে হঠাৎ 'জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ' এইরূপ দু-একটি সংস্কৃতাত্মক পদ নির্ঝরগতির মধ্যে শৈলখণ্ডের মত পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুরারি শীলের সহিত কালকেতুর কথাবার্ত্তা, ফুল্লরার সঙ্গে লহনার ঝগড়া; বণিক্‌সভায় মালাচন্দনের উপলক্ষে বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি অংশ খাঁটি প্রাচীন ছড়া, কিন্তু ভগবতীর রূপবর্ণনা, খুল্লনার ছাগলরক্ষার সময়ে বনে বসন্তের আবির্ভাব, সুশীলার বারমাসী প্রভৃতি রচনায়, বাঙ্গালা ভাষার উপর সংস্কৃত একটা

[১] পূর্ব্বোক্ত পুস্তকগুলি পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও অপরাপর প্রদেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে। লেখার ভঙ্গী তথাপি সর্ব্বত্রই একভাবের। এক ঘটনার পর অন্য ঘটনা বর্ণনা করিতে গেলে এই বিভিন্ন দেশের কবিরা "কোন্ কাম করিল" এই কথা দ্বারা শেষের ঘটনা বর্ণনা করিয়া থাকেন—ইঁহাদের রচনারীতি একরূপ।

মুখোশ পরাইয়া দিয়াছে। বঙ্গপল্লীর দয়েলাটি ময়ূর সাজিয়া বাহির হইয়াছেন। এই সকল মন্তব্য মনসামঙ্গলের প্রতি ও ধর্ম্মমঙ্গলের প্রতিও তুল্যরূপেই প্রযোজ্য।

এই ছড়াগুলি ছিল সংস্কৃত প্রভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের। তখন সিন্ধাবাদের স্কন্ধে বৃদ্ধের মত বাঙ্গালা ভাষার উপর সংস্কৃতের আদর্শ আসিয়া এরূপ দুরন্তভাবে চাপিয়া বসে নাই। এই সকল কাব্যের নায়ক-নায়িকা—বেনে, সদ্‌গোপ, বৈশ্য, ব্যাধ এমন কি ডোমজাতীয়। ইহাতে ব্রাহ্মণের টোলে বেনে ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িতেছে, গন্ধবেনে সত্য বলার অপরাধে ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে গলাধাক্কা মারিয়া সদর দরজার বাহির করিয়া দিতেছে। ব্রাহ্মণ্যগৌরবের অদ্বিতীয় ব্যঞ্জনা-স্বরূপ যজন-যাজন ও যজ্ঞের সময়ই যজ্ঞোপবীতের প্রয়োজন হইত। পৈতাটা তখনও ব্রাহ্মণের অপরিহার্য্য অঙ্গীয় হইয়া দাঁড়ায় নাই। কোথায়ও যাওয়ার সময়ে উত্তরীয় ও উপবীত উভয়ই পোষাকী দ্রব্যের ন্যায় খুঁজিয়া বাহির করিয়া গলায় পরিতে হইত।

যে সকল গান ও ছড়া, দেবমণ্ডপে বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে গীত হইয়া পূজার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে নবমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাহা পরিহার করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ছড়া গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কান্তে ভাঙ্গিয়া করতাল গড়িয়া লইলেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির যদি একালের কোন স্থপতি সংস্কার করেন তবে নূতন-পুরাতনে যে বিষম সংযোগ হয়, তাহা চক্ষে ঠেকিবেই। এই রিফুকর্ম্মটা কখনই বেমালুম হয় না। মুকুন্দরাম, বিজয়গুপ্ত, ঘনরাম ও রামেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ প্রাচীন পালাগুলি লইয়া যে নব্যলীলা খেলিয়াছেন, তাহাতে দুই যুগের ভাব ও ভাষার আদর্শ পৃথক্ হইয়া আছে, তাহা অতি সহজেই ধরা পড়িয়া যায়।

আমরা দেখিতেছি, বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, তাহাদ্বারা সংস্কৃতপূর্ব্ব যুগই তাহাকে মণ্ডিত করিয়াছিল। সেই যুগেই গোরক্ষনাথের অমরালেখ্য অঙ্কিত হয়, সেই যুগেই বেহুলা ও মালঞ্চমালার ন্যায় রমণীতিলকেরা বঙ্গসাহিত্যের কিরীট উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সেই সময়েই কালু ডোম, কালকেতু ও চাঁদ সদাগরের ন্যায় মৌলিক, একব্রত, অটল চরিত্রগুলি এই সাহিত্যের বিভূষণ হয়। পরবর্ত্তী কবিগণ পূর্ব্বের সেই কাব্যগুলিকে শোধন করিয়াছেন, ভাষা উজ্জ্বল করিয়াছেন, ভাব ও ছন্দ কবিত্বে ভূষিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই পূর্ব্বযুগের মহিমান্বিত চরিত্রগুলিকে স্বল্পাধিক পরিমাণে গৌরবহীন ও খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের হাতে চাঁদ সওদাগরের ন্যায় বীর গৌরব হারাইয়া কতকটা হাস্যাস্পদ হইয়া উঠিয়াছেন।

যে কালে সেই সকল প্রাচীন পালা রচিত হইয়াছিল (১০ম হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে) তখন হিন্দুজাতি সতেজ ও সবল ছিল। তখন সমাজে গুণের আদর ছিল, গুণীর অভাব ছিল না। বাঙ্গালী জাতির আশয় ও আকাঙ্ক্ষা উচ্চ ছিল, বাঙ্গালী বণিক্ সমুদ্রকে রত্নাকর

সীতা রামের মুখে সন্দেহের কথা শুনিয়া মৃদু কান্নার গুঞ্জরণের সহিত বলিয়াছিলেন, নিতান্ত শিশুকালেও তিনি পুরুষ ছেলেদের সাথে খেলা করেন নাই। এই ছোঁয়াচে রোগ সমস্ত জাতিকে পাইয়া বসিয়াছিল।

পাঠক মৈমনসিংহ-গীতিকায় এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিবেন। প্রেম জিনিসটা কষ্টকে বরণ করিয়াই আবির্ভূত হইয়া থাকে, কিন্তু নিজের আনন্দই উহার পরম তৃপ্তি, ইহা শক্তিপ্রয়োগে পাওয়া যায় না। এই দুর্লভ জিনিসটা হিন্দুর ঘরে কি করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, গীতিকাগুলি পড়িয়া পাঠক নিজে তাহার পরিচয় পাইবেন। এই মৈমনসিংহ হইতেই আমরা মালঞ্চমালা, শঙ্খমালা, কাঞ্চনমালা এবং পুষ্পমালার কথা পাইয়াছি। এই কথা-চতুষ্টয় গীতিকথা নামে অভিহিত। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত অপূর্ব্ব 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' পুস্তকে এই গীতিকথাগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সেই গীতিকথার পার্শ্বে এই খণ্ডে প্রকাশিত 'কাজলরেখা' এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাইবার যোগ্য, এটিও একটি গীতিকথা। গীতিকথাগুলি শুধুই উপাখ্যান। এই সংখ্যায় প্রকাশিত কাজলরেখা ছাড়া অন্য সমস্ত গীতিকাই ঐতিহাসিক ঘটনামূলক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উপাখ্যান ও ঐতিহাসিক ঘটনা উভয়েরই আদর্শটা ঠিক একরূপ। উপাখ্যানগুলিতে অনেক আজগুবি কথা আছে, ঐতিহাসিক গাথায় একটিও আজগুবি কথা নাই, প্রভেদ এই পর্য্যন্ত। কিন্তু উপাখ্যানের কাজলরেখা ও মালঞ্চমালা এক দিকে এবং ঐতিহাসিক মলুয়া ও মদিনা অপর দিকে। প্রেমের রাজ্যে ইহারা সহোদরা। শ্মশানের চিতায় যে সুন্দরী নারী হ্যালিডে সাহেবের সম্মুখে একটা দীপশিখাতে নিজের আঙ্গুলটি ভস্মীভূত করিয়া স্থির অটলমূর্ত্তিতে বলিয়াছিল, "সাহেব, বল ত দেহটা আরও পোড়াইয়া দেখাই। তুমি না বলিতেছ, আমি আগুনের যন্ত্রণা বুঝি না, এইজন্য না বুঝিয়া সহমরণ যাইতেছি।" সেই সুন্দরী রমণী ও মলুয়ায় কি কোন প্রভেদ আছে? এই গীতিকাগুলির নারীচরিত্রসমূহ প্রেমের দুর্জ্জয় শক্তি, আত্মমর্য্যাদার অলঙ্ঘ্য পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে। নারীপ্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হয় নাই,—চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে। জননীরূপে তিনি জগতের বরেণ্যা, স্ত্রীরূপে তিনি জগতের প্রাণ। প্রকৃতি যেখানে সেই প্রাণ দান করেন, সেখানে সে প্রাণ অপূর্ব্ব হইয়া দাঁড়ায়। সমাজের পুরোহিতের কি সাধ্য যে সেই অপূর্ব্ব প্রেরণার সৃষ্টি করিতে পারে? এইজন্য এই গীতিকাগুলির সর্ব্বত্র দেখা যায় পুরুষ ও নারী নিজেরা বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পরকে আত্মদান করিয়াছেন, তারপর বিবাহ হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে 'ভেলুয়া সুন্দরী' গাথা প্রকাশিত হইলে পাঠক তাহাতে দেখিতে পাইবেন পিতামাতার মতের বিরুদ্ধে দম্পতী নিজেরাই মাল্যবিনিময় করিয়াছেন। ফিরোজ খাঁর পালায় সখিনা নিজে দেওয়ানকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া পিতা ওমর খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন।

এই খণ্ডেই সোনাই নিজে মাতা ও মাতুলের মত না লইয়াই মাধবকে বররূপে বরণ করিয়াছেন। বিবাহের অনেক পূর্ব্বে কমলা প্রদীপকুমারকে নিজের হৃদয় দিয়া ফেলিতেছেন এবং মলুয়াও সেই ভাবে চাঁদ বিনোদকে দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া পড়িতেছেন,—এমন কি চন্দ্রার মত ধর্ম্মশীলা সংযমশীলা তপস্বিনী নারীও বিবাহ-প্রস্তাবনার বহুপূর্ব্বে জয়চন্দ্রকে স্বামিরূপে হৃদয়ে গ্রহণ করিতেছেন। এই ভাবের ছড়ায় এক সময়ে বঙ্গদেশ প্লাবিত ছিল বলিয়া মনে হয়। পৌরোহিত্যের প্রভাবে নায়িকাদের সেই স্বাধীন মনোনয়ন-প্রথা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। এমন কি নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আদর্শানুসারে এই প্রথার সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করা ত দূরের কথা, ইহা কুৎসা ও লজ্জাজনক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। খুল্লনা ও ধনপতির বিবাহ-পূর্ব্ব প্রেমচিত্রটি মুকুন্দরাম যেন দাঁতে জিভ কাটিয়া কোনরূপে সামলাইয়া লইয়াছেন। প্রাচীন ছড়াটা তিনি পরিবর্ত্তন করিয়াও তাহাতে যথেষ্ট আভাস রাখিয়া গিয়াছেন, যাহাতে বুঝা যায় যে পিতামাতা ঠিক করিয়া দেওয়ার পূর্ব্বেই বরকন্যার নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করার রীতি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। স্বয়ং চৈতন্যপ্রভু বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীকে দেখিয়া ভুলিয়াছিলেন এবং শুভদৃষ্টির পূর্ব্বেও দম্পতীর মধ্যে চারি চক্ষের একটা প্রেমদৃষ্টির বিনিময় হইয়াছিল,—তাহার আভাস চৈতন্যভাগবতে আছে। এই পূর্ব্বরাগটাকে সমাজের পাণ্ডাগণ শেষে একেবারে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়া অষ্টম বৎসর বয়সে গৌরীদানের প্রথা পুথি হাতে করিয়া জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু অভূতপূর্ব্বভাবে মৈমনসিংহ হইতে আমরা সমাজের পূর্ব্বাধ্যায়ের কতকগুলি আলেখ্য পাইতেছি। নব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সেই প্রদেশে জয়ডঙ্কা বাজাইতে পারে নাই, এইজন্য আদিম আদর্শের গৌরবশ্রী সেখানে অনেক দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

এই সকল গীতিকার নায়ক-নায়িকাদের কাহারও বাল্যকালে পরিণয় হয় নাই। চৌদ্দ, পনের এমন কি সতের বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েদিগকে অবিবাহিতা দেখিতে পাই। মুকুন্দরাম পুরাতন চণ্ডীর পালার রিফুকর্ম্ম করিতে গিয়া বেশ একটু বিপদে পড়িয়াছিলেন। প্রাচীন ছড়ায় ছিল যে, খুল্লনা যৌবনে পদার্পণ করিয়া ধনপতি সওদাগরের প্রেমে আকৃষ্ট হন। কি ভয়ানক কথা। নূতন সমাজের পাণ্ডা ব্রাহ্মণ-কবি একজন পুরোহিতকে উপস্থিত করাইয়া খুল্লনার পিতাকে খুব ধমকাইয়া দিয়াছেন। সাত বৎসরের মেয়ের বিবাহের মহাফল এবং তারপর আট বৎসর, ঊর্দ্ধে নয় বৎসর,—ইহার পরেও বিবাহ না হইলে যে পিতামাতার অদৃষ্টে ঘোর নরক, শাস্ত্রের বচনসহ পুরোহিতের মুখে কবিকঙ্কণ লক্ষ্মীপতিকে তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝাইতেছেন। এদিকে বেহুলাও যৌবনে পদার্পণ করিয়াই লক্ষ্মীন্দরকে বিবাহ করিতেছেন, এমন কি নিজে উপযাচক হইয়া এই বিবাহে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন;—বিবাহবাসরে লক্ষ্মীন্দর তাঁহার আলিঙ্গনলিপ্সু হইতেছেন;—এই সকল কথা সংস্কৃতযুগের

কবিগণ প্রাচীন ছড়া লইয়া নাড়াচাড়া করার সময়ে যথাসাধ্য আড়ালে ফেলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মৈমনসিংহ-গীতিকায় যে সকল কথা খুব স্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে, বঙ্গদেশের অন্যত্রও সামাজিক আদর্শ কতকটা সেইরূপ ছিল এবং তাহার কিছু কিছু আভাস প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। সেনরাজগণের পূর্ব্বে হিন্দুসমাজের যে আদর্শ ছিল, তাহা আমরা এমন পরিষ্কারভাবে এই গাথাগুলিতে পাইতেছি যে, তাহাতে দ্বিধা করিবার কোন অবকাশ নাই।

একমাত্র মহুয়া এই গাথাসাহিত্যে অতীব অভিনব সামগ্রী—ইহা ঘরেরও নহে, বাহিরেরও নহে। এই গীতিকায় জাতিবিচার, কুলশীল, পদমর্য্যাদা সমস্তই প্রেমরত্নাকরের অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। অতি সংক্ষেপে—নাট্যগরিমায়, পর পর কৌতূহলপ্রদ প্রাণোন্মাদী দৃশ্যপরিবর্ত্তনে, নায়ক-নায়িকা অপূর্ব্বভাবে কবিত্ব ও ত্যাগমহিমা-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছেন। ইঁহারা মুক্ত গগনের, সীমাবিহীন পথের পথিক,—মহার্ণবে ডুবন্ত নৌকার নিমজ্জমান আরোহী যেরূপ ধ্রুবনক্ষত্রের প্রতি বদ্ধদৃষ্টি, সেইরূপ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া পৃথিবীকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বর্গীয় পণে অটল। ইন্দুমতীর ন্যায় প্রেম-পারিজাত-স্পর্শে ইঁহারা প্রাণত্যাগ করিয়াও অমর হইয়াছেন। ইঁহারা কোন গৃহের সম্পর্কিত নহেন, ইঁহারা পরস্পরের প্রতি উদ্দাম অনুরাগ ভিন্ন অন্য কোন বিধি মানেন নাই,—প্রেম ভিন্ন ইঁহাদের ধর্ম্ম নাই,—পরস্পরের সাহচর্য্য ভিন্ন ইঁহারা কোন গৃহসুখ কল্পনা করেন নাই। ময়নামতীর গানে বর্ণিত আছে, রাজা গোপীচন্দ্রের অনেক স্ত্রী ছিলেন; তাঁহার সন্ন্যাসের পরে তাঁহারা সকলেই নূতন রাজা খেতুর গৃহে গমন করিয়া নবদাম্পত্যের অভিনয় করিলেন। ইহাতে অবশ্য কোন দোষের কারণ নাই। সেকালে রাজপ্রাসাদের ইহাই স্থানীয় প্রথা ছিল। একমাত্র অদুনা দুর্ণার সহিত সেই রীতি পদদলনপূর্ব্বক গোপীচন্দ্রের প্রতি একনিষ্ঠ হইয়া রহিলেন। এই অদুনা আমাদের গীতিকাগুলির নায়িকাদের সঙ্গে এক পর্য্যায়ে বসিবার যোগ্যা।

৬। গাথাসাহিত্যে উর্দ্দু প্রভাব—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতির ভাব

এই নিরক্ষর কবিগণ সরল বাঙ্গালা কথায় উদ্দীপনার ছন্দে তাঁহাদের গীতি গাহিয়া গিয়াছেন। এই সকল গানে কতকগুলি উর্দ্দু শব্দ আছে, তাহাতে আমাদের আপত্তি করিবার কোন কারণ নাই। গত পাঁচ-ছয় শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাটা হিন্দু ও মুসলমান

উভয়েরই হইয়া গিয়াছে। মুসলমানদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও সামাজিক আদর্শ অনেকটা আরবি ও পারসি সাহিত্যে লিপিবদ্ধ, সেই সাহিত্যের জ্ঞান তাঁহাদের নিত্যকর্ম্মের জন্য অপরিহার্য্য। আমাদের যেরূপ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধ, আরবি ও পারসির সঙ্গে তাঁহাদেরও কতকটা তাই। তাহা ছাড়া মুসলমান এ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, সুতরাং নানা কারণে, বাঙ্গালা-প্রাকৃতের সঙ্গে কতকটা উর্দ্দুর সংস্রব ঘটিয়াছে। মুসলমান আমাদের প্রতিবাসী, আমাদিগের কিছুতেই তাহাদিগকে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। এইজন্য ভারতের অব্যবহিত পশ্চিমদেশের ভাষা বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে কতক পরিমাণে মিশিয়া গিয়াছে এবং তাহা আমাদের নিত্যকথিত ভাষার অঙ্গীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই মিশ্রভাষা আমাদের চাষার কুটীরে, এমন কি হিন্দুর অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত ঢুকিয়াছে। বাঙ্গালার অভিধান হইতে এখন আর তাহা বাদ দেওয়া চলে না।

কিন্তু হিন্দু লেখকগণ মুখে যে সকল কথা কহিয়া থাকেন, সংস্কৃতের ঘোর প্রভাবের বশবর্ত্তী হইয়া লিখিবার সময় সেগুলি অন্যরূপ করিয়া ফেলেন। শতবার কথিত ও শ্রুত 'খাজনা' তাঁহাদের লেখনীতে 'রাজস্ব'রূপে পরিণত হয়—চিরপরিচিত 'ইজ্জৎ' 'সম্মান' হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে 'জবরদস্তি' 'বলপ্রয়োগে', 'দুস্তি' 'বান্ধবতায়', 'জমি' 'মৃত্তিকায়', 'আসমান' 'আকাশে' এবং আরও শত শত নিত্যকথিত বিদেশী শব্দ, যাহাদের অস্থিমজ্জা বাঙ্গালার জলবায়ুতে দেশীয় রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারা লিখিত সাহিত্যে সংস্কৃত আগন্তুকের নিকট নিজেদের স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া থাকে। এক সময়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতগণ অতিকায় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানী করিয়া এই ভাষার পর্ণ কুটীরটিকে ত্রৈবাদ্যতশালায় পরিণত করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই ভাবে আরবি-পারসির পণ্ডিতগণ উক্ত দুই ভাষার অপর্য্যাপ্ত ও অবৈধ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা এখনও মুসলমানী বাঙ্গালা নামক একটা উদ্ভট সামগ্রীর সৃষ্টি করিতেছেন। বস্তুতঃ মুসলমানী বাঙ্গালা ও পণ্ডিতী বাঙ্গালা, ইহাদের কোনটাই বাঙ্গালার স্বরূপ নহে, উহারা আমাদের ভাষার বিদ্রূপ ও একান্ত পরিবর্জ্য। ভাষা জিনিষটা পণ্ডিত বা মোল্লার হাতের মোরব্বা নহে। দেশের জলবায়ু ও আলোকে ইহা পুষ্ট হইয়া থাকে। ইহা স্বীয় জীবন্ত গতির পথে, ইচ্ছাক্রমে বর্জ্জন ও গ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, স্বীয় ললাটলিপিতে কোন শিক্ষকের ছাপ মারিয়া পরিচিত হইতে চায় না।

মৈমনসিংহ-গীতিকায় আমরা বাঙ্গালা ভাষার স্বরূপটি পাইতেছি। বহুশতাব্দীকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের ভাষা এক সাধারণ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা সমস্ত বঙ্গবাসীর ভাষা। এক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই। এই মৈমনসিংহ-গীতিকায় উর্দ্দু উপাদান ততটা ঢুকিয়াছে, যতটা প্রকৃত পক্ষে এদেশে আসিয়া বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। এই

C. 1918 B.T.

গীতিসাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ের, এখানে পণ্ডিতগণের রক্তচক্ষে শাসাইবার কিছু নাই। লেখকদের মধ্যে হিন্দুও যতটি, মুসলমানও ততটি। এই সাহিত্যে আবার হিন্দু নায়ক, মুসলমান নায়িকা, এবং মুসলমান নায়ক ও হিন্দু নায়িকা পাইতেছি। প্রকৃত ঘটনা কবিরা যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই অনেক সময়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হিন্দুর ঘরে স্বাধীন প্রেম-চর্চ্চার সুযোগের অভাব অনুভব করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমানী আয়েষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা মুসলমান-বিদ্বেষের ফল নহে। ইংরাজী উপাখ্যানের পূর্ব্বরাগ বাঙ্গালা সাহিত্যে আমদানী করিতেই হইবে, সুতরাং এক দিকে সমস্ত সমাজবন্ধন-বিচ্যুতা কপালকুণ্ডলারূপ অভূতপূর্ব্ব চরিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে, অন্য দিকে মুসলমান সমাজ হইতে আয়েষাকে সংগ্রহ করিয়া লেখকের প্রাণের কামনা মিটাইতে হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু নিজের সুবিধার জন্য সাহিত্যে এই চরিত্রগুলি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা কিন্তু জাতিগত বিদ্বেষের চিহ্ন বলিয়া এই ব্যাপারটা ধরিয়া লইয়াছেন। এটি মোটেই তাঁহাদের ভাল লাগে নাই। আজকাল অনেক মুসলমান লেখক বঙ্কিমবাবুর এই কার্য্যের প্রতিশোধ লইতে গিয়া হিন্দু রমণীকে মুসলমান নায়কের অনুরাগিণী করিয়া দেখাইতেছেন। কিন্তু মৈমনসিংহের গীতিকায়, সেইরূপ আড়াআড়ির ভাব, বা জাতীয় বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাই না। মুসলমান কবি কালিদাস গজদানী এবং মমিনা খাতুনের প্রেম অকুণ্ঠিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, পার্শ্বেই আবার ঈশাখাঁর প্রতি অনুরক্তা কেদার রায়ের ভগিনীর চিত্রটি আছে। আর-একটি গাথায় ব্রাহ্মণ জয়চন্দ্র এক মুসলমানীর প্রেমে পড়িয়াছেন ও অপর-একটিতে সুরৎজমাল ও ব্রাহ্মণ রাজকন্যা অধুয়ার প্রেমপ্রসঙ্গ আছে। এই সকল পালাগানের শ্রোতা হিন্দু-মুসলমান উভয়েই। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির উপর যে দেবতা হাসিয়া খেলিয়া ফুলশর সন্ধান করিয়া থাকেন, তিনি হিন্দুর পরিকল্পিত হইলেও আদবেই জাতিভেদ স্বীকার করেন না। এই গাথাগুলিতে জাতীয় বিদ্বেষের কণিকামাত্র নাই, সত্য ঘটনা স্বকীয় গৌরবের বেদীর উপর দাঁড়াইয়া শ্রোতার অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছে।

হিন্দু ও মুসলমান যে বহুশতাব্দীকাল পরস্পরের সহিত প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিলেন, এই গীতিগুলিতে তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। দেওয়ান সাহেবদের অত্যাচারের কথা অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহা 'মুসলমানী অত্যাচার' বলিয়া অভিহিত করা অন্যায় হইবে। এই অত্যাচার দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, ব্যভিচারীর ব্যভিচার,—ইহার জন্য কোন রাষ্ট্রীয় নাম দেওয়া যায় না, ইহা হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম্ম বা জাতিঘটিত কোন ঘটনা নহে। এক দিকে দেওয়ান জাহাঙ্গীর যেরূপ মলুয়ার উপর অত্যাচার করিতেছেন, তেমনি বিচার না করিয়াই মুসলমান কাজীকে শূলে চড়াইয়া দিতেছেন। এক দিকে দেওয়ান ভাবনা সোনাইকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছেন, অপর দিকে সোনাইয়ের

মাতুল ব্রাহ্মণকুলগৌরব ভাটুক ঠাকুর তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন। এক দিকে যেরূপ অত্যাচারী কাজী, দেওয়ান জাহাঙ্গীর, দেওয়ান ভাবনা,—অপর দিকে তেমনি বিশ্বাসঘাতক অত্যাচারী পরস্ত্রীলিপ্সু হিন্দুকুলতিলক হীরণসাধু ও মগাধিপতি রাংচাপুরের আবু রাজার নির্ম্মম মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই। বস্তুতঃ সে যুগে প্রবলের অত্যাচার সর্ব্বত্রই ছিল। যদি রাজা ভাল হইতেন, তবে প্রজার সুখের সীমা থাকিত না। সোণার ভাটা লইয়া রাইয়তের ছেলেরা খেলিতে থাকিত, কলার পাতা বেচিয়া লোকে পাকা বাড়ী তুলিত, ঘাস-বেচা লোকে হাতী কিনিতে সাধ করিত, লোকে ধনকড়ি যেখানে সেখানে শুকাইতে দিত, ধনরত্ন পথে ফেলিয়া রাখিলেও চোরদস্যুর উপদ্রব থাকিত না। আবার রাজা কি মন্ত্রী অত্যাচারী হইলে রাইয়তেরা তাহাদের বলীবর্দ্দ, লাঙ্গল-জোয়াল এবং ফাল বিক্রয় করিয়াও ত্রাণ পাইত না, অতিরিক্ত খাজনার দায়ে দুধের ছেলেকে বিক্রয় করিত। বানিয়াচঙ্গের অত্যাচারী দেওয়ান দুলালের কারাগৃহ হইতে সিংহলরাজ্যের কারাগার অল্প ক্রূর বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং এই দুর্ব্বলের উৎপীড়ন ইতিহাসবিশ্রুত সনাতন ঘটনা, হিন্দু বা মুসলমানের নামাঙ্কিত করিয়া ইহা জাতিবিদ্বেষ উস্‌কাইয়া দেওয়ার উপলক্ষ করা উচিত নহে। মুসলমান রাজত্বে, মুসলমানের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বেশী ছিল, এইজন্য হয়ত অত্যাচারীর সংখ্যা তাহাদের মধ্যে বেশী ছিল,—কিন্তু সে দোষ ক্ষমতার, কোন শ্রেণীবিশেষের নহে। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়, এক দিকে অত্যাচারী মুসলমান ব্রাহ্মণের কণ্ঠ হইতে পৈতা কাড়িয়া লইয়া তাহার মুখে থু থু দিতেছে, অপর দিকে হিন্দু গোপেরা মুসলমান কাজীর দাড়ি উপড়াইয়া তাহার মুখে ছাগের রক্ত মাখিয়া দিতেছে, সুতরাং কেহই কম নহে।

বাঙ্গালা ভাষাটা প্রাকৃতের রূপভেদ। কিন্তু টোলের পণ্ডিতেরা এই ভাষায় অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ আনয়ন করিয়া ইহার শ্রী বদ্‌লাইয়া দিয়াছেন; এইজন্য কাহারও কাহারও মনে হইতে পারে, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত যুগের পূর্ব্ব সাহিত্য, বিশেষ এই গীতিকাগুলি, পাঠ করিলে সে ভুল ঘুচিয়া যাইবে। খাঁটি বাঙ্গালা যে প্রাকৃতের কত নিকট ও সংস্কৃত হইতে কত দূরবর্ত্তী তাহা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই সকল গাথায় 'হস্তী' (হাতী) শব্দ 'আত্তি', 'বর্ষা' শব্দ 'বাস্যা', 'শ্রাবণ' শব্দ 'শাওন', 'মিষ্ট' শব্দ 'মিঠা', 'শিকার' শব্দ 'শিগার' প্রভৃতি প্রাকৃত ভাবেই সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে। এখনও চাষারা এই ভাষায় পাড়াগাঁয়ে কথা কহিয়া থাকে। পণ্ডিত মহাশয়ের টোলে ঘুরিয়া আমাদের মাথা ঘোলাইয়া গিয়াছে; আমরা অভিধানের সাহায্যে প্রাকৃতশব্দ সংশোধনপূর্ব্বক সেই সংশোধিত ভাষাটাকেই বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া পরিচয় দিতেছি। এই সংশোধন-কার্য্য ভারতচন্দ্র এমন কৌশলের সঙ্গে চালাইয়াছিলেন যে, তাঁহার রচিত কয়েকটি বাঙ্গালা স্তোত্র নাগরী অক্ষরে লিখিলে তাহা নিছক সংস্কৃত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

৭। পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের পল্লীগুলি 'সাহিত্যিক তীর্থ'-পদবাচ্য

বাঙ্গালার মাটীর যে কি আকর্ষণ তাহা স্বভাবের খাঁটী সৃষ্টি এই গীতগুলির সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইবে। বাঙ্গালার চাঁপা, বাঙ্গালার নাগেশ্বর ও কুমুদ ফুল, বাঙ্গালার কুটীরে কুটীরে কি সুন্দর দেখায়, এই সাহিত্যের পথে ঘাটে তাহার নিদর্শন আছে। বর্ষার কদম্ব বৃক্ষ, মান্দার গাছের ডালে-ঘেরা কদলী বন, নদীর ধারে কেয়া ফুলের ঝাড়, মুক্তাবর্ষী প্রস্রবণপ্রতিম বৃহৎ তরুশাখা হইতে অজস্র বকুল ফুলের দান—কাব্যবর্ণিত কর্ম্মশালার মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া আমাদের শ্রম অপনোদন ও চোখের তৃপ্তি ঘটাইয়া যায়। কোথাও বর্ণনার বাহুল্য নাই, অথচ কৃষকের দৃষ্টি যেরূপ কিছুতেই মাথার উপরকার আকাশ ও চোখের সামনের শ্যামল বনরাজি এড়াইতে পারে না, এই কাব্যসাহিত্যের নানা ঘটনার মধ্যে পারিপার্শ্বিক শোভাদৃশ্যগুলিও সেইরূপ পাঠকের অপরিহার্য্য সহচরস্বরূপ সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। বিশেষতঃ অনেক স্থলেই পূর্ব্ববঙ্গের দৃশ্যাবলি মানসপটে মুদ্রিত হইয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত ভাষায় পূর্ব্ববঙ্গের দৃশ্য কিরূপ স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিব। চাঁদ বিনোদ ক্ষেত্রে ধান কাটিতে যাইতেছে, প্রথম ধানকাটার পরে বাতা নামক লতার 'ডুগুল' (অগ্রভাগ) দিয়া কৃষকেরা লক্ষ্মীর আসন তৈরী করে,—তাহাতে কয়েক গাছি ধানের ছড়া লক্ষ্মীদেবীকে সর্ব্বপ্রথম উৎসর্গ করা হয়। চাঁদ বিনোদ প্রথম দিন ধান কাটিতে যাইতেছে, দুটি ছত্রে কবি তাহার মূর্ত্তি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। "পঞ্চ গাছি বাতার ডুগুল হাতেতে লইয়া। মাঠের পানে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া।" প্রথম ধান ঘরে আনার স্ফূর্ত্তি বারমাসী গানে ব্যক্ত হইতেছে। "গুরু গুরু ডাকে মেঘ জিন্‌কি ঠাডা পড়ে" ছত্রটিতে 'জিন্‌কি' ও 'ঠাডা' শব্দের দ্বারা বর্ষার তমসাচ্ছন্ন আকাশ হঠাৎ বিদ্যুৎস্ফুরণে কিরূপ ক্ষণতরে আলোকিত হইয়া যায়, পূর্ব্ববঙ্গবাসীর চক্ষে সেই চিরপরিচিত দৃশ্যের আভাস আনয়ন করিতেছে। ছেলে না খাইয়া বিদেশে যাইতেছে, অতি দুঃখে মাতা তাহার পথের প্রতি সজল দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া আছেন। বাঁশের ঝাড় ও জঙ্গলের ডাল চাঁদ বিনোদের পৃষ্ঠদেশ ছুঁইতেছে,—এইভাবে পুত্র গভীর জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল, মাতা চোখের জল মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিলেন,—এইরূপ বহু দৃশ্যে বাঙ্গালার স্নিগ্ধ কুটীরটি আমাদের চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট হইতেছে। "হাতেতে সোণার ঝাড়ি বর্ষা নেমে আসে"—কি সুন্দর পদ! তাহা হইতে অপূর্ব্ব 'বৌ কথা কও' পাখীর বর্ণনা। মাথায় বজ্র, অনবরত শ্রাবণের জলে সিক্ত দেহ,—সে দিকে দৃক্‌পাত নাই—পাখীটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে পথে 'বৌ কথা কও' বলিয়া অভিমানিনী প্রিয়তমার মান ভাঙ্গাইতে চেষ্টা পাইতেছে। "শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্র ধরি মাথে। 'বউ কথা কও' বলি কাঁদে পথে

পথে।।" (কঙ্ক ও লীলা, ৩০২ পৃঃ)। এরূপ অনেক পদ আছে, পাঠক নিজে পড়িয়া দেখিবেন।

বস্তুতঃ এই গীতিকাগুলি পড়ার পর হইতে পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ আমার মানসপটে পর পর ছবির উপর ছবি আঁকিয়া ফেলিয়াছে। কিশোরগঞ্জ সাব-ডিভিসনের পূর্ব্ব সীমান্তে আরালিয়া গ্রামে আমাদের অন্যতম কাব্যনায়ক চাঁদ বিনোদের শ্বশুরবাড়ী, এই খানে মলুয়ার পদ্মের পাপড়ির মত দুটি চোখের সঙ্গে বিনোদের ভ্রমরকৃষ্ণ দৃষ্টির প্রথম শুভমিলন হয়—অপরাহ্ন কাল, সূত্যা নদীর তীরস্থ বক্‌শাইয়া গ্রামে সম্ভবতঃ চাঁদ বিনোদের বাড়ী ছিল, তথা হইতে চার-পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী আরালিয়াতে আসিয়া তৃণশস্পময়ী বনভূমির উপান্তে পুষ্করিণীর পাড়ে কদম গাছের তলায় দাঁড়াইয়া "ঝাড় জঙ্গলে ঘেরা" মান্দারের বেড়ায় বেষ্টিত বৃন্দাবন ও জলের নীলাভ শোভা দেখিতে দেখিতে বাপীস্পর্শ শীতল বায়ুর হিল্লোলে চাঁদ বিনোদ ঘাটের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তখন মলুয়ার মেঘের মত নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তল তাহার পায়ে লুটাইতেছিল ও তাহার কলসীতে জল ভরিবার শব্দ শুনিয়া মেঘগর্জ্জন মনে করিয়া কুড়া পাখী চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সেই কুড়ার ডাক আসন্ন বর্ষার আবেশ আনয়ন করিয়াছিল। এই আরালিয়া গ্রামের ১৩।১৪ মাইল উত্তরে ধলাই বিল, "বিস্তার ধলাই বিল পদ্মফুলে ভরা"[১]; এই বিলের ৭।৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমস্থিত জাহাঙ্গীরপুর হইতে জাহাঙ্গীর দেওয়ান ধনু নদীর একটা উপশাখা বাহিয়া একদা দ্বিপ্রহর বেলা ধলাই বিলে কুড়া শিকার করিতে আসিয়াছিলেন—সঙ্গে মলুয়া। সহসা ঝুপঝাপ্ শব্দে তরুণী নর্ত্তকীর ন্যায় ক্ষিপ্র-বেগে কয়েকখানি পানসি আসিয়া দেওয়ান সাহেবের তরীখানি ঘিরিয়া লইল। মলুয়ার ভ্রাতৃগণের সেই সকল পানসি নৌকা; পিঞ্জরের দ্বার মুক্ত পাইলে বিহঙ্গী যেমন স্ফূর্ত্তিতে উড়িয়া যায়—মলুয়া তেমনই অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতার সহিত ভ্রাতাদের একটা নৌকায় লাফাইয়া পড়িল—তখন "আট দাড়ী নৌকা" পদ্মবন ভাঙ্গিয়া নক্ষত্রবেগে আরালিয়ার অভিমুখে রওনা হইল।[২] এগুলি সত্যঘটনা, অথচ অপূর্ব্ব কবিত্বময়। সেই আরালিয়া, সেই ধলাই বিল জাহাঙ্গীরপুর ও সূত্যা নদী এখনও আছে এবং তথাকার চাষারা তাহাদের আদর্শ রমণী মলুয়ার কথা এই দুই-তিন শত বৎসরের মধ্যে একদিনও ভুলিতে পারে নাই—তাহারা এখনও নানা বাদ্যযন্ত্রসহকারে সাশ্রু নেত্রে সেই গীতি গাহিয়া থাকে।

গিরিনদীর ন্যায় দুর্জ্জয়শক্তিশালিনী, প্রেমের সীমাহীন আকাশের নৃত্যশীলা ময়ূরী মহুয়া ভৈস্তা পাহাড় হইতে ছুটিয়া বামুনকান্দা গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছিল। এই গ্রাম নেত্রকোণা সাব-ডিভিসনে 'তলার হাওরের' নিকট। বামুনকান্দা, উলুয়াকান্দা, বেদের দীঘি,

[১] মলুয়া, ৯০ পৃষ্ঠা। [২] মলুয়া, ৯১ পৃষ্ঠা।

ঠাকুর বাড়ীর ভিটা এখন উচচ ভূখণ্ডে পরিণত ; শুধু নামে মাত্র তাহাদের পরিচয়, জনমানবশূন্য। হতভাগ্য ব্রাহ্মণ যুবরাজের স্মৃতিতে এখনও নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি ভরপুর। জৈন্তা পাহাড়ের অদূরে কংস নদীর তীরভূমির রক্তিম পুষ্পারণ্য, যেখানে মহুয়া ও নদের চাঁদ কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন, সেই জঙ্গলময় দৃশ্য এখনও পর্য্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিশোরগঞ্জ সাব-ডিভিসনে বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের আর-এক তীর্থ পাতুয়ারী গ্রাম, এইখানে দ্বিজবংশীদাস ও তাঁহার গুণবতী কন্যা চন্দ্রাবতী একত্রে "মনসার ভাসান" রচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতী তপস্বিনী, সহসা চন্দ্রিকাভূষিত শারদাকাশের গায় যেরূপ বিদ্যুৎ চলিয়া যায়, এই পরম নিষ্ঠাবতী যোগশান্ত পূজারিণীর শুদ্ধ চিত্তে সেইরূপ একবার সাংসারিক প্রেমের একটা আকস্মিক লহরী খেলিয়া গিয়াছিল। নিরাশ জীবনকে শিবের পায়ে উৎসর্গ করিয়া চন্দ্রাবতী যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, যাহার গাত্রে রক্ত মালতীফুলের রস দিয়া উন্মত্তবৎ জয়চন্দ্র তাঁহার শেষ নিবেদন অনলবর্ষী অনুতাপের ভাষায় লিখিয়া ফুলেশ্বরীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন,—সেই জরাজীর্ণ মন্দিরের অবশেষ নাকি ফুলেশ্বরীর তীরে এখনও বিদ্যমান। এই পাতুয়ারী গ্রামের পার্শ্বেই 'জালিয়ার হাওর', এইখানে বংশীদাস দস্যু কেনারাম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং নলখাগড়ার বনাকীর্ণ এই হাওরেই বংশীদাসের কণ্ঠের অপূর্ব্ব মনসাসঙ্গীতে প্রস্তরকঠিন দস্যুর মন গলিয়া গিয়াছিল। ফুলেশ্বরী নদীর গর্ভে অনুতপ্ত দস্যু তাহার বহুবৎসর-সঞ্চিত রত্নমাণিক্যপূর্ণ ঘড়াগুলি বিসর্জন দিয়া স্বীয় কোষনির্ম্মুক্ত অসিধারা আত্মহত্যা করিতে চাহিয়াছিল।

কেন্দুয়ার নিকটবর্ত্তী বিপ্রগ্রাম (বিপ্রবগ) কবি কঙ্কের নিবাসভূমি, নেত্রকোণার দক্ষিণে। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী রাজী (রাজেশ্বরী) নদীর তীরে কঙ্ক বাঁশী বাজাইয়া গরু চরাইতেন এবং যখন অপরাহ্নে বিশীর্ণ পদ্মপ্রভ শ্রমকাতর মুখে গৃহাশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন, তখন ফুল্ল নেত্রে দেখিতে পাইতেন, কুটীরবাসিনী লীলা উৎকণ্ঠায় তালপত্রের ব্যজনীহস্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই রাজী নদীর তীরে এক হস্তে লীলার চিতা জ্বালাইয়া অপর হস্তে চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে গর্গ সহসা প্রত্যাগত কঙ্ককে দেখিয়া দাবদগ্ধ তরুর ন্যায় শোকে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন এবং "মৃত্যুকালে তোমার নামই লীলার শেষ কথা" এই বলিতে বলিতে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। নেত্রকোণায় কংস নদীর দক্ষিণে বৃহৎ "বাঘরার হাওর" সোনাই-এর শোচনীয় মৃত্যুর কথার সঙ্গে অপরিহার্য্য রূপে সংশ্লিষ্ট। সোনাই-এর মত কত রূপসী সাধ্বীর সর্ব্বনাশ করিয়া 'বাঘরা' এই বিস্তৃত বিলটি দেওয়ান সাহেবদের নিকট হইতে লাখেরাজ সর্ত্তে দান পাইয়াছিল, তাহারই নামে কলঙ্কিত হইয়া এই বিল এখনও পরিচিত। দীঘলহাটি গ্রামটির এখন অস্তিত্ব নাই, এই গ্রামের সন্নিহিত নদীর তীরে বিস্তৃত কেয়াবনের নিকট হইতে দেওয়ান ভাবনার নিযুক্ত লোকেরা রোরুদ্যমানা

সোনাইকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। হালিয়ারা (হুলিয়া) গ্রামটি নন্দাইল হইতে দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে, ইহার সাত মাইল উত্তরে রঘুপুরে দয়াল নামক কোন রাজা রাজত্ব করিতেন। এই কথা লিখিবার পরে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে "হালিয়াঘাট" নামক স্থানকেই 'হুলিয়া' বলিয়া মনে হইতেছে। এই গ্রামের নিকটবর্ত্তী বৃহৎ জঙ্গলে নাকি এখনও বিস্তৃত রাজপ্রাসাদের চিহ্ন পড়িয়া আছে। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রাসাদের অধিপতি ছিলেন কেশর রায়, লৌকিক উচচারণে 'কাছার রায়'। এই কেশর রায় দয়াল রাজার কেউ কি-না জানা যায় নাই, হয়ত এই রাজপ্রাসাদেই নিদান কারকুনের বিচার হইয়াছিল, এবং কমলা মহিলাজনোচিত লজ্জাশীলতা এবং নারীমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহার দুঃখের কাহিনী যেরূপ সরল কথায় বলিয়াছিলেন, তাহা করুণ কবিত্বে উপপ্লুত, নির্ভীকতায় ভরপূর এবং সংযম-সহিষ্ণুতার সারস্বরূপ। হালুয়াঘাট মৈমনসিংহ হইতে ত্রিশ মাইল উত্তরে।

সুতরাং পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের ঝিল ও তড়াগ, সর্পব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যভূমি, কুড়াপাখীর গুরুগম্ভীর শব্দে নিনাদিত আকাশ, 'বারদুয়ারী ঘর' ও সানবাঁধা পুকুরঘাট, স্বর্ণপ্রসূ শালী-ধান্যক্ষেত্র ও সুরভিপূর্ণ কেয়াবন এই গাথাগুলির কল্যাণে আমাদের একান্ত পরিচিত ও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। টেম্‌স নদীর সুড়ঙ্গ, নটারডেম, রোমের ভ্যাটিকান প্রভৃতি দেখিতে আমাদের আর ততটা আগ্রহ নাই, মলুয়ার পদাঙ্কলাঞ্ছিত আরালিয়া গ্রাম ও বংশদণ্ডের উর্দ্ধে রজ্জুর উপর নর্ত্তনশীলা মহুয়া নর্ত্তকীর অপূর্ব্ব নর্ত্তনের স্মৃতিবাহী বামুনকান্দা প্রভৃতি পল্লী দেখিতে যতটা ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। এই সকল স্থানে বাঙ্গালীর ঘরের শোভা শত শতদলের মত ফুটিয়া জগৎকে যে সুষমা দেখাইয়াছিল, আমাদের পোড়া দেশের সেই অমর আলেখ্য এতকাল আমরা তাচ্ছিল্য করিয়া আসিয়াছি। এণ্ড্রোমেকি, মিসেলেণ্ডা, ডেসডেমনা ও নোরা আমাদের হৃদয়ে যে সুর জাগাইতে পারিবে না, তাহা মহুয়া ও মলুয়া জাগাইবে, ইহাতে আমার সংশয় নাই। আমাদের ললনাকুল ফুলদলকোমল হইয়াও প্রেমের তপস্যায় কিরূপ বজ্রকঠোর, তাহা এই সকল গাথা পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিবে। মৈমনসিংহের পাড়াগাঁগুলি এই গীতিকাসমূহের গুণে আমার চক্ষে শ্রেষ্ঠ তীর্থমর্য্যাদার দাবী করিতেছে।

ময়মনসিংহে অনেক জমিদার আছেন, তাঁহাদের কেহ কি এই সকল অমর-অমরীর লীলাভূমি—এই পল্লীগুলিতে কোন স্মৃতিচিহ্নের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের দেশের প্রতি জগতের শ্রদ্ধাকর্ষণের ভিত্তি গড়িয়া দিতে পারেন না? হায়রে! আমাদের দেশের সমস্ত ধনরত্ন সমুদ্রপথে শত শত যানারোহণ করিয়া পশ্চিমে যাইতেছে, যাহা অবশিষ্ট কিছু আছে তাহাও বিলাস ও পর-মনোরঞ্জনের শতচেষ্টায় সেই পশ্চিমের অভিমুখী হইয়াই আছে।

আমাদের দেশে এখন কোন কীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা দূরপরাহত স্বপ্ন। বিলাতে এইরূপ উপলক্ষে প্রাচীন স্মৃতিরক্ষার জন্য শত জনশূন্য স্থান বিশাল নগরীতে পরিণত হইয়া তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়ে পরিণত হইতেছে। স্কটের কবিতায় লক্‌লেমন, লক্‌কেট্রিন এবং পার্থসায়ার প্রভৃতি স্থান শত কীর্ত্তিতে সমৃদ্ধ হইয়া তীর্থযাত্রীর কেন্দ্রভূমি হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তো সকল বিষয়েই তাঁহাদের সঙ্গে সমকক্ষতা করিতে চাই, তাঁহাদের স্বদেশপ্রেমের কণিকা যদি আমরা লাভ করিতাম, তবে এই বিরাট কর্ম্মশালায় কর্ম্মী হইয়া জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতাম, কেবল বক্তৃতা ও অসার বিষয় লইয়া কথা কাটাকাটি করিতে থাকিতাম না। আর এই সকল গীতিকার কথা কি বলিব? এ যে অপ্রত্যাশিত আনন্দ। বঙ্গভারতী বৈষ্ণব গীতিকার রক্ত শতদলে বসিয়াছিলেন,—এবার তাঁহাকে পূর্ব্ববঙ্গের শুভ্র কুমুদদলাসীনা দেখিলাম।

৮। পালাগুলির বিবরণ

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে গত তিন-চার বৎসর যাবৎ অক্লান্ত উদ্যমে নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া এই পালাগুলির উদ্ধার করিয়াছেন; তিনি নানা স্থানে ঘুরিয়াছেন, আমার চক্ষুদুইটি তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে, আমি প্রতিপদে তাঁহাকে দীর্ঘ উপদেশ-সম্বলিত পত্র লিখিয়া সাহায্য করিয়াছি,—কি ভাবে কোন্ পালা সংগ্রহ করিতে হইবে, কোন্ কোন্ গাথার ঐতিহাসিক মূল্য কি,—গানগুলির উদ্ধার আপাততঃ ক্ষান্ত রাখিয়া কোন্ দিকে বেশী চেষ্টা করিতে হইবে, কোথায় কোন্ পালার সন্ধান হইতে পারে ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমার মন্তব্য লিখিয়া সুদীর্ঘ পত্রে তাঁহাকে জানাইয়াছি, এই সকল বিষয়ে তাঁহাকে সম্যক্ রূপে উপদেশ দেওয়ার জন্য গত বৎসর তাঁহাকে কলিকাতায় আনাইয়াছিলাম। তিনি কয়েক দিন আমাদের এখানে থাকিয়া এই সংগ্রহকার্য্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া অবহিত হইয়া গিয়াছেন।

তাঁহাকে ক্রমাগত লিখিয়া লিখিয়া আমি গীতোক্ত গ্রামগুলির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছি। সার্ভে জেনারেলের আফিসের ম্যাপে 'হাওর' ও নদীগুলির অনেকেরই নাম নাই; যে সকল গ্রাম বিলুপ্ত হইয়াছে, অথচ জনশূন্য ভিটাগুলির নামে মাত্র স্থানীয় পরিচয় আছে, তাহা উক্ত আফিসের মানচিত্রে নাই। আমি পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের সমস্ত গ্রামের নাম-সম্বলিত মানচিত্রগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া চন্দ্রকুমারের সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক যে মানচিত্র-খানি অঙ্কিত করিয়াছি তাহা প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। এই মানচিত্র দ্বারা গীতোক্ত স্থানগুলি নখদর্পণের ন্যায় পরিষ্কাররূপে বোঝা যাইবে। চন্দ্রকুমার দে-প্রেরিত মহুয়ার পালায় কতক-গুলি গোড়ার পদ ও শেষের পদ বিশৃঙ্খলভাবে দেওয়া ছিল। তিনি যেমন শুনিয়াছিলেন

তেমনই সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেগুলি যথাসাধ্য শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়াছি। এই তিন-চার বৎসর যাবৎ আমি এই গাথাগুলির অনুবাদ, টীকা ও টিপ্পনী লেখা ও ভূমিকা রচনা ছাড়া সংগ্রহসম্বন্ধে বিস্তর উপদেশ দিয়াছি এবং প্রতি পালাটি বিশেষ বিশেষ সর্গে বিভক্ত করিয়াছি। গান গাওয়ার সময়ে গায়কেরা যে বিরাম গ্রহণ করেন, লিখিত রচনায় সেরূপ বিরাম লওয়ার অবকাশ নাই, সুতরাং ঐভাবে বিভাগ না করিলে গাথাগুলির পয়ার নিতান্ত একঘেয়ে হইয়া যায়।

প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় সুদীর্ঘ ইংরাজী ভূমিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠকেরা পড়িয়া সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারিবেন, বাঙ্গালা ভূমিকায় সেই সকল কথা অতি সংক্ষেপে লিখিলাম, কিন্তু ইংরাজী ভূমিকায় যাহা নাই, এমন অনেক কথাও এই স্থানে লিপিবদ্ধ হইল। এই দুই ভূমিকা পড়িয়া পাঠক এই গাথাগুলি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন। প্রথম সংখ্যায় মানচিত্র, ইংরাজী সাধারণ ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুক্রমণিকা, ইংরাজী অনুবাদ ও ১১খানি ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। এই (দ্বিতীয়) সংখ্যায় ভূমিকা ও টীকাসমেত মূল দেওয়া হইল। প্রথমখণ্ডে এই দুই সংখ্যায় মাত্র ১০টি গাথা দিলাম, যথা :—

১।	মহুয়া	২।	মলুয়া
৩।	চন্দ্রাবতী	৪।	কমলা
৫।	দেওয়ান ভাবনা	৬।	দস্যু কেনারাম
৭।	রূপবতী	৮।	কঙ্ক ও লীলা
৯।	কাজলরেখা	১০।	দেওয়ানা মদিনা

১। মহুয়া—নমশূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বিজ কানাই নামক কবি ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এই গান রচনা করেন। প্রবাদ এই, দ্বিজ কানাই নমশূদ্র-সমাজের অতিহীনকুল-জাতা এক সুন্দরীর প্রেমে মত্ত হইয়া বহু কষ্ট সহিয়াছিলেন, এজন্যই 'নদের চাঁদ' ও 'মহুয়া'র কাহিনীতে তিনি এরূপ প্রাণঢালা সরলতা প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন। নদের চাঁদ ও মহুয়ার গান একসময়ে পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের ঘরে ঘরে গীত ও অভিনীত হইত। কিন্তু উত্তরকালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কঠোর শাসনে এই গীতিবর্ণিত প্রেম দুর্নীতি বলিয়া প্রচারিত হয়, এবং হিন্দুরা এই গানের উৎসাহ দিতে বিরত হন। এখন বহুকষ্টে এই গীতিকাটির সমগ্র অংশ উদ্ধার করা হইয়াছে। গীতিকার প্রথম ১৬ ছত্রের স্তোত্র জনৈক মুসলমান গায়কের রচিত। গীতি-বর্ণিত ঘটনার স্থান নেত্রকোণার নিকটবর্ত্তী। খালিয়াজুরি থানার নিকট—রহমৎপুর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে "তলার হাওর" নামক বিস্তৃত 'হাওর'—ইহারই পূর্ব্বে বামনকান্দি, বাইদার দীঘি, ঠাকুরবাড়ীর ভিটা, উলুয়াকান্দি, প্রভৃতি স্থান এখন জনমানবশূন্য হইয়া রাজকুমার

ও মহুয়ার স্মৃতি বহন করিতেছে। এখন তথায় কতকগুলি ভিটামাত্র পড়িয়া আছে। কিন্তু নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে এই প্রণয়িযুগ্মের বিষয় লইয়া নানা কিংবদন্তী এখনও লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। যে কাঞ্চনপুর হইতে "হোমরা" বেদে মহুয়াকে চুরি করিয়া লইয়া যায়—তাহা ধনু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। নেত্রকোণার অন্তর্গত সান্দিকোনা পোষ্টাফিসের অধীন মস্‌কা ও গৌরালী নামক দুইটি গ্রাম আছে—মস্‌কা গ্রামের সেক আসক আলী ও উমেশচন্দ্র দে এবং গোরালীর নসুসেকের নিকট হইতে এই গানের অনেকাংশ সংগৃহীত হয়। মস্‌কা গ্রামে মহুয়ার পালা গাহিবার জন্য এখনও নাকি একটি দল আছে। এক সময়ে যে গাথা ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় শত শত পল্লীর বক্ষস্থলে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজ তাহা একটা ভগ্নদণ্ডে পর্য্যবসিত। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ্চ আমি চন্দ্রকুমারের নিকট হইতে এই গাথা পাইয়াছি। চন্দ্রকুমার দে যেভাবে গাতিটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক অসঙ্গতি ছিল, গোড়ার গান শেষে আর শেষের গান গোড়ায় এই ভাবে গীতিকাটি উলট-পালট ছিল, আমি যথাসাধ্য এই কবিতাগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পাঠ ঠিক করিয়া লইয়াছি।

এই গানের মোট ৭৫৫ ছত্র পাওয়া গিয়াছে, আমি তাহা ২৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া লইয়াছি। মহুয়ার গান পড়িয়া আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড রোনাল্ডসে বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন।

২। **মলুয়া**—গ্রন্থকারের নাম নাই। গোড়ায় চন্দ্রাবতীর একটা বন্দনা আছে, এজন্য কেহ কেহ মনে করেন সমস্ত পালাটিই চন্দ্রাবতীর রচনা। আমার নিকট এই অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয় না। চন্দ্রাবতী সম্ভবতঃ ১৬০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই সময়ে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ঈশা খাঁ সবে মাত্র পূর্ব্ব-মৈমনসিংহে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তখনও "নজর তরপের ছেলেরা" আবির্ভূত হইয়া পরস্ত্রীহারক দস্যুর বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই। আরও ১০০ বৎসর পরে এই ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে হয়। জাহাঙ্গীর দেওয়ান কোন্ বংশসম্ভূত তাহা জানিবারও উপায় নাই। গীতি-বর্ণিত আরালিয়া গ্রাম ভাদৈর নদীর তীরবর্ত্তী এবং কিশোরগঞ্জ হইতে ২২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে; ইহারই ৪।৫ মাইল দূরে "সূত্যা" নদীর কূলে চাঁদ বিনোদের বাড়ী ছিল, সূত্যা নদী আরালিয়া হইতে ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু সেই গ্রামটির নাম নাই। ৯৬ পৃষ্ঠায় (১১ ছত্র) "বংশাইয়া সতী কন্যা হইল অবতার" পদটির "বংশাইয়া" শব্দটিতে গ্রামের নাম বুঝাইতে পারে, "বংশাইয়া" শব্দের ভিন্নার্থ (অর্থাৎ "সেই বংশে") হওয়াও অসম্ভব নয়। বংশাইয়া নামক কোন গ্রাম আরালিয়ার নিকটে নাই, কিন্তু উক্ত গ্রামের ৪।৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে "বক্‌শাইয়া" নামক এক গ্রাম আছে। লিপিকারগণ অজানিত দেশের নাম লইয়া প্রায় লিখিতে ভুল করিয়া থাকেন, সুতরাং 'বক্‌শাইয়া'র 'বংশাইয়া'-রূপ-গ্রহণ আশ্চর্য্য নহে। গাতোক্ত

"ধলাই বিল" আরালিয়া গ্রামের ৩০ মাইল উত্তরে। জাহাঙ্গীরপুর গ্রাম আরালিয়া হইতে ২৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। সম্ভবতঃ ধনু নদীর শাখাপ্রশাখা বাহিয়া দেওয়ান জাহাঙ্গীর মলুয়ার সঙ্গে কুড়া শীকার করিতে "পদ্মোৎপলঝষাকুল" ধলাই বিলে আসিয়াছিলেন।

'মলুয়া' পালাটি চন্দ্রবাবু জাহাঙ্গীরপুরের উপকণ্ঠস্থিত 'পদমশ্রী' গ্রামের পাষাণী বেওয়া, রাজীবপুরের সেখ কাঞ্চা, মঙ্গলসিদ্ধির নিদান ফকির, খুরশীমলীর সাধু ধুপী, সাউদ পাড়ার জামালদিসেক, দুলাইল-নিবাসী মধুর রাজ এবং পদমশ্রীর দুখিয়া মালের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই গাথার মোট ছত্রসংখ্যা ১২৪৭, আমি ইহাকে ১৯ অঙ্কে বিভাগ করিয়াছি। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর এই গীতিকা আমার হস্তগত হয়।

৩। চন্দ্রাবতী—নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত। এই কবি রঘুসুত, দামোদর প্রভৃতি অপর অপর কয়েকজন কবির সহযোগে 'কঙ্ক ও লীলা' নামক আর-একটি গাথা প্রণয়ন করেন। চন্দ্রাবতী সুবিখ্যাত মনসাভাসান-লেখক কবি বংশীদাসের কন্যা। পিতা ও কন্যা একত্র হইয়া মনসাদেবীর ভাসান ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে রচনা করিয়াছিলেন। পিতার আদেশে চন্দ্রাবতী বাঙ্গালা ভাষায় একখানি রামায়ণ রচনা করেন, তাহা পূর্ব্ব-মৈমনসিংহে মহিলা-সমাজে এখনও ঘরে ঘরে পঠিত ও গীত হইয়া থাকে। তাহার একখানি আমাদের সংগ্রহের মধ্যে আছে। জয়চন্দ্রকে ভালবাসিয়া এই সাধ্বী ব্রাহ্মণললনা যে মর্ম্মন্তুদ কষ্ট পাইয়াছিলেন এবং সেই ঘোর পরীক্ষার আগুনে পুড়িয়া তিনি কিরূপ বিশুদ্ধ সোনার ন্যায় নির্ম্মল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা এই গাথাটিতে বর্ণিত আছে। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই চন্দ্রাবতীর পরিচয় ভাল করিয়া জানেন। বংশীদাসের পিতার নাম ছিল যাদবানন্দ এবং মাতার নাম ছিল অঞ্জনা। চন্দ্রাবতী নিজে বংশ ও গৃহপরিচয় এইভাবে দিয়াছেন—

"ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী-নদী বহি যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য্য ঘরে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পাল্লায় তালপাতার ছাউনী॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছাড়ি যায়॥
দ্বিজবংশী বড় হৈল মনসার বরে।
ভাসান গাইয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥
ঘরে নাই ধান-চাল, চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উচিছলার পানি॥

ভাসান গাইয়া পিতা বেড়ান নগরে।
চাল-কড়ি যাহা পান আনি দেন ঘরে॥
বাড়ীতে দরিদ্র-জ্বালা কষ্টের কাহিনী।
তাঁর ঘরে জন্ম নিলা চন্দ্রা অভাগিনী॥
সদাই মনসা-পদ পূজি ভক্তিভরে।
চাল-কড়ি কিছু পান মনসার বরে॥
দূরিতে দারিদ্র্যদুঃখ দেবীর আদেশ।
ভাসান গাহিতে স্বপ্নে দিলা উপদেশ॥
সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজবংশী পিতা।
যাঁর কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা॥
মনসা দেবীরে বন্দি জুড়ি দুই কর।
যাঁহার প্রসাদে হৈল সর্ব্ব দুঃখ দূর॥
মায়ের চরণে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁহার কারণে দেখি জগৎ সংসার॥
শিব-শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী-নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূর করি নিরবধি॥
বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়॥"

দেখা যাইতেছে জয়চন্দ্রের সঙ্গে বিবাহপ্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যাইবার পরে এবং চন্দ্রার আজীবন কুমারীব্রত-গ্রহণের পর এই রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল। কারণ এই গাথায়ই আছে, মনে শান্তিস্থাপনের জন্য বংশী চন্দ্রাকে রামায়ণ লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যদিও চন্দ্রার এই বন্দনায় সেই প্রেমঘটিত কথার কোন উল্লেখ নাই, তথাপি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ যে চলিয়া গিয়াছিল "চন্দ্রা অভাগিনী" কথাটাতেই তাহার কিছু আভাস আছে। তিনি যে পিতৃগৃহের গলগ্রহ হইয়া তাঁহাদের চিরকষ্টদায়ক হইয়া থাকিতেন—ঐ পদের পূর্ব্ব-ছত্রে সে কথাও রহিয়াছে। এই গাথার পূর্ণ আলোকপাতে চন্দ্রার করুণ আত্মবিবরণীটি আমাদের নিকট পরিষ্কার হইয়াছে। চন্দ্রাবতীর পিত্রালয় ফুলেশ্বরী নদীর তীরস্থ পাতুয়ারী গ্রামে যে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং যে মন্দিরের গাত্রে জয়চন্দ্র রক্তমালতীপুষ্পের রস দিয়া বিদায়পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ফুলেশ্বরীর তীরে নিষ্ঠাবতী রমণীর নৈরাশ্যকে ভগবদ্‌ভক্তিতে উজ্জ্বল করিয়া এখনও জীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। জয়চন্দ্রের বাড়ী ছিল সুন্ধ্যা গ্রামে, তাহা পাতুয়ারীর অদূরবর্ত্তী ছিল। নয়ানচাঁদ ঘোষ কোন্ সময়ে এই গাথাটি রচনা

করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে রঘুসুত কবি যিনি ইঁহার সঙ্গে "কঙ্ক ও লীলা" লিখিয়াছিলেন, তিনি ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। রঘুসুতের বংশ-লতায় এই অনুমান সমর্থিত হয়। পাতুয়ারী গ্রামটি কিশোরগঞ্জ হইতে বেশী দূরে নহে। এই গাথাটির ছত্রসংখ্যা মোট ৩৫৪। ইহাকে আমরা ১২ অঙ্কে বিভাগ করিয়া লইয়াছি।

৪। কমলা—ভণিতায় কবির নাম দ্বিজ ঈশান পাওয়া যাইতেছে। 'হুলিয়া' নামক কোন গ্রাম পূর্ব্ব-মৈমনসিংহে পাইলাম না। তবে "হালিয়ারা" গ্রামটি নন্দাই হইতে বেশী দূরে নহে। এই হালিয়ারার নিকটে রঘুপুর আছে। এই হালিয়ারা 'হুলিয়া' হইতে পারে, কিন্তু পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ মল্লিক মহাশয় বলিতেছেন, মৈমনসিংহ সদর সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত হালিয়াঘাট নামক স্থানই খুব সম্ভব কাব্যবর্ণিত হুলিয়া। কারণ তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বৃহৎ জঙ্গলে বিস্তৃত রাজবাড়ী ও গড়খাই প্রভৃতির চিহ্ন আছে, ২।৩ শত বর্ষ পূর্ব্বে তথায় কেশররায় নামক এক রাজবৈভবশালী ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার বিধবারমণী শত্রু কর্ত্তৃক গৃহ আক্রান্ত হইলে প্রাসাদসংলগ্ন দীঘির জলে প্রাণত্যাগ করেন। এই কেশররায় "দয়াল রাজা"র বংশধর হইতে পারেন। কেন্দুয়ার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম-বাসিনী তিন-চারটি রমণীর নিকট হইতে চন্দ্রকুমার এই গাথাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহা বাঙ্গালা ১৩২৮ সনের ১৯শে আষাঢ় আমার হস্তগত হয়। আমি গাথাটিকে ১৭ অঙ্কে ভাগ করিয়াছি, ছত্রসংখ্যা মোট ১৩২০।

৫। দেওয়ান ভাবনা—দেওয়ানদের অত্যাচারের কথা যে সকল গীতিকায় বর্ণিত আছে, তাহাদের কোনটিতেই কবির নাম পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে কবিদের সতর্কতা অকারণ নহে।

দেওয়ান ভাবনা মোট ৩৭৪টি ছত্রে সম্পূর্ণ,—আমি গানটিকে ৯ অঙ্কে ভাগ করিয়াছি। এই গীতিকা ২০০।২৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। গীতি-বর্ণিত "বাঘরা"র নামে তদঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ একটি হাওর পরিচিত। প্রবাদ এই, সোনাই-এর মত বহু সুন্দরীর সন্ধান দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ বাঘরা নামক এক গুপ্তচর ('সিন্ধুকী') দেওয়ান-দের নিকট হইতে এই বিস্তৃত 'হাওর' লাখেরাজস্বরূপ পুরস্কার পাইয়াছিল। 'বাঘরার হাওর' নেত্রকোণার দশমাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। বোধ হয় 'দীঘলহাটী' গ্রামের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত হাওরের নিকটবর্ত্তী 'ধলাই' নদীর তীরে 'দেওয়ানপাড়া' নামক একটি গ্রাম আছে,—সম্ভবতঃ এইখানেই 'দেওয়ান ভাবনা'র আবাস ছিল।

'দেওয়ান ভাবনা' ১৯২২ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চন্দ্রকুমার দে আমাকে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কেন্দুয়ার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানের মাঝিদের মুখে এই গান তিনি শুনিয়াছিলেন। নৌকা-'বাছ' দেওয়ার সময়ে এখনও তাহারা এই গান গাহিয়া থাকে।

৬। দস্যু কেনারাম—চন্দ্রাবতী প্রণীত। চন্দ্রাবতীর পরিচয় তৎসম্বন্ধীয় গাথার বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেনারামের বাড়ী ছিল বাকুলিয়া গ্রামে। নলখাগড়ার বনসমাকীর্ণ সুপ্রসিদ্ধ "জালিয়ার হাওর" কিশোরগঞ্জ হইতে ৯ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে, এইখানেই বংশীদাসের সঙ্গে কেনারামের সাক্ষাৎ হয়। এই গীতোক্ত ঘটনা ১৫৭৫ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে, প্রেমাহতা চন্দ্রা জয়চন্দ্রের শব দর্শন করার অল্পকাল পরেই হৃদ্‌রোগে লীলা সংবরণ করেন। ফুলেশ্বরী নদীর গর্ব্ভেই কেনারাম তাহার মহামূল্য ধনরত্ন বিসর্জন দিয়াছিল। এই গাতের মোট ছত্র-সংখ্যা ১০৫৪, তাহার মধ্যে অনেকাংশ মনসাদেবীর গান, সেগুলি অপরাপর কবির লেখা, সুতরাং আমি গাথাটির অনেকাংশ বর্জন করিয়াছি। মনসাদেবীর গানের মধ্যে যেখানে চন্দ্রাবতীর লেখা কেনারামের বিবরণ আছে, সেই সেই স্থান আমি নক্ষত্রচিহ্নিত করিয়াছি।

৭। রূপবতী—এই গাথাটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কবির নাম পাওয়া যায় নাই। ছত্রসংখ্যা ৪৯৩। ১৯২২ খৃঃ অব্দের ৩০শে মার্চ্চ ইহা আমার হস্তগত হয়। আমি ইহাকে ৭ অঙ্কে বিভাগ করিয়াছি। এই গাথার সম্বন্ধে অন্যান্য তথ্য ইংরেজী ভূমিকায় দিয়াছি।

৮। কঙ্ক ও লীলা—এই গাথার রচক ৪ জন, দামোদর, রঘুসুত, নয়ানচাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বেনিয়া। রঘুসুত ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল, ইহারা জাতিতে পাটুনি, বহু পুরুষ যাবৎ ইহারা গায়কের ব্যবসা করিতেছে, ইহারা এজন্য 'গায়েন' (ময়মনসিংহে 'গাইন') উপাধিতে পরিচিত। রঘুসুতের নিম্নতম বংশধর, রামমোহন গায়েনের পুত্র শিবু গায়েন 'কঙ্ক ও লীলা'র পালা অতি উৎকৃষ্টভাবে গাইতে পারিত। ইহাদের বাড়ী নেত্রকোণায় কেন্দুয়া থানার অধীন "আওয়াজিয়া" গ্রাম। উৎকৃষ্ট পালাগায়ক বলিয়া ইহারা গৌরীপুরের জমিদারদিগের নিকট হইতে অনেক নিষ্কর জমি পুরস্কারস্বরূপ লাভ করিয়াছে। ২০।২১ বৎসর হইল শিবু গায়েনের মৃত্যু হইয়াছে। কবিকঙ্ক পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র; ইনি বিপ্রবর্গ বা বিপ্রগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ গ্রাম কেন্দুয়ার অদূরবর্ত্তী রাজেশ্বরী বা রাজী নদীর তীরে. বিপ্রবর্গের নিকট ধলেশ্বরী বিলের সন্নিকট এখনও পাঁচ-পারের একটা জায়গা আছে এবং তথায় "পারের পাথর" নামক একটা পাথর আছে। গীতোক্ত পীর এইখানে আড্ডা করিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কের রচিত "মলুয়ার বারমাসী" এক সময়ে পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের কাব্যরসের খনি ছিল। এখনও তাহার দুই-একটি গান গ্রাম্যকৃষকের মুখে শোনা যায়। এখন পর্য্যন্ত আমরা পালাটি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু চন্দ্রকুমারের বহু চেষ্টায় কবিকঙ্কের "বিদ্যাসুন্দর"-খানি সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিদ্যাসুন্দরের মুখবন্ধে কবি তাঁহার পিতামাতার

নাম, তাঁহার চণ্ডাল পিতা ও চণ্ডালিনী মাতার নাম ও গর্গের কথা লিখিয়াছেন। কবিচতুষ্টয়-প্রণীত এই গাথায় তাঁহার বাল্যলীলার যে ইতিহাস আছে তিনি নিজেও সেই কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন। পল্লীগাথাগুলির ঐতিহাসিকত্বের ইহা অন্যতম প্রমাণ। খুব সম্ভব কঙ্ক চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী ছিলেন।

"কঙ্ক ও লীলা" ১০১৪ সংখ্যক ছত্রে পূর্ণ। আমি এই গাথাটিকে ২৩ অঙ্কে বিভাগ করিয়া লইয়াছি। কবিকঙ্কের বিদ্যাসুন্দরই বাঙ্গালা 'বিদ্যাসুন্দর'গুলির মধ্যে প্রাচীনতম। প্রাণারাম কবি 'বিদ্যাসুন্দর'গুলির যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে নিমৃতাবাসী কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দরকে 'আদি বিদ্যাসুন্দর' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গবাসী কবিদের কথা অবগত ছিলেন না।

৯। কাজলরেখা—এটি একটি রূপকথা। এই গীতিগুলি-সম্বন্ধে আমাদের মাননীয় ভূতপূর্ব্ব লাটবাহাদুর লর্ড রোনাল্ডসে, স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন, ভারতীয় কলাশাস্ত্রবিশারদ ষ্টেলা ক্র্যামরিচ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ যে সকল উচ্চপ্রশংসাযুক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এবং অপরাপর সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তারিতভাবে প্রথম খণ্ডে ইংরেজী ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। লাট রোনাল্ডসে এই পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া ইহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

১০। দেওয়ান মদিনা—বালিয়াচঙ্গের দেওয়ানদের সম্বন্ধে গাথা। এই গানে ধনু নদীর উল্লেখ আছে, দীঘলহাটি গ্রাম খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। ইহার লেখক মনসুর বাইতি সম্বন্ধে নাম ছাড়া আর কিছু জানিতে পারা যায় নাই। কবি যে নিরক্ষর ছিলেন, তাহা যেমন তাঁহার কাব্যপাঠে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি যে প্রকৃত কবিত্বশালী, করুণরসসৃষ্টিতে সুপটু ছিলেন, তাহাও তেমনই অবধারণ করা যায়। মদিনার স্বামীর ভালবাসায় অগাধ বিশ্বাস—যাহা তালাকনামা পাইয়াও দীর্ঘকাল টলে নাই—সে অগাধ বিশ্বাসে যেদিন হানা পড়িল, সেদিন সে মৃত্যুশয্যাশায়ী হইল। তাহার অপূর্ব্ব সংযম, যাহাতে এরূপ কৃতঘ্নতায়ও স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথা সে বলিতে পারিল না, এই অপূর্ব্ব প্রেম ও চিত্তসংযম কোন্ উচ্চ লোকের, পাঠক তাহা ধারণা করুন। চাষার ভাষায় চাষার লেখা বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার ও নিবেদন

কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐকান্তিক দুরবস্থার সময়ে যিনি শত অন্তরায় সত্ত্বেও সুদক্ষ কাণ্ডারীর মত অটল পণে এই বিদ্যাপীঠকে পরিচালিত করিতেছেন, যিনি সরস্বতীর শতদল সিংহাসনটিকে সর্ব্বপ্রকার অপঘাত হইতে রক্ষা

করিয়াছেন, সেই বিদ্যালোকোদ্ভাসিত, অজেয় শক্তিশালী স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে এই পালাগানগুলি কিছুতেই সংগৃহীত অথবা প্রকাশিত হইত না।

যখন আমরা খাটিয়া খাটিয়া দেহপাত করিতেছিলাম, সেই খাটুনির যে সামান্য বেতন তাহাও কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদিগকে মঞ্জুর করেন নাই, যখন আমাদের কোন অধ্যাপক গৃহের পালিত দুগ্ধবতী গাভী বিক্রয় করিয়া, কেহ বা স্ত্রীপুত্রকে ম্যালেরিয়াক্রান্ত কোন দূর পল্লীতে পাঠাইয়াও স্বীয় দগ্ধোদর পালন করিতে পারেন নাই—সেই সময়ে, যখন শত শত দুঃস্থ অধ্যাপকের মুখের দিকে চাহিয়া রোষে ক্ষোভে আশুতোষ বহু চেষ্টায় অশ্রু সংরুদ্ধ করিয়া রাখিতেন—সেই দুঃসময়ে আমি মৈমনসিংহ-গীতিকার কথা তাঁহাকে অতি কুণ্ঠার সহিত ভয়ে ভয়ে জানাইয়াছিলাম। কোথা হইতে টাকা আসিবে, দুর্য্যোগের ঘনঘটা দেখিয়া তো আমরা তাহা জানিতাম না। সেই সময়েও তাঁহার সেই চিরশ্রুত অভয় বাণী শুনিয়াছিলাম: "ভয় কি দীনেশবাবু, ছাপিতে দিন্ আমি চালাইব।" এইজন্যই তো ইঁহাকে আমরা কাণ্ডারী করিয়াছি, আর কে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কাণ্ডারী হইবেন? এরূপ একনিষ্ঠ, অটল, বীরব্রত ভারতীয় সেবক কোথায় পাইব? বৈষ্ণব কবিতার ভাষায় সরকার বাহাদুরকে জোর গলায় শুনাইয়া বলা যায়—"বিনা কড়িতে এমন নফর কোথা পাবি?"

মৈমনসিংহ কিশোরগঞ্জনিবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ধর, বি.এ. মহাশয় মৈমনসিংহে প্রচলিত কতকগুলি শব্দের অর্থ লিখিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক, এম.এ. মহাশয় নিজে মৈমনসিংহনিবাসী, তিনি এই পুস্তকপ্রকাশ সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিয়াছেন এবং দেশের ভাষার বিশেষত্ব সম্বন্ধে নানারূপ মূল্যবান্ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমার সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মানচিত্রখানির জন্য একশত টাকা দিয়াছেন। ছবি, ব্লক প্রভৃতির জন্য বাণীসেবক সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রায় পঞ্চাশ টাকা দিয়াছেন, আমি নিজে এই গীতিকাগুলির উপলক্ষে দুইশত টাকার উপর ব্যয় করিয়াছি। কিন্তু মৈমনসিংহবাসিগণের নিকট কি আমাদের কোন দাবী দাওয়া নাই? আরও শত শত পালাগান সংগ্রহ করা বাকী। সমস্ত বঙ্গদেশে এই মহামূল্য উপাদান ছড়াইয়া আছে। গ্রীয়ারসন সাহেব এই পালাগানগুলি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া লিখিয়াছিলেন, "আপনি এই পরম উপাদেয় জিনিষগুলি শুধু পূর্ব্ববঙ্গ নহে, সমস্ত বঙ্গদেশ হইতে সংগ্রহ করুন।" আমি তাঁহাকে লিখিয়াছি, "আপনি আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা তুলিয়া দিন, আমি আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইব।" রাজপুত পালাগান (baliad)-গুলির যতটা

একলক্ষ টাকা ব্যয়ে সংগৃহীত হইয়াছে, আমি পঁচিশ হাজার টাকায় তদপেক্ষা বেশী কাজ দেখাইতে পারি।

মৈমনসিংহবাসিগণ কলিকাতায় একটি সভা আহ্বান করিয়া এই গাথাগুলি-সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি তাহা জানাইবার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম ও আপাততঃ কাজ চালাইবার মতন দশ হাজার টাকা চাহিয়াছিলাম। সেই সভার সভাপতি ছিলেন সন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী। আমি সভা হইতে আশ্বাস পাইয়াছিলাম যে, শীঘ্রই এই টাকা সংগৃহীত হইবে। কিন্তু ঝুলি কাঁধে করিয়া দুয়ারে দুয়ারে বাহির না হইলে ভিক্ষা জোটে না। আমি রোগের দরুন বিছানায় পড়িয়া আছি, আমি ভিক্ষুক সাজিয়া বড় মানুষের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া হাত পাতিতে অক্ষম। বিশেষতঃ আমি মৈমনসিংহবাসিগণের নিকট ভিক্ষা চাহিতে লজ্জা বোধ করি, সেখানে কি আমার কোন দাবীই নাই?

আমি মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া খাটিয়া খাটিয়া দেহপাত করিয়াছি। ইংরাজী খণ্ডের ভূমিকা পাঠ করিলে আপনারা তাহা জানিতে পারিবেন, আমি নিজ হইতেও যথাসাধ্য খরচ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই—কিন্তু তজ্জন্য আমি কোন পুরস্কারের দাবী করিতেছি না। কর্ম্মে সফলতাই আমার পুরস্কার, এই পালাগানগুলি দেশ-বিদেশে আদর পাইতেছে। প্রুফ দেখাইতে যে সকল সাহেবের নিকট গিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পড়িতে পড়িতে ঘন ঘন রুমাল দিয়া চোখ মুছিয়াছেন। সেই চোখের জলের মত পুরস্কার আমি আর কোথায় পাইব? যেদিন ষ্টেলা ক্র্যামরিচ মহুয়া গল্পটি পড়িয়া আমাকে লিখিলেন, "সারাদিন জ্বরের ঘোরে আমি মহুয়া, নদের চাঁদ ও হোমরাকে যেন স্বপ্নের মত দেখিয়াছি। আমি ভারতীয় সাহিত্যে যতটা পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে এমন মর্ম্মস্পর্শী, এমন সহজ সুন্দর কোন আখ্যান পড়ি নাই," সেই দিন আমি আমার প্রাণান্ত পরিশ্রমের পুরস্কার পাইয়াছি। আর যখন আমি মহামনা লর্ড রোনাল্ডসকে লিখিয়াছিলাম, "আপনি দুটি মাত্র ছত্র লিখিয়া দিন, আমার পুস্তকখানি সেই রাজসম্মান মলাটের পুরোভাগে লইয়া প্রকাশিত হইবে।" তদুত্তরে তিনি লিখিলেন, "এই পালাগানগুলি এত চমৎকার যে, দুটি ছত্র লিখিয়া আমি কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারি না।" একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়া পুস্তকখানিকে অলঙ্কৃত করিলেন; সেই দিন কি আমি পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার পাই নাই? সর্ব্বশেষ যখন পুস্তকখানি হাতে লইয়া আশুতোষ তাঁহার সমস্ত প্রাণভরা সন্তোষের হাসিতে স্বীয় গুম্ফ পর্য্যন্ত উজ্জ্বল ও অলঙ্কৃত করিয়া আমার দিকে প্রসন্ন চোখে চাহিলেন,—পালাগানের ভাষায় বলিতে গেলে "পুন্নমাসী চাঁদ যেমন দেখায় নদীর তলা" সেইরূপ তাঁহার হৃদয়ের আনন্দ সেই হাসিতে নিঃশেষভাবে ধরা পড়িয়া গেল,—তখন আমি যে গৌরব পাইলাম, কোন্ স্বর্ণপদক তাহা আমাকে দিতে পারিত?

সুতরাং আমার কথা যাউক,—দীনহীন চির-অভাবগ্রস্ত দুর্ভাগ্য চন্দ্রকুমারকে কোন উৎসাহ দেওয়া কি মৈমনসিংহবাসীর কর্ত্তব্য নহে? এই যে তাঁহাদের দেশের পল্লীগাথা সমস্ত বঙ্গসাহিত্যে এক অতি উচ্চ স্থানের দাবী করিতেছে, সেই গাথাভাণ্ডারের উদ্ধারকল্পে কি তাঁহারা নিশ্চেষ্ট থাকিবেন, ইহার জন্য কি কোন ব্যবস্থাই হইবে না?

গাথাসাহিত্যের ভাষা পাড়াগেঁয়ে, ছন্দ শিশুর আধ আধ বুলির মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা,—পূর্ণতা পায় নাই। কিন্তু বিবেচনাপূর্ব্বক বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন, চলিত ভাষায় আজ যাহা সুন্দর ও মার্জ্জিত, পরবর্ত্তী কালে তাহা 'সেকেলে' ও অমার্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা এক সময়ে আদর্শ ভাষা ছিল, সেকেলে লোকেরা শতমুখে তাহা প্রশংসা করিতেন, এখন সে ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা কি আর কেহ প্রশংসা করেন? এমন কি বঙ্কিমবাবুর ভাষাগৌরব পর্য্যন্ত কতকটা অস্তমিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই ভাষার ঐশ্বর্য্যের কথা ছাড়িয়া দিলে, জাতীয় আদর্শ-সংস্থাপনে—কবিত্বে ও কারুণ্যে, মর্ম্মকথার অভিব্যক্তিতে ও চরিত্রমর্য্যাদা-রক্ষণে—ঐতিহাসিকতায় ও কল্পনার শোভায়, এই গাথাগুলি বঙ্গসাহিত্যকে এক নব জয়শ্রী পরাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই গাথাসাহিত্য উদ্ধারকল্পে যিনি কোনরূপ সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি নিম্নের ঠিকানায় আমাকে স্মরণ করিবেন। আমি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহাকে জানাইব।

২৪শে নবেম্বর, ১৯২৩
৭, বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার—কলিকাতা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

মহুয়া

(দৃশ্যকাব্য)

দ্বিজ কানাই প্রণীত

মৈমনসিংহ-গীতিকা

মহুয়া

(প্রাচীন পল্লীনাটিকা)

—:*:—

বন্দনাগীতি

পূবেতে বন্দনা করলাম পূবের ভানুশ্বর[১]।
এক দিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর[২]॥
দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম ক্ষীর নদী সাগর।
যেখানে বানিজ্জি করে চান্দ সদাগর॥
উত্তরে বন্দনা গো করলাম কৈলাস পর্বত।
যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর মালামের[৩] পাথ্থর॥
পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন[৪] স্থান।
উর্দিশে[৫] বাড়ায়[৬] ছেলাম মমিন[৭] মুসলমান॥
সভা কইর‍্যা বইছ ভাইরে ইন্দু[৮] মুসলমান।
সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম॥
চাইর কুনা[৯] পির্থিমি[১০] গো বইন্দ্যা[১১] মন করলাম স্থির।
সুন্দর বন[১২] মুকামে বন্দলাম গাজী জিন্দাপীর॥

[১] ভানুশ্বর=ভানুর ঈশ্বর=(শিব?)

[২] পশর=প্রসার (?), প্রকাশ, আলোক।

[৩] মালামের=পদচিহ্নের।

[৪] এন=হেন।

[৫] উর্দিশে=উদ্দেশে।

[৬] বাড়ায়=হাত বাড়াইয়া (সেলাম করা)।

[৭] মমিন=বিদ্বান্।

[৮] ইন্দু=হিন্দু।

[৯] কুনা=কোণা। ময়মনসিংহ প্রভৃতি কতকগুলি স্থানে "ও" কারের স্থানে "উ"কার-ব্যবহারের রীতি আছে, যথা চোর=চুর।

[১০] পির্থিমি=পৃথিবী।

[১১] বইন্দ্যা=বন্দনা করিয়া।

[১২] সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের দেব দক্ষিণরায়ের সঙ্গে গাজির যুদ্ধের কথা অনেক পুস্তকেই আছে। কৃষ্ণরামের দক্ষিণরায়ের পালাতে এই যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ আছে। পুথির নাম "রায়-মঙ্গল"।

আসমানে জমিনে বন্দলাম চান্দে আর সুরুয[১]।
আলাম-কালাম বন্দুম কিতাব আর কুরাণ[২]।।
কিবা গান গাইবাম আমি বন্দনা করলাম ইতি।
উস্তাদের চরণ বন্দলাম করিয়া মিনুতি[৩]।। ১—১৬

বন্দনাগীতি সমাপ্ত।[৪]

(১)

হুমরা বেদে

উত্তর্যা না গারো পাহাড় ছয় মাস্যা পথ।
তাহার উত্তরে আছে হিমানী পর্ব্বত।।
হিমানী পর্ব্বত পারে তাহারই উত্তর।
তথায় বিরাজ করে সপ্ত সমুদ্দর[৫]।।
চান্দ সুরুয নাই[৬] আন্দারিতে[৭] ঘেরা।
বাঘ ভালুক বইসে[৮] মাইন্‌সের[৯] নাই লরাচরা[১০]।।
বনেতে করিত বাস হুমরা বাইদ্যা[১১] নাম।
তাহার কথা শুন কইরে ইন্দু[১২] মুসলমান।।
ডাকাতি করিত বেটা ডাকাইতের সর্দ্দার।
মাইন্‌কা নামে ছুড়ু[১৩] ভাই আছিল তাহার।।

১ সুরুয=সূর্য্য।
২ আলাম-কালাম=ঈশ্বরের কথা। কুরাণ=কোরাণ।
৩ মিনুতি=মিনতি।
৪ এই বন্দনাগীতিটি স্পষ্টই জনৈক মুসলমান গায়েনের রচিত।
৫ সমুদ্দর=সমুদ্র।
৬ চাঁন্দ সুরুয নাই=চন্দ্র ও সূর্য্য নাই।
৭ আন্দারিতে=আন্ধারে।
৮ বইসে=বাস করে।
৯ মাইন্‌সের=মনুষ্যের।
১০ লরাচরা=নড়াচড়া।
১১ বাইদ্যা=বেদে।
১২ ইন্দু=হিন্দু।
১৩ ছুড়ু=ছোট।

ঘুরিয়া ফিরিয়া তারা ভ্রমে নানান দেশ।
অচরিত[১] কাইনী কথা কইবাম সবিশেষ।।
আর ভাইরে,
ভর্‌মিতে[২] ভর্‌মিতে তারা কি কাম করিল।
ধনু নদীর পারে যাইয়া উপস্থিত অইল।।
কাঞ্চনপুর নামে তথা আচিল[৩] গেরাম।
তথায় বসতি করত বির্দ্ধ[৪] এক বরাম্মন[৫]।।
ছয় মাসের শিশু কইন্যা[৬] পরমা সুন্দরী।
রাত্রি নিশাকালে হুমরা তারে করল চুরী।।
চুরী না কইর‍্যা হুমরা ছারা্যা[৭] গেল দেশ।
কইবাম্‌ সে কন্যার কথা শুন সবিশেষ।।
ছয় মাসের শিশু কন্যা বচছুরের[৮] হৈল।
পিঞ্জরে রাখিয়া পঙ্খী[৯] পালিতে লাগিল।।
এক দুই তিন করি শুল[১০] বছর যায়।
খেলা কছরত[১১] তারে যতনে শিখায়।।
সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা[১২] জ্বলে মণি।
যে দেখে পাগল হয় বাইদ্যার নন্দিনী।।
বাইদ্যা বাইদ্যা করে লোকে বাইদ্যা কেমন জনা।
আন্দাইর ঘরে থুইলে কন্যা জ্বলে কাঞ্চা সোনা।।
হাট্টিয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে পরে চুল।
মুখেতে ফুট্টা[১৩] উঠে কনক চাম্পার ফুল।।

[১] অচরিত = অপূর্ব্ব।
[২] ভর্‌মিতে = ভ্রমণ করিতে।
[৩] আচিল = আছিল, ছিল।
[৪] বির্দ্ধ = বৃদ্ধ।
[৫] বরাম্মন = ব্রাহ্মণ।
[৬] কইন্যা = কন্যা।
[৭] ছারা্যা = ছাড়িয়া।
[৮] বচছুরের = বৎসরের (এক বৎসরের)।
[৯] পঙ্খী = পক্ষী (এই শব্দ এখনও 'ময়ুর-পঙ্খী' কথায় ব্যবহৃত হয়)।
[১০] শুল = ষোল।
[১১] কছরত = কৌশল।
[১২] থাইক্যা = থাকিয়া।
[১৩] ফুট্টা = ফুটিয়া।

আগল ডাগল[১] আখিরে আসমানের তারা।
তিলেক মাত্র দেখলে কইন্যা না যায় পাশুরা[২] ॥
বাইদ্যার কইন্যার রূপে ভাইরে মুনীর টলে মন।
এই কইন্যা লইয়া বাইদ্যা ভরমে তিরভুবন ॥
পাইয়া সুন্দরী কইন্যা হুমরা বাইদ্যার নারী।
ভাব্যা চিন্ত্যা নাম রাখল "মহুয়া সুন্দরী" ॥ ১—৩৭

(২)

গারো পাহাড় ; বনপ্রদেশ

(হুমড়া ও মাইন্‌কিয়া সহ দলবলের প্রবেশ)

হুমড়া বাইদ্যা ডাক দিয়া কয় মাইন্‌কিয়া ওরে ভাই।
খেলা দেখাইবারে চল বৈদেশেতে[৩] যাই ॥
মাইন্‌কিয়া বাইদ্যা কয় ভাই শুন দিয়া মন।
বৈদেশেতে যাব আমরা শুক্কুর বাইর‍্যা[৪] দিন ॥
শুক্কুর বাইর‍্যা দিন আইল সকালে উঠিয়া।
দলের লোক চলে যত গাট্টিবুচ্‌কা[৫] লইয়া ॥
আগে চলে হুমরা বাইদ্যা পাছে মাইন্‌কিয়া ভাই।
তার পাছে চলে লোক লেখা জুখা নাই ॥
বাশ তাম্বু লইল সবে দড়ি আর কাছি।[৬]

[১] আগল ডাগল = সুদীর্ঘ। কোন কোন স্থলে 'আগল দীঘল' কথা পাওয়া যায়।
[২] পাশুরা = পাশরা = বিস্মরণ হওয়া। "পাশরিতে করি মনে গো না যায় পাশরা"—চণ্ডীদাস।
[৩] এরূপ ঐকার অনেক শব্দেই পাওয়া যায়, যথা—বৈদেশ, যৈবন।
[৪] শুক্কুর বাইর‍্যা = শুক্রবার। [৫] গাট্টিবুচ্‌কা = গাঠুরি বোচকা।
[৬] ইহার পরে একটা ছত্র পাওয়া যায় নাই।

তোতা লইল ময়না লইল আরো লইল টিয়া।
সোণামুখী দইয়ল[১] লইল পিঞ্জিরায় ভরিয়া ॥
ঘোড়া লইল গাধা লইল কত কইব আর।
সঙ্গেতে করিয়া লইল রাও চণ্ডালের হাড়[২] ॥
শিকারী কুকুর লইল শিয়াল হেজা[৩] ধরে।
মনের সুখেতে চলে বৈদেশ নগরে ॥
তারও সঙ্গেতে চলে মহুয়া সুন্দরী।
তার সঙ্গে পালঙ্ক সই গলা ধরাধরি ॥
এক দুই তিন করি মাস গুয়াইল[৪]।
বামনকান্দা গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ১–১৯

(৩)

নদের চাঁদের সভা

সভা কইরিয়া বইস্যা আছে ঠাকুর নদ্যার চান[৫]
আস্‌মানে তারার মধ্যে পূর্ণমাসীর চান ॥
আগে পাছে বইছে লোক সভা যে করিয়া।
পরবেশ করিল লেংরা[৬] ছেলাম জানাইয়া ॥

[১] দইয়ল = দয়েল। এই পাখীর চঞ্চু স্বর্ণবর্ণ, এজন্য ইহাকে সোণামুখী বলা হইয়াছে।

[২] রাও চণ্ডালের হাড় = রাজ-চণ্ডালের হাড় (চণ্ডালদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির হাড়?) বেদেরা তাহাদের বাজি করিবার সময় একটা হাড় লইয়া তাহাদের দ্রব্যাদিতে ঠেকাইয়া নানারূপ অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়া থাকে। সেই হাড়ই সম্ভবত এই "রাও চণ্ডালের" হাড় হইবে।

[৩] হেজা = সেজা = শজারু।

[৪] গুয়াইল = গোয়াইল = অতীত হইল।

[৫] নদ্যার চান = নদের চাঁদ। এই নামটিতে বুঝা যায় যে গানটি ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইলেও তদপূর্ব্ব কালের নহে, ইহা চৈতন্য প্রভুর পরবর্তী, কারণ, চৈতন্য প্রভুর পূর্ব্বে কাহারও নাম নদের চাঁদ হইতে পারিত না।

[৬] লেংরা = 'তেরা' 'লেংড়া' প্রভৃতি শব্দ ময়নামতীর গান ও পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক পুস্তকে পাওয়া যায়। 'লেংড়া = খোঁড়া'; টেরা = বক্রচক্ষু। পূর্ব্বকালে রাজ-অন্তঃপুরে যাতায়াতের জন্য বিকলাঙ্গ ব্যক্তি নিযুক্ত হইত।

"শুন শুন ঠাকুর মশয় বলি যে তোমারে।
নতুন একদল বাইদ্যা আইছে তামসা দেখাইবারে॥
পরম এক সুন্দরী কইন্যা সঙ্গেতে তাহার।
জন্মিয়া ভন্মিয়া এমুন দেখি নাইকো আর॥"
এই কথা শুনিয়া ঠাকুর কি কাম করিল।
মা জননীর কাছে যাইয়া উপনীত হইল॥
"শুন শুন মা জননী বলি যে তোমারে।
নতুন একদল বাইদ্যা আইছে তাম্‌সা করিবারে॥
তোমার আদেশ পাইলে মাগো আর না কিছু চাই।
আদেশ যদি কর মাগো তাম্‌সা করাই॥"
"বাইদ্যার তাম্‌সা করাইতে কয়শ টেকা লাগে।"
"বাইদ্যার তাম্‌সা করাইতে একশ টেকা লাগে॥"
"শুন শুন নদ্যার চানরে বলি যে তোমারে।
বাইদ্যার তাম্‌সা করাও নিয়া বাইর বাড়ীর মহলে॥" ১—১৮

(৪)

খেলা-প্রদর্শন

হুমড়া বাইদ্যা ডাক দিয়া বলে মাইন্‌কিয়া ওরে ভাই।
ধনু কাড়ি[১] লইয়া চুল তাম্‌সা করতে যাই॥
যখন নাকি হুমড়া বাইদ্যা ডুলে[২] মাইলো বাড়ী।
নদ্যাপুরের যত মানুষ লাগলো দৌড়াদৌড়ি॥
এক জনে ডাক দিয়া কয়রে আর এক জনের ঠাই।
ঠাকুর বাড়ী বাইদ্যার তাম্‌সা চল দেইখ্যা আই[৩]॥
চাইর[৪] দিকেতে রইল লোকজন তাম্‌সা দেখিবারে।
মধ্যে বইয়া[৫] নদ্যার ঠাকুর উকি ঝুকি মারে॥

[১] কাড়ি = কাটি, শর। [২] ডুলে = ঢোলে। [৩] আই = আসি।
[৪] চাইর = চারি। [৫] বইয়া = বসিয়া।

যখন নাকি বাইদ্যার ছেরি[১] বাশে মাইলো লাড়া ।[২]
বইস্যা আছিল নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা ঐল খাড়া ॥
দড়ি বাইয়া উঠ্যা যখন বাশে বাজী করে ।
নইদ্যার ঠাকুর উঠ্যা কয় পইর‍্যা নাকি মরে ॥[৩]
কর্‌তালের ঝুনুঝুনু ডুলে মাইলো তালি ।[৪]
গান করিতে আইলাম আমরা নদ্যা ঠাকুরের বাড়ী ॥
বাজী করলাম তাম্‌সা করলাম ইনাম বক্সিস চাই ।
মনে বলে নদ্যার ঠাকুর মন যেন তার পাই ॥[৫]
হাজার টেকার শাল দিল আরো টেকা কড়ি ।
বসত করতে হুমড়া বাইদ্যা চাইল একখান বাড়ী ॥
ডাইল দিল চাইল দিল রসুই কইর‍্যা খাইও ।
নতুন বাড়ীত খাইয়া তোম্‌রা সুখে নিদ্রা যাইও ॥
পাড়া করলাম কইলৎ করলাম[৬] ।
ভালা কর‍্যা বান্দ বাড়ী উলুইয়াকান্দা[৭] গিয়া ॥
নয়া বাড়ী লইয়া রে বাইদ্যা বানলো জুইতের[৮] ঘর ।
লীলুয়া বয়ারে[৯] কইন্যার গায়ে উঠলো জ্বর ॥
নয়া বাড়ী লইয়া রে বাইদ্যা লাগাইল বাইঙ্গন[১০] ।
সেই বাইঙ্গন তুলতে কইন্যা জুড়িল কান্দন ॥
কাইন্দ না কাইন্দ না কইন্যা না কান্দিয়ো আর ।
সেই বাইঙ্গন বেচ্যা দিয়াম তোমার গলায় হার ॥[১১]

[১] ছেরি = বালিকা ।
[২] যে মুহূর্তে বেদের মেয়ে বাঁশ ধরিয়া নাড়া দিল ।
[৩] নদের চাঁদ উঠিয়া বলিল, 'পাছে উঁচু হইতে পড়িয়া মারা যায় ।' দর্শকের কৌতূহল দূর হইয়া অন্তরঙ্গের মত আশঙ্কা জন্মিয়াছে ; প্রেমের সূত্রপাত ।
[৪] করতালের ঝুনুঝুনু শব্দের সঙ্গে বেদে-বালিকা ঢোলে তাল দিল ।
[৫] মুখে পুরস্কার পাওয়ার কথা বলিল, কিন্তু মনে মনে নদের চাঁদের মন প্রার্থনা করিল ।
[৬] এই ছত্রের কতকটা পাওয়া যায় নাই । পাড়া = পাট্টা, কইলৎ = কবুলিয়ত ।
[৭] বামুনকান্দা গ্রামের নিকট উলুয়াকান্দা এখনও আছে ।
[৮] জুইতের = খুব পছন্দসই ।
[৯] লীলুয়া বয়ারে = ক্রীড়াশীল বায়ুতে ।
[১০] বাইঙ্গন = বেগুন ।
[১১] হুমরা বেদে মহুয়াকে লোভ দেখাইয়া সেখানে রাখিতে চাহিতেছে ।

নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো উরি[১]।
তুমি কইন্যা না থাকলে আমার গলায় ছুরি ॥
নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কচু।
সেই কচু বেচ্যা দিয়াম তোমার হাতের বাজু ॥
নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা লাগাইলো কলা।
সেই কলা বেচ্যা দিয়াম তোমার গলার মালা ॥
নয়া বাড়ী লইয়ারে বাইদ্যা বানলো চৌকারী[২]।
চৌদিগে মালঞ্চের বেড়া আয়না সাড়ি সাড়ি ॥
হাস মারলাম কইতর[৩] মারলাম বাচ্যা[৪] মারলাম টিয়া।
ভালা কইর‍্যা রাইন্দো বেনুন কাল্যাজিরা দিয়া ॥ ১—৩৮

(৫)

নদ্যার ঠাকুরের সঙ্গে মহুয়ার জলের ঘাটে দেখা

এক দিন নদ্যার ঠাকুর পন্থে করে মেলা[৫]।
ঘরের কুনায়[৬] বাতি জ্বালে তিন সন্ধ্যার বেলা ॥
তামুসা কইরিয়া বাদ্যার ছেড়ী ফিরে নিজের বাড়ী।
নদ্যার ঠাকুর পথে পাইয়া কহে তড়াতড়ি ॥
শুন শুন কইন্যা ওরে আমার কথা রাখ।
মনের কথা কইবাম আমি একটু কাছে থাক ॥
সইন্ধ্যা বেলায় চান্নি[৭] উঠে সুরুয বইসে পাটে[৮]।
হেন কালেতে একলা তুমি যাইও জলের ঘাটে ॥

[১] উরি = শিম। [২] চৌকারী = চৌয়ারী ঘর, চৌচালা।

[৩] কইতর = পায়রা। [৪] বাচ্যা = বাছিয়া (উৎকৃষ্ট দেখিয়া)।

[৫] মেলা = যাত্রা করা, (কৃত্তিবাসে "মেলানি" = বিদায়; এই শব্দ পূর্ববঙ্গে এখনও প্রচলিত আছে—"মেলা করিল" অর্থ রওনা হইল)।

[৬] কুনায় = কোণায়। [৭] চান্নি = চাঁদিনী।

[৮] সূর্য্য পাটে বইসে, অস্ত যায়।

সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি।
ভরা কলসী কাক্কে[1] তোমার তুল্যা দিয়াম আমি ॥
কলসী করিয়া কাক্কে মহুয়া যায় জলে।
নদ্যার চান[2] ঘাটে গেল সেইনা সইন্ধ্যা কালে ॥
"জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ মন।
কাইল যে কইছিলাম কথা আছে নি স্মরণ ॥"
"শুন শুন ভিন দেশী[3] কুমার বলি তোমার ঠাই।
কাইল বা কি কইছলা[4] কথা আমার মনে নাই ॥"
"নবীন যইবন[5] কইন্যা ভুলা[6] তোমার মন।
এক রাতিরে[7] এই কথাটা হইলে বিস্মরণ ॥"
"তুমি ত ভিন দেশী পুরুষ আমি ভিন্ন নারী।
তোমার সঙ্গে কইতে কথা আমি লজ্জায় মরি ॥"
"জল ভর সুন্দরী কইন্যা জলে দিছ ঢেউ।
হাসি মুখে কওনা কথা সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥
কেবা তোমার মাতা কইন্যা কেবা তোমার পিতা।
এই দেশে আসিবার আগে পূর্ব্বে ছিলি কোথা ॥"
"নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভ সুদর[8] ভাই।
সুতের হেওলা[9] অইয়া[10] ভাইস্যা বেড়াই ॥
কপালে আছিল লিখন বাইদ্যার সঙ্গে ফিরি।
নিজের আগুনে আমি নিজে পুইর‍্যা[11] মরি ॥
এই দেশে দরদী[12] নাইরে কারে কইবাম কথা।
কোন জন বুঝিবে আমার পুরা মনের বেথা ॥

১ "গম্ভীর" মত "কাক্কে" শব্দের "ঙ" কিরূপে আসিল বুঝা যায় না, কাক্কে = কক্ষে।
২ চান = চাঁদ।
৩ ভিন দেশী = ভিন্নদেশী।
৪ কইছলা = কয়েছিলে।
৫ যইবন = যৌবন।
৬ ভুলা = ভোলা, যাহার ভুল বা বিস্মৃতি হয়।
৭ রাতিরে = রাত্রিতে।
৮ সুদর = সহোদর। এখানে গর্ভ কথাটা দ্বিরুক্তি।
৯ সুতের হেওলা = স্রোতের শেওলা।
১০ অইয়া = হইয়া।
১১ পুইর‍্যা = দগ্ধ হইয়া।
১২ দরদী = মর্ম্ম বুঝে যে এমন লোক।

মনের সুখে তুমি ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে[১] করছ ঘর সুখেতে বান্ধিয়া।।"
ঠাকুর বলে "কইন্যা তোমার শানে[২] বান্ধা হিয়া।
মিছা কথা কইছ তুমি না কইরাছি বিয়া।।"
"কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার প্রাণ।
এমন যইবন তোমার যায় অকারণ।।
কঠিন তোমার মাতাপিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া।।"
"কঠিন আমার মাতাপিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া।।"
"লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর[৩]।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর।।"
"কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন[৪] গাঙ্গ[৫] আমি ডুব্যা মরি।।"

১—৪৪

(৬)

পালঙ্ক সই ও মহুয়ার কথোপকথন

"শুন শুন বইন[৬] মহুয়া আমার মাথা খাও।
একলা কেন সইন্ধ্যা[৭] বেলা জলের ঘাটে যাও।।
সারা নিশি কাইন্দ্যা পুয়াও[৮] চউক্ষে[৯] বহে পানি।
একটি বার মনের কথা কওনা কেনে শুনি।।
হাইস[১০] ফেলিয়া চাইয়া থাক ঠাকুরবাড়ীর পানে।
নদ্যা ঠাকুর পাগল অইছে[১১] শুনছি তোমার গানে।।"

[১] হালে=আপনার অবস্থা অনুসারে, নিজের ইচ্ছামত।
[২] শানে=পাষাণে, প্রস্তরে।
[৩] তর=তোমার।
[৪] গহীন=গভীর।
[৫] পূর্ব্ববঙ্গে নদীমাত্রকেই "গাঙ্গ" (গঙ্গা) বলা হয়।
[৬] বইন=বোন, ভগিনী।
[৭] সইন্ধ্যা=সন্ধ্যা।
[৮] পুয়াও=পোহাও।
[৯] চউক্ষে=চোখে।
[১০] হাইস=দীর্ঘনিশ্বাস।
[১১] অইছে=হইয়াছে।

এই কথা শুনিয়া মহুয়া বলে ধীরে ধীরে।
"মনের আগুন নিবাই সখি বল কেমন কইরে ।।
এই দেশ ছাড়িয়া চল ভিন দেশেতে যাই।
বুঝাইলে না বুঝে মন কি দিয়া বুঝাই ।।"
"শুন শুন শুন গো বইন মোর কথাটী রাখ।
সাত দিন না যাও জলের ঘাটে ঘরে বইস্যা থাক ।।
আইসে যখন নদ্যার ঠাকুর বল্যা দিয়াম[১] তারে।
কাইল নিশিতে সুন্দর নারী গেছে তোমার মইরে ।।"
এই কথা শুনিয়া মহুয়া ধীরে ধীরে বলে।
"আগে আমি যাইবাম মইর্‌য়া মুরতেক[২] না দেখিলে ।।
চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী সই সাক্ষী হইও তুমি।
নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী ।।
বাইদ্যার সঙ্গে আমি যে সই যথায় তথায় যাই।
আমার মন বান্‌ধ্যা[৩] রাখে এমন স্থান আর নাই ।।
বন্ধুরে লইয়া আমি অইবাম[৪] দেশান্তরি।
বিষ খাইয়া মরবাম কিম্বা গলায় দিয়াম দড়ি ।।" ১–২২

(৭)

হুমরা ও মাইন্‌কিয়ার পরামর্শ

"শুন শুন মানিক ভাইরে বলি যে তোমাই[৫]।
এই না দেশ ছাইড়া চল অন্য দেশে যাই ।।
কি করবো ভাই বাড়ী ঘরে খাইবাম[৬] ভিক্ষা মাগে।
আমার কন্যা পাগল হইছে নদ্যার ঠাকুরের লাগে[৭] ।।

[১] দিয়াম = দিব।
[২] মুরতেক = মুহূর্তের জন্য।
[৩] বান্‌ধ্যা = বান্ধিয়া।
[৪] অইবাম = হইব।
[৫] তোমাই = তোমাকে।
[৬] খাইবাম = খাব।
[৭] লাগে = লাগিয়া।

মাইন্‌কিয়া[১] বলে "এমন কথা না কহিও তুমি।
ছাইড়া যাইতে মন না চলে সোনার বাড়ী জমি॥
সানে বান্ধা পুষ্করিণী গলায় গলায় জল।
পাইক্যা[২] আইছে[৩] সাইলের ধান সোনার ফসল॥
তা দিয়া কুটিয়া খাইয়াম সালি ধানের চিরা।
এই দেশ না ছাইরো ভাইরে আমার মাথার কিরা[৪]।"

(৮)

গভীর নিশিতে মহুয়ার সঙ্গে নদ্যার ঠাকুরের পুনর্মিলন

ফাল্গুন মাসে চল্যা যায়রে চৈত্র মাসে আসে।
সোনার[৫] কুইল[৬] কু ডাকে[৭] বইস্যা গাছে গাছে॥
আগ রাঙ্গিয়া সাইলের ধান উঠ্যাছে পাকিয়া।[৮]
মধ্য রাত্রে নদ্যার চান উঠিল জাগিয়া॥
শিরে ছিল আর[৯], বাঁশীটি তুল্যা নিল হাতে।
ঠার দিয়া[১০] বাজাইল বাঁশী মহুয়ায় আনিতে॥
আসমানেতে চৈতার বউ[১১] ডাকে বনে বন।
বাঁশী শুন্যা সুন্দর কইন্যার ভাঙ্গ্যা গেল ঘুম॥
সুখে ঘুমায় বাইদ্যার দল নয়া[১২] ঘরে শুইয়া।
ঘরের বাইর হইল কইন্যা পাগল হইয়া॥

[১] মাইন্‌কিয়া = মানুকে (মানিক = হোমড়ার ভাই)।
[২] পাইক্যা = পক্ক হইয়া।
[৩] আইছে = আসিয়াছে।
[৪] কিরা = শপথ।
[৫] সোনার = স্বর্ণের মত আদরের, অর্থাৎ স্বর্ণ বর্ণ।
[৬] কুইল = কোকিল।
[৭] কু ডাকে = কুহু শব্দে ডাকে।
[৮] আগ রাঙ্গিয়া - - -পাকিয়া = শালি ধানের অগ্রভাগ রঞ্জিত হইয়া (রাঙ্গিয়া) পক্ক হইয়া উঠিয়াছে।
[৯] আর = আড়, যে বাঁশী হেলাইয়া ধরিয়া বাজাইতে হয়—কৃষ্ণের বাঁশীর মত।
[১০] ঠার দিয়া = সঙ্কেত করিয়া।
[১১] চৈতার বউ = পাপিয়া, আমরা যে পাখীকে "বউ কথা কও" বলিয়া থাকি।
[১২] নয়া = নূতন।

ধীরে ধীরে চল্যা কইন্যা নদীর ঘাটে আসি।
আইস্যা দেখে নদ্যার ঠাকুর বাজায় প্রেমের বাশী॥
কোলাকোলি গলাগলি করে দুইজন।
নদ্যার ঠাকুর কহে কথা শুন দিয়া মন॥
"মা ছাড়বাম[১] বাপ ছাড়বাম ছাড়বাম ঘর বাড়ী।
তোমারে লইয়া কইন্যা অইয়াম[২] দেশান্তরি॥"
বাইদ্যার ছেড়ী[৩] কান্দে ধইর‍্যা নদ্যার ঠাকুরের গলা।
"আমি নারী পাগলিনী বন্ধুরে তুমি গলার মালা॥
তিলেক মাত্র না দেখিলে হইরে পাগলিনী।
পিঞ্জরায় বাইন্ধ্যা রাখছে পাগলা পঙ্খিনী[৪]॥
ফুল যদি হইতারে বন্ধু ফুল হইতে তুমি।
কেশেতে ছাপাই[৫] রাখতাম ঝাইড়িয়া[৬] বানতাম[৭] বেনী॥
আমি মরি জলে ডুব্যারে বন্ধু আমার মাথা খাও।
ছাড়ান দিয়া আমার আশা ঘরে চল্যা যাও॥"
দুইয়ে জনে এতেক করে হুমরা তাহা দেখে।
চল্যা গিয়া কতক দূর পাছে পাছে থাকে॥
রাত্রি ভোরে নদ্যার ঠাকুর ফিরে নিজের বাড়ী।
সকালবেলা চলে কইন্যা লইয়া ঝাঝুরী[৮]॥ ১–২৮

(৯)

শেষ বিদায়—মহুয়ার উক্তি

"শুন শুন নদ্যার ঠাকুর বলি যে তোমারে।
এই মা গেরাম ছাড়্যা যাইবাম আজি নিশাকালে।

[১] ছাড়বাম = ছাড়িব। [২] অইয়াম = হইব। [৩] ছেড়ী = মেয়ে।
[৪] পাগলা পঙ্খিনী = পাগলা পাখীকে। [৫] ছাপাই = ঢাকিয়া।
[৬] ঝাইড়িয়া = ঝাড়িয়া। [৭] বানতাম = বান্ধিতাম।
[৮] ঝাঝুরী = গাগরি (হিন্দী), কলসী।

মাও বাপে সঙ্গে কর‍্যা ছাড়্যা যাইবো বাড়ী।
তোর সঙ্গে যাইয়াম রে বন্ধু হইয়া দেশান্তরী॥
তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গেরে বন্ধু এই না শেষ দেখা।
কেমন কর‍্যা থাকবাম আমি হইয়া অদেখা॥
আমি যে অবলা নারী আছে কুল মান।
বাপের সঙ্গে নাহি গেলে নাহি থাকব মান॥
পড়্যা রইল বাড়ী জমি পড়্যা রইলা তুমি।
কেমুন কইর‍্যা পাগল মনে বান্ধ্যা রাখাম আমি॥
আর না শুনবাম রে বন্ধু তোমার গুণের বাশী।
আর না জাগিয়া বন্ধু পুয়াইবাম নিশি॥
মনে যদি লয়রে বন্ধু রাখ্যো আমার কথা।
দেখা করতে যাইও বন্ধু খাওরে আমার মাথা॥
জাগিয়া না দেখবাম বন্ধু তোমার সোনামুখ।
ভরমিয়া তোমার সঙ্গে আর না পাইব সুখ॥
যাইবার কালে একটি কথা বল্যা যাই তোমারে।
উত্তর দেশে যাইও তুমি কয়েক দিন পরে॥
আমার বাড়ীত যাইওরে বন্ধু অমনি বরাবর।
নল খাগড়ের বেড়া আছে দক্ষিণ দেয়ারিয়া ঘর॥
সেই খানেতে আমরা সবে বাস্যা কয় মাস থাকি।
সেই খানে যাইও বন্ধু অতিথ হইয়া তুমি॥
আমার বাড়ীত যাইওরে বন্ধু বইতে দিয়াম পিরা।
জল পান করিতে দিয়াম সালি ধানের চিরা॥
সালি ধানের চিরা দিয়াম আরও সবরী কলা।
ঘরে আছে মইষের দইরে বন্ধু খাইবা তিনো বেলা॥
আইজের দেখা শেষ দেখারে বন্ধু আর না হবে দেখা॥" ১-২৭

পলায়ন

"বাঁশ লইল দড়ী লইল সকল লইয়া সাথে।
পলাইল বাইদ্যার দল আইন্ধারিয়া নিশিতে।।"

মহুয়া, ১৭ পৃঃ

(১০)

বেদের দলের পলায়ন

"সন্দে[১] গুচ্যা[২] গেল ভাইরে আর না থাকবাম[৩] দেশে।
আমার কথা রাখ্যা চল যাইগা অন্য দেশে ॥
বাড়ী ঘর পড়্যা থাকুক থাকুক সাইলের চিরা।
এই দেশেতে না থাক্য[৪] ভাইরে আমার মাথার কিরা ॥"
বাঁশ লইল দড়ী লইল সকল লইয়া সাথে।
পলাইল বাইদ্যার দল আইন্ধ্যারিয়া[৫] নিশিতে ॥
পড়্যা রইল ঘর দরজা বাড়ী জমীন পড়া।
এই কথা শুন্যা সবে লাগে চমক তারা ॥[৬]
যখন নাকি নদ্যার ঠাকুর এই কথা শুনিল।
খাইতে বইয়া[৭] মুখের গরাস[৮] ভূমিতে ফেলিল ॥
মায় ডাকে বাপে ডাকে নাহি শুনে কথা।
নদ্যার ঠাকুর পাগল হইল সকল লোকে কয় ॥ ১—১২

(১১)

মায়ের নিকট হইতে নদ্যার চাঁদের বিদায়-গ্রহণ

"ভাঙ্গা ঘর পড়িয়া রইছে চালে নাইরে ছানি।
পিঞ্জিরা করিয়া খালি উইড়াছে পঙ্খিনী ॥
এইত উঠানে কন্যা নিরালা বসিয়া।
বিনা সূতে গাঁথ্‌ত মালা আমার লাগিয়া ॥
দিন যায় মাস যায় আর না হইবে দেখা।
আছিলাম ব্রাহ্মণের পুত্র কপালের এই লেখা ॥

[১] সন্দে = সন্দেহ। [২] গুচ্যা = ঘুচিয়া। [৩] থাকবাম = থাকিয়া।
[৪] থাক্য = থাকিও। [৫] আইন্ধ্যারিয়া = আঁধার।
[৬] এই কথা ... চমক তারা = এই কথা শুনিয়া সকল লোক চমৎকৃত হইল।
[৭] খাইতে বইয়া = খাইতে বসিয়া। [৮] গরাস = গ্রাস।

সাক্ষী হও চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী হওরে তারা।
বিদায় দেও মা জননী বিদায় দেও আমারে।
তীর্থ করিতে আমি যাইবাম দেশান্তরে ।।
ভাত রাইন্দো[১] মা জননী না ফালাইও[২] ফেনা।
আমি পুত্র বৈদেশে[৩] যাইতে না করিও মানা ।।
বিদায় দেও গো মা জননী বিদায় দেও আমারে।
তীর্থ করতে যাইব আমি অতি দূর দেশে।।"

মায় বলে "পুত তুমি আমার আখির তারা।
তিলেক দণ্ড না দেখিলে হই যে পাগল পারা ।।
তোমারে না দেখলে পুত্র গলে দিবাম কাতি।
তুমি পুত্র বিনে নাই আমার বংশে দিতে বাতি।।
ভিক্ষা মাইগ্যা খাইয়াম[৪] আমি তোমারে লইয়া।
উরের ধন দূরে দিব তবু না দিব ছাড়িয়া ।। [৫]
আধ পিঠ খাইলো মায়ের গুয়ে আর মুতে।
আধ পিঠ খাইলো দারুণ মাঘ মাস্যা শীতে।। [৬]
বিদেশে বিবাসে যদি পুত্র মারা যায়।
দেশে না জানিবার আগে জানে কেবল মায়।। [৭]
পরবুধ[৮] না মানে পরাণ কেম্নে থাকবাম[৯] ঘরে।
তুমি পুত্র ছাড়্যা গেলে আমি যাইয়াম মইরে।।" ১—২৫

[১] রাইন্দো = রন্ধন করিও। [২] ফালাইও = ফেলিও।

[৩] বৈদেশে = বিদেশে। [৪] খাইয়াম = খাইব।

[৫] উরের ধন---ছাড়িয়া = আমার বক্ষের রত্ন দূরে ফেলিয়া দিব, তবু তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।

[৬] আধ পিঠ---শীতে = ছেলের মলমূত্রে মাতার অর্দ্ধেক পৃষ্ঠদেশ ক্ষয় হইল (খাইল)। বাকী পৃষ্ঠদেশ মাঘ মাসের শীতে ক্ষয় পাইল। এত কষ্টে তোমাকে পালন করিয়াছি।

[৭] বিদেশে---মায় = বিদেশে বিপদে পড়িয়া যদি পুত্র মারা পড়ে, তবে দেশের কোন লোক তাহা জানিবার পূর্ব্বে মায়ের মনে তাহা আগেই টের পায়। মাতৃহৃদয় এতটা স্নেহপ্রবণ ও শঙ্কাতুর।

[৮] পরবুধ = প্রবোধ। [৯] থাকবাম = থাকিব।

(১২)

নদের চাঁদের নিরুদ্দেশ

রাত্রি নিশাকালে পুত্র কি না কাম করিল।
উরদিশে[১] মায়ের পায়ে পন্নাম করিল॥
"সাক্ষী হইও চান্দ সুরুয সাক্ষী হইও তুমি।
ঘর দোয়ার ছাড়িয়া আজি বৈদেশী হইলাম আমি॥
মা রইলো বাপ রইলো রইলো রে সুদুর[২] ভাই।
সকল থাকিতে আমার কেউ যেন নাই॥
চান্দ সুরুয পন্নাম করি পন্নাম করি সবে।
মায় বাপে পন্নাম করি যাইব বৈদেশে॥"
রাত্র নিশাকালে ঠাকুর কি কাম করিল।
বাইদ্যার নারীর লাগ্যা ঠাকুর বৈদেশী হইল॥ ১-১০

(১৩)

মহুয়ার সন্ধানে নদের চাঁদের ভ্রমণ

কিসের গয়া কিসের কাশী কিসের বৃন্দাবন।
বাইদ্যার কন্যা খুজতে ঠাকুর ভর্মে তিরভুবন[৩]॥
একমাস দুইমাস আরে ভালা তিনমাস যায়।
খুঁজ্যা না পাইল দেখা ভর্মিয়া বেড়ায়॥
কোথায় আছে জইতার পাহাড়[৪] কোথায় গহীন বন।
পাগল হইয়া নদীয়ার চাঁন ভর্মে তিরভুবন॥
পন্থে যারে দেখে ঠাকুর তারে ডাক দিয়া পুছ করে[৫]।
"বিদেশী বাইদ্যার লাগাস পাইবাম কত দূরে॥

[১] উরদিশে = উদ্দেশে। [২] সুদুর = সহোদর। [৩] তিরভুবন = ত্রিভুবন।

[৪] "জইতার পাহাড়ের" কথা মহুয়া নদের চাঁদকে যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিল। ইহা গারো পাহাড়ের অন্তর্গত।

[৫] পুছ করে = জিজ্ঞাসা করে। পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলে মুসলমানেরা "পুছ করে" কথা ব্যবহার করিয়া থাকে; "পৃচ্ছ" শব্দের অপভ্রংশ।

৪১১৪

গরু রাখ রাউখাল[১] ভাইরে কর লড়ালড়ি[২]।
এই পন্থে যাইতে নি দেখ্‌ছ[৩] মহুয়া সুন্দরী ॥
মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি।
এই দেশেনি উইড়া আইছে আমার তোতা পাখী ॥
বাঁশ বাইয়া বাজী করে সুন্দর বাইদ্যার নারী।
চাঁচর চিকণ কেশ কন্যার পরমা সুন্দরী ॥
আন্ধাইর ঘরে থইলে কন্যা কাঁঞ্চা সোনা জ্বলে।
বনে ফুটে ফুলরে ভালা পরবতে জ্বলে মণি।
সেইত কন্যার লাগিয়ারে পাগল হইলাম আমি ॥
এই ঘাটে ভরিত জলরে আরে ভালা[৪] মহুয়া সুন্দরী।
এই ঘাটে কেন আমি ডুইবা নাইসে মরি ॥
এই পন্থে চলিত কন্যা কলসী কাঙ্খে লইয়া।
দূরে থাক্যা আমি রূপ ভালা দেখ্‌তামরে[৫] চাহিয়া ॥
কোথায় গেলে পাব কন্যা আরে তোমার দরশন।
তিলেক আদেখা হইলে আছিল মরণ ॥
উইড়া[৬] যাওরে পশুপঙ্খী নজর বহুদূর।
এই না পন্থে বাইদ্যার দল গেছে কতকদূর ॥”

যেইখানে বসিয়া কন্যা করিত রন্ধন।
তথায় বইসা নদীয়ার ঠাকুর জুড়িল কান্দন ॥
ঘোড়ার পায়ের খুরার দাগ ছাগল খাইত ঘাস।
এইখানে আছিল কন্যা ফাল্গুন-চইতের[৭] মাস ॥ [৮]
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ না মাস গেল এই মতে।
কাইন্দা বেড়ায় নদীয়ার ঠাকুর উচা নীচা পথে ॥

১ রাউখাল = রাখাল। ২ লড়ালড়ি = ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি।
৩ দেখ্‌ছ = দেখেছ। ৪ ভালা = ভাল।
৫ দেখ্‌তামরে = দেখিতাম রে (আমি যদি কাছে থাকিতাম)।
৬ উইড়া = উড়িয়া। ৭ চইতের = চৈত্রের।
৮ ঘোড়ার পায়ের - - - মাস = বেদেদের ঘোড়ার খুরের চিহ্ন ও ছাগলে খাওয়া ঘাস দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বেদের দল ফাল্গুন ও চৈত্র মাস সেইখানে কাটাইয়াছে।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাস এইরূপে যায়।
পূবেতে গর্জিয়া দেওয়া পশ্চিমেতে ভায়[1] ॥
ভাদ্র-আশ্বিন মাস আসে এই মতে।
দিন রাইত নদীয়ার ঠাকুর খুঁজে নানান মতে ॥
বাড়ীতে দুর্গার পূজা কান্দে বাপ মায়।
খালি মণ্ডপ রইলরে পইড়া নদীয়ার ঠাকুরের দায়[2]
মাও রইল বাপ রইল রইলরে সোদর ভাই।
মেঘে ভিজ্যা রইদেরে পুইড়া রজনী পোয়াই ॥ [3]
কাত্তিক মাসে কাত্তিক বরত[4] পুত্রের লাগিয়া।
আক্ষি ঘোর[5] হইল মায়ের কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
আগুণ[6] মাসে অল্প শীত কংসাই নদীর পাড়ি[7]।
লাগাল পাইল নদীয়ার চান্ মহুয়া সুন্দরী ॥
সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।
পদ্মফুলের মধু খাইতে ভমরা পাগল ॥ ১—৪৫

(১৪)

নূতন অতিথি

সন্ধ্যাবেলা অতিথ আইল ভিন্ন দেশে বাড়ী।
কলসী লইয়া জলে যায় মহুয়া সুন্দরী ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যার যৌবন হইল কালী।
দলের যত বাইদ্যা-লোক করে বলাবলি ॥
"নিদ্রা নাই সে যায় কন্যা না ছুঁয়ে ভাতপানী
মাথার বিষেতে কন্যা হইল পাগলিনী ॥

[1] ভায়='ভাতি' শব্দ হইতে; প্রকাশ পায়। [2] দায়=জন্য।
[3] মেঘে···পোয়াই=বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও রৌদ্রে পুড়িয়া রজনী যাপন করে।
[4] বরত=ব্রত। [5] আক্ষি ঘোর=চক্ষু ঘোর অর্থাৎ নিষ্প্রভ হইল।
[6] আগুণ=অগ্রহায়ণ। [7] পাড়ি=পাড়ে।

সর্ব্বাঙ্গে বাতের বেদনা আইঞ্চল পাতিয়া।
ছয় মাস যায় কন্যার কান্দিয়া কান্দিয়া॥
ভাত নাই সে রান্ধে কন্যা খেলায় নাই সে মন।
এইরূপ হইয়াছিল কন্যা সংশয় জীবন॥
আজি কেনে অকস্মাতে হইল এমন ধারা।
ছয় মাইস্যা মরা যেন উঠ্যা হইল খারা॥"[১]

দেল ভরিয়া কন্যা করিল রন্ধন।
জাতি দিয়া নদীয়ার ঠাকুর করিল ভোঞ্জন॥[২]
হোম্‌রা বাইদ্যা ডাক দিয়া বলে মাইনুকা ওরে ভাই।
"ভিন্ দেশী অতিথে আজ করিব পরখাই[৩]॥"
"আমার কাছে থাক ঠাকুর সুখে কর বাস।
দেশে দেশে ঘুইরা ফিরবা লইয়া দড়ি-বাঁশ॥
যত্ন কইরা শিইখ খেলা থাক্যো মোদের পাশে।
বার মাস ঘুইরা[৪] আমরা ফিরি দেশে দেশে॥" ১—২০

(১৫)

নদের চাঁদের প্রাণবিনাশার্থ হোম্‌রা কর্ত্তৃক মহুয়াকে ছুরিকা-প্রদান

অন্ধকাইরা রাইতের নিশি আরে ভালা আসমানে জ্বলে তারা।
ভাবিয়া চিইন্ত্যা হোম্‌রা বাইদ্যা উইঠ্যা হইল খারা॥
নদীর পারে হিজল গাছ পাতার বিছানা।
নদীয়ার ঠাকুর শুইয়া আছে হইয়া মইতানা[৫]॥

[১] ভাবিয়া---খারা=ভাবিতে ভাবিতে মহুয়ার রং কাল হইয়া গিয়াছে। বেদের দলের লোকেরা বলাবলি করিতেছে, 'মহুয়ার কি ভয়ানক শিরঃপীড়া হইয়াছে যে, সে রাত্রে ঘুমায় না। অন্নজল সে ত্যাগ করিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে এমনই ব্যথা হইয়াছিল যে, গত ছয় মাস সে একরূপ আঁচল (আইঞ্চল) পাতিয়া শুইয়া থাকিত। সে আর নিজে ভাত রান্না করিত না—বেদেদের খেলায়, তাহার আর আগ্রহ দেখা যাইত না। আজ কেন অকস্মাৎ এমন হইল, যে ব্যক্তি ছয় মাস কাল মৃতবৎ পড়িয়াছিল সে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল?' [এতদ্দ্বারা অতিথির (নদের চাঁদের) আগমনজনিত মহুয়ার আনন্দ সূচিত হইতেছে।]

[২] ভোঞ্জন=ভোজন। জাতি---ভোঞ্জন=আজ নদের চাঁদ ব্রাহ্মণ হইয়া মহুয়ার রাঁধা ভাত খাইয়া জাতি নষ্ট করিলেন।

[৩] পরখাই=পরীক্ষা। [৪] ঘুইরা=ঘুরিয়া।

[৫] মইতানা=মত্ত হইয়া, বহু দিনান্তে মহুয়ার দর্শন পাইয়া আনন্দে মত্ত হইয়া ঘুমাইয়া আছে।

এই দিনে হইল কিবা শুন বিবরণ।
কন্যার শিওরা[1] বইসা ডাকে ঘন ঘন ॥
"উঠ কন্যা মহুয়া গো কত নিদ্রা যাও।
আমি তোর বাপ ডাকি আঁখি মেলি চাও ॥
ষোল বছর পালিলাম কত দুঃখ করি।
এক কথা রাখ মোর মহুয়া সুন্দরী ॥"

ঘুমাইয়া কাণের কাছে দেওয়ার গরজন।
ভিন্ দেশী অতিথির মুখ দেখয়ে স্বপন ॥
চম্‌কিয়া উঠিল কন্যা বাপের ডাক শুনি।
চোখ্ চাইয়া দেখে কন্যা জ্বলন্ত আগুনি ॥
"এই ছুরি লইয়া তুমি যাও নদীর পারে।
শুইয়া আছে নদীয়ার ঠাকুর মাইরা আইস তারে ॥
ষোল বচ্ছর পাল্‌লাম কন্যা কত দুঃখ করি।
আমার কথা রাখ তুমি মহুয়া সুন্দরী ॥
ভিন্ দেশী দুষমন সেই যাদুমন্ত্র জানে।
বইক্ষেতে[2] হানিয়া ছুরি মারহ পরাণে ॥
আমার মাথা খাওরে কন্যা আমার মাথা খাও।
দুষমনে মারিয়া ছুরি সাওরে[3] ভাসাও ॥"

ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সুনালী[4] চান্নীর[5] রাইত আবে[6] পড়ুল ঢাকা ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল।
বাপের হাতের ছুরি লইয়া ঠাকুরের কাছে গেল ॥
পায়ে পড়ে মাথার চুল চক্ষে পড়ে পানি।
উপায় চিন্তিয়া[7] কন্যা হইল উন্মাদিনী ॥ ১—২৮

[1] শিওরা = শিওরে। [2] বইক্ষেতে = বক্ষে। [3] সাওরে = সাগরে, নদীতে।
[4] সুনালী = সোণালী। [5] চান্নীর = চাঁদিনী, জ্যোৎস্নাময়ী। [6] আবে = অভ্রে, পাতলা মেঘে।
[7] চিন্তিয়া = চিন্তা করিতে করিতে (কিছু স্থির করিতে না পারিয়া)।

(১৬)

প্রেমের জয়

পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া বসিল শিওরে।
নিদ্রা যায় নদীয়ার ঠাকুর হিজল গাছের তলে ॥
আশমানের চান্দ যেমন জমিনে পড়িয়া।
নিদ্রা যায় নদীয়ার চান্ অচৈতন্য হইয়া ॥
একবার দুইবার তিনবার করি।
উঠাইল নামাইল কন্যা বিষলক্ষের[১] ছুরি।
"উঠ উঠ নদ্যাঠাকুর কত নিদ্রা যাও।
অভাগী মহুয়া ডাকে আখি মেইল্যা চাও ॥
পাষাণ বাপে দিল ছুরি তোমায় মারিতে।
কিরূপে বধিব তোমায় নাহি লয় চিতে ॥
পাষাণ আমার মাও বাপ পাষাণ আমার হিয়া।
কেমনে ঘরে যাইবাম ফিইরা তোমারে মারিয়া ॥
জ্বালিয়া ঘীয়ের বাতি ফু দিয়া নিবাই।[২]
তুমি বন্ধুরে আমার আর লইক্ষ্য নাই ॥
তুমারে[৩] মারিয়া আমি কেমনে যাইবাম ঘরে।
পাষাণ হইয়া মাও বাপে বধিল আমারে ॥
কাজ নাই ভিন্ দেশী বন্ধুরে দুঃখ নাইসে করি।
আমার বুকে মারবাম আমি এই বিষলক্ষের ছুরি ॥"

কি কর কি কর কন্যা কি কর বসিয়া।
কাঞ্চা ঘুমে জাগে ঠাকুর স্বপন দেখিয়া ॥
শিওরে বসিয়া দেখে কান্দিছে সুন্দরী।
হাতে তুইল্যা লইছে কন্যা বিষলক্ষের ছুরি ॥

[১] বিষলক্ষের=যাহার অগ্রভাগ বিষাক্ত।

[২] জ্বালিয়া - - - নিবাই=ঘি দিয়া পবিত্র দীপ জ্বালিয়া নিজেই ফুঁ দিয়া নিবাইব? (নিজেই নিজেদের এই পবিত্র প্রেমের ধ্বংস করিব?)

[৩] তুমারে=তোমাকে।

"শুন শুন ঠাকুর আরে শুন মোর কথা।
কঠিন তোমার প্রাণ-পিওয়া[১] কঠিন মাতা-পিতা ।।
পাষাণে বান্ধা হিয়া আমার পাষাণে বান্ধা প্রাণ।
তোমায় বধিতে বাপে কহিল সইন্ধান ।।
হাতেতে আছিল মোর বিষলক্ষের ছুরি।
তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু আমার বুকে মারি ।।
পলাইয়া মায়ের ধন নিজের দেশে যাও।
সুন্দর নারী বিয়া কইরা সুখে বইসা খাও ।।
বরামণের[২] পুত্র তুমি রাজার ছাওয়াল।
তোমার সুখের ঘরে আমি হইলাম কাল ।।
কি করিতে কি করিলাম নাহি পাই দিশা।
অরদিশ[৩] হইয়া আমি———————— ।।"

"মাও ছাড়ছি বাপ ছাড়ছি ছাড়ছি জাতিকুল[৪]।
ভমর হইলাম আমি তুমি বনের ফুল ।।
তোমার লাগিয়া কন্যা ফিরি দেশ বিদেশে।
তোমারে ছাড়িয়া কন্যা আর না যাইবাম দেশে ।।
কি কইবাম বাপ মায়ে কেমনে যাইবাম ঘরে।
জাতি নাশ কর্‌লাম কন্যা তোমারে পাইবার তরে ।।
তোমায় যদি না পাই কন্যা আর না যাইবাম বাড়ী।
এই হাতে মার লো কন্যা আমার গলায় ছুরি ।।"

"পইড়া থাকুক বাপ মাও পইড়া থাকুক ঘর[৫]।
তোমারে লইয়া বন্ধু যাইবাম দেশান্তর ।।
দুই আঁখি যে দিগে যায় যাইবাম সেই খানে।
আমার সঙ্গে চল বন্ধু যাইবাম গহীন বনে ।।
বাপের আছে তাজি ঘোড়া ঐ না নদীর পারে।
দুইজনেতে উঠ্যা চল যাইগো দেশান্তরে ।।

[১] পিওয়া = প্রিয়া। মহুয়া নিজেকেই কঠিন বলিতেছে। [২] বরামণের = ব্রাহ্মণের।
[৩] অরদিশ = দিশাহারা। [৪] মাও ছাড়ছি—এই স্থান হইতে নদের চাঁদের উক্তি।
[৫] এই ছত্র হইতে মহুয়ার উক্তি।

না জানিবে বাপ মায় না জানিবে কেহ।
চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী কইরা ছাইড়া যাইবাম দেশ॥"
আবে করে ঝিলীমিলী[১] নদীর কূলে দিয়া।
দুইজনে চলিল ভালা ঘোড়ায় সুয়ার হইয়া॥
চান্দ-সুরুজ যেন ঘোড়ায় চড়িল।
চাবুক খাইয়া ঘোড়া শণেতে[২] উড়িল॥ ১—৫৪

(১৭)

সম্মুখে পার্ব্বত্য নদী ; নদের চাঁদ ও মহুয়া তীরে দাঁড়াইয়া

"বাপের বাড়ীর তাজী ঘোড়া আরে আমার মাথা খাও।
যেই দেশেতে বাপ যাও সেই দেশেতে যাও॥
বাপের আগে কইও ঘোড়া কইও মায়ের আগে।
তোমার কন্যা মহুয়ারে খাইছে জংলার[৩] বাঘে॥"
লাগাম ছাড়িয়া ঘোড়ার পৃষ্ঠে মাইল থাপা[৪]।
ছুট্যা গেল দৌড়ের ঘোড়া যথায় বাদ্যার দফা[৫]॥

"বিস্তার[৬] পাহাড়ীয়া নদী ঢেউয়ে মারে বাড়ি।
এমন তরঙ্গ নদীর কেমনে দিবাম পারি॥
চর পইড়া যাওরে নদী দুইচার দণ্ডের লাগি।
পার হইয়া যাইবাম মোরা এই ভিক্ষা মাগি॥"

নদীতে না পড়ল চর উজান বাঁকে পানি।
"এইনা আসে সাধুর ডিঙ্গা ভরা বোঝাই খানি॥
পক্ষী নয় পক্ষী নয়রে উড়াইয়া দিছে পাল।[৭]
এই যে নৌকায় উঠ্যা যাইবাম যা থাকে কপাল॥

[১] আবে করে ঝিলীমিলী = অভ্রের (পাতলা মেঘের) উপর কিরণ-রেখা ঝিকিমিকি করিতেছিল।
[২] শণেতে = শূন্যেতে। [৩] জংলার = জঙ্গলের। [৪] থাপা = থাপর।
[৫] দফা = (বেদেদিগের) অশ্ব রাখিবার স্থান। [৬] বিস্তার = প্রশস্ত।
[৭] পক্ষী নয় - - - পাল = নৌকার পাল দেখিয়া প্রথমতঃ দূরত্ববশতঃ পক্ষী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, তারপর সেই ভ্রম দূর হইল।

শুন্‌রে ভিন দেশী সাধু বাণিজ্যকারণ।
কত দেশে যাওরে তোমরা ভরম তিরভুবন॥
গইন[1] গম্ভীরা নদী সাঁতার না জানি।
পার কইরা দিলে বাঁচে এ দুটী পরাণি॥"

কন্যারে দেখিয়া সাধু মন হইল পাগল।
মাঝিমাল্লায় ডাক দিয়া কয় সদাগর॥
কুলেতে ভিরায় নাও উঠে দুইজন।
চলিল সাধুর নাও পবনগমন॥ ১—২২

(১৮)

সাধুর ডিঙ্গায়

এদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ।
কন্যারে পাইতে সাধু চিন্তে মনে মন॥
দেখিয়া কন্যার রূপ সাধু পাগল হইল।
মাঝিমাল্লায় ডাক দিয়া সাধু সল্লা[2] যে করিল॥
উজান পাকে সাধুর ডিঙ্গা উজাইয়া যায়।
জলে ভাসে নদ্যার ঠাকুর ঘট্‌লো একি দায়॥
বানের মুখে কালা ঢেউ পাক দিয়া করে তল।[3]
ঢেউয়ের পাকে[4] ন্যার ঠাকুর পইড়া হইল তল॥

"না দেখিল[5] বাপে আরে না দেখিল মায়।
পড়িয়া দুষমনের হাতে আমার প্রাণ যায়॥
বিদায় দেও কন্যা আরে এই না বিদায় মাগি।
তোমার আমার শেষ দেখা ইহ জন্মের লাগি॥"

[1] গইন = গহীন (গভীর)।

[2] সল্লা = পরামর্শ (সাধারণতঃ 'কুপরামর্শ' অর্থে ব্যবহৃত হয়)।

[3] বানের মুখে - - - তল = প্রবল বানের সম্মুখে কালো বর্ণ ঢেউ চক্রের সৃষ্টি করিয়া যাহা পড়ে তাহা তল করিয়া ফেলে। পাক = চক্র, এখনও 'পাকচক্র' শব্দ কথায় ব্যবহৃত হয়।

[4] পাকে = ঘুর্ণিতে, চক্রেতে। [5] দেখিল = দেখিলাম।

"যে ঢেউয়ে ভাসাইয়া নিল আমার নদীয়ার চান।
সেই ঢেউয়ে পড়িয়া আমি তেজিবাম পরাণ ॥"
ঝম্প দিতে সুন্দর কন্যা মাঝিমাল্লায় ধরে।
কি কাম করিল হায় দুষমন সদাগরে ॥

"কাল না ডাঙ্গর আঁখি লম্বা মাথার চুল।
বিধি আইজ মিলাইল মধুভরা ফুল ॥
এমন যৌবন কন্যা যায় অকারণ।
আমারে ভজহ কন্যা রাখহ মোর মন ॥
এমন সোনার পান্‌সী তাতে মাঝি নাই।
যৌবন চলিয়া গেলে কেউ না দিব ঠাই ॥
ফুলে ভরা মধু কন্যা ফির একেশ্বরী।
তোমারে পাইলে আমি বাঞ্ছা পূর্ণ করি ॥
বসনভূষণ দিব আমি দিব নীলাম্বরী।
নাকে কানে দিব ফুল কাঞ্চা[১] সোনায় গড়ি ॥
গন্ধতৈল দিয়া তোমার বাইন্ধা দিবাম কেশ।
ঘরে আছে দাসীবান্দী তোমার নাই ক্লেশ ॥
শয্যা তারা পাইতা দিব চরণ দিব ধুইয়া।
সুবর্ণ পালঙ্কে তুমি থাকবা কন্যা বইয়া[২] ॥
শীতের রাইতে দুঃখ নাই লেপ তুলাভরা।
মন যোগাইতে দাসী তোমার সাম্‌নে থাকব খারা ॥
হাতীঘোড়া আছে আমার লোকলস্কর।
সবার ঠাকুরাইন[৩] হইয়া থাকবা আমার ঘর ॥
বাড়ী পাছে শানে বান্ধা চারি কোনা পুষ্কুনি।
সেই ঘাটেতে আমার সঙ্গে সাঁতার দিবা তুমি ॥
অন্দর মহালে[৪] আমার ফুলের বাগান।
দুইজনে তুলিব ফুল সকাল ও বিয়ান[৫] ॥

[১] কাঞ্চা = কাঁচা। [২] বইয়া = বসিয়া। [৩] ঠাকুরাইন = ঠাকুরাণী।
[৪] ময়ালে = মহলে। [৫] সকাল ও বিয়ান = খুব ভোরে ও প্রাতঃকালে।

রাত্রিকালে শুইব দোয়ে জোর মন্দির ঘরে[১]।
শীতের রজনীতে কন্যা থাকবা আমার উরে ।।
শয্যায় পাইলে বেথা শুইবা আমার বুকে।
বানাইয়া পানের খিলী তুইল্যা দিবাম মুখে ।।
আমি খাইবাম তুমি খাইবা কন্যা থাকবাম দুইজনে
তোমায় লইয়া যাইবাম বাণিজ্যকারণে ।।
হীরামণি যথায় পাইবাম ভালা বান্যা[২] দিয়া।
লক্ষ টাকার হার তোমায় দিবাম গড়াইয়া ।।
আর যে কত দিবাম কন্যা নাহি লেখাযোখা।
সোনাতে বান্ধাইয়া দিবাম কামরাঙ্গা শাখা[৩] ।।
উদয়তারা সাড়ী দিবাম লক্ষ টাকা মুল।
হীরামণি দিয়া তোমার জুইরা দিবাম চুল ।।
চন্দ্রহার গড়াইয়া দিবাম নাকে দিবাম নথ।
নুপুরে ঝুনঝুনি কন্যা দিবাম শত শত ।।"

এতেক শুনিয়া মহুয়া কি কাম করিল।
সাধুর লাগিয়া কন্যা পান বানাইল ।।
পাহাড়ীয়া তক্ষকের বিষ শিরে বান্ধা ছিল।
চুন-খয়েরে কন্যা বিষ মিশাইল ।।
হাসিয়া খেলিয়া কন্যা সাধুরে পান দিল মুখে।
রসের নাগইরা[৪] পান খায় সুখে ।।

১ প্রাচীন বাঙ্গালায় এই "জোর মন্দির" শব্দ অনেক স্থলেই পাওয়া যায়, গোবিন্দচন্দ্রের গান দেখ।

২ বান্যা = বায়না, দাম। ভালা বান্যা = বেশী মজুরী দিয়া।

৩ কামরাঙ্গা শাখা = কামরাঙ্গা ফলের মত পলকাটা শাঁখা।

৪ রসের নাগইরা = রসপূর্ণ নাগরিয়া, রসিক নাগর।

"কি পান দিছলো কন্যা গুণের অন্ত নাই।
বাহুতে শুইয়া তোমার আমি সুখে নিদ্রা যাই॥"[১]

পান খাইয়া মাঝিমাল্লা বিষে পরে ঢলি।
নৌকার উপরে কন্যা হাসে খলখলি॥
বিষলক্ষের ছুরি কন্যার কাকলে আছিল।
তা দিয়া ডিঙ্গার কাছি কাটিয়া ফেলিল॥
অচৈতন্য হইয়া সাধু পড়িয়াছে নায়।
কুড়াল মারিল কন্যা ডিঙ্গার তলায়॥
ঝম্প দিয়া পড়ে কন্যা জলের উপর।
ভরা সহ সাধুর নাও ডুইবা হইল তল॥ ১—৬৮

(১৯)

নদীর পরপারে বন, মহুয়ার নদের চাঁদকে খোঁজা

"কোন গইনে[২] ফুটে ফুলরে কোথায় জ্বলে মণি।
বিধাতা শিরজিল কন্যা জনমদুঃখিনী॥
কও কও কও পক্ষী আরে কও তরুলতা।
ঢেউয়ের কুলে[৩] পইড়া বন্ধু এখন গেল কোথা॥
শুন আরে বাঘ-ভালুক পরে আমার খাও।
বন্ধুর উদ্দেশ মোরে পরখাইয়া[৪] জানাও॥
জলে থাক জলের কুম্ভীর সদা দেখতে পাও।
কোথায় ভাস্যা গেল বন্ধু খবর দিয়া যাও॥
আছিলাম বাদ্যার নারী ভরমিতাম দেশ দেশ।
পরদেশী বন্ধুরে লইয়া ছাড়িলাম দেশ॥

[১] কি পান---যাই=সদাগরের উক্তি, পানের এরূপ গুণপনা যে আমার এমন নেশা লাগিয়াছে যে আমি আর বসিতে পারিতেছি না—তোমার বাহুর উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইব।

[২] গইনে=গহন বনে। [৩] কুলে=কোলে।

[৪] পরখাইয়া=প্রত্যক্ষ করিয়া বা পরীক্ষা করিয়া।

ডালেতে বসিয়া আছ ময়ূরাময়ুরী।
তোমরা কি জানহ কথা কহ সত্য করি॥
দরিয়ায় গলিয়া পড়ে আমার গলার হার।[১]
বিধাতা করিল দুঃখী দুষ[২] বা দিয়াম কার॥ ১—১৪

(২০)

পর্ব্বতে বনপথ; অদূরে ভগ্ন দেবমন্দির

সন্ন্যাসীর পালা।

"গাছে যা পাইলাম ফল দূরে নদীর পানি।
খিদায় অবশ অঙ্গ না বাঁচে পরাণি॥
বড় বড় বাঘভালুক দূরে সইরা[৩] যায়।
অভাগ্যা মহুয়ায় দেখ্যা ফিইরা নাহি চায়॥
আকাল মাকাল[৪] অজগইরা[৫] হরিণ ধইরা খায়।
দুঃখিনী মহুয়ায় দেখ্যা দূরে চল্যা যায়॥
"জমিনে না গছে[৬] মোরে নদীতে নাই ঠাই।
এমন প্রাণের বন্ধু আমি কোথায় গেলে পাই॥
আমার লাগিন ছাড়ল সে যে সুখের ঘর বাসা।
আমার লাগিন লইল নদীর কূলে বাসা॥
দুষমন হইল সাধু আমার লাগিয়া।
পরাণ হারাইল বন্ধু জলেতে ডুবিয়া॥
এইনা নদীর জলে ডুবিয়া মরিব।
বৃক্ষ ডালে ফাঁস দিয়া পরাণ তেজিব॥

[১] দরিয়ার - - - হার = নদীর মধ্যে আমার গলার হার ডুবিয়া পড়িয়াছে (নদের চাঁদ জলে ডুবিয়াছে)।
[২] দুষ = দোষ।
[৩] সইরা = সরিয়া।
[৪] আকাল মাকাল = বিপরীত আকার, প্রকাণ্ড।
[৫] অজগইরা = অজগর সাপ।
[৬] গছে = গ্রহণ করে।

"না দিব না দিব পরাণ আরও দেখি শুনি[১]।
জঙ্গলার মধ্যে কার কাতর পরাণি ॥"

ভাঙ্গা মন্দিরের মাঝে সাপে করে বাসা।
সন্ধ্যাবেলা যায় কন্যা রাইত থাকবার আশা ॥
শুকাইয়া গেছে মাংস পইড়া রইছে হাড়।
মন্দিরের মাঝে দেখে কন্যা মড়ার আকার ॥
চিনিতে না পারে কন্যা সুন্দর বয়ান।
লক্ষিয়া দেখিল কন্যা এই ঠাকুর নদ্যার চান্ ॥

শিরে বান্দা জটা চুল লম্বা মুছ্[২] দাড়ি।
আইল সন্ন্যাসী এক হাতে লইয়া খড়ি[৩] ॥
কন্যা দেখি সন্ন্যাসী যে ভাবে মনে মন।
এ কোন বিধির কাম ঘটিল এমন ॥
"শুন শুন কন্যা আরে বলি যে তোমারে।
কোন দেশ ছাড়িয়া তুমি আইলা এমন দূরে ॥
কোন বা রাজার কন্যা দিলা বনবাসে।
কিবা পাপ কইরা ছিলা নবীন বয়সে ॥
কঠিন তোমার মাতাপিতা শানে বান্দা হিয়া।
প্রাণে কেমনে বাইচা আছে তোমারে বনে দিয়া ॥"

(আরে ভালা) এই কথা শুনিয়া কন্যা কি কাম করিল।
সন্ন্যাসীর পায় ধরি কান্দিতে লাগিল ॥
হিঙ্গলা পিঙ্গলা জটা কটা মুছ দাড়ি[৪]।
সন্ন্যাসীর পায় কন্যা যায় গড়াগড়ি ॥
আগগুড়ি[৫] যত কথা জানায় সন্ন্যাসীরে।
শুনিয়া সন্ন্যাসী তবে লাগে কইবারে ॥

[১] আরও দেখি শুনি = আরও ভাল করিয়া সন্ধান করিব।
[২] মুছ = মোছ, গোঁফ।
[৩] খড়ি = লাঠি।
[৪] কটা মুছ দাড়ি = গোঁফ ও দাড়ি কটাবর্ণ।
[৫] আগগুড়ি = আগাগোড়া আদ্যন্ত।

"বনে আছে গাছের পাতা তুইল্যা[১] দিবাম আমি।
এই গাছে বাঁচিবে তোমার পতির পরাণী।। [২]
দারুণ আকাল্যা জ্বর[৩] হাড়ে লাগ্যা আছে।
পরাণে বাঁচিয়া আছে মইরা না সে গেছে।।
শ্বাসেতে ধরিয়া[৪] পাতা আন নদীর পানি।
এই মন্ত্রে বাঁচাইব তাহার পরাণি।।"

এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়।
চারি দিনে নদ্যার চান আঁখি মেলি চায়।।
ডাক দিয়া সন্ন্যাসী কয় অতি ভোরবেলা।
"আমার ফুল তুলবে কন্যা যাইও একেলা।।"
ফুল তুলিবারে কন্যা যায় দূর বনে।
নিত[৫] নিত পূজার ফুল হাজি[৬] ভইরা আনে।।
উট্যা বসে নদ্যার চান খাইত চায় ভাত।
তা শুন্যা মহুয়া কান্দে শিরে দিয়ে হাত।।
"কোথায় পাইবাম ভাত আমি এই গইন বনে।"
ফুল নাহি তুলে কন্যা থাকে অন্যমনে।। [৭]

এদিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
কন্যার যইবন[৮] দেখি মনির[৯] ভুলে মন।।
আট্‌কা টাট্‌কা পূজার ফুল হাজি ভরা থাকে। [১০]
নিশি রাত্রে[১১] মনি আইস্যা মহুয়ারে ডাকে।।

১ তুইল্যা = তুলিয়া।

২ এই গাছে --- পরাণী = এই যে গাছের পাতা আমি তুলিয়া দিতেছি, তাহাতেই তোমার পতির জীবন বাঁচিবে।

৩ আকাল্যা জ্বর = কাল-জ্বর, বিষম-জ্বর। ৪ শ্বাসেতে ধরিয়া = নিশ্বাস রোধ করিয়া।

৫ নিত = নিত্য। ৬ হাজি = সাজি।

৭ ফুল --- অন্যমনে = নদের চাঁদকে ভাত দিতে না পারিয়া মহুয়া ফুল তুলিতে যায় না, বিমর্ষভাবে ও অন্যমনস্ক হইয়া থাকে। ৮ যইবন = যৌবন। ৯ মনির = মুনির।

১০ আট্‌কা --- থাকে = যদিও সদ্য-তোলা ফুলে সাজি পূর্ণ, তথাপি।

১১ নিশি রাত্রে = গভীর রাত্রিতে।

"উঠ উঠ কন্যা আরে কত নিদ্রা যাও।
পরাণে বাঁচাইলে পতি আমার কথা রাখ॥
আজি পূর্ণিমার নিশা আরে শনিবার দিনে।
ঔষধ তুলিতে কন্যা চল গহীন বনে॥"

আস্তে ব্যস্তে উঠি কন্যা চলে মুনির সাথে।
নদীর কিনারে কন্যা গেল গহীন পথে॥
মুনি বলে "কন্যা তুমি আমার কথা শুন দিয়া মন।
পায়ে ধরি মাগি কন্যা তোমার যইবন॥
তোমার রূপেতে আরে কন্যা যোগীর ভাঙ্গে যুগ[১]।
এমন ফুলের মধু করাও মোরে ভোগ॥"

আগল পাগল ভাঙ্গা মন খানি জুড়া।[২]
সন্ন্যাসীর কথা শুন্যা শিরে পড়ে খাড়া[৩]॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল।
সন্ন্যাসীরে বুজাইয়া কহিতে লাগিল॥
"স্বামীরে বাঁচাও আগে সত্য করি আমি।
যাহা চাও তাহা দিব বাঁচাইলে পরাণি॥"

এই কথা শুনিয়া মুনির মুখ হইল কালী।
ফিরিয়া কহিছে "কন্যা শুন তবে বলি॥
দুই দিন সময় দিলাম ভাবিয়া স্থির কর।
নিজে খাওয়াইয়া বিষ পতিকে না মার॥"

রাইক্ষসের[৪] হাতে পড়ি না দেখি উপায়।
মনে মনে চিন্তে কন্যা কিমতে পলায়॥

১ যুগ = যোগ।

২ আগল পাগল - - - জুড়া = মহুয়ার মন জুড়িয়া স্বামীর চিন্তা—তজ্জন্য সে পাগলের মত হইয়া আছে ও তাহার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

৩ খাড়া = খড়্গ।

৪ রাইক্ষস = রাক্ষস, এই 'ই'কার পূর্ববঙ্গের অনেক স্থলে প্রচলিত আছে, যথা 'রাত'-স্থলে 'রাইত', 'কাল'-স্থলে কাইল' 'আজ'-স্থলে 'আইজ'।

এক দিন যুক্তি করে নদের চান্দে লইয়া।
কিরূপে যাইবে কন্যা দূরে পলাইয়া॥
তেরালেঙ্গা[১] দেহখানি (আরে ভালা) জ্বরে করছে সাড়া।
হাটীয়া যাইতে নাই সে পারে উঠ্যা না হয় খাড়া॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল।
আস্তে ব্যস্তে নদ্যার চান্দে কান্দে তুইলা লইল॥
নিশি কালে যায় কন্যা ফিরে ফিরে চায়।
দারুণ সন্ন্যাসী যদি পন্থে লাগাল পায়॥ ১–৮৮

(২১)

বনদম্পতি

এক দুই তিন করি ভালা[২] ছয় মাস গেল।
ভালা[৩] হইয়া নদ্যার ঠাকুর উঠিয়া বসিল॥
ঝরনীর জল আনে কন্যা আনে বনের ফল।
তা খাইয়া নদীয়ার চান্দের গায়ে হইল বল॥
পার ডিঙ্গাইয়া যায় নদ্যার ঠাকুর সাথে।
অনেক দূরতে দুই জনা গেল এই মতে॥

"বাড়ী নাইরে ঘর নাইরে বন্ধো যথায় তথায় থাকি
উইরা[৪] ঘুইরা[৫] ফিরি যেমন বনের পশুপংখী॥

১ "তেরালেঙ্গা"=তিন ঠাঁই ভাঙ্গা, এই শব্দটিও প্রাচীন অনেক কাব্যেই পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বড়লোকেরা খোঁড়া ও বিকলাঙ্গ লোক অন্তঃপুরে রাখিতেন। খোজাদের মত তাহাদেরও খবরাখবরের জন্য অন্তঃপুরে গতাগতি ছিল। এখানে অবশ্য নদের চাঁদের পীড়া হেতু।

২ এই ভালা শব্দ গানের অনেক স্থানেই পাওয়া যায়, ইহা গানের মাঝখানে একটা অবকাশসূচক অর্থশূন্য শব্দ, গানের ছন্দ রক্ষার জন্য ইহার প্রয়োজন। ইহার সাধারণ অর্থ "ভাল"।

৩ এই "ভালা" অর্থ 'সুস্থ', 'ভাল'।

৪ উইরা=উড়িয়া। ৫ ঘুইরা=ঘুরিয়া।

সাম্‌নে পাহাড়ীয়া নদী সাঁতার দিয়া যায়।
বনের কোহিল পক্ষী ডালে বইসা গায়॥
"এইখানে বাঁধ কন্যা নিজের বাসা ঘর।
এইখানে থাকিয়া মোরা কাটাইব দিন॥
সাম্‌নে সুন্দর নদী ঢেউয়ে খেলায় পানি।
এইখানে বঞ্চিব মোরা দিবস রজনী॥
চৌদিকেতে রাঙ্গা ফুল ডালে পাকা ফল।
এইখানে আছয়ে কন্যা মিঠা ঝরনীর জল॥"

নদ্যার ঠাকুর খাইতে বইছে গলায় লাগল কাটা।
বাদ্যার ছেরি[১] মান্যা থুইছে কালা ধলা পাঠা[২]॥
নদ্যার চান্দের জ্বর উঠ্‌ছে মাথায় বেদনা তাত[৩]।
বাদ্যার ছেরি কাছে বস্যা শিরে বোলায়[৪] হাত॥
হাটে যায় রে নদ্যার চান কোনাকুনি[৫] পথ।
বাদ্যার ছেরি ডাক্যা বলে "কিন্যা আইন নথ"[৬]॥
বনের ফল তুইল্যা আনে দুইজনে খায়।
মালাম[৭] পাথরে দুইয়ে শুয়ে নিদ্রা যায়॥
রাত্রিতে থাকয়ে ঠাকুর কন্যা লইয়া বুকে।
দিনেতে উঠিয়া দোহে ভরমে নানান সুখে॥
হস্ত ধরি সুন্দর কন্যা ফিরে বনে বন।
পাড়িয়া আনে বনের ফল করিতে ভইক্ষণ[৮]॥

[১] ছেরি = মেয়ে।

[২] নদের চাঁদের গলায় মাছের কাঁটা বিঁধিয়াছে, মহুয়া তাঁহার জন্য দেবতাকে কালো ও ধবল পাঠা মানত করিতেছে।

[৩] তাত = তন্দ্রকন।   [৪] বোলায় = বুলায়।   [৫] কোনাকুনি = সোজা।

[৬] শেষ ছয় ছত্রে প্রণয়ীদের গৃহস্থালীর কয়েকটি মনোজ্ঞ বিভিন্ন দৃশ্য দেখান হইয়াছে।

[৭] মালাম = পদচিহ্নযুক্ত।   [৮] ভইক্ষণ = ভক্ষণ।

বাপে ভুলে মায় ভুলে ভুলে ঘর বাড়ী।
দেশ ভুলে বন্ধু ভুলে স্বজন পেয়ারী[১] ॥
মনের সুখে দুইজনে কাটে ‘দিন রাত।
শিরেতে পড়িল বাজ এই অকরসাত[২] ॥ ১—৩২

(২২)

বনে পর্য্যটন ও বিপদ

একদিন নদ্যার চান দিনের[৩] সন্ধ্যাবেলা।
সঙ্গেতে সুন্দর কন্যা পন্থে করে মেলা[৪] ॥
কত দূরে দুইজনে গলায় ধরাধরি।
গহীন[*] বনেতে গেল লয়ে সুন্দর নারী ॥
পড়িয়াছে মালাম পাথর তাহার উপর।
সুন্দর কন্যা কোলে লইয়া বসিল ঠাকুর ॥

কত দূরে নদী আরে ঢেউয়ে খেলায় পানি।
এমন সময় কন্যা শুনে বংশীর ধ্বনি ॥
চমকিয়া উঠে কন্যা, কহিল ঠাকুর।
“কি কারণে কন্যা তুমি অইলা চঞ্চল ॥
কি কারণে কন্যা তোমার বিরস বদন।
পরকাশ কইরা কহ কন্যা জন্ম-বিবরণ ॥
কার কন্যা কোথায় বাড়ী কোথায় বাস কর।
বাদিয়ার সঙ্গেতে কেন দেশে দেশে ফির ॥
পুইধ[৫] করিয়া আমি উত্তর না পাই।
আজি দিনে এই কথা শুন্তে আমি চাই ॥

১ পেয়ারী = প্রিয়জনদিগকে। ২ অকরসাত = অকস্মাৎ।

~~৩ দিনের = এই শব্দটির এখানে বিশেষ~~

৪ মেলা = রওনা হওয়া, এই “মেলা করা” কথাটা এখনও পূর্ব্ববঙ্গে খুব প্রচলিত। এই শব্দের রূপান্তর “মেলানি” কথা কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদের কাব্যে বিস্তর পাওয়া যায়। ৫ পুইধ = প্রশ্ন।

জিজ্ঞাসা করিলে কেন মুছ চক্ষের পানি।
দরদ লাগিছে তোমার কাতরা হইছে প্রাণী॥
অর্দ্ধেক শুনাইলে কথা সেদিন বিয়ানে[১]।
ছুটু[২] কালে হমরা বাইদ্যা চুরি কইরা আনে॥
ওই শুন বাজে বাঁশী দূরে শুনা যায়।
সন্ধ্যা গুঞ্জরীয়া গেল চল বাসে যাই॥"

"কাইলী[৩] যদি বাচিরে বন্ধু কইবাম সেই কথা।
আজি কেন উঠ্‌লরে বন্ধু দারুণ মাথার ব্যথা॥"
বায়েতে হেলিয়া যেমন লতা পড়ে ঢলি।
নদ্যার চান্দের কান্ধে কন্যা পইরা[৪] গেল এলি[৫]॥
"কোন সাপেরে জানি কন্যা করিল দংশন।
আজি কেন কন্যা তোমার এমন হইল মন॥"
শুকনা পাতার বাসর[৬] ভাঙ্গে মড়মড়ি।
তাহার মধ্যে বসে কন্যা মহুয়া সুন্দরী॥
আতঙ্কে কন্যার গায়ে কাল্যাজ্বর[৭] আগে।
ঢলিয়া পড়িল কন্যা দারুণ মাথার বিষে॥

"একটুখানি শুয় কন্যা লইয়া আসি জল"
অবশ হইল কন্যা অঙ্গে নাই সে বল॥
কান্দিয়া মহুয়া কয় "এই শেষ দিন।
সাপে নাহি খাইছে মোরে গেছে সুখের দিন
দূর বনে বাজল বাঁশী শুন্যাছ সে কানে।
আসিছে বাদ্যার দল বধিতে পরাণে॥
আমারও পালং সই বাঁশী বাজাইল।
সামাল[৮] করিতে পরাণ ইসারায় কহিল॥

[১] বিয়ানে = প্রভাতে। [২] ছুটু = ছোট।
[৩] কাইলী = কা'ল। [৪] পইরা = পড়িয়া। [৫] এলি = এলাইয়া।
[৬] বাসর = শুক্‌না পাতা দিয়া দম্পতির যে শয্যা তৈরী হইয়াছিল।
[৭] কাল্যাজ্বর = কাঁপাজ্বর। [৮] সামাল = সাবধান, রক্ষা।

আইজ নিশি থাকরে বন্ধু আমার বুকে শুইয়া।
আর না দেখিব মুখ পরভাতে উঠিয়া।।
বনের খেলা সাঙ্গ হল যাব যমের দেশ।
এই কথা কহি আমি শুনহ বিশেষ।।"

রজনী হইল শেষ আশমানে মিলায় তারা।
প্রভাতে উঠিয়া দোয়ে[১] বায়রে[২] দিল পারা।। ১–৪৬

(২৩)

হুমরার দল

চৌদিক্কেতে চাইয়া দেখে শিকারী কুকুর।
সন্ধান করিয়া বাদ্যা আইল এত দূর।।
সামনেতে হুমরা বাদ্যা যম যেন খারা।
হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছে বিষলক্ষের ছুরা।।
আক্ষিতে জ্বালিছে তার জ্বলন্ত আগুনি।
নাকের নিশ্বাস তার দেওয়ার[৩] ডাক শুনি।।
"প্রাণে যদি বাঁচ কন্যা আমার কথা ধর।
বিষলক্ষের ছুরি দিয়া দুষ্মনেরে[৪] মার।।
আমার পালক পুত্র সুজন খেলোয়ার।
বিয়া তারে কর কন্যা চল মোদের সাথ।।"

"কেমনে মারিব আমি পতির গলায় ছুরি।
খারা থাক বাপ তুমি আমি আগে মরি।।"

"সুজন খেলোয়ার আরে সুন্দর যোয়ান[৫]।
এমন পতি পাইয়া তুমি কি করিলে কাম।।

[১] দোয়ে=দোহে, দুইজনে। [২] বায়রে=বাহিরে।
[৩] দেওয়ার=মেঘের, (দেব শব্দ হইতে দেওয়া, যথা দেবগর্জন)।
[৪] দুষ্মনেরে=শত্রুকে, নদের চাঁদকে। [৫] যোয়ান=যুবক।

ইয়ার[১] সঙ্গে দিবাম বিয়া দেশে চল যাই।
খুজিয়া হয়রাণ হইলাম তোমারে না পাই ॥"

"কেমন করি যাইবাম দেশে বন্ধুরে মারিয়া।
তোমার সুজনে আমি না করবাম বিয়া ॥
আমার বন্ধু চান্দ-সুরুজ কাঞ্চা সোনা জ্বলে।
তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জোনি[২] যেমন জ্বলে ॥
সোণার তরুয়া বন্ধু একবার দেখ।
আমার চক্ষু তুমি নিয়া নয়ান ভইরা[৩] দেখ ॥"

গর্জিয়া উঠে কালা দেওয়া[৪] হাতে লইয়া ছুরি।
মহুয়ার হাতেতে দিল বিষলক্ষের ছুরি ॥
একবার চায় কন্যা পালং সইয়ের পানে।
একবার চাহিল কন্যা পতির বদনে ॥

"শুন শুন প্রাণপতি বলি যে তোমারে।
জন্মের মতন বিদায় দেও এই মহুয়ারে ॥
শুন শুন পালং সই শুন বলি কথা।
কিঞ্চিৎ বুঝিবে তুমি আমার মনের বেথা ॥
শুন শুন মাও বাপ বলি হে তোমায়।
কার বুকের ধন তোমরা আইনাছিলা[৫] হায় ॥
ছুট[৬] কালে মা-বাপের কুল[৭] শুন্য করি।
কার কুলের ধন তোমরা কইরে ছিলে চুরি ॥
জন্মিয়া না দেখলাম কভু বাপ আর মায়।
কর্ম্মদোষে এত দিনে প্রাণ মোর যায় ॥"

* * *

(মহুয়ার নিজ বক্ষে ছুরিকা-আঘাত ও পতন। হুমরার আদেশে বেদের দল কর্ত্তৃক নদের চাঁদের প্রাণবধ)

[১] ইয়ার = ইহার। [২] জোনি = জোনাকি পোকা। [৩] ভইরা = ভরিয়া।
[৪] কালা দেওয়া = কালো মেঘ, এখানে হুমরা বেদে।
[৫] আইনাছিলা = আনিয়াছিলা। [৬] ছুট = ছোট। [৭] কুল = কোল।

(২৪)

হুমরার অনুতাপ ; পালঙ্কের স্নেহ

"ছয় মাসের শিশু কন্যা পাইল্যা করলাম বর।
কি লইয়া ফিরবাম দেশে আর না যাইবাম ঘর ॥
শুন শুন কন্যা আরে একবার আখি মেইলা চাও।
একটি বার কহিয়া কথা পরাণ জুড়াও ॥
আর না ফিরিব আমি আপনার ভবনে।
তোমরা সবে ঘরে যাও আমি যাইবাম বনে ॥"

হুমরা বাদ্যা ডাক দিয়া কয় "মাইন্‌ক্যা ওরে ভাই।
দেশেতে ফিরিয়া মোর আর কার্য্য নাই ॥
কয়বর[১] কাটীয়া দেও মহুয়ারে মাটী।
বাড়ীঘর ছাইড়া ঠাকুর আইল কন্যার লাগি।
দুইয়েই পাগল ছিল এই দুইয়ের লাগি ॥"

হুমরার আদেশে তারা কয়বর কাটীল।
একসঙ্গে দুইজনে মাটী চাপা দিল ॥
বিদায় হইল সব যত বাদ্যার দল।
যে যাহার স্থানে গেল শূন্য সেই স্থল ॥

রইল তথা পালং সই সুখদুখের সাথী ॥
কান্দিয়া পোহায় কন্যা যায়রে দিনরাতি ॥
অঞ্চল ভরিয়া কন্যা বনের ফুল আনে।
মনের গান গায় কন্যা বইসা বনে বনে ॥
চক্ষের জলেতে ভিজায় কয়বরের মাটী।
শোকেতে পাগল কন্যা করে কান্দাকাটী ॥
"উঠ উঠ সখী তুমি কত নিদ্রা যাও।
আমি ডাকি পালং সই একবার কথা কও ॥

[১] কয়বর=কবর।

ফিইরা গেছে বাদ্যার দল আর না আইব তারা।
সুখেতে বাধিয়া ঘর কর তুমি বাসা ॥
দুরন্ত দুষমন সেই যত বাদ্যার দল।
তোমারে ছাড়িয়া তারা গিয়াছে সকল ॥
দুইয়ে সইয়ে কুলাকুলি গন্থি[১] ফুলের মালা।
দুইয়ে জনে সাজাইব ঐ না নাগর কালা[২] ॥"

পালং সইয়ের চক্ষের জলে ভিজে বসুমাতা।
এইখানে হইল সাঙ্গ নদীয়ার চান্দের কথা ॥ ১—৩১

[১] গন্থি = গাঁথি। [২] নাগর কালা = কালিয়া নাগরকে এস্থলে, নদের চাঁদকে।

মলুয়া

মলুয়া

বন্দনা

আদিতে বন্দিয়া গাই অনাদি ঈশ্বর।
দেবের মধ্যে বন্দি গাই ভোলা মহেশ্বর ॥
দেবীর মধ্যে বন্দি গাই শ্রীদুর্গা ভবানী।
লক্ষ্মী-সরস্বতী বন্দুম যুগল নন্দিনী ॥
ধন-সম্পদ মিলে লক্ষ্মীরে পূজিলে।
সরস্বতী বন্দি গাই বিদ্যা যাতে মিলে ॥
কার্ত্তিক-গণেশ বন্দুম যত দেবগণ।
আকাশ বন্দিয়া গাই গরুড়-পবন ॥
চন্দ্র-সূর্য্য বন্দিয়া গাই জগতের আখি।
সপ্ত পাতাল বন্দুম নাগান্ত[1] বাসুকী ॥
মনসা দেবীরে বন্দুম আস্তিকের মাতা।
যাহার বিষের তেজ ডরায় বিধাতা ॥
ভক্তমধ্যে বন্দিয়া গাই রাজা চন্দ্রধর।
তার সঙ্গে বন্দিয়া গাই বেউলা-লক্ষ্মীন্দর ॥
নদীর মধ্যে বন্দিয়া গাই গঙ্গা ভাগীরথী।
নারীর মধ্যে বন্দিয়া গাই সীতা বড় সতী ॥
বৃক্ষের মধ্যে বন্দিয়া গাই আদ্যের তুলসী[2]।
তীর্থের মধ্যে বন্দিয়া গাই গয়া আর কাশী ॥

[1] নাগান্ত = নাগ, অনন্ত ?

[2] আদ্যের তুলসী = দেখা যায় বৈষ্ণবদের ন্যায় ধর্ম্মপূজকেরাও তুলসীর মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন।

সংসারের সার বন্দুম বাপ আর মায়ে।
অভাগীর জনম হৈল যার পদছায়ে॥
মুনির মধ্যে বন্দিয়া গাই বাল্মীকি তপোধন।
তরুলতা বন্দিয়া গাই স্থাবর-জঙ্গম॥
জল বন্দুম স্থল বন্দুম আকাশ-পাতাল।
হর-শিরে বন্দিয়া গাই কাল-মহাকাল॥
তার পর বন্দিলাম শ্রীগুরুচরণ।
সবার চরণ বন্দিয়া জানাই নিবেদন॥
চার কুনা[১] পৃথিবী বন্দিয়া করিলাম ইতি।
সলাভ্য ?[২] বন্দনা গীত গায় চন্দ্রাবতী॥ ১—২৮

(১)

জলপ্লাবন ও দুর্ভিক্ষ

মন্দান্যা[৩] আইশ্‌নারে[৪] পানি ভাটি বাইয়া যায়।[৫]
চান্দ বিনোদে ডাক্যা কইছে তার মায়॥
"উঠ উঠ বিনোদ আরে ডাকে তোমার মাও[৬]।
চান্দ মুখ পাখলিয়া মাঠের পানে যাও॥
মাঠের পানে যাওরে যাদু ভালা[৭] বান্দ আইল।
আগণ[৮] মাসেতে হইব ক্ষেতে কাত্তিকা সাইল[৯]॥

[১] কুনা = কোণ। [২] সলাভ্য = ?

[৩] মন্দান্যা = মন্দ মন্দ। ন্যা = না, এই "না" কথার কোন অর্থ নাই, "ন্যা" বা "না"-এর অর্থ অনেক সময় "হাঁ"। কোন উক্তিতে জোর দেওয়ার জন্য উহা ব্যবহৃত হয়; যথা "এই না ভাবিয়া কন্যা কোন কাম করে।" এই স্থলে "এই না ভাবিয়া" অর্থ 'এই ভাবিয়া'—এই পুস্তকেই এইভাবে "না"-এর ব্যবহারের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

[৪] আইশ্‌নারে = আশ্বিনের; আইশ্‌না = আশ্বিনা, "রে" পাদ-পূরণে।

[৫] মন্দ মন্দ আশ্বিনের জল কমিতে আরম্ভ করিল।

[৬] মাও = মা (যথা, পদ = পাও = পা পূর্ব্ববঙ্গে এরূপভাবে 'ও'কার অনেক পদে পাওয়া যায়)।

[৭] ভালা = ভাল (ভাল করিয়া)।

[৮] আগণ = অগ্রহায়ণ। [৯] কাত্তিকা সাইল = কাত্তিকের শালি ধান্য।

মেঘ ডাকে গুরু গুরু ডাক্যা তুলে পানি।[১]
সকাল কইরা ক্ষেতে যাও আমার যাদুমণি॥
আশমান ছাইল কালা মেঘে দেওয়ায়[২] ডাকে রইয়া।
আর কতকাল থাকবে যাদু ঘরের মাঝে শুইয়া॥"
আইল আইশ্‌নারে পানি উভে[৩] করল তল।
ক্ষেত কিশ্যি[৪] ডুবাইয়া দিল না রইল সম্বল॥
দেশে আইল দুর্গাপূজা জগত-জননী।
কুলের[৫] ছাল্যা[৬] বান্ধ্যা দিয়া পূজে দুর্গারাণী॥
এই মতে আশ্বিন গেল, আইল কাত্তিক মাস।
ঘরু[৭] শষ্য ক্ষেতে নাই হইল সর্ব্বনাশ॥
লাগিয়া কাত্তিকের উষ[৮] গায়ে হইল জ্বর।
বিনোদের মায়ে কান্দে হইয়া কাতর॥
জোড়া মইষ[৯] দিয়া মায় মানসিক করে।
মায়ত[১০] কান্দিয়া কয় পুত্র বুঝি মরে॥
দেবের দোয়াতে[১১] পুত্র পরাণে বাচিল।
এমতে কাত্তিক গিয়া আগুণ[১২] পড়িল॥
উত্তরিয়া[১৩] শীতে পরাণ কাঁপে থরথরি।
ছিড়া[১৪] বসন দিয়া মায় অঙ্গ রাখে মুরি[১৫]॥
ভালা হইল চান্দ বিনোদ দেবতার বরে।
ঘরে নাই সে লক্ষ্মীর দানা[১৬] লক্ষ্মীপূজার তরে॥

১ গুরু গুরু ডাকিয়া যেন জলকে জাগাইয়া তুলিয়াছে।
২ দেওয়ায় = মেঘ (দেওয়ায় = দেবে); রইয়া = রহিয়া রহিয়া।
৩ উভে = সম্পূর্ণ রূপে। ৪ কিশ্যি = কৃষি।
৫ কুলের = কোলের; ময়মনসিংহের অনেক স্থলে 'ও'কারের স্থানে 'উ'কার ব্যবহৃত হয়।
৬ ছাল্যা = ছেলে। ৭ ঘরু = 'সরু শস্য' যথা সরিষা।
৮ উষ বা ওষ = হিম। ৯ মইষ = মহিষ।
১০ মায়ত = মায়, মা। ১১ দোয়াতে = আশীর্ব্বাদে।
১২ আগুণ = অগ্রহায়ণ। ১৩ উত্তরিয়া = উত্তর দিক্‌ হইতে আগত।
১৪ ছিড়া = ছিন্ন, ছেঁড়া। ১৫ মুরি = ঘেরিয়া। ১৬ দানা = চাউল।

ধারের কাচি[১] আন্যা মায়ে তুল্যা দিল হাতে।
"ক্ষেতে যাওরে পুত্র আমার ধান্য যে কাটিতে ।।"

পাঞ্চ গাছি বাতার[২] ডুগল[৩] হাতেতে লইয়া।
মাঠের মাঝে যায় বিনোদ বারমাসী গাইয়া ।।
আশ্বিন্যা পানিতে দেখে মাঠে নাইক ধান।
এরে[৪] দেখ্যা চান্দ বিনোদের কান্দিল পরাণ ।।

চান্দ বিনোদ আসি কয় মায়ের কাছে।
"আইশ্না পানিতে মাও সব শস্য গেছে ।।"
মায়ে কান্দে পুত্র কান্দে সিরে দিয়ে হাত।
সারা বছরের লাগ্যা গেছে ঘরের ভাত ।।
টাকায় দেড় আড়া[৫] ধান পইড়াছে আকাল[৬]।
কি দিয়া পালিব মায় কুলের ছাওয়াল ।।
পোষ মাসে পোষা আন্ধি[৭] বিনোদে ডাকিয়া।
মায় পুতে যুক্তি করে ঘরেতে বসিয়া ।।

আছিল হালের গরু বেচিয়া খাইল।
পাঁচ গোটা ক্ষেত বিনোদ মাজনে[৮] দিল ।।

[১] ধারের কাচি = তীক্ষ্ণ কাস্তে।

[২] পূর্ব্ববঙ্গে "বাতা" শব্দ নানা স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঢাকা অঞ্চলে বেড়া আট্‌কাইবার জন্য উহার মধ্যে মধ্যে যে চাঁছা বাঁশ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে বাতা বলে। কিন্তু ময়মনসিংহে ঐরূপ ব্যবহারের জন্য "বাতা" নামক একরূপ স্বতন্ত্র গাছই পাওয়া যায়।

[৩] ডুগল = অগ্রভাগ। প্রথম দিন ধান কাটিবার সময়ে কৃষকেরা পাঁচটি বাতা গাছের অগ্রভাগ লইয়া ক্ষেত্রে যায়, তাহা সিন্দুর প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যে অনুলিপ্ত হয়। এই বাতার পাঁচটি 'ডুগলের' সঙ্গে পাঁচটি ধান্যের ছড়া বাঁধা হয়, তাহাই কৃষকেরা লক্ষ্মীর আসন মনে করিয়া ঘরের কোণে বিশিষ্ট স্থলে তুলিয়া রাখে।

[৪] এরে = ইহা। [৫] এক আড়া = ৪ মণ।

[৬] আকাল = অকাল, দুর্ভিক্ষ।

[৭] পোষা আন্ধি = পৌষ মাসের কুয়াসার অন্ধকার। [৮] মাজনে = মহাজনকে।

খেত খোলা[১] নাই তার, নাই হালের গরু।
না বুনায় ধান কালাই না বুনায় সরু॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ কোন কাম করে।
মাঘ-ফাল্গুন দুই মাস কাটাইল ঘরে॥

চৈত-বৈশাখ মাস গেল এই মতে।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে বিনোদ পিঁজরা[২] লইল হাতে॥
মায়েরে ডাকিয়া কয় মধুরস বাণী।
"কুড়া শীগারে[৩] যাইতে বিদায় দেও মা জননী॥"
ঘুম থাক্যা উঠ্যা বিনোদ মায়েরে কহিল।
কুড়া শীগারে যাইতে বিদায় মাগিল॥
টিক্কা না জ্বালাইয়া বিনোদ হুক্কায় ভরে পানি।
ঘরে নাই বাসি ভাত কালা মুখখানি॥
ঘরে নাই খুদের অন্ন কি রান্ধিব মায়।
উপাস থাকিয়া পুত্র শীগারেতে যায়॥
মায়ের আক্ষির জলে বুক যায়রে ভাসি।
ঘরতনে[৪] বাইর অইল বিনোদ বিলাতের[৫] উপাসী॥
জষ্ঠি মাসের রবির জ্বালা পবনের নাই বাও[৬]।
পুত্রেরে শীগারে দিয়া পাগল হইলা মাও॥ ১—৬০

[১] খোলা = ক্ষেত শব্দের সঙ্গে খোলা শব্দ অনেক সময় একত্র ব্যবহৃত হয়, ইহার বিশেষ কোন অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

[২] পিঁজরা = পিঞ্জর, পাখী রাখিবার খাঁচা।

[৩] শীগারে = শিকারে।

[৪] ঘরতনে = ঘর হইতে।

[৫] বিলাতের = বিদেশ-গমনোদ্যত।

[৬] পবনের নাই বাও = পবন দেবতা বাতাস দিচেছন না; বাও = বাতাস।

(২)

পথে

আগরাজ্যা[১] সাইলের খেত পাক্যা[২] ভূমে পড়ে।
পন্থে আছে বইনের বাড়ী যাইব মনে করে॥
"মায়ের পেটের বইন গো তুমি শুন আমার বাণী।
শীগারে যাইতে শীঘ্র বিদায় কর তুমি॥
ঘরে ছিল সাচি পান চুন খয়ার দিয়া।
ভাইয়ের লাগ্যা বইনে দিল পান বানাইয়া॥
উত্তম সাইলের চিড়া গিঠ্টেতে[৩] বান্ধিল।
ঘরে ছিল শবরী কলা তাও সঙ্গে দিল॥
কিছু কিছু তামুক আর টিকা দিল সাথে।
মেলা কইরা[৪] বিনোদ বাহির হইল পথে॥
যতদূর দেখা যায় বইনে রইল চাইয়া।
শীগারে চলিল বিনোদ পালা[৫] কুড়া লইয়া॥

কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আষাঢ় মাস আসে।
জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে॥
গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিল্কি[৬] ঠাডা[৭] পড়ে।
অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইরা[৮] মরে॥
আইল আষাঢ় মাস জলের বাড়ে ফেনা।
কুড়ার ডাকেতে শুনে বর্ষার নমুনা॥ [৯]
মায়ে বইনে না দেখিল বুকে রইল শেল।
কুড়া লইয়া চান্দ বিনোদ কোন বা দেশে গেল॥
একলা থাকিয়া ঘরে কান্দে তার মায়।
কি জানি যাদুরে মোর সাপে বাঘে খায়॥ ১—২২

[১] আগরাজ্যা = অগ্রভাগ যাহার পাকিয়া রাঙ্গা হইয়াছে। [২] পাক্যা = পাকিয়া।
[৩] গিঠ্টেতে = গিঠে, গেড়ো দিয়া কাপড়ে বান্ধিল। [৪] মেলা কইরা = যাত্রা করিয়া।
[৫] পালা = পোষা। [৬] জিল্কি = বিদ্যুৎ।
[৭] ঠাডা = ঠাঠা = বজ্র। [৮] পুইরা = পুড়িয়া (দুশ্চিন্তায়)।
[৯] কুড়ার ডাকেতে - - - নমুনা = কুড়া পাখীর ডাকে বর্ষা আসিতেছে আভাসে বুঝা যায়।

(৩)

পূর্ব্বরাগ

কোন দেশেতে গেল বিনোদ শুন বিবরণ।
আড়ালিয়া গেরামে[১] যাইয়া দিল দরশন ॥
গাঁয়ের পাছে আন্ধ্যাপুখুর[২] ঝাড়জঙ্গলে ঘেরা।
চাইর[৩] দিগে কলাগাছ মান্দার গাছের বেড়া ॥
জলে যাইতে এক পন্থ আনাগুনা[৪] করে।
জলের শোভা দেখে বিনোদ পুষ্কনির পাড়ে ॥
ঘাটেতে কদম গাছে ফুট্যা রইছে ফুল।
কড়ারে রাখিয়া বিনোদ রইল তার তল[৫] ॥
জেঠ[৬] মাসের ছোট রাইত ঘুমের আরি[৭] না মিটে।
কদমতলায় শুইয়া বিনোদ দিনের দুপুর কাটে ॥

ঘুমাইতে ঘুমাইতে বিনোদ অইল সন্ধ্যাবেলা।
"ঘাটের পারে নিদ্রা যাও কে তুমি একেলা ॥"
সাত ভাইয়ের বইন মলুয়া জল ভরিতে আসে।
সন্ধ্যাবেলা নাগর শুইয়া একলা জলের ঘাটে ॥
কাঁদের কলসী ভূমিত থইয়া[৮] মলুয়া সুন্দরী।
লামিল[৯] জলের ঘাটে অতি তরাতরি ॥
একবার লামে কন্যা আরবার চায়।
সুন্দর পুরুষ এক অঘুরে[১০] ঘুমায় ॥

[১] গেরাম = গ্রাম।
[২] আন্ধ্যাপুখুর = যে পুকুর নানারূপ গুল্মলতায় আবৃত।
[৩] চাইর = চারি।
[৪] পন্থ = পথিক। আনাগুনা = আনাগোনা।
[৫] চলিত কথায় সে অঞ্চলে "তল" শব্দের "তুল" উচ্চারণও শোনা যায়। এই সকল গ্রাম্য কবির কবিতা এইজন্য উচ্চারণ হিসাবে দোষযুক্ত হয় নাই। ফুলের সঙ্গে তুল মিলিয়া যায়।
[৬] জেঠ = জ্যৈষ্ঠ।
[৭] আরি = জের, ইচ্ছা।
[৮] থইয়া = রাখিয়া।
[৯] লামিল = নামিল।
[১০] অঘুরে = একান্ত অভিভূত হইয়া।

সন্ধ্যা মিলাইয়া যায় রবি পশ্চিম পাটে[১]।
তবু না ভাঙ্গিল নিদ্রা একলা জলের ঘাটে ॥

"রাত্রি নিশাকালে যদি ভাঙ্গে নিদ্রা তার।
ভিন দেশী পুরুষ বল যাইবে কোথায় আর ॥
বাড়ী নাই ঘরে নাই নাই বাপ-মাই।
রাত্রি পোষাইতে কেবা দিব একটুক ঠাই ॥
কোথা হইতে আইল নাগর কোথায় বাড়ীঘর।
কুলের কুমারী আমি কেমনে পাই উত্তর ॥
উঠ উঠ নাগর" কন্যা ডাকে মনে মনে।
কি জানি মনের ডাক সেও নাগর শুনে ॥

"ভিন দেশী পুরুষ এই লাজে মাথা কাটে।
কেমন কইরা সন্ধ্যাবেলা একলা রইবাম ঘাটে ॥
মনে লয় পুরুষে আমি জাগাই ডাকিয়া।
বাপের বাড়ীর পথ আমি তারে দেই দেখাইয়া ॥
আন্ধাইর রাইতে কোথায় যাইব পথ না চিনিলে।
এমন সময় চক্ষে বিধি কালনিদ্রা দিলে ॥
উঠ উঠ ভিন্ন পুরুষ তুমি কত নিদ্রা যাও।
যার বুকের ধন তুমি তার কাছে যাও ॥"

কলসী লইয়া কন্যা জলে দিল ঢেউ।
"এই ঘুম ভাঙ্গিতে পারে সঙ্গে নাই মোর কেউ ॥
আইত[২] যদি ভাইয়ের বউ সঙ্গেতে আমার।
কোন মতে কাল ঘুম ভাঙ্গিতাম যে তার ॥
মাও যদি সঙ্গে আইত কি করিতাম তারে।
মায়রে দিয়া কইয়া বুল্যা[৩] লইয়া যাইতাম ঘরে ॥
একলা অবলা আমি কুলমানের ভয়।
পন্থ-হারা ভিন পুরুষের দুঃখ নাহি সয় ॥"

[১] পাটে = আসনে। [২] আইত = আসিত।
[৩] কইয়া বুল্যা = ব'লে ক'য়ে।

এই না ভাবিয়া কন্যা কোন কাম করিল।
কাছে আছিল শুধা[১] কলস টানিয়া আনিল।।

"শুনরে পিতলের কলসী কইয়া বুঝাই তরে।
ডাক দিয়া জাগাও তুমি ভিন্ পুরুষেরে।।"
এত বলি কলসী কন্যা জলেতে ভরিল।
জলভরণের শব্দে বিনোদ জাগিয়া উঠিল।।
জলভরণের শব্দে কুড়া ঘন ডাক ছাড়ে।
জাগিয়া না চান্দ বিনোদ কোন কাম করে।।
দেখিল সুন্দর কন্যা জল লইয়া যায়।
মেঘের বরণ কন্যার গায়েতে লুটায়।।
এইত কেশ না কন্যার লাখ টাকার মূল।
শুকনা কাননে যেন মহুয়ার ফুল।।
ডাগল[২] দীঘল আখি যার পানে চায়।
একবার দেখলে তারে পাগল হইয়া যায়।।

"এমন সুন্দর কন্যা না দেখি কখন।
কার ঘরের উজল বাতি চুরি করল মন।।
জাগিয়া দেখ্যাছি কিবা নিশির স্বপন।
কার ঘরের সুন্দর নারী কার পরাণের ধন।।
জলের না পদ্মফুল শুকনায় ফুটে রইয়া।
আসমানের তারা ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া।।[৩]
শুন শুন কুড়া আরে কহি যে তোমারে।
পরিচয়-কথা কন্যার আন্যা দেও আমারে।।
কার বা নারী কার বা কন্যা কোথায় বাড়ীঘর।
উইরে[৪] যাওরে বনের কুড়া আন গিয়া উত্তর।।

[১] শুধা = শূন্য। [২] ডাগল = ডাগর, বড়।

[৩] জলের পদ্ম স্থলে ফুটিয়া রহিয়াছে। মঞ্চেতে = মর্ত্তে, পৃথিবীতে। মঞ্চেতে ভরিয়া, আকাশের তারা পৃথিবী ভরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

[৪] উইরে = উড়িয়া।

শুন চন্দ্রমুখী কন্যা কহি যে তোমারে।
একবার ফিরিয়ে চাও দেখি যে তোমারে॥
কি ক্ষণে আইলাম আমি কুড়া না[১] শীগারে।
পরাণ রাখিয়া গেলাম এই না জলের ঘাটে॥
একবার চাওলো কন্যা মুখ ফিরাইয়া।
আর একবার দেখি আমি আপনা ভুলিয়া॥
অর্দ্ধেক যৌবন কন্যার বিয়ার নাই সে বাকী।
পরের নারী দেখ্যা কেন মজে আমার আঁখি॥
বিয়া যদি নাহি হয় কি করিবাম তায়।
পরের ঘরের কন্যা না দেখি উপায়॥
উইরে যাওরে বনের কুড়া কইও মায়ের আগে।
তোমার না চান্দ বিনোদে খাইছে জঙ্গলার বাঘে॥
উইরে যাওরে বনের কুড়া কইও বইনের ঠাই।
মইরা গেছে চান্দ বিনোদ আরত বাচ্যা[২] নাই॥
উইরা যাওরে বনের কুড়া কন্যারে জানাও।
আমার পরাণের কথা যথায় লাগাল পাও॥"

ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন।
লাজ-রক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন॥
কলসী ভরিয়া কন্যা ঘরেতে ফিরিল।
কুড়া লইয়া চান্দ বিনোদ বইনের বাড়ী গেল॥
আশ্বিনে পূবের মেঘ পশ্চিমে ভাস্যা যায়।
ঘরে থাক্যা কান্দা মরে অভাগিনী মায়॥ ১—৯০

(৪)

কৈফিয়ৎ তলপ এবং মলুয়ার জবাব

পঞ্চ ভাইয়ের বৌয়ে ডাক্যা[৩] কয় "ননদিনী।
সন্ধ্যাকালে জলের ঘাটে একলা কেন তুমি॥

১ 'না' শব্দের অর্থ নাই। ২ বাচ্যা = বাঁচিয়া। ৩ ডাক্যা = ডাকিয়া।

অসময়ে নিদ্রা

" ভিন দেশী পুরুষ দেখি চান্দের মতন।
লাজ-রক্ত হইল কন্যার পরথম যৌবন ॥"

মলুয়া, ৫৪ পৃঃ

আউলা ঝাউলা[১] অঙ্গের বসন মাথায় কেশ খুলা[২]।
আজি কেন জলের ঘাটে গিয়াছিলা একলা ॥
আধা কলসী ভরা দেখি আধা কলসী খালি।
আইজ যে দেখি কোটা ফুল কাইল দেখ্যাছি কলি ॥
কি হইয়াছে জলের ঘাটে সত্য করি বল।
না ভাড়াইও ননদিনী না করিও ছল ॥
আইজ সকালে জলের ঘাটে মোদের সঙ্গে চল।
সঙ্গে কইরা কলসী লও ভইরা আনতে জল ॥
ঘরে আছে গন্ধতৈল আবের কাকই[৩] দিয়া।
রাতির আইলা[৪] চাচর[৫] কেশ দিবাম বান্ধিয়া ॥
তরে[৬] লইয়া ননদিনী আমরা যাইবাম জলে।
মনের কথা কইবাম গিয়া ঐ না জলের ঘাটে ॥
বিয়ার বছর হইল, না আইল বর।
এমন যে কন্যা আইজও রইল বাপের ঘর ॥
পরথম যৌবন কন্যা পরমসুন্দরী।
তরে দেখ্যা ননদিনী আমরা জল্যা মরি ॥"

মলুয়া কহিছে "বউ মোর বাক্য ধর।
একলা যাইতে জলের ঘাটে কেন বা মানা কর ॥"
পাচ ভাইয়ের বধু কয় "একলা যাইয়ে চান্দে।
কি জানি চণ্ডালের[৭] কাছে ফালায় তারে ফান্দে ॥"

"কালিকার রাত্রি আমার গেছে দারুন জ্বরে।
বেদনা হইছে বধু আমার পেটের কামরে ॥

[১] আউলা ঝাউলা = এলোমেলো। [২] খুলা = খোলা।

[৩] আবের কাকই = অভ্র-খচিত চিরুণী।

[৪] আইলা = এলায়িত, এলো। রাতির - - - বান্ধিয়া = রাত্রিকালে তোমার কুঞ্চিত কেশ এলাইয়া গিয়াছে, তাহা বান্ধিয়া দিব।

[৫] চাচর = কুঞ্চিত। [৬] তরে = তোরে।

[৭] চণ্ডাল = রাহু।

তোমরা সবে জলে যাও না যাইব আমি।"
পাচ ভাইয়ের বধু তবে করে কানাকানি ॥
কানাকানি করি তারা জলের ঘাটে গেল।
শয়নমন্দিরে কন্যা পরবেশ করিল ॥ ১—২৮

(৫)

মলুয়ার পরিচয়

জাতিতে হালুয়া দাস[১] গাঁয়ের[২] মরল[৩]।
মলুয়ার বাপ হয় নাম হীরাধর ॥
পাঁচ পুত্র হয় তার অতি ভাগ্যবান।
সরু সপ্যে ভরা টাইল[৪] গোলা ভরা ধান ॥
ঘরে আছে দুধবিয়ানী[৫] দশ গোটা গাই।
হালের বলদ আছে তার কোন দুঃখ নাই ॥
বাইস আড়া[৬] জমীন তার সাইল আর আমন
ধনে পুত্রে বর তারে দিছে দেবগণ ॥
দোল-দুর্গোৎসব তার পরব-পার্ব্বণ।
বাপ-মায়ের শ্রাদ্ধে করে ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥

বার না বচছরের কন্যা পরমসুন্দরী।
না হইল বিয়া কন্যার চিন্তা মনে ভারি ॥
বাপ-মায় চায় বর রাজার সমান।
একমাত্র কন্যা মাও-বাপের পরাণ ॥
কত ঘর আইল গেল পছন্দ না হয়।
ভালা ঘরে বিয়া দেওয়া হইল সংশয় ॥

[১] হালুয়া দাস = হেলে দাস (কৈবর্ত্ত)। [২] গাঁয়ের = গ্রামের।
[৩] মরল = মোড়ল।
[৪] টাইল = ধান-সরিষা প্রভৃতি রাখিবার জন্য বাঁশের তৈয়ারী চতুষ্কোণ পাত্র।
[৫] দুধবিয়ানী = দুগ্ধবতী। [৬] বাইস আড়া = প্রায় ২৮ বিঘা।

(৬)

স্নানের ঘাটে

শয্যাতে শুইয়া কন্যা ভাবে মনে মন।
"কোথায় তনে[১] আইল পুরুষ চান্দের মতন ॥
কুড়া শীগার কইরা ফিরে বনে বনে।
আজি যে জলের ঘাটে দেখলাম কিবা ক্ষণে ॥
কালি রাত্রি পোষাইল কার বাড়ীতে থাকি।
কোথায় জানি রাখল তার সঙ্গের কুড়াপাখী ॥
আমি যদি হইতাম কুড়া থাকতাম তার সনে।
তার সঙ্গে থাক্যা আমি ঘুরতাম বনে বনে ॥
আসমানে থাকিয়া দেওয়া ডাকছ তুমি কারে।
ঐনা আষাঢ়ের পানি বইছে শত ধারে ॥
গাং ভাসে নদী ভাসে শুকনায় না ধরে পানি।
এমন রাতে কোথায় গেল কিছুই না জানি ॥
অতিথ বলিয়া যদি আইত আমার বাড়ী।
বাপেরে কহিয়া আমি বইতে[২] দিতাম পিড়ি ॥
শুইতে দিতাম শীতল পাটী বাটাভরা পান।
আইত[৩] যদি সোণার অতিথ যৌবন করতাম দান ॥"

দুপুরবেলা গেল কন্যার ভাবিয়া চিন্তিয়া।
বিয়াল[৪]বেলা গেল কন্যার বিছানাতে শুইয়া ॥
সন্ধ্যাকাল আইলে কন্যা কোন কাম করে।
পিতলা কলসী কন্যা লইল কাঁকের উপরে ॥
কলসী লইয়া কন্যা জলের ঘাটে যায়।
পাঞ্চ ভাইয়ের বউয়েরে কন্যা কিছু না জানায় ॥
মেঘ আরা[৫] আষাঢ়ের রইদ[৬] গায়ে বড় জ্বালা।
ছান[৭] করিতে জলের ঘাটে যায় যে একেলা ॥

[১] তনে=হইতে; 'স্থানাৎ' শব্দের অপভ্রংশ। [২] বইতে=বসিতে।
[৩] আইত=আসিত। [৪] বিয়াল=বিকাল।
[৫] মেঘ আরা=মেঘের অন্তরালে। [৬] রইদ=রোদ। [৭] ছান=স্নান।

কিসের ছান কিসের পানি কিসের জল ভরা।
দুইয়ের প্রাণে টান পইড়াছে এমন প্রেমের ধারা॥
একলা সন্ধ্যাকালে কন্যা জলের ঘাটে যায়।
চান্দ বিনোদ শুইয়া আছে কদমতলায়॥
শিয়রে থাকিয়া কুড়া ডাকে ঘন ঘন।
কুড়ার ডাকেতে বিনোদ মেলিল নয়ন॥
আখি না মেলিয়া বিনোদ ঘাটের পানে চায়।
জল ভরে সুন্দরী কন্যা দেখিবারে পায়॥

চাঁদ বিনোদ

"কুড়া শীগার কইরা আমি ফিরি বনে বনে।
আমার যত মনের দুঃখ কেউত না শুনে॥
কে তুমি সুন্দরী কন্যা নিত্যি ভর পানি।
রইয়া শুন আমার কথা কিছু কইবাম[১] আমি॥
কুড়া শীগার করি আমি চান্দ বিনোদ নাম।
পরিচয়-কথা মোর সত্য কহিলাম॥
কার কন্যা কোথায় বাড়ী কিবা নাম ধর।
আমি চাই পরিচয় দেও যে উত্তর॥
কলসী বুড়াইয়া[২] কন্যা জলে দিছ্ দেউ।
সন্ধ্যাবেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাই আর কেউ॥
কাইল গেছে আশে পাশে আইজ রইলাম বইয়া[৩]।
মনের আগুন নিবাও কন্যা পরিচয় কইয়া॥
বিয়া যদি হইয়া থাকে হও পরের নারী।
সেও কথা কও কন্যা আজি সত্য করি॥
তোমার পানে চাইয়া কন্যা আমি যাইবাম ফিরে।
আর না আসিবাম কন্যা কুড়া-শীকারে॥"

১ কইবাম = কহিব। ২ বুড়াইয়া = ডুবাইয়া।
৩ বইয়া = বসিয়া, অপেক্ষা করিয়া।

মলুয়া

"বাপের নাম হীরাধর অসমা মোর মাও[১]।
কালী দেখলাম জলের ঘাটে শুইয়া নিদ্রা যাও॥
ভিন দেশী পুরুষ তুমি কি কহি তোমারে।
অতিথ হইয়া আজি থাক আমার বাপের ঘরে॥
কুড়া লইয়া তুমি থাক বনে বনে।
কেমনে কাটাও নিশি এইমতে কাননে॥
বনে আছে বাঘ-ভালুক তোমার ভয় নাই।
এমন কইরা কেমনে তুমি ফির ঠাই ঠাই॥
আন্ধুয়া পুষ্কুনির পাড় কালনাগের বাসা।
একবার ডংশিলে[২] যাইব[৩] পরাণের আশা॥
সাধুমন্ত[৪] বাপ আমার মাও যে সুজন।
ঘরেতে আমার আছে ভাই পঞ্চ জন॥
পঞ্চ ভাইয়ের বউ আছে ইষ্টিকুটুম করি।
আজি নিশি অতিথ হইয়া রইবা আমার বাড়ী॥
এই পন্থে যাইতে আজি তোমায় করি মানা।
সামনে আছে গেরামের[৫] পথ লোকের আনাগুনা॥
সেই পন্থ ধইরা তুমি মেলা নাই সে কর।[৬]
এই পথে যাইতে দেখবা বার-দুয়াইরা ঘর[৭]॥
সামনে আছে পুষ্কুনি সানে বান্ধা ঘাট।
পূব মুখ্যা[৮] বাড়ীখানি আয়নার কপাট॥
আগে পাছে বাগ-বাগিচা আছে সারি সারি।
পারাপশ্বির লোকে[৯] কয় গাও মরলের[১০] বাড়ী॥

[১] মাও = মা। [২] ডংশিলে = দংশন করিলে।
[৩] যাইব = যাবে। [৪] সাধুমন্ত = সজ্জন, ভাল লোক। [৫] গেরামের = গ্রামের।
[৬] মেলা --- কর = সে পথ ধরিয়া তুমি যেও; 'নাই' শব্দ নিরর্থ।
[৭] বার-দুয়াইরা ঘর = বহির্দ্বারবিশিষ্ট ঘর।
[৮] পূব মুখ্যা = পূর্ব্বমুখী। [৯] পারাপশ্বির লোকে = পাড়াপরশীরা।
[১০] গাও মরলের = গ্রামের মোড়লের।

দুঃখু কেনে করবা তুমি আজি নিশা বনে।
শীতল পাটী পাত্যা দিবাম তোমার বিছানে।।
পাঁচ ভাইয়ের বউয়ে রান্‌ব[১] ছত্রিশ বেনুন।
আজি নিশি থাক্যা তুমি করিও ভোজন।।”

এইত বলিয়া কন্যা জল লইয়া যায়।
কুড়া লইয়া চান্দ বিনোদ ভিন্ন পথে যায়।।

(৭)

অতিথির অভ্যর্থনা

সন্ধ্যাকালে অতিথ আইল ভিন দেশে ঘর।
পাঁচ পুত্রে ডাক্যা[২] কয় সাধু হীরাধর।।
লোটা ভইরা শীতল জল দিল খরম পানি।
পাঁচ ভাইয়ের বউয়ে রান্ধে পরম[৩] রান্ধুনি।।
মানকচু ভাজা আর অম্বল চালিতার।
মাছের সরুয়া[৪] রান্ধে জিরার সম্বার।।
কাইট্টা[৫] লইছে কই মাছ চরচরি খারা।
ভালা কইরে রান্ধে বেনুন দিয়া কাল্যাজিরা।।
একে একে রান্ধে সব বেনুন ছত্রিশ জাতি।
শুকনা মাছ পুইড়া[৬] রান্ধে আগল বেসাতি।।

পাঁচ ভাইয়ের সঙ্গে বিনোদ পিড়িত বস্যা[৭] খায়।
এমন ভোজন বিনোদ জন্মে নাই সে খায়।।

[১] রান্‌ব = রান্ধিবে।
[২] ডাক্যা = ডাকিয়া।
[৩] পরম = অত্যন্ত নিপুণা।
[৪] সরুয়া = ঝোলযুক্ত ব্যঞ্জন।
[৫] কাইট্টা = কাটিয়া।
[৬] পুইড়া = পুড়িয়া।
[৭] পিড়িত বস্যা = কাষ্ঠাসনে বসিয়া।

শুকত[1] খাইল বেনুম খাইল আর ভাজা বরা।
পুলি পিঠা খাইল বিনোদ দুধের শিস্যায় ভরা[2] ॥
পাত পিঠা বরা পিঠা চিত[3] চন্দ্রপুলি।
পোয়া চই[4] খাইল কত রসে চলচলি ॥
আচাইয়া চান্দ বিনোদ উঠিল তখন।
বার-দুয়ারিয়া ঘরে গিয়া করিল শয়ন ॥
বাটাভরা সাচি পান লং এলাচি দিয়া।
পাঁচ ভাইয়ের বউ দিছে পান সাজাইয়া ॥
শুইতে দিছে শীতল পাটী উত্তম বিছান।
বাতাস করিতে দিছে আবের পাঙ্খাখান ॥
এইমতে শুইয়া বিনোদ সুখে নিদ্রা যায়।
পরভাতে উঠিয়া বিনোদ বিদায় যে চায় ॥

পন্নাম করিল বিনোদ হীরাধরের পায়।
পঞ্চ ভাইয়েরে বিনোদ পন্নাম জানায় ॥
মন তনে বাহির হইয়া বিনোদ পন্থে দিল মেলা।
সুন্দরী মলুয়া ঘরে রইল একেলা ॥

(৮)

বিবাহের প্রস্তাব

বইনের কাছে গিয়া বিনোদ বইনের আগে কয়।
শীগারে গেছিলাম যত কইল সমুদয় ॥
আদিগুরি[5] বির্ত্তান্ত সব বইনেরে শুনায়।
বিয়ার কথা কইতে বিনোদ মনে লজ্জা পায় ॥
বইনেত বুঝিল তবে ভাইএর বেদন।
মায়ের কাছে যাইতে বিনোদ করিল গমন ॥

[1] শুকত = শুক্তা।
[2] শিস্যায় ভরা = দুধের শিষে ভরা, ক্ষীর দিয়া ভরা।
[3] চিত = চিতই; আসকে।
[4] পোয়া = মালপো। চই = একরূপ ঝাল শাক।
[5] আদিগুরি = আগাগোড়া।

মায়ের কাছে কইতে বিনোদ মনে লজ্জা পায়।
কেমন কইরা কইব কথা না দেখি উপায়॥
এক দুই তিন করি আষাঢ় মাস যায়।
সাইর সরসিরে[১] বিনোদ বেদনা জানায়॥
একে একে যত কথা উঠল মায়ের কানে।
ঘটক পাঠাইল পরে বিয়ার সন্ধানে॥

এগার উতরিয়া কন্যা বারয় দিল পাও।
দেখিয়া চিন্তিত হইল তার বাপ-মাও॥
ঘুরা[২] না যায় অঙ্গের বসন করে টানাটানি।
তারে দেখ্যা পাড়ার লোকে করে কানাকানি॥
কানাকানি করে কেউ করে বলাবলি।
দিনে দিনে ফোটে কন্যার যৌবনের কলি॥

আষাঢ় মাস হীরাধরের আশার আশে যায়।
বিয়া নাই সে হইল কন্যার কি করি উপায়॥
শায়ন[৩] মাসে বিয়া দিতে দেশের মানা আছে।
এই মাসে বিয়া দিয়া বেউলা[৪] রাড়ি[৫] হইছে॥
ভাদ্র মাসে শাস্ত্রমতে দেবকার্য্য মানা।
এই মাসে না হইল বিয়া কেবল আনাগুনা॥
আশ্বিন মাসেতে দেখ দুর্গাপূজা দেশে।
এও মাস গেল বাপের পূজার আন্দেসে[৬]॥
কাত্তিক মাসেতে পাইব কাত্তিকসমান বর।
মন নাহি উঠে বাপের আইল যত ঘর॥
আগণ[৭] মাসে রাঙ্গা ধান জমীনে ফলে সোনা।
রাঙ্গা জামাই ঘরে আনতে বাপের হইল মানা॥
পৌষ মাসে পোষা আছি দেশাচারে দোষ।
এই মাস গেলে হইব বিয়ার সন্তোষ॥

[১] সাইর সরসিরে = সঙ্গীদের। [২] ঘুরা = ফেরিয়া ফেলা।
[৩] শায়ন = শ্রাবণ। [৪] বেউলা = বেহুলা। [৫] রাড়ি = রাঁড়ী; বিধবা।
[৬] আন্দেসে = আমোদপ্রমোদে। [৭] আগণ = অগ্রহায়ণ।

মাঘ মাসে করমি[১] আইল হীরাধরের বাড়ী।
একে একে দেখে বাপে সম্বন্ধ বিচারি॥

চম্পাতলার সোনাধর এক পুত্র তার।
দেখিতে সুন্দর পুত্র কার্ত্তিক কুমার॥
আড়ায়[২] পুড়ায় তার আছয়ে জমীন।
হীরাধর কয় বংশে সেও অকুলিন॥
আর এক করমি আইল দীঘলহাটী হইতে।
ধনে জনে সেও ভাল সকল কথা কইতে[৩]॥
ঘরের ভাত খায় সে যে গোয়াইলভরা গরু।
কাঠাতে মাপিয়া তুলে ধান-চাউল সরু॥
বাপের নাই সে উঠে মন হইল বিষম লেঠা।
ঘরবর পছন্দ হইল বংশে আছে খুটা[৪]॥
উত্তরে সুসুঙ্গ হইতে আইল আরও ঘর।
অবস্থা-বেবস্থা তার অতিশয় সুন্দর॥
ধানে চাউলে মহাজন চাইর পুত্র তার।
এক এক পুত্র যেমন তার দেব অবতার॥
ঘাটে বান্ধা দৌড়ের নাও[৫] পছন্দ বাহার।
লড়াই করিতে আছে চাইর গোটা ষাঁড়[৬]॥
ভাত ফালাইয়া ভাত খায় চিন্তা-ভাবনা নাই।
মহারোগীর বংশ[৭] বল্যা কন্যা দিতে নাই॥

এমন কালে করমি গেল সম্বন্ধ করিতে।
চান্দ বিনোদের বিয়া কৈল[৮] বিধিমতে॥
কার পুত্র কোথায় বাড়ী সকল জানিয়া।
বাপে ভাবে হেথায় কন্যা দিব কি না বিয়া॥

[১] করমি=ঘটক।
[২] আড়া=১৬ কাঠায় এক আড়া।
[৩] সকল কথা কইতে=সকল দিক দিয়া দেখিলে।
[৪] খুটা=খোটা; নিন্দা।
[৫] দৌড়ের নাও=বাইছ খেলার নৌকা (racing boats)।
[৬] লড়াই - - - ষাঁড়=fighting bulls।
[৭] মহারোগীর বংশ=বংশে কাহারও কুষ্ঠব্যাধী ছিল।
[৮] কৈল=কহিল, প্রস্তাব করিল।

বরত পছন্দ হয় কাত্তিক কুমার।
বংশেতে কুলিন সেই যত হালুয়ার।।
হালুয়া গোষ্ঠীর মধ্যে বড় বাপের বেটা।
বংশেতে কুলিন সেই নাই কোন খোটা।
এক চিন্তা করে বাপে শিরে হাত দিয়া।
"কেমন কইরা এমন ঘরে কন্যা দিবাম বিয়া
এক কাঠা ভুই নাই খলা[১] পাতিবারে।
কেমন কইরা বিয়া দিবাম কন্যা এই ঘরে।।
একখানি ভাঙ্গা ঘর চালে নাই ছানি।
কেমনে খাইব কন্যা উচিছুলার[২] পানি।।
বাপের দুলাল কন্যা দুঃখ নাহি জানে।
পাঁচ ভাইয়ের বইন এত না সইব পরাণে।।
একমুষ্টি ধান নাই লক্ষ্মীপূজার তরে।
কি খাইয়া থাকব কন্যা দরিদ্রের ঘরে।।
পাটের শাড়ী পিন্দ্যা[৩] কন্যা সুখ নাহি পায়।
হেন ঘরে কন্যা দিতে মন না জুয়ায়[৪] ।।"

করমি ফিরিয়া গেল সম্বন্ধ না হয়।
চান্দ বিনোদের মায় ডাক্যা সবে কয়।।
এহা শুন্যা বিনোদের মা চিন্তিত হইল।
পুত্রের রাখিতে মন দৈবে নাহি দিল।।
আঁচা আঁচি[৫] সকল কথা চান্দ বিনোদ শুনে।
বৈদেশে যাইতে বিনোদ দড় করল মনে।। ১—৮২

[১] খলা=খোল, ধান শুকাইবার স্থান।
[২] উচিছুলার=ঘরের চাল হইতে যে জল পড়ে।
[৩] পিন্দ্যা=পরিধান করিয়া।
[৪] জুয়ায়=যোগ্য হয়, যোগ্য মনে হয় না।
[৫] আঁচা আঁচি=ইঙ্গিত দ্বারা।

(৯)

ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন

ঘুম থাক্যা উঠ্যা বিনোদ মায়ের আগে কয়।
"গিরে[১] বস্যা উচিত মা থাকতে নাহি হয়॥
কামাই রোজগার নাই ঘরে নাই ভাত।
এমন করিয়া কেমনে রইব কুলজাত॥
বিদায় দেও মা জননী বলি তোমার আগে।
বৈদেশ যাইতে তোমার পুত্র বিদায় যে মাগে॥"

ঘরে আছিল পানিভাত বাইরা[২] দিল মায়।
কাচালঙ্কা দিয়া বিনোদ কিছু কিছু খায়॥
মায়ের পায়ের ধূলা বিনোদ তুল্যা লইল শিরে।
বৈদেশে যাইতে বিনোদ পথে মেলা করে॥
কুড়া শীগারী বিনোদ পিজরা লইল হাতে।
এক বারে উতরিল সরাইয়ের[৩] পথে॥

বৈদেশেতে যায় যাদু যদ্দুর দেখা যায়।
পিছন থাক্যা চাইয়া দেখে অভাগিনী মায়॥
বাঁশের ঝাড় বনজঙ্গলে পুতের পিঠে পড়ে।
আখির পানি মুছ্যা মায় ফিরা্যা আইল ঘরে॥
এক মাস দুই মাস তিন মাস যায়।
ছয় সাত আট করি বচছর গোয়ায়॥

"কি কর বিনোদের মাও কি কর বসিয়া।
তোমার পুত্র বিনোদ আইল দেখ বাইর হইয়া॥
আইসাছে তোমার যাদু দুই আখির তারা।"
ডাক শুনিয়া পাগল মাও পন্থে হইল খাড়া॥
দেখিয়া পুত্রের মুখ এক বচছর পরে।
অভাগী দুঃখিনী মায়ের দুই নয়ান ঝুরে॥

[১] গিরে = গৃহে। [২] বাইরা = বাড়িয়া।

[৩] সরাইয়ের = চটির, হোটেলখানার।

কুড়া শীগার কইরা বিনোদ পাইল জমীন বাড়ী।
ইনাম বকশিস্ পাইল কত কইতে নাহি পারি ।।
রাজ্যের রাজা দেওয়ান সাহেব সদয় হইল তারে।
কুড়ি আড়া জমীন দেওয়ান লেখ্যা দিল তারে ।।

কামলার[১] কাম বিনোদ তাও ভালা জানে।
ভালা কইরা বান্ধে বাড়ী সুত্যা নদীর কানে[২] ।।
আট চালা চৌচালা ঘর বান্ধিয়া সুন্দর।
ভালা কইরা বান্ধে বিনোদ বার-দুয়াইরা ঘর ।।
শীতল পাটী দিয়া বিনোদ ঘরের দিল বেড়া।
উলুছনে ছাইল চাল দেখতে মনহারা ।।
ঝাপে ঝুপে করে বিনোদ কামলার কাম।
দেখিতে সুন্দর বাড়ী চান্দের সমান ।।
মাছুয়াপক্ষীর পাখ দিয়া সাজুয়া[৩] বানায়।
কামলা ডাকিয়া বিনোদ পুষ্কুনি কাটায় ।
বাড়ীর সামনে পুষ্কুনি জলে টলমল।
এক মায়ের এক পুত পরানের সম্বল।
পাড়াপড়সি কয় মাও বড় ভাগ্যবতী।
এক পুতের বরাতে তার দুয়ারে বান্ধা হাতী ।।
এক পুতের গুণে তার লক্ষ্মী বান্ধা ঘরে।
ধনসম্পদ হইল তার দেবতার বরে ।। ১—৪৪

(১০)

বিবাহ

এরে শুন্যা হীরাধর কোন কাম করিল।
কন্যার বিয়ার লাগ্যা ভাটুয়া[৪] পাঠাইল ।।
ভাটুয়া আসিয়া কয় বিনোদের মার আগে।
কন্যা বিয়া করাও তুমি সমুখের মাঘে ।।

[১] কামলার=জনমজুরের। [২] কানে=অতি নিকটে।
[৩] সাজুয়া=সাজসজ্জা। [৪] ভাটুয়া=ভাট, ঘটক।

কথাবার্ত্তা হইল স্থির না রইল বাকী।
গণক ডাকাইয়া বাপে দেখে পাঞ্জিপুঁথি॥
পাঞ্জিপুঁথি দেখ্যা গণক বিয়ার লগ্ন করে।
চল্যা গিয়া হইব বিয়া শ্বশুরের ঘরে॥

ঠাটঠমকে বিনোদ হইল আগুসার[১]।
ঘোড়ার উপরে বিনোদ হইল সোয়ার॥
আগে পাছে বাদ্য বাজে ঢোলডগর।
বরযাত্রী হইল যত পাড়ার নাগর[২]॥
হাত্রৈ খিলই[৩] ছাড়ে আর তুম্‌রি শত শত।
বাদ্যভাণ্ড লইয়া চলে রুসনাই[৪] করি পথ॥

উপস্থিত হইল লোক হীরাধরের বাড়ী।
অর্গা পুছ্যা[৫] চান্দ বিনোদে নিল যত নারী॥
জয়াদি[৬] জুকার[৭] দেয় কত ঝাড়ে ঝাড়।
গীতবাদ্য করে যত নারী চমৎকার॥
তবেত মলুয়ার মাও খুড়ীজেঠী লইয়া।
সোহাগ মাগিতে[৮] মাও বিয়ার মঙ্গল চাইয়া॥
খুড়ীর সোহাগ জেঠীর সোহাগ আর মাসীপিসী।
সোহাগ মাগে কন্যার মাও মঙ্গল উদ্দেশি॥
শ্বশুরবাড়ী গিয়া কন্যা থাকুক সোহাগে।
তেকারণে কন্যার মাও ভাল সোহাগ মাগে॥
মাথায় লক্ষ্মীর কুলা অঞ্চলে ঘুড়িয়া।[৯]
সোহাগ মাগিল মায়ে বাড়ী বাড়ী গিয়া॥
উত্তম সাইলের চাউলে পিঠালী বাটিয়া।
বন্দনা করিল আগে তিন আবা[১০] দিয়া॥

১ আগুসার = অগ্রসর। ২ নাগর = যুবকবৃন্দ। ৩ খিলই = একরূপ বাজি।
৪ রুসনাই = আলো। ৫ অর্গা পুছ্যা = অর্ঘ দিয়া মুছিয়া, বরণ করিয়া।
৬ জয়াদি = জয় দেওয়া প্রভৃতি। ৭ জুকার = জোকার (জয়-জয়কার শব্দ হইতে)।
৮ "সোহাগ মাগা" = ভালবাসা চাওয়া। এখনও পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে, মেয়ের মঙ্গলের জন্য আত্মীয় ও পাড়াপড়শীদের নিকট আশীর্ব্বাদ চাওয়া।
৯ মাথায় .... ঘুড়িয়া = লক্ষ্মীর কুলা মাথায় করিয়া তাহা অঞ্চল দিয়া ঘিরিয়া।
১০ আবা = ঠোঁট হাত দিয়া আঘাত করিয়া "আবা" "আবা" শব্দ করা।

চিমঠিয়া[১] তুলে সবে দুয়ারের মাটী।
সোহাগের দ্রব্য আনি দেয় কুটি কুটি ॥
হলদি চাকি চাকি আর তৈল সিন্দুরে।
এরে দিয়া সোহাগ ভালা সাজায় সুবিস্তরে[২] ॥
পাছে পাছে গীত গায় পাড়ার যত নারী।
সোহাগ মাগিয়া মায় ফিরে নিল বাড়ী ॥
চুরপানি[৩] দিল মায় টুপায়[৪] ভরিয়া।
ধন[৫] মন[৬] ছুয়াইল যতন করিয়া ॥
ধন ছুয়াইল মায় ধন পাইবার আশে।
মন ছুয়াইল মায় জামাইর অভিলাষে ॥
নান্দিমুখ আদি যত শুভ কার্য্য শেষে।
শুভলগ্নে হইল পরে বিয়া অবশেষে ॥

পাশা খেলায় চান্দ বিনোদ মলুয়ারে লইয়া।
পাশায় হারিল বিনোদ চিতের লাগিয়া ॥
ফুলশয্যা করে বিনোদ রাত্রি হইল শেষ।
সেই দিন ভাবে বিনোদ ফিরবে নিজ দেশ ॥
কালরাতে কালক্ষয় যাত্রা করতে মানা।
এই দিনে জামাই বউয়ে নাহি দেখাশুনা ॥
কালরাইত গিয়া বিনোদের শুভরাইত আইল।
শয়ানমন্দিরে বিনোদ শয়ান করিল ॥

ঘরেতে জ্বলিছে বাতি সাজুয়ার তারা[৭]।
শয়ানমন্দিরে মলুয়া সামনে হইল খাড়া ॥
নিশিরাইত পইড়া আইল[৮] ঘুমে ঢুলে আখি।
চিত্তে খুসী হইল বিনোদ মলুয়ারে দেখি ॥

১ চিমঠিয়া = চিমটি দিয়া। ২ সুবিস্তরে = ভাল করিয়া, পূর্ণ ভাবে।

৩ চুরপানি = চোরা পানি (স্ত্রী-আচার)—মৃন্ময় ঘটে জল ও পাঁচটি ফল এবং অঙ্গুরী লুকাইয়া রাখা হয়, বিবাহের পর বর সেই ঘট হইতে অঙ্গুরী ও ফলাদি বাহির করেন।

৪ টুপা = মৃন্ময় ঘট। ৫ ধন = অর্থ, মুদ্রা।

৬ মন = একরূপ গাছের কাঠ। ৭ সাজুয়ার তারা = সাঁজের (সন্ধ্যাকালের) তারা।

৮ নিশিরাইত......আইল = গভীর রাত্রি হইল।

টানিয়া অঙ্গের বাস যতনে শুয়ায়[১]।
মাথা হইতে ঘোমটা বিনোদ টানিয়া লামায়॥
কিবা মুখ কিবা সুখ ভুরুর ভঙ্গিমা।
আন্ধাইর[২] ঘরেতে যেমন জ্বলে কাঞ্চা সোনা॥
এইরূপ দেখিয়া বিনোদ হইল পাগল।
চান্দের সমান রূপ করে ঝলমল॥
শিরে না দীঘল কেশ পড়ে কন্যার পায়।
সেই কেশ লইয়া বিনোদ মেযুরী[৩] খেলায়॥

"কি কর পরাণের বন্ধু শুন মোর কথা।
আজি রাতে মানা দেও খাও মোর মাথা॥
না ফুটিতে ফুল কেন তুল্যা লও কলি।
মধু না আসিতে ফুলে নাহি আসে অলি॥
খিধা লাগলে তাপ্তা[৪] ভাত জুড়াইয়া সে খায়।
এমন হইতে বন্ধু তোমায় না জুয়ায়॥
পঞ্চ ভাইয়ের বউ নিদ্রা নাহি গেছে।
বেড়ার ফাক দিয়া তারা তোমায় দেখিছে॥
ভূষণের রুণুঝুণু শব্দ শুনি কানে।
পরিহাস করবে তারা কালিকা বিহানে॥
পরদীম[৫] নিবাইয়া বন্ধু আজি কাট নিশি।
চিত্তে ক্ষেমা দিও বন্ধু না বানাইও দোষী॥"

নিবিয়া ঘরের বাতী অন্ধকার হইল।
শুভক্ষণ শুভ রাইত পোয়াইয়া গেল॥
পরভাতে উঠিয়া কন্যা বাসি জল দিয়া।
হাত পাও ধোয় বিনোদ পিড়িত বসিয়া॥ ১-৭৬

[১] শুয়ায়=শয়ন করায়। [২] আন্ধাইর=অন্ধকার।
[৩] মেযুরী=চুল লইয়া অঙ্গুলী দিয়া একরূপ খেলা।
[৪] তাপ্তা=গরম। [৫] পরদীম=প্রদীপ।

(১১)

ঘরে ফেরা

আজি রাত্রে যাইব বিনোদ আপনার বাড়ী।
সঙ্গেতে করিয়া লইব আপনার নারী॥
মায়ে কান্দে বাপে কান্দে কান্দে মাসীপিসী।
পরের ঘর যায় ঝি কান্দে পাড়াপড়সি॥
"পরের লাগ্যা পাল্যা[১] অত করিলাম বড়।
আমরারে[২] ছাড়িয়া মাও যাইবা পরের ঘর॥"
ডাক ছাড়্যা কান্দে বাপে বিলাপ করে মায়।
"আজি হইতে কন্যা আমার পরের ঘরে যায়॥"

বিলাপ নাই সে কর মাও ছাড়হ কান্দন।*
কি কি দ্রব্য দিবা সঙ্গে করহ সাজন॥

ঝাইল[৩] পেটেরা দিল সঙ্গেতে করিয়া।
সজ মসলা দিল থলিতে ভরিয়া॥
আরও সঙ্গে দিল মাও চিকনের চাইল।
তৈলসিন্দুর দিল খৈয়া বিন্নির ধান॥
"বড় দুঃখু পাইছ্ মাগো থাক্যা আমার বাড়ী।
এই জন্মের লাগ্যা যাইবা অভাগী মায় ছাড়ি॥
ভালা কইরা থাক্য[৪] মাও শ্বশুরের ঘরে।
পাড়াপড়সি যাতে মন্দ না কহিতে পারে॥"

দধি ভোজন করি বিনোদ যাত্রা যে করিল।
শ্বশুর-শাশুড়ীর পায় পন্নাম করিল॥
জেঠাখুড়া গুরুজনে পরনাম জানায়।
বিয়া কইরা চান্দ বিনোদ আপন ঘরে যায়॥

১ পাল্যা = পালিয়া। ২ আমরারে = আমাদেরে।
৩ ঝাইল = ঝালি; ঝাঁপি। ৪ থাক্য = থাকিও।

"কি কর বিনোদের মাও গিরেতে বসিয়া।
তোমার পুত্র বিনোদ আইছে রইদ্রেতে ঘামিয়া॥
কি কর বিনোদের মাসী ঘরেতে বসিয়া।
তোমার চান্দ বিনোদ আসে নয়া বউ লইয়া॥
কি কর বিনোদের মাসী বৈসা তুমি ঘরে।
সোনার ছত্র আন্যা ধর চান্দ বিনোদের শিরে॥"

ধানদূর্ব্বা দিয়া পরে আঘিয়া পুছিয়া।
চান্দ মুখ লইল মায়ে মুছিয়া মুছিয়া॥
মায়ের চরণ বন্দ্যা যাদু লইয়া পায়ের ধূলা।
পথে আইতে চান্দ মুখ হইয়াছে কালা॥
বউগড়া[১] লইল মায় পিড়িতে বসিয়া।
ঘরের লক্ষ্মী ঘরে মায় লইল তুলিয়া॥
জয়াদি জুকার দেয় পাড়ার যত নারী।
রাখিল মঙ্গলঘট গঙ্গাজলে ভরি॥
সোনারূপা দিয়া সবে বউয়ের মুখ দেখে।
খুড়ী মাসী জেঠী যত সবে একে একে॥
এই মতে হইল যত মঙ্গল আচার।
এই মত মায়ের সুখ হইল অপার॥

বাড়ীর শোভা বাগবাগিচা ঘরের শোভা বেড়া।
কুলের[২] শোভা বউ—শাশুড়ীর বুক জুড়া[৩]॥
বউ পাইয়া বিনোদের মা পরম সুখী হইল।
ঘরগিরস্থি যত সব যতনে পাতিল॥ ১—৪৪

(১২)

কাজীর বিচার

পরেত হইল কিবা শুন দিয়া মন।
লুচচা দুষমন কাজী কৈল বিড়ম্বন॥

[১] বউগড়া = বউটিকে। [২] কুলের = কোলের। [৩] জুড়া = জোড়া।

বড়ই দুরন্ত কাজী ক্ষেমতা অপার।
চোরে আশ্রা[১] দিয়া মিয়া সাউদেরে[২] দেয় কার[৩]॥
ভালামন্দ নাহি জানে বিচার আচার।
কুলের বধূ বাহির করে অতি দুরাচার॥

একদিন দুষমন কাজী পন্থে আনাগুনি।
জল ভরিতে ঘাটে যায় বিনোদের কামিনী॥
দেখিয়া সুন্দর নারী পাগল হইল।
ঘোড়াতে সোয়ার কাজী চাহিয়া রহিল॥
ভুঁয়েতে বাইয়া[৪] তার পরে লম্বা চুল।
সুন্দর বদন যেমন মহুয়ার ফুল॥
আখির ফাঁকেতে[৫] তার নাচয়ে খঞ্জনা।
এরে দেখ্যা নিত্তি নিত্তি কাজীর আনাগুনা॥
আনাগুনা কইরা কাজী হইল বাওরা[৬]।
রাখিতে না পারে মন করে পংক্ষী উড়া[৭]॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজী কোন কাম করে।
একবারে বসে গিয়া কুটুনির[৮] ঘরে॥
গেরামে আছিল দুষ্ট নেতাই কুটুনি।
তার স্বভাবের কথা কিছু লও শুনি॥

বয়সেতে বেশ্যামতি কত পতি ধরে।
বয়স হারাইয়া অখন বসিয়াছে ঘরে॥
বয়স হারাইয়া তবু স্বভাব না যায়।
কুমন্ত্রণা দিয়া কত কামিনী মজায়॥
চুল পাকিয়াছে তার পড়িয়াছে দাত।
এতেক করিয়া অখন জুটায় পেটের ভাত॥

[১] আশ্রা = আশ্রয়। [২] সাউদেরে = সাধুরে।
[৩] কার = কারাবাস। [৪] বাইয়া = বাহিয়া।
[৫] ফাঁকেতে = অবকাশে। [৬] বাওরা = পাগল।
[৭] পংক্ষী উড়া = পাখী যেরূপ হাত হইতে উড়িয়া যায়, তাহার মন সেইরূপ হইল।
[৮] কুটুনি = কুট্টনী।

কাজীর কাজ

'ঘোড়াতে সোয়ার কাজী চাহিয়া রহিল।।"

মলুয়া, ৭২ পৃঃ

কাজীরে দেখিয়া বুড়ি কোন কাম করে।
কাঠালের পিড়ি দিল বৈসনের তরে।।
"কিসের লাগ্যা আইছুইন[১] আইজ দুয়ারে আমার।
কোন জন্মের ভাগ্যি মোর নাহি জানি তার।।"

কাজী কয় "কুটুনিলো তরে দিবাম সোনা।
করিবা আমার কাজ হইয়া সামিনা[২]।।
সাতখুন মাপ তোমার আমার বিচারে।
এই কাম করলে তোমার কপাল যাইব ফিরে।।
যেমন কইরা আমার ঘোড়া বনে ছোটা খায়।
তেমন কইরা বেড়াইবা না গঠিব[৩] দায়।।
ছনেতে বান্ধিয়া দিব তোমার ঘরখানি।
ধনদৌলত যোগাইবাম যাহা লাগে আমি।।
পর গেরামেতে যাইতে পন্থে আনাগুনি।[৪]
জলের ঘাটে দেখলাম এক সুন্দর কামিনী।।
পরিচয়-কথা তার শুন দিয়া মন।
চান্দ বিনোদ সে যে আমার দুষমন।।
দেশেতে ভমরা নাই কি করি উপায়।
গোলাপের মধু তায় গোবরিয়া[৫] খায়।।
ছুতানাতা ধইরা তুমি যাও তার বাড়ী।
একলা পাইবা যখন সেই ত সুন্দরী।।
আমার মনের কথা কইও তার আগে।
ধনদৌলত তার সুবিস্তর লাগে[৬]।।
তারায় গাথিয়া তার দিয়াম গলার মালা।
দেখিয়া তাহার রূপ হইয়াছি পাগলা।।

১ আইছুইন = আসিয়াছেন। ২ সামিনা = সাবধান। ৩ গঠিব = ঘটিবে।

৪ পর - - - আনাগুনি = ভিন্ন গ্রামে যাইবার জন্য আমি পথে চলাফেরা করিতেছিলাম।

৫ গোবরিয়া = গোবরা পোকা ("কে শিখাল তোরে এই বিদ্যে, গোবরা পোকা হয়ে বসিলি পদ্মে, থাক্ থাক্ থাক্, হয়ে দাঁড়কাক, ঠোকর দিলি শিবনৈবিদ্যে।" গোপাল উড়ে)।

৬ সুবিস্তর লাগে = তার জন্য খুব ভাল করিয়া ব্যবস্থা করিব।

নিখা যদি করে মোরে ভাল মত চাইয়া।
আমার ঘরের যত নারী রইব বান্দি হইয়া ॥
সোনা দিয়া বেইরা দিবাম সর্ব্বাঙ্গ শরীর।
সাতখুন মাপ তার বিচারে কাজীর ॥
সোনার পালঙ্ক দিবাম সাজুয়া[১] বিছান।
গলায় গাথিয়া দিবাম মোহরের থান ॥
দিবাম কাঁকের কলসী সোনাতে বান্দিয়া।
নাকের বেসর দিবাম তায় হীরায় গড়িয়া ॥"

এতেক বলিয়া কাজী নিজ ঘরে যায়।
এই দিকে কুটুনি মাগি চিন্তয়ে উপায় ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া নেতাই যায় বিনোদের বাড়ী।
তিন ডাক মারে তারে নষ্টা দুষ্টা বুড়ি ॥
"কি কর বিনোদের মা কি কর বসিয়া।
অনেক দিনে আইলাম বাড়ীত তোমারে চাহিয়া[২]
শুনিয়াছি নয়া বউ আনিয়াছ ঘরে।
এই মত সুন্দর নারী নাহিক সহরে ॥
চক্ষে নাই সে দেখি আমি কানে নাই সে শুনি।
কিমত তোমার বউ দেখাও সেয়ানী ॥"

এই মত নিত্তি নিত্তি আনাগুনি করে।
এক দিন একলা ঘাঠে পাইল মলুয়ারে ॥
কাজীর যতেক কথা তাহারে জানায়।
একে একে কথা সব কহে মলুয়ায় ॥
"তুমিত ঘরের বধু অঙ্গ কাঞ্চা সোনা।
রইয়া শুন আমার কথার কিঞ্চিৎ নমুনা ॥
বিচারের মালীক কাজী দেশের পরধান।
কইবাম তার সকল কথা না করিবাম আন[৩] ॥

[১] সাজুয়া = সাজ-সজ্জাযুক্ত। [২] চাহিয়া = মাগিয়া।
[৩] না --- আন = অন্যথা করিব না।

তোমার রূপ দেখ্যা কাজী হইয়াছে কানা[১]।
অঙ্গ ভরিয়া তোমায় দিব কাঞ্চা সোনা ॥
নিখা যদি কর তারে ভাল মত চাইয়া[২]।
তার ঘরের যত নারী রইব বান্দি হইয়া ॥
সোনা দিয়া বেইর্যা দিব সর্ব্বাঙ্গ শরীর।
সাতখুন মাপ তোমার বিচারে কাজীর ॥
সোনার পালঙ্ক দিব সাজুয়া বিছান।
গলায় গাথিয়া দিব মোহরের থান ॥
দিব যে কাঁকের কলসী সোনাতে বান্ধিয়া।
নাকের বেসর দিব হীরায় গড়িয়া ॥"

ভয় পাইয়া কন্যা কাঁকের কলসী ভরে।
একবারে চলে কন্যা আপনার ঘরে ॥
মনের কথা জান্তে না দেয় পাছে পাছে যায়।
শাশুড়ী ঘরেতে নাই না দেখে উপায় ॥

আর বার কথার ফাঁদ ফাদিল কুট্নি।
রোষিয়া কহিল মলুয়া, "শুনলো কুট্নি ॥
স্বামী মোর ঘরে নাই কি বলিবাম তরে।
থাকিলে মারিতাম ঝাটা তর পাক্না[৩] শিরে ॥
বয়স গিয়াছে তর মরবি আজিকালি।
লোকের দুষমন তুই দুই চক্ষের বালি ॥
কুল বেচ্যা খাইছ তুমি বয়সের কালে।
সেই মত দেখ বুঝি নাগরিয়া[৪] সকলে ॥
কাজীরে কহিও কথা নাহি চাই[৫] আমি।
রাজার দোসর[৬] সেই আমার সোয়ামী ॥
আমার সোয়ামী সে যে পর্ব্বতের চূড়া।
আমার সোয়ামী যেমন রণ-দৌড়ের ঘোড়া[৭] ॥

[১] কাণা = পাগল। [২] চাইয়া = বিবেচনা করিয়া। [৩] পাক্না = পক্বকেশযুক্ত।
[৪] নাগরিয়া = নগরের স্ত্রীলোক। [৫] চাই = শুনিতে চাই। [৬] দোসর = তুল্য।
[৭] রণ-দৌড়ের ঘোড়া = রণক্ষেত্রে যে ঘোড়া বিপক্ষকে দলন করিতে ছুটিয়া যায়।

আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চান[১]।
না হয় দুষমন কাজী নউখের[২] সমান।।
অপমান্যা[৩] বুড়ি তুমি যাও নিজের বাড়ী।
কাজীরে কহিও কথা সব সবিস্তারি।।
দুষমন কুকুর কাজী পাপে দিল মন।
ঝাটার বাড়ী দিয়া তারে করতাম বিরম্বন।।
বাচ্যা থাকুন সোয়ামী আমার লক্ষ পরমাই পাইয়া।
খানের মোহর ভাঙ্গি কাজীর পায়ের লাথি দিয়া।।
আমার স্বামী কাঞ্চাসোনা অঞ্চলের ধন।
তার সঙ্গে কাজীর সোনার না হয় তুলন।।
জাতে মুসলমান কাজী তার ঘরের নারী।
মনের আপছুস মিটাক তারা সাত নিখা করি।।[৪]
সেই মতে আমারে যে ভাব্যাছে লম্পটা।
কাজীরে জানাইও তার মুখে মারি ঝাটা।।
বয়সেতে বুড়া তুই মা-বাপের বড়।
তে কারণে ছাড়িলাম যাও নিজ ঘর।।"

অপমান পাইয়া তবে নেতাই কুটুনি।
সকল কথা কয় তবে কাজীর সামনি[৫]।।
শুনিয়া দুষমন কাজী গুসা[৬] যে হইল।
পরতিশোধ দিতে তবে সল্লা[৭] যে আটিল।।
বিনোদের উপরে কাজী পরণা[৮] জারি করে।
হুকুম লিখিয়া দিল পরণা উপরে।।

[১] চান = চাঁদ।
[২] নউখের = নখের।
[৩] অপমান্যা = অপমানকারী।
[৪] মনের - - -করি = তাহারা সাতবার নিখা করিয়া তাহাদের মনের আপশোষ মিটাক।
[৫] সামনি = সামনে।
[৬] গুসা = গোস্যা (রাগান্বিত)।
[৭] সল্লা = কুপরামর্শ।
[৮] পরণা = পরওয়ানা।

"সাদি কইরাছ তুমি গেছে ছয়মাস।
নজর মরেচা[১] রইছে তোমার অপরকাশ[২]।।
আজি হইতে হপ্তা মধ্যে আমার বিচারে।
নজর মরেচা তুমি দিবা দেওয়ানেরে।।
নজর মরেচা যদি নাহি দেও তুমি।
বাজেপ্ত হইব তোমার যত বাড়ী জমী।।"

পরণা হইল জারি বিনোদের উপরে।
ভাব্যা নাহি পায় বিনোদ কোন কাম করে।।
পঞ্চশত রূপ্যা[৩] সে যে কমবেশী নয়।
কোথায় পাইব বিনোদ ভাবয়ে চিন্তয়।।
ফানা[৪] বেকরার[৫] হইয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া।
এই মতে হপ্তা কাল গেল যে চলিয়া।।
আর বার পরণা কাজী জাহীর করিয়া।
বাজেপ্ত করিল জমী ঝাণ্ডা গারি[৬] দিয়া।।

সুখেতে আছিল বিনোদ কপালের ফেরে।
আসমান ভাঙ্গিয়া পড়ে মাথার উপরে।।
ঘরের ধান ফুরাইয়া দুঃখেতে পড়িল।
হালের বলদ বেচ্যা কিন্যা বিনোদ খাইল।।
দুধের গাই বেচ্যা খাইল ভাবিয়া চিন্তিয়া।
বিনোদের মাও কান্দে মাথা থাপাইয়া[৭]।।
রঙ্গিনা[৮] আটচালা ঘর তাও বেচ্যা খাইল।
একখানি ঘর মাত্র বাড়ীতে রহিল।।

১ নজর মরেচা = বিবাহের সময় দেওয়ানকে নজর দিতে হইত, এই নজরের নাম "নজর মরেচা"।
২ অপরকাশ = অপ্রকাশ, তুমি দিয়েছ এরূপ প্রকাশ নাই—অর্থাৎ দেও নাই।
৩ রূপ্যা = (রূপায়া) রৌপ্যমুদ্রা।
৪ ফানা = উন্মাদবৎ।
৫ বেকরার = অস্থিরচিত্ত; চন্দ্রকুমারের মতে 'বেহুঁস'।
৬ ঝাণ্ডা গারি = বংশদণ্ড পুঁতিয়া।
৭ থাপাইয়া = থাবরাইয়া।
৮ রঙ্গিনা = কারুকার্য্যে সজ্জিত।

সেও খানি বেচে কিনা ভাবে মনে মন।
"গাছের তলাতে রইবাম করিয়া শয়ন ॥
আমি রইলাম গাছের তলায় তাতে ক্ষতি নাই।
প্রাণের দোসর মলুয়ারে রাখি কোন ঠাই ॥
বুড়াকালে মাও মোর বড় পাইল দুঃখ।
উবাসে কাবাসে তার শুখাইল মুখ ॥"

এক দিন কয় বিনোদ মলুয়ারে চাইয়া[১]।
"বাপের বাড়ীত যাও তুমি মায়েরে লইয়া ॥
পঞ্চ ভাইয়ের বইন তুমি দুঃখ নাহি জান।
কুলছিটকি[২] নাহি সয় তোমার পরাণ ॥
ভালা কাপড় ভালা চোপর উবাস[৩] নাহি জান।
কেমন কইরা অত দুঃখ সহিবে পরাণ॥
মাও আছে বাপ আছে আছে সোদর ভাই।
ভালবাস্যা রইবে তুমি তাহাদের ঠাই ॥
কড়ার ভিখারী আমি রইবাম গাছের তলে।
অত দুঃখ তোমার নাহি সহিবে শরীলে[৪] ॥"

শুনিয়া মলুয়া তবে কহিতে লাগিল।
"বাপের বাড়ীর যত সুখ বিয়া হইতেই গেল ॥
বনে থাক ছনে থাক গাছের তলায়।
তুমি বিনে মলুয়ার নাহিক উপায় ॥
সাত দিনের উপাস যদি তোমার মুখ চাইয়া।
বড় সুখ পাইবাম তোমার চন্নামিত্তি[৫] খাইয়া ॥
রাজার হালে থাকে যদি আমার বাপের বাড়ী।
মলুয়া নহেত সেই সুখের আশারী[৬] ॥
শাকভাত খাই যদি গাছতলায় থাকি।
দিনের শেষে দেখলে মুখ হইবাম সুখি ॥

[১] চাইয়া = লক্ষ্য করিয়া।
[২] কুলছিটকি = কুলের ঘা (ছিটকি = চাবুক)।
[৩] উবাস = উপবাস।
[৪] শরীলে = শরীরে।
[৫] চন্নামিত্তি = চরণামৃত।
[৬] আশারী = আশান্বিত, ইচ্ছুক।

পিরথিমির[১] সুখ মোর তোমার পায়ের ধূলা।
বাপের বাড়ী না যাইবাম আমি ত একেলা।

বিদেশে যাইতে বিনোদ মনে কৈল স্থির।
এই কথা শুন্যা মলুয়া উতকা[২] অস্থির॥
"না দিব প্রাণের বন্ধু না দিব ছাড়িয়া।
ছাড়িব আভাগ্যা পরাণ উবাস করিয়া॥
আঞ্চল পাতিয়া থাকবাম গাছের তলায়।
বনেতে ঘুরিবাম ঠিক কহিলাম তোমায়॥"

(১৩)

নিদারুণ অর্থকষ্ট

নাকের নথ বেচ্যা মলুয়া আষাঢ়মাস খাইল।
গলায় যে মতির মালা তাও বেচ্যা খাইল॥
শায়ণমাসেতে মলুয়া পায়ের খাড়ু[৩] বেচে।
এত দুঃখ মলুয়ার কপালেতে আছে॥
হাতের বাজু বান্ধা দিয়া ভাদ্রমাস যায়।
পাটের শাড়ী বেচ্যা মলুয়া আশ্বিনমাস খায়॥
কানের ফুল বেচ্যা মলুয়া কার্ত্তিক গোয়াইল।
অঙ্গের যত সোনাদানা সকল বান্ধা দিল॥
শতালি[৪] অঙ্গের বাস হাতের কঙ্কণ বাকী।
আর নাহি চলে দিন মুঠি চাউলের খাকী॥
ছেড়া কাপড়ে মলুয়ার অঙ্গ নাহি ঢাকে।
একদিন গেল মলুয়ার দুরন্ত উবাসে॥
ঘরে নাই লক্ষ্মীর দানা এক মুইঠ খুদ।
দিনরাইত বাড়তে আছে মহাজনের সুদ॥

১ পিরথিমির = পৃথিবীর।
২ উতকা = উতালা।
৩ খাড়ু = মল।
৪ শতালি = একশত তালি।

শাক সাজনা খাইয়া তবে দুই দিন যায়।
দেখিয়া সোয়ামীর মুখ বুক ফাট্যা যায়॥
আপনি উবাস থাক্যা পরে নাহি কয়।
সোয়ামী-শাশুড়ীর দুঃখু আর কত সয়॥
লাজত মানের ভয় আর নাই রক্ষা।[১]
অখন করিবে মাত্র বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা॥

এরে দেখ্যা চান্দ বিনোদ কোন কাম করিল।
ঘরের স্ত্রীর কাছে কিছু ফুইদ[২] না করিল॥
মায়েরে না কইয়া বিনোদ রাত্র নিশাকালে।
বৈদেশে করিল মেলা পোষমাস্যা দিনে॥

(১৪)

অদৃষ্টের ফের

এমন দুঃখু কালে কাজী কোন কাম করে।
ফিরিয়া পাঠাইল সেই নেতাই কুটুনিরে॥

কুট্টুনি আসিয়া কয় "বড় বাপের ঝি।
পরের লাগ্যা দুঃখু কইরা তোমার হইব কি॥
কাজীর ঘরে গেলে দাতে কাট্যা[৩] খাইবা সোনা।
উপাস করিয়া কেন হও ক্ষিধায় কানা॥
এই মুইঠ চাউল নাই ঘরেতে তোমার।
এমন শরীরে দুঃখু কত সহে আর॥
ফিরিয়া পাঠাইল কাজী তোমার দোয়ারে[৪]।
মরজি করিয়া তুমি সাদি কর তারে॥
ধান ভান সুতা কাট না সাজে তোমায়।
এমন অঙ্গে ছিড়া কাপড় শোভা নাহি পায়॥

[১] লাজত---রক্ষা=লাজ এবং মানের ভয় আর রক্ষা করা যায় না।
[২] ফুইদ=(স্ফুট) প্রকাশ।
[৩] কাট্যা=কাটিয়া।
[৪] দোয়ারে=দুয়ারে।

নাকেতে বেসর নাই কানে নাই ফুল।
সর্ব্বাঙ্গ হইয়াছে তোমার ধুতুরার ফুল॥
সোনায় জুড়িয়া দিব অঙ্গ যে তোমার।
কাজীরে করিয়া সাদি ঘরে যাও তার॥"

রক্তজবা আখি কন্যা কুট্‌নিরে কয়।
"কাটা ঘায়ে লুনের ছিটা আর কত সয়॥
বিদেশে গিয়াছে সোয়ামী বড় পাই তাপ।
তর মুখ দেখলে কুট্‌নি মোর বাড়ে পাপ॥
আন্ধাইরে কাটিব আমি দুঃখের দিবারাতি।
কাজীরে কহিও তার মুখে মারি লাথি॥
পরের ধান বান্যা খাই এও বড় সুখ।[1]
তর কথা শুন্যা আমি বড় পাই দুখ॥
ভিক্ষা করি খাই যদি দুয়ারে দুয়ারে।
কড়ার আশা নাহি করি দুষমন কাজীর ধারে॥
পঞ্চ ভাই আছে মোর যমের সমান।
তর যে কাটিব নাক কাজীর কাটব কাণ॥
পরানে মারিব তরে মুখ থুবরিয়া।
বাপের বাড়ী দেই আগে পত্র পাঠাইয়া॥"

বৈমুখ হইয়া বুড়ী বাড়িতে ফিরিল।
কত কষ্ট করে তবু স্বীকুরি[2] না গেল॥
সোয়ামী বিদেশে গেছে বাড়ী হইল খালি।
পাড়াপড়শির যত লোক করে বলাবলি॥

এই কথা শুনল যদি মলুয়ার মার।
পঞ্চ ভাইয়েরে দিয়া খবর পাঠায়॥
সাজ্যা আইল পঞ্চ ভাই বাপের বাড়ী নিতে।
পঞ্চ ভাইরে দেখ্যা মলুয়া লাগিল কান্দিতে॥

[1] পরের ... সুখ = পরের ধান বানিয়া খাই, ইহাও আমার খুব সুখ।
[2] স্বীকুরি = স্বীকার।

ভাইয়ে বইনে মিল্যা কান্দে গলা ধরাধরি।
"এমন দুঃখের কথা কেমনে পাশরি॥
পঞ্চ ভাইয়ের বইন আছলা[১] বড় আদরের।
ভাল দেখ্যা দিলাম বিয়া কপালের ফের॥
পঞ্চ বউয়ের অঙ্গে নাহি ধরে সোনা।
তোমার অঙ্গ খালি দেখ্যা হইয়াছি কানা॥
অঙ্গেতে মৈলান[২] বসন শত জোরা তালি।
ধূলামাটী লাগ্যা বইনের অঙ্গ হইছে কালি॥
খালি ভুমে পইরা[৩] বইন শুইয়া নিদ্রা যায়।
শীতল পাটী ঘরে দেখ তুল্যা রাখছে মায়॥
ঘুমাইতে না পার বইন মশার কামরে।
আবের পাংখা খালুয়াইর[৪] মশইর টাঙ্গাইল[৫] তোমার ঘরে॥
ভাত ফালাইয়া ভাত খাও বাপের বাড়ী।
উবাস কইরাছ বইন শুন্যা দুঃখে মরি॥
অত খেজালত আর না টানায় প্রাণে।
সোয়ারী[৬] পাঠাইব বল কালুকা বিয়ানে॥
ধানে চাউলে গোলা ভরা কত লোকে খায়।
আমার বইনের উবাস প্রাণে বরদাস্ত না পায়॥
বার বছর পালছে মায় কোলেতে করিয়া।
কড়ার কাম না করছে বইন বাড়ীতে থাকিয়া॥
আলুকা[৭] জিনিষ যত কেউ না খাইয়া।
ছোট বইনের লাগ্যা রাখছে ছিকায় তুলিয়া॥
এও কথা শুন্যা মাও হইছে পাগলিনী।
তিন দিন ধর্য্যা মায় না খায় অন্নপানি॥
বাপের বাড়ী না যাও যদি কাইল বিয়ানে তুমি।
উবাস থাকিয়া মায়ে ত্যজিব পরাণি॥

[১] আছলা = ছিলে। [২] মৈলান = মলিন। [৩] পইরা = পড়িয়া।
[৪] খালুয়াইর = খালনযুক্ত, অথবা 'খালুয়া' নামক স্থানের। [৫] টাঙ্গাইর = টাঙ্গানো আছে।
[৬] সোয়ারী = পাল্কি বা ডুলি। [৭] আলুকা = দুষ্প্রাপ্য।

ঘরে নাহি জলে জাল[১] সন্ধ্যাকালে বাত্তি।
তেরাত্রি কান্দিয়া মাও পোহাইয়াছে রাত্তি॥"

পঞ্চ ভাইয়ের গলা ধইরা কান্দয়ে সুন্দরী।
"কি কহিবাম দুঃখের কথা কইতে নাহি পারি॥
ভালা ঘরে দিছলা বিয়া ভালা বরের কাছে।
কেমনে খণ্ডাইবা দুঃখ কপালে যা আছে॥
শ্বশুরবাড়ীত থাকবাম আমি করিয়াছি মন।
সেইত আমার গয়া-কাশী সেইত বৃন্দাবন॥
মা-বাপের সেবা কর তোমরা পঞ্চ ভাই।
শাশুড়ীর সেবা কইরা ধর্ম্ম আমি চাই॥
ঘরেতে আছয়ে বুড়া ধইয়া[২] কেমনে যাইবাম।
মায়েরে কহিও আমি সেইখান না থাকবাম॥
পঞ্চ ভাইয়ের বউ আছে দেখ্যা তারার মুখ।
কিছু ত মায়ের তবু ঠাণ্ডা রইব বুক॥
বুড়া শাশুড়ী আমার পুত্র নাই ঘরে।
কি দেখ্যা মায়ের কও এই দুঃখু পাশরে॥"
এই কথা শুনিয়া তবে তার পাঁচ ভাই।
জানাইল সকল কথা বাপ-মায়ের ঠাই॥

সূতা কাটে ধান ভানে শাশুড়ীরে লইয়া।
এই মতে দিন কাটে দুঃখু যে পাইয়া॥
মাঘ-ফাল্গুন গেল মলুয়ার ভাবিয়া চিন্তিয়া।
চৈত্র-বৈশাখ গেল আশায় রহিয়া॥
জ্যৈষ্ঠমাস আম পাকে কাউয়ায়[৩] করে রাও।
কোন বা দেশে আছে বন্ধু নাহি জানে তাও॥
আইল আষাঢ়মাস মেঘের ঘন ধারা।
সোয়ামীর চান্দ মুখ না যায় পাশরা॥

[১] জাল=(আল) উনুনের আগুন।
[২] ধইয়া=থুইয়া।
[৩] কাউয়া=কাক।

মেঘ ডাকে গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে রইয়া।
সোয়ামীর কথা ভাবে খালি ঘরে শুইয়া ॥
শায়ন মাসেতে লোকে পূজে মনসা।
এই মাসে আইব সোয়ামী মনে বড় আশা ॥
শায়ন গেল ভাদ্র গেল আশ্বিন মাস যায়।
দুর্গাপূজা আইল[1] দেশে শব্দে শুনা যায় ॥
মনের দুঃখ মনে রইল আশ্বিন মাস গেল।
পূজার কালেতে সোয়ামী ঘর না আসিল ॥
যার ঘরে পুত্র নাই তার কত দুঃখ।
পূজার উচছবে[2] তার পরাণে নাই সুখ ॥

কাত্তিক মাসেতে বিনোদ বিদেশ কামাইয়া[3]।
ঘরেতে আইল বিনোদ মায়েরে ডাকিয়া ॥
দিন নাই রাইত নাই মায়ের আখি ঝুড়ে।
মা বলিয়া কে ডাকল আইজ দুঃখিনী মায়েরে ॥
কামাইর টাকা দিয়া বিনোদ নজর আদি দিল।
বাজেপ্ত[4] আছিল জমী খালাস হইল ॥
আটচালা বান্ধিল বিনোদ যতন করিয়া।
হরষিতে শুইল বিনোদ মলুয়ারে লইয়া ॥
বিরহ-বিচেছদের কথা দুঃখের কাহিনী।
একে একে বিনোদেরে শুনায় কামিনী ॥
মেওয়া মিশ্রি সকল মিঠা মিঠা গঙ্গাজল।
তার থাক্যা মিঠা দেখ শীতল ডাবের জল ॥
তার থাক্যা মিঠা দেখ দুঃখের পরে সুখ।
তার থাক্যা মিঠা যখন ভরে খালি বুক ॥
তার থাক্যা মিঠা যদি পায় হারানো ধন।
সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন ॥

১ আইল = আসিল। ২ উচছবে = উৎসবে।
৩ কামাইয়া = অর্জন করিয়া।
৪ বাজেপ্ত = বাজেয়াপ্ত, রাজা জমিদারকর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

(১৫)

দুরন্ত সমস্যা

এই মতে সুখে দুঃখে দিন বইয়া যায়।
অপরেতে হইল কিবা শুন সমুদায়॥
দুরন্ত দুষমন কাজী কোন কাম করে।
সল্লা করিয়া বিনোদেরে ফালাইল ফেরে॥
পরণা করিল জারি বিনোদের উপর।

"পরমা সুন্দর নারী আছে তোমার ঘর॥
সিন্দুকি[1] জানাইল বার্ত্তা দেওয়ান সাবের কাছে।
পরীর মত নারী এক তোমার ঘরে আছে॥
পরণা করলাম জারি তোমার উপর।
আজি হইতে হপ্তাকাল দিনের ভিতর॥
তোমার ঘরের নারী দিবা দেওয়ানের কাছে।
এতেক করিলে তোমার গর্দ্দান যদি বাচে॥
হপ্তা হইলে পার হইবে মরণ।
পরণা করিলাম জারী এই বিবরণ॥"

হাটুতে পাতিয়া মাথা চিন্তে বিনোদ ঘরে।
হরিণা পড়িল যেমন বাঘের কামড়ে॥
যমে মাইনষে[2] টানাটানি বিনোদে লইয়া।
দারুণ বিধাতা দিছে কপালে লিখিয়া॥
হপ্তা হইলে পার পেয়াদা মির্দ্দা আসি।
ধরিয়া বান্ধিয়া বিনোদের গলায় দিল কাঁসী॥
বিনোদেরে ধইর‍্যা নেয় কাজীর বরাতে[3]।
বিচার করিয়া কাজী লাগিল কহিতে॥
"হুকুম তামিল নাই করহ আমার।
রাখিছ সুন্দর নারী ঘরে আপনার॥"

[1] সিন্দুকি = গুপ্তচর। [2] মাইনষে = মানুষে। [3] বরাতে = সম্মুখে।

হুকুম করিল কাজী পেয়াদা পশ্চানে[১]।
"বিনোদেরে লইয়া যাও নিরলইস্কার ময়দানে ॥
জেতায়[২] রাখিয়া তারে কব্বরে মাটি দিও।
তার ঘরের নারীরে কাড়িয়া আনিও ॥
জাঙ্গিরপুরে বাস করে দেওয়ান জাহাঙ্গির।
তাহার হাউলীতে[৩] নিয়া করিও হাজির ॥"

হুকুম পাইয়া যত পেয়াদা মির্দ্ধাগণ।
বিনোদে ধরিয়া লয় নিরলইস্কার চর ॥
বিনোদের মায় কান্দে মাটিতে পড়িয়া।
"হায় হায় আমার যাদু গেলরে ছাড়িয়া ॥
যমে যদি নিত পুত্রে না থাকিত আড়ি।
মাইন্ষের হাতে গেল প্রাণ কেমনে পাশরি[৪] ॥
পিঞ্জরের পাখী মোর হৃদয়ের নলি।
একেবারে গেল মোর বুক কইর‍্যা খালি ॥"

শিয়রে বইস্যা মলুয়া মায়েরে বুঝায়।
মলুয়ার চক্ষের জলে জমিন ভাইস্যা যায় ॥
কান্দিয়া কাটিয়া মলুয়া কোন কাম করে।
পঞ্চ ভাইয়ে লেখে পত্র আড়াই অক্ষরে[৫] ॥
বিনোদে ধরিয়া নিল কাজীর পেয়দায়।
কাজীর হুকুম কথা লিখে সমুদায় ॥
পত্র লিখিয়া মলুয়া কোন কাম করে।
কোড়ার মুখে দিল পত্র অতি যতন করে ॥
বহুকালের পালা কোড়া ইসারাতে জানে।
উইরা গেল সোণার কোড়া ভাইয়ের বির্দ্ধমানে ॥

১ পশ্চানে = পশ্চাতে ? ২ জেতায় = জীবিত অবস্থায়।

৩ হাউলী = হাবিলি, প্রাসাদ, বড়লোকের বাড়ী।

৪ পাশরি = বিস্মৃত হই।

৫ আড়াই অক্ষরে = অল্প কথায়। ময়নামতীর গান, ধর্ম্মপূজার কথা প্রভৃতিতে আমরা "আড়াই অক্ষরের মন্ত্রে"র কথা অনেকবার পাইয়াছি।

পত্র পইড়্যা পঞ্চ ভাই কোন কাম করে।
লাঠি-খাটা লইয়া যায় নিরলইক্কার চরে॥
হারামি কাজীর পেয়াদা কাটিছে কবর।
পঞ্চ ভাই উপনীত হইল তদান্তর॥
লাঠি মাইর‍্যা বিনোদেরে আহ্বান[1] করিল।
মলুয়া বইনের কাছে পাছুরী[2] চলিল॥

দেখে বিনোদের মাও মাটিতে পড়িয়া।
আছাড়ি পাছাড়ি কান্দে পুত্রেরে ডাকিয়া॥
শুন্য ঘর পইড়্যা রইছে নাহিক সুন্দরী।
রাবণে হরিয়া নিছে শ্রীরামের নারী॥
খালি পিঞ্জরা পইড়া রইছে উইরা গেছে তোতা।
নিব্যাছে নিশার দীপ কইরা আন্ধাইরতা[3]॥
পঞ্চ ভাইয়ে গড়াগড়ি মাটিতে পড়িয়া।
চান্দ বিনোদে কান্দে মলুয়ারে ডাকিয়া॥
বুকের পাঞ্জর ভাঙ্গে বিনোদের কান্দনে।
যার অন্তরায় দুঃখ সেই ভাল জানে॥

"পইরা রইছে জলের কলসী আছে সব ভাই[4]।
ঘরের শোভা মলু আমার কেবল ঘরে নাই॥
পইরা রইছে ঘর-দরজা পাটির বিছানা।
কোন জনে হরিয়া নিছে আমার কাঞ্চা সোনা॥
পইরা রইছে বাগ-বাগিচা সকলি আন্ধাই।
কোন বা পথে গেল মলুয়া উদ্দিশ না পাই॥"

কান্দিয়া কাটিয়া বিনোদ কোন কাম করে।
হাইরা[5] পিঞ্জরার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসে কোড়ারে॥

[1] আহ্বান = ডাক।
[2] পাছুরী = পশ্চাৎ।
[3] আন্ধাইরতা = আঁধার।
[4] সব ভাই = সকল জিনিষই।
[5] হাইরা = হাড়িয়া, হাড়িদের পুষত? অথবা হাতীর (হাঁড়ির) মত বৃহদাকৃতি।

"বনের কোড়া মনের কোড়া জন্মকালের ভাই।
তোমার জন্য যদি আমি মলুয় উদ্দিশ পাই ॥"
মায়েরে লইয়া বিনোদ কোড়া সঙ্গে লইল।
বাড়ীঘর ছাইড়া বিনোদ দেশান্তর হইল ॥

(১৬)

দেওয়ান সাহেবের হাউলীতে মলুয়া

হাউলাতে বসিয়া কান্দে মলুয়া সুন্দরী।
পালঙ্ক ছাড়িয়া বসে জমীন উপরী ॥
আরাম খানা আরাম পিনা আইন্যাছে বান্দিরা।
সাম্নে খাড়া দেওয়ান সাব মাথার দিছে কিরা [১] ॥

"আমার মাথা খাও কন্যা আমার মাথা খাও।
দুস্মনি করিয়া আর মোরে না ভারাও ॥
আরাম খানা খাইয়া বস পালঙ্ক উপরে।
পিথিমীর সুখ আইন্যা দিবাম তোমারে ॥
দিল্লি হইতে আইন্যা দিবাম অগ্নি-পাটের সাড়ি।
নাকের বেসর দিবাম তোমায় কাঞ্চা সোণার গড়ি ॥
বান্দী দাসী আছে যত লেখাযুখা নাই।
অনুগত হইয়া তারা মানিবে ফরমাই (স) ॥
পালঙ্কে বসিয়া তুমি করিবে আরাম।
জনাবে থাকিবে বান্দা হইয়া গোলাম ॥"

হরিণা পড়িয়া যেমন বাঘের কামড়ে।
কাইন্দা কাইন্দা কয় মলুয়া দেওয়ানের গোচরে ॥
"বার মাসের বর্ত্ত [২] মোর নয় মাস গেছে।
পরত্তিষ্টা [৩] করিতে আর তিন মাস আছে ॥
শুন শুন দেওয়ান সাব কহি যে তোমারে।
পরত্তিজ্ঞা করহ তুমি আমার গোচরে ॥

১ কিরা = শপথ। ২ বর্ত্ত = বৃত। ৩ পরত্তিষ্টা = প্রতিষ্ঠা।

না খাইব উচিছুষ্ট অন্ন না ছুইব পানি।
এক আলে খাইব অন্ন আলু ও আলুনি ।।
পালঙ্কে শুইতে মোর দেবের আছে মানা।
জমিনে শুইব আমি আঁচল বিছানা ।।
পরাচিত্ত[১] করি আমি ব্রত না ভাঙ্গিব।
পরপুরুষের মুখ কভু না দেখিব ।।
এই তিন মাস মোর না আইস অন্দরে।
সময় হইলে গত বলিবাম তোমারে ।।
এহার অন্যথা হইলে হইবা দুষমন।
বিষ-পানী খাইয়া আমি ত্যজিবাম জীবন ।।"

এক মাস দুই মাস তিন মাস গেল।
তিন মাস পরে দেওয়ান কোন কাম করিল ।।
মুখেতে সুগন্ধি পান অতি ধীরে ধীরে।
সুনালী[২] রুমাল হাতে দেওয়ান পশিল অন্দরে ।।
দেওয়ানে দেখিয়া মলুয়া বড় ভয় পাইল।
বাঘের কামড়ে যেন হরিণা পড়িল ।।

"তিন মাস গেছে কন্যা ভাড়াইয়া আমায়।
সত্য করিয়াছ কন্যা ভাবিতে যোয়ায়[৩] ।।
জমিন ছাড়িয়া আস পালঙ্ক উপরে।
অন্তরে হইয়া খুসী ভজহ আমারে ।।
দিলারাম কন্যা তুমি কর দেল খোস।
তোমার স্বামীর মুক্ত করব না রইব আপ্‌শোষ ।।"

কন্যা বলে "কাজী মোরে বড় দুঃখ দিল।
অবিচার করি মোর সোয়ামীরে মারিল ।।
কিবা মুক্তি দিবা স্বামীর কি কহিবাম তোমারে।
জেতায় রাখ্যা কব্বর দিছে নিরলইক্ষার চরে ।।

১ পরাচিত্ত = প্রায়শ্চিত্ত।
২ সুনালী = সোনালী।
৩ যোয়ায় = যোগ্য হয়।

হেন কাজী থাক্‌তে নহে মনের মিলন।
যত দুঃখ দিল কাজী না হয় পাশরণ।।"

হুকুম করিয়া দেওয়ান কোটালেরে বলে।
"কাজীরে ধরিয়া শীঘ্র দেও নিয়া শূলে।।"
পরণা হুকুম লইয়া পেয়াদা মির্দ্ধা যায়।
ঐদিনে মনের দুঃখ মলুয়া মিটায়।।
খুসী হইয়া মলুয়া তবে দেওয়ানে কহিল।
"বার মাসের বার দিন বাকী মাত্র রইল।।
এই বার দিন তুমি বারদস্তি করিয়া।
কোড়া শিকারে যাইতে সাজাও ভাওয়ালিয়া[১] ।।
জানহ সোয়ামী মোর ভালত শিকারী।
সদাকাল ঘরে থাকি আমি তার নারী।।
বিস্তর জানিলাম আমি শিকারের ফন্দি।
একেবারে শতেক কোড়া করি আমি বন্দি।।"

দিন ক্ষেণ সুস্থির হইল যাইতে শিকারে।
হেথায় সুন্দরী কন্যা কোন কাম করে।।
ভাইয়ের কাছে পত্র লেখে সন্ধান করিয়া।
যত্ন করি পালা কোড়া দিল উড়াইয়া।।
পঞ্চ ভাইয়ে পত্র পাইয়া পান্‌সী নাও করে[২] ।
ছল করিয়া তারা কোড়া শিকার ধরে।।
বিস্তার[৩] ধলাই বিল পদ্মফুলে ভরা।
কোড়া শিকার করতে দেওয়ান যায় দুপুর বেলা।।
সঙ্গেতে মলুয়া কন্যা পরমা সুন্দরী।
পান্‌সী লইয়া পঞ্চ ভাই লইলেক বেরী।।

[১] ভাওয়ালিয়া = বড় নৌকাবিশেষ।
[২] পান্‌সী — — করে = পানসি নৌকা ভাড়া করে।
[৩] বিস্তার = প্রশস্ত, বিস্তৃত।

লাঠির বাড়ীতে ছিল যত দারী মাঝি।
উবুত[১] হইয়া জলে পড়ে করে কাজিমাজি[২]।
পঞ্চ ভাইয়ের পান্‌সীখানা দেখিতে সুন্দর।
লম্ফ দিয়ে উঠে কন্যা তাহার উপর॥
আষ্ট দারে মারে টান জ্ঞাতি বন্ধুজনে।
পঙ্খী উড়া করে পান্‌সী ভাইজ্ঞা পদ্মবনে॥
সোয়ামী সহিত মলুয়া যায় বাপের বাড়ী।
ছীরাম উদ্ধার করে যেন আপনার নারী॥

(১৭)

আত্মীয়গণের নিষ্ঠুরতা

এ দিকে হইল কিবা শুন দিয়া মন।
দুষমনি করিল যত জ্ঞাতি বন্ধুগণ॥
কেহ বলে মলুয়া যে হইল অসতী।
মুসলমানের অন্ন খাইয়া গেল তার জাতি॥
তিন মাস ছিল মলুয়া দেওয়ান সাবের ঘরে।
কেমনে রাখিল প্রাণ না জানি কি মতে॥

বিনদের মামা সে যে জাতিতে কুলীন।
হালুয়া দাসের গুষ্টির মধ্যে সেই ত প্রবীন॥
"ভাইগ্‌না[৩] বউয়ের হাতের ভাত খাইতে নাহি পারি।
জাতিতে উঠুক বিনোদ পরাচিত্তি করি॥"
সম্বন্ধে বিনোদের পিসা কুলের বড় জাঁক।
সে কয় "আমার কথা না শুনিলে পাপ॥
তিন মাস রইল কন্যা দেওয়ান সাহেব ঘরে।
কি দিয়া রাইখ্যাছে পরান কে কহিতে পারে॥"
ভাবিয়া চিন্তিয়া বিনোদ কোন কাম করিল।
ব্রাহ্মণের পাতি[৪] দিয়ে পরাচিত্তি করিল॥

[১] উবুত=উপুড়। [২] কাজিমাজি=চেঁচামেচি। [৩] ভাইগ্‌না=ভাগ্নে। [৪] পাতি=ব্যবস্থা।

পরাচিত্তি করিয়া বিনোদ ত্যজে ঘরের নারী।
আন্ধারে লুকাইয়া কান্দে মলুয়া সুন্দরী ॥
"কোথা যাই কারে কই মনের বেদন।
স্বামীতে[১] ছাড়িল যদি কি ছাড় জীবন ॥"

পঞ্চ ভাইয়ে বলে "বইন না কান্দিও তুমি।
শীঘ্র কইরা বাপের বাড়ী লইয়া যাইবাম আমি ॥
ভাত-কাপড়ের অভাব নাই চিন্তা না করিও।
বাপের বাড়ী থাকবা তুমি পরম সুখী হইও ॥"

বাপে বুঝায় ভাইয়ে বুঝায় না বুঝে সুন্দরী।
"বাইর কামুলী[২] হইয়া আমি থাকবাম সোয়ামীর বাড়ী ॥
গোবর ছিড়া[৩] দিয়াম আমি সকাল-সন্ধ্যাবেলা।
বাইরের যত কাম আমি করিবাম একালা ॥
অন্নজল না নিতে না পারিব আমি।
ভালা দেইখ্যা বিয়া কর সুন্দরী কামিনী ॥"
পঞ্চ ভাইয়েরে মলুয়া কয় মাথার কিরা দিয়া।
"ভাল দেইখ্যা সোয়ামীরে আগে করাও বিয়া ॥
বুড়ি শাশুড়ী মোর না দেখে না শুনে।
কেমন কইর‍্যা কাটবে দিন এমন গুজরাণে[৪] ॥"

জ্ঞাতি বন্ধু মিলি তবে বিবাহ করায়।
বাইর কামুলী মলুয়ার মনে দুঃখ নাহি পায় ॥
বাইর কামুলীর কাম করে মনের সন্তোষে।
সতীনেরে রাখে কন্যা মনের হরষে ॥
তথাপি মলুয়া নাহি যায় বাপের বাড়ী।
যতন করিয়া সেবে সোয়ামী-শাশুড়ী ॥

১ স্বামীতে = স্বামী।
২ বাইর কামুলী = বাহিরের দাসী।
৩ ছিড়া = ছিটা, ছড়া।
৪ গুজরাণে = অবস্থায়, হালে।

(১৮)

মৃতের জীবনপ্রাপ্তি

শুইয়াছিল অভাগী মাও আপনার ঘরে।
স্বপন দেখিল সে রাত্র নিশাকালে॥
ঘুমতে উঠিয়া বিনোদ ভাতের দিল তাড়া।
অভাগী মায় উইঠ্যা বলে চাউল নাই কাড়া[১]॥
বিনোদ কহিছে মাও শুন মোর কথা।
"শীগ্‌গীর কইরা রান্ধ ভাত খাও মোর মাথা॥
কোড়া-শিকারে আমি যাইবাম দূর স্থানে।
বিদায় মাগিছি মাও তোমার চরণে॥"

রাঁধিতে বাড়িতে ভাত দেরী নাহি সয়।
ঘরে ছিল পানিভাত তাই খাইয়া লয়॥
পানিভাত খাইয়া বিনোদ পন্থে মেলা দিল।
কোড়া-শিকারেতে যাইতে মায়ে পন্নামিল[২]॥
ডাইন হাতে হাইরা পিঞ্জরা বাম হাতে কোড়া।
দুপইরা কালে বিনোদ পন্থে দিল মেলা॥
পন্থে আছিল বইনের বাড়ী উঠিয়া বসিল।
ভাইয়েরে দেখিয়া বইন কান্দিতে লাগিল॥
হেথা হইতে চলে বিনোদ বইনেরে কহিয়া।
গহিন[৩] কাননে গেল কোড়া হাতে লইয়া॥
দুর্ব্বাক্ষেত্রের মধ্যে বিনোদ কোড়া হালা[৪] দিল।
হাইরা পিঞ্জরা হাতে লইয়া কোড়ারে ছাড়িল॥

কোড়া না ছাড়িয়া বিনোদ কোন কাম করিল।
বন ছোবার[৫] আড়ালে বিনোদ আসিয়া বসিল॥

[১] কাড়া = কাঁড়া, ছাঁটা, পরিষ্কৃত।
[২] পন্নামিল = প্রণাম করিল।
[৩] গহিন = গভীর।
[৪] হালা = ছাড়িয়া।
[৫] ছোবার = ঝোপের।

ছোবায় ছিল কালসাপ কোন কাম করিল।
কানি আঙ্গুলের মাঝে ছোব যে মারিল ॥
কালকূট বিষ হায়রে উজান ধাইল।
মস্তকে উঠিল বিষ ঢলিয়া পড়িল ॥

"উইরা যাওরে পশুপাক্ষী কইও মায়ের আগে।
আমি বিনোদ মারা গেলাম এই জঙ্গলার মাঝে ॥
সাক্ষী হইও চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী হইও তুমি।
বিনা দোষে কালনাগে দংশিল মোর পরাণী ॥
কোন জনে জানাইব কথা অভাগিনী মায়।
জন্মের মত না দেখিলাম সুন্দর মলুয়ায় ॥
বাড়ীঘর পইরা রইল বেবান্[১] পান্তরে[২]।
বাড়ীঘর থইয়া বিনোদ এইখানে মরে ॥"
পন্থেতে পথিক যায় "কোন বা দেশে ঘর।
মায়ের কাছে কইও আমার এইনা খবর ॥"
সন্ধ্যাবেলা খবর দিল পথের পথিকে।
"তোমার বিনোদ মারা গেল পড়িয়া বিপাকে ॥"

আউলাইয়া মাথার কেশ পন্থে মেলা দিল।
যেখানে বিনোদ মাও তথায় চলিল ॥
নাকেতে নিশ্বাস নাই মুখে নাই কথা।
ভূমে আছাড় খাইয়া পড়ে অভাগিনী মাতা ॥
ধরাধরি কইরা সবে বিনোদ আনে বাড়ী।
ভূমেতে পড়িয়া কান্দে মলুয়া সুন্দরী ॥

"হায় প্রভু কোথা গেলা অঞ্চলের ধন।
তোমারে ছাড়িয়া কেমনে রাখিবাম জীবন ॥
তোমারে থইয়া কেন মোরে না খাইল নাগে।
বাইর কামুলীরে নাহি খায় জঙ্গলার বাঘে ॥
বাইরে থাকি বাইর কামুলী বাইরের কাম করি।
সোয়ামীর মুখ চাইয়া আমি সকল পাশরি ॥

১ বেবান্ = অজানা, অনির্দ্দিষ্ট।
২ পান্তরে = প্রান্তরে।

সেও সাধে বিধাতা মোর উড়াইল ছাই।
জীবন রাখিতে মোর আর ইচ্ছা নাই ॥
আগুনে পশিব আমি প্রভু কোলে লইয়া।
জলেতে ডুবিব আমি সকল ছাড়িয়া ॥
হিজল গাছের ডালে টাঙ্গাইব ফাঁসী।
হায় অভাগী নারী কোন বা দোষের দোষী ॥'

খবর পাইয়া পঞ্চ ভাই আসিলেক ধাইয়া।
পঞ্চ ভাই কান্দে বসি মরা কোলে লইয়া ॥
মুখের লাল বাইয়া পরে চক্ষের মণি ধুয়া[1]।
"কেমন কইরা কাটাইলে আমাদের মায়া ॥
পঞ্চ ভাইয়ের বইনে সইপ্যা দিলাম তোমার করে
রাড়ী হইয়া বইন আমার কেমনে থাকবে ঘরে ॥
তিন দোষে দোষী বইন সেও ছিল ভালা।
রাড়ী হইয়া সইব কেমনে কালবিষের জ্বালা ॥
হাতেতে সোণার শঙ্ক কেমনে ভাঙ্গিব।
দুঃখের বদন বইনের কেমনে দেখিব ॥"

"না কাইন্দ না কাইন্দ ভাই আমার কথা শুন।
পরীখাইয়া[2] দেখি একবার আছে কিনা প্রাণ ॥
ঘাটেতে আছে বাঁধা ঐ মন পবনের নাও।
শীঘ্র লইয়া তারে ওঝার বাড়ী যাও ॥"

পাচ ভাইয়ে পাচ দাড় নায়েতে উঠিল।
মরা স্বামী কোলে লইয়া মলুয়া বসিল ॥
গাড়রী[3] ওঝার বাড়ী সাত দিনের আড়ি[4]।
এক দিনে গেল মলুয়া গাড়রীর বাড়ী ॥
নাকমুখ দেইখ্যা ওঝা মাথায় থাপা[5] দিল।
বুকেতে আনিয়া বিষ কোমরে নামাইল ॥

[1] ধুয়া = ধোলা। [2] পরীখাইয়া = পরীক্ষা করিয়া।
[3] গাড়রী = 'গরুড়' উপাধি সাপের ওঝারা ব্যবহার করিতেন।
[4] আড়ি = পথ। [5] থাপা = থাবা, থাপ্পর।

কোমরে আনিয়া বিষ হাটুতে নামাইল।
হাটুতে আনিয়া বিষ পায়ে নামাইল॥
পাতালেতে কালনাগ চুমকে লইল।
যখনে নাগিনী বিষ চুমকে[১] লইল॥
বিষজ্বালা গেল বিনোদ আখি মেইল্যা চাইল।

পতি জিয়াইয়া সতী ফিইর‍্যা আইল ঘরে।
জয় জয় ধ্বনি হইল জুড়িয়া নগরে॥
কেউ বলে "বেহুলা জিয়াইল লক্ষ্মীন্দরে।"
কেউ বলে "সতী কন্যা গেছিল দেবপুরে॥
হালুয়া দাসের গোষ্ঠী করিতে উদ্ধার।
বংশাইয়া[২] সতী কন্যা হইল অবতার॥
পান ফুল দিয়া কন্যায় তুইল্যা লও ঘরে।
সতী কন্যা হইয়া কেন কামুলির কাম করে॥
মরা পতি জিয়াইয়া আনে যেই নারী।
তাহারে সমাজে লইতে কেন দৈমত[৩] করি॥"

(১৯)

শেষ দৃশ্য

বিনোদের মামা বলে হালুয়ার সরদার।
"যে ঘরে তুলিয়া লইবে জাতি যাইবে তার॥"
বিনোদের পিশা কয় ভাবিয়া চিন্তিয়া।
"ঘরেতে না লইব কন্যা জাতিধর্ম্ম ছাড়িয়া॥"
দুঃখিনী দুঃখের কন্যা দুঃখে দিন যায়।
এত দুঃখ ছিল তার কইতে না যোয়ায়॥

[১] চুমকে=চুমুক দিয়া।
[২] বংশাইয়া=বংশে আইয়া; এই বংশে আসিয়া।
[৩] দৈমত=দুইমত, দ্বিধা।

শিশু বেলায় বড় সুখ বাপে-ভাইয়ে দিল।
মায়ের কোলে থাইক্যা কন্যা বড় সুখ পাইল ॥
মায়ের নয়নতারা নয়নের মণি।
ফুল ছিট্‌কীর পরি নাহি সহিছে পরাণী ॥
পাচ ভাইয়ের থাইক্যা[১] কন্যার ছিল দর[২]।
এমন কন্যার দুঃখ না সহে অন্তর ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মলুয়া না দেখে উপায়।
আপনি থাকিতে নাহি স্বামীর দুঃখ যায় ॥
বদনাম কলঙ্ক যত না যাইব সোয়ামীর।
পরাণ ত্যজিবে কন্যা মনে কৈল স্থির ॥

ঘাটেতে আছিল বান্ধা মন-পবনের নাও।
দুপুরিয়া কালে কন্যা নাওয়ে দিল পাও ॥
ঝলকে ঝলকে উঠে ভাঙ্গা নাও সে পানি।
কতদূরে পাতালপুরী আমি নাহি জানি ॥
উঠুক উঠুক আরও জল নায়ের বাতা বাইয়া।
বিনোদের ভগ্নি আইল জলের ঘাটে ধাইয়া ॥

"শুন শুন বধূ ওগো কইয়া বুঝাই তরে।
ভাঙ্গা নাও ছাইড়া তুমি আইস মোদের ঘরে ॥"
"না যাইব ঘরে আর শুনহে ননদিনী।
তোমরা সবের মুখ দেইখ্যা ফাটিছে পরাণী ॥
উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও।
জন্মের মত মলুয়ারে একবার দেইখ্যা যাও ॥"

দৌইড়া আইল শাশুড়ী আউলা মাথার কেশ।
বস্ত্র না সম্বরে মাও পাগলিনীর বেশ ॥
"শুন গো পরাণ বধূ কইয়া বুঝাই তরে।
ঘরের লক্ষ্মী বউ যে আমার ফিইরা আইস ঘরে ॥

[১] থাইক্যা = থাকিয়া। [২] দর = মূল্য, পাঁচ ভাই অপেক্ষা কন্যা প্রিয়তমা ছিল।

ভাঙ্গা ঘরের চান্দের আলো আন্ধাইর ঘরের বাতি।
তোমারে না ছাইড়া থাকিবাম এক দিবারাতি।।"
"উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও।
বিদায় দেও মা জননী ধরি তোমার পাও।।"

ভাঙ্গা নায়ে উঠল পানি করি কল কল।
পাড়ে কান্দে হাউড়ী[১] নাও অর্দ্ধেক হইল তল।।
একে একে দৌইড়া আইল গর্ভ-সোদর ভাই।
জ্ঞাতি বন্ধু আইল যত লেখাযুখা নাই।।
পঞ্চ ভাইয়ে ডাইক্যা কয় সোনা বইনের কাছে।
"ভাঙ্গা নায়ে উইঠ্যা বইন কোন বা কার্য্য আছে।।
বাপের বাড়ী যাইতে সোয়াদ[২] কও সত্য করিয়া।
পঞ্চ ভাইয়ে লইয়া যাইব সোনার পানসী দিয়া।।"

"না যাইবাম না যাইবাম ভাই আর সে বাপের বাড়ী।
ভাইয়ের কাছে বিদায় মাগে মলুয়া সুন্দরী।।
উঠুক উঠুক উঠুক জল ডুবুক ভাঙ্গা নাও।
মলুয়ারে রাইখ্যা তোমরা আপন ঘরে যাও।।"

বাতা বাইয়া উঠে পানি ডুবে ভাঙ্গা নাও।
"দৌইড়া আস চান্দ বিনোদ দেখ্‌তে যদি চাও।।"
দৌইড়া আইস্যা চান্দ বিনোদ নদীর পাড়ে খাড়া।
"এমন কইরা জলে ডুবে আমার নয়নতারা।।
চান্দসুরুজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাই চাই।।
তুমি যদি ডুব কন্যা আমায় সঙ্গে নেও।
একটিবার মুখে চাইয়া প্রাণের বেদন কও।।
ঘরে তুইল্যা নইবাম তোমায় সমাজে কাজ নাই।
জলে না ডুবিও কন্যা ধর্ম্মের দোহাই।।"

[১] হাউড়ী = শাশুড়ী। [২] সোয়াদ = অভিপ্রায়, ইচ্ছা, সাধ।

"গত হইয়া গেছে দিন আরত নাই বাকী।
কিসের লাইগ্যা সংসারে কাজ আর বা কেন থাকি ॥
আমি নারী থাকৃতে তোমার কলঙ্ক না যাবে।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে তোমায় সদাই ঘাটিবে[১] ॥
কলঙ্কজীবন মোর ভাসাইব সাগরে।
এখান হইতে সোয়ামী মোর চইল্যা যাও ঘরে ॥
ঘরে আছে সুন্দর নারী তার মুখ চাইয়া।
সুখে কর গির-বাস[২] তাহারে লইয়া ॥
উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও।
অভাগারে রাইখ্যা তুমি আপন ঘরে যাও ॥
বাতা বাইয়া উঠুক পানি মাইজ-দরিয়ার কোলে।"
জ্ঞাতি বন্ধু জনে কন্যা ডাক দিয়া বলে ॥
"বড় দোষের দোষী যেই সেও যায় চলি।
খোটা উঠা যত দোষ আমার সকলি ॥
কপালে আছিল দুঃখ না যায় খণ্ডনে।
কোন দোষের দোষী নয় আমার সোয়ামী ॥"

"শুনগো শাশুড়ী মোর শত জন্মের মাও।
এইখানে থাইক্যা পন্নাম আমি জানাই তোমার পাও ॥"
সুন্দরী মলুয়া কয় সতীনে ডাকিয়া।
"সুখে কর গির-বাস সোয়ামী লইয়া ॥
আজি হইতে না দেখিবা মলুয়ার মুখ।
আমার দুঃখ পাশরিবা দেইখ্যা স্বামীর মুখ ॥"

পূবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া উঠে দেওয়া।
এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া ॥

[১] ঘাটিবে=দোষ কীর্তন করিবে।

[২] গির-বাস=গৃহ-বাস।

"ডুবুক ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কত দূর।
ডুইব্যা দেখি কতদূরে আছে পাতালপুর॥"

পুবেতে গর্জ্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
কইবা গেল সুন্দর কন্যা মন-পবনের নাও॥

সমাপ্ত

চন্দ্রাবতী

নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত

পূর্ব্বরাগ

"ডাল যে নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ সাথী।
তুলিল মালতী ফুল কন্যা চন্দ্রাবতী।।"

চন্দ্রাবতী, ১০৩ পৃঃ

চন্দ্রাবতী

(১)

ফুল-তোলা

"চাইরকোনা পুষ্কুনির পারে চম্পা নাগেশ্বর।
ডাল ভাঙ্গ পুষ্প তুল কে তুমি নাগর॥"
"আমার বাড়ী তোমার বাড়ী ঐ না নদীর পার।
কি কারণে তুল কন্যা মালতীর হার॥"

"প্রভাতকালে আইলাম আমি পুষ্প তুলিবারে।
বাপেত[১] করিব পূজা শিবের মন্দিরে॥"

বাছ্যা বাছ্যা[২] ফুল তুলে রক্তজবা সারি।
জয়ানন্দ তুলে ফুল ঐ না সাজি ভরি॥
জবা তুলে চম্পা তুলে গেন্দা নানাজাতি।
বাছিয়া বাছিয়া তুলে মল্লিকা-মালতী॥
তুলিল অপরাজিতা আতসি সুন্দর।
ফুলতুলা হইল শেষ আনন্দ অন্তর॥
এক দুই তিন করি ক্রমে দিন যায়।
সকালসন্ধ্যা ফুল তুলে কেউনা দেখতে পায়॥
ডাল যে নোয়াইয়া ধরে জয়ানন্দ সাথী।
তুলিল মালতী ফুল কন্যা চন্দ্রাবতী॥
একদিন তুলি ফুল মালা গাঁথি তায়।
সেইত না মালা দিয়া নাগরে সাজায়॥

[১] বাপেত = বাপ (কর্ত্তৃকারক)।
[২] বাছ্যা বাছ্যা = বাছিয়া বাছিয়া।

(২)

প্রেমলিপি

পরথমে লিখিল পত্র চন্দ্রার গোচরে।
পুষ্পপাতে লেখে পত্র আড়াই অক্ষরে[১] ॥
পত্র লেখে জয়ানন্দ মনের যত কথা।
"নিতি নিতি তোলা ফুলে তোমার মালা গাঁথা ॥
তোমার গাঁথা মালা লইয়া কন্যা কান্দিলো বিরলে।
পুষ্পবন অন্ধকার তুমি চল্যা গেলে ॥
কইতে গেলে মনের কথা কইতে না জুয়ায়।
সকল কথা তোমার কাছে কইতে কন্যা দায় ॥
আচারি[২] তোমার বাপ ধর্ম্মেকর্ম্মে মতি।
প্রাণের দোসর[৩] তার তুমি চন্দ্রাবতী ॥
মাও নাই বাপ নাই থাকি মামার বাড়ী।
তোমার কাছে মনের কথা কইতে নাহি পারি ॥
যেদিন দেখ্যাছি কন্যা তোমার চান্দবদন।
সেইদিন হইয়াছি আমি পাগল যেমন ॥
তোমার মনের কথা আমি জানতে চাই।
সর্ব্বস্ব বিকাইবাম[৪] পায় তোমারে যদি পাই ॥
আজি হইতে ফুলতোলা সাজ যে করিয়া।
দেশান্তরি হইব কন্যা বিদায় যে লইয়া ॥
তুমি যদি লেখ পত্র আশায় দেও ভর।
যোগল[৫] পদে হইয়া থাকবাম[৬] তোমার কিঙ্কর ॥" ১—২০

[১] আড়াই অক্ষরে = আড়াই অক্ষরে মন্ত্রের কথা অনেক প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিতেই আছে। ময়মনসিংহের গীতি-কাব্যগুলির মধ্যে অনেক জায়গায়ই আড়াই অক্ষরে লিখিত চিঠির কথা পাইয়াছি। অর্থ—অতি সংক্ষিপ্ত।

[২] আচারি = আচারপুত, নিষ্ঠাবান। [৩] দোসর = তুল্য।

[৪] বিকাইবাম = বিকাইব, বিক্রীত হইব।

[৫] যোগল = যুগল। [৬] থাকবাম = থাকিব।

(৩)

পত্র দেওয়া

আবে করে ঝিলিমিলি সোণার বরণ চাকা।
প্রভাতকালে আইল অরুণ গায়ে হলুদ মাখা ॥[১]
হাতেতে ফুলের সাজি কন্যা চন্দ্রাবতী।
পুষ্প তুলিতে যায় পোষাইয়া[২] রাতি ॥
আগে তুলে রক্তজবা শিবেরে পূজিতে।
পরে তুলে মালতীফুল মালা না[৩] গাঁথিতে[৪] ॥

হেনকালে নাগর আরে কোন কাম করে।
পুষ্পপাতে লইয়া পত্র কন্যার গোচরে ॥
"ফুল তুল ডাল ভাঙ্গ কন্যা আমার কথা ধর।
পরেত তুলিবা ফুল চম্পা-নাগেশ্বর ॥"

"পুষ্প তোলা হইল শেষ বেলা হইল ভারি।
পূবেত হইল বেলা দণ্ড তিন চারি ॥
আমারে বিদায় কর না পারি থাকিতে।
বসিয়া আছেন পিতা শিবেরে পূজিতে ॥"

"আজিত বিদায় লো কন্যা জনমের মত।"
চন্দ্রার হাতে দিল আরে সেই পুষ্পপাত ॥
পত্র নাইসে[৫] নিয়া কন্যা কোন কাম করে।
সেইক্ষণ চল্যা গেল আপন বাসরে ॥ ১—১৮

[১] আবে - - - মাখা = অরুণদেবের স্বর্ণবর্ণ অভ্র (মেঘ) ভেদ করিয়া ঝিলিমিলি করিতেছে—তিনি হলুদ দ্বারা স্নাত হইয়া উদিত হইয়াছেন (বিবাহের সময়ে বর-কন্যারা হলুদ দ্বারা স্নাত হন)।

[২] পোষাইয়া = পোহাইয়া।

[৩] না = অর্থশূন্য। বরঞ্চ 'হাঁ' অর্থে ব্যবহৃত, কথাটার উপর জোর দেওয়ার জন্য 'না' প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

[৪] মালা না গাঁথিতে = মালা গাঁথিবার জন্য।

[৫] পত্র নাইসে = পত্র হাতে লইয়া। নাইসে—নিরর্থ শব্দ "পত্র না লইয়া কন্যা কোন্ কাম করে" এই অর্থেই "পত্র নাইসে লইয়া কন্যা" ইত্যাদি ব্যবহৃত। 'না', 'নাই' প্রভৃতি শব্দগুলি অনেক সময় শুধু গানে ধুয়া টানিবার জন্য কিংবা পাদপূরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে।

14—1918 B.T.

(৪)

বংশীর শিবপূজা, কন্যার জন্য বরকামনা

পুষ্পপাত বান্ধি কন্যা আপন অঞ্চলে।
দেবের মন্দির কন্যা ধোয় গঙ্গার জলে॥
সম্মুখে রাখিল কন্যা পূজার আসন।
ঘসিয়া লইল কন্যা সুগন্ধি চন্দন॥
পুষ্পপাতে রাখে কন্যা শিবপূজার ফুল।
আসিয়া বসিল ঠাকুর আসন উপর॥

পূজা করে বংশীবদন[১] শঙ্করে ভাবিয়া।
চিন্তা করে মনে মনে নিজ কন্যার বিয়া॥
"এত বড় হইল কন্যা না আসিল বর।
কন্যার মঙ্গল কর অনাদি শঙ্কর॥
বনফুলে মনফুলে পূজিব তোমায়।
বর দিয়া পশুপতি ঘুচাও কন্যাদায়॥
সম্মুখে সুন্দরী কন্যা আমি যে কাঙ্গাল।
সহায়-সম্পত্তি নাই দরিদ্রের হাল॥"

এক পুষ্প দিল বাপে শিবের চরণে।
ঘটক আইবে[২] শীঘ্র বিয়ার কারণে॥
আর পুষ্প দিল বাপ বড়ঘরের বর।
"আমার কন্যার স্বামী হউক দেব পুরন্দর॥"
আর ফুল দিল বাপ কুলশীল পাইতে।
বংশ বড় ভট্টাচার্য্য খ্যাতি রাখিতে॥
বর মাগে বংশীদাস ভূমিতে পড়িয়া।
"ভাল ঘরে ভাল বরে কন্যার হউক বিয়া॥" ১-২২

[১] বংশীবদন = বংশীদাসের পুরা নাম বোধ হয় ছিল বংশীবদন ভট্টাচার্য্য।
[২] আইবে = আসিবে।

(৫)

চন্দ্রার নির্জ্জনে পত্রপাঠ

পূজার যোগার দিয়া কন্যা নিরালায় বসিল।
জয়ানন্দের পুষ্পপাত যতনে খুলিল ॥
পত্র পইড়ে চন্দ্রাবতীর চক্ষে বয়ে পানি।
কিবা উত্তর দিব কন্যা কিছুই না জানি ॥
আর বার পড়ে পত্র চক্ষে বয় ধারা।
"এমন কেন হইল মন শুকের পিঞ্জরা ॥[১]
দেখি শুনি সেই ভাল ফুল তুল্যা আনি।
বয়স হইয়াছে এখন হইলাম অরক্ষীনি ॥
জৈবন আইল দেহে জোয়ারের পানি।
কেমনে লিখিব পত্র প্রাণের কাহিনী ॥
কিমতে লিখিব পত্র বাপ আছে ঘরে।
ফুল তুলে জয়ানন্দ ভালবাসি তারে ॥
ছোট হইতে দেখি তারে প্রাণের দোসর।"
সেই ভাবে লেখে কন্যা পত্রের উত্তর ॥
"ঘরে মোর আছে বাপ আমি কিবা জানি।
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী ॥"

যত না মনের কথা রাখিল গোপনে।
পত্রখানি লেখে কন্যা অতি সাবধানে ॥
চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী করি মনের দিকে চাইয়া।
জয়ানন্দ মাগে বর[২] ধর্ম্ম সাক্ষী দিয়া ॥
শিবের চরণে কন্যা উদ্দেশে করে নতি।
পত্র পাঠাইয়া দিল কন্যা চন্দ্রাবতী ॥
পুষ্প তুলিতে কন্যা আর নাহি যায়।
এই মতে সুখে দুঃখে দিন বইয়া যায় ॥ ১-২৪

১ এমন - - - পিঞ্জরা = আমি পিঞ্জরাবদ্ধ শুকের মত, আমার মন এমন হইল কেন ?

২ জয়ানন্দ মাগে বর = জয়ানন্দকে বরস্বরূপ পাইতে প্রার্থনা করিল।

(৬)

নীরবে হৃদয়-দান

বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে চম্পা-নাগেশ্বর।
পুষ্প তুলিতে কন্যা আইল একেশ্বর॥
"তোমারে দেখিব আমি নয়ন ভরিয়া।
তোমারে লইব আমি হৃদয়ে তুলিয়া॥
বাড়ীর আগে ফুট্যা আছে মালতী-বকুল।
আঞ্চল ভরিয়া তুলব তোমার মালার ফুল॥
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে রক্তজবা-সারি।
তোমারে করিব পূজা প্রাণে আশা করি॥
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে মল্লিকা-মালতী।
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার মতন পতি॥
বাড়ীর আগে ফুট্যা রইছে কেতকী-দুস্তর[১]।
কি জানি লেখ্যাছে বিধি কপালে আমার॥"

এইরূপে কান্দে কন্যা নিরালা বসিয়া।
মন দিয়া শুন কথা চন্দ্রাবতীর বিয়া॥ ১—১৪

(৭)

বিবাহের প্রস্তাব ও সম্মতি

একদিন ত না[২] ঘটক আইল ভট্টাচার্য্যের বাড়ী।
"তোমার ঘরে আছে কন্যা পরমা সুন্দরী॥
কুলে শীলে তুমি ঠাকুর চন্দ্রের সমান।
না দেখি এমন বংশ এথায় বিদ্যমান॥
বয়স হইল কন্যা রূপে বিদ্যাধরী।
ভাল বরে দেও বিয়া ঘটকালি করি॥"

"কেবা বর কিবা ঘর কহ বিবরণ।
পছন্দ হইলে দিব মনের মতন॥"

[১] দুস্তর=প্রচুর, অনেক। [২] একদিন ত না=একদিন তো।

ঘটক কহিল কথা "সুন্ধা[১] গ্রামে ঘর।
চক্রবর্ত্তী বংশে খ্যাতি কুলিনের বর॥
জয়ানন্দ নাম তার কার্ত্তিক কুমার।
সুন্দর তোমার কন্যা যোগ্য বর তার॥
দেখিতে সুন্দর কুমার পড়ুয়া পণ্ডিত।
নানা শাস্ত্র জানে বর অতি সুপণ্ডিত॥
সূর্য্যের সমান রূপ বংশের দুলাল।
সুখেতে থাকিব[২] কন্যা জানি চিরকাল॥
পশ্চিমাল[৩] বাতাসে দেখ শীতে লাগে কাটা।
এখনে ধইরাছে দেখ মধ্যি গাঙ্গে ভাটা॥
আম গাছে নয়া পাতা ধরিয়াছে বউল।
এই মাসে বিয়া দিতে নাহি গণ্ডগোল॥"

করকুষ্টি বিচারিয়া সম্বন্ধ মিলায়।
ভালা বরে কন্যা বিয়া দেওয়া বড় দায়॥
কুষ্টি বিচারি কৈল "সর্ব্ব সুলক্ষণ।
বরকন্যার এমন মিল ঘটে কদাচন[৪]॥
কুষ্টিতে মিলিছে ভাল যখন এই বরে।
এই বরে কন্যাদান করিব সুস্বরে[৫]॥" ১—২৬

(৮)

বিবাহের আয়োজন

সম্বন্ধ হইল ঠিক করি লগ্ন স্থির।
ভাল দিন হইল ঠিক পরে বিবাহের॥
দক্ষিণের হাওয়া বয় কুকিল করে রা।
আমের বউলে বস্যা গুঞ্জে ভ্রমরা॥

[১] সুন্ধা = সুন্ধা নদীর তীরে এই গ্রাম ছিল।
[২] থাকিব = থাকিবে।
[৩] পশ্চিমাল = পশ্চিম দিকের।
[৪] কদাচন = কদাচিৎ, কচিৎ।
[৫] সুস্বরে = নিশ্চয়।

নয়া পাতা যত গাছে নয়া লতা ঘিরে।
ভাল দিন ঠিক হইল শঙ্করের বরে॥
সেই ত দিনে হইব বিয়া সর্ব্ব সুলক্ষণ।
পানখিল[১] দিয়া করে বিয়ার আয়োজন॥
পাড়ার যতেক নারী পান খিলায়[২]।
যতেক নারীতে মিলি তার গান গায়॥

জয় জুকার গীত আর বাজে ঢুল[৩]।
উঠানে আকিল কত নানান জাতি ফুল॥
আখিয়া পুছিয়া সবে পানখিল দিয়া।
আয়োজন করে সবে উতযোগ হইয়া॥
বিবাহের যত কিছু করে আয়োজন।
যতেক দেবতাগণের করিল পূজন॥
পূজিল শঙ্করে আগে দেব অনাদি।
অন্তরে যাহার নাম রাখিয়াছে বাধি॥
একে একে কৈল পূজা যত দেব আর।
শ্যামাপূজা একাচূড়া বনদুর্গা মার॥

অদিবাস হইল শুভ বিয়ার পূর্ব্বদিনে।
ক্রিয়াকাণ্ড আদি যত হইল সুবিধানে॥
চুরপানি ভরে সবে উঠিয়া প্রভাতে।
গীত জুকার যত হইল বিধিমতে॥
আব্যধিক[৪] করে বাপে মণ্ডপে বসিয়া।
তার মাটি কাটে যত সধবা মিলিয়া॥
সেই না মাটিতে ইটা তৈয়ার করিয়া।
পঞ্চ নারী মিলি দিল তৈল লাল দিয়া॥
আব্যধিক হইল শেষ জানি এই মতে।
সোহাগ মাগিল আর মায় বিধিমতে॥

১ পানখিল = পানের খিলি।
২ পান খিলায় = পানের খিলি তৈয়ার করে।
৩ ঢুল = ঢোল।
৪ আব্যধিক = "আভ্যুদয়িক" শ্রাদ্ধ।

আগে চলে কন্যার মায় ডালা মাথায় লইয়া।
তার পাছে কন্যার খুড়ি লোটা হাতে লইয়া॥
তার পরে যত নারী গীত জুকারে।
সোহাগ মাগিল কত বাড়ী বাড়ী ফিরে॥ ১—৩৪

(৯)

মুসলমান কন্যার সঙ্গে জয়চন্দ্রের ভাব

পরথমে হইল দেখা সুন্ধা নদীর কূলে।
জল ভরিতে যায় কন্যা কলসী কাকালে॥
চলনে খঞ্জন নাচে বলনে[১] কুকিলা।
জলের ঘাটে গেলে কন্যা জলের ঘাট লালা॥
"কে তুমি সুন্দরী কন্যা জলের ঘাটে যাও।
আমি অধমের পানে বারেক ফিরয়া চাও॥
নিতি নিতি দেখ্যা তোমায় না মিটে পিয়াস।
প্রাণের কথা কও কন্যা মিটাও মনের আশ॥
পরকাশ কইরা কইতে নারি মনের কথা ধর।
তুমি কন্যা এই জগতে প্রাণের দোসর॥"

সরমে মরণ আইল কথা কওয়া দায়।
জলের ঘাটে গিয়া নাগর উকিঝুকি চায়॥
লিখিয়া রাখিল পত্র ইজল[২] গাছের মূলে।
এইখানে পড়িব কন্যা নয়ন ফিরাইলে॥
"সাক্ষী হইও ইজল গাছ নদীর কূলে বাসা।
তোমার কাছে কইয়া গেলাম মনের যত আশা॥
এইখান আসিব কন্যা সুন্দর আকার।
এই পত্র দেখাইও আমার সমাচার॥
অন্ধকারের সাক্ষী তোমরা চান্দ আর ভানু।
এইখানে আসিবে কন্যা সোনার বরণ তনু॥
সোনার বরণ তনু কন্যা চম্পকবরণী।
তার কাছে কইও আমার দুঃখের কাহিনী॥

[১] বলনে = কণ্ঠস্বরে। [২] ইজল = হিজল।

ফির্‌য়া আসে জলের ঢেউ পারের কাছে খারা।
এইখান বসিয়া আমি দেখিব পশরা।।" [১]

ভাবিয়া চিন্তিয়া নাগর যুক্তি স্থির কৈল।
কালি প্রাতে তুলতে ফুল পুষ্পবনে গেল।।
যে খান ফুট্যাছে ফুল মালতী-মল্লিকা।
ফুট্যা আছে টগর-বেলি আর শেফালিকা।।
হাতেতে ফুলের সাজি কপালে তিলক-ছটা।
ফুল তুলিতে যায় কুমার মনে বিন্ধ্যা কাঁটা[২]।। ১-৩০

(১০)

দুঃসংবাদ

ঢুল বাজে ডাগর বাজে জয়াদি জুকার।
মালা গাথে কুলের নারী মঙ্গল আচার।।
এমন কালে দৈবেতে করিল কোন কাম।
পাপেতে ডুবাইল নাগর চৌদ্দ পুরুষের নাম।।
কি হইল কি হইল কথা নানান জনে কয়।
এই যে লোকের কথা প্রত্যয় না হয়।।
পুরীতে জুড়িয়া উঠে ক্রন্দনের রোল।
জাতিনাশ দেখ্যা ঠাকুর হইল উতরুল[৩]।।
"কপালের দোষ, দোষ নহে বিধাতার।
যে লেখা লেখ্যাছে বিধি কপালে আমার।।
মুনির হইল মতিভ্রম হাতীর খসে[৪] পা।
ঘাটে আস্যা বিনা ঝড়ে ডুবে সাধুর না।।"

পাড়া-পড়সি কয় "ঠাকুর কইতে না জুয়ায়।
কি দিব[৫] কন্যার বিয়া ঘটল বিষম দায়।।

[১] ফির্‌য়া - - - পশরা = যেমন জলের ঢেউ খানিকটা অগ্রসর হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে ও পারের নিকট দাঁড়ায়, সেই সুন্দরী কন্যাও জলের দিকে অগ্রসর হইয়া তেমনি আবার তীরে দাঁড়াইবে।

[২] মনে বিন্ধ্যা কাঁটা = মনে সেই কন্যার জন্য ভালবাসা কাঁটার ন্যায় বিঁধিয়াছে।

[৩] উতরুল = উদ্বিগ্ন। [৪] খসে = স্খলিত হয়। [৫] দিব = দেবে।

অনাচার কৈল জামাই অতি দুরাচার।
যবনী করিয়া বিয়া জাতি কৈল মার॥"

শিরেতে পড়িল বাজ মঠের মাথায় ফোড়[১]।
পুরীর যত বাদ্যভাণ্ড সব হৈল দূর॥
ধূলায় বসিল ঠাকুর শিরে দিয়ে হাত।
বিনামেঘে হইল যেন শিরে বজ্রাঘাত॥ ১—২০

(১১)

চন্দ্রার অবস্থা

"কি কর লো চন্দ্রাবতী ঘরেতে বসিয়া।"
সখিগণ কয় কথা নিকটে আসিয়া॥
শিরে হাত দিয়া সবে জুড়য়ে কান্দন।
শুনিয়া হইল চন্দ্রা পাথর যেমন॥
না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী।
আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী॥
মনেতে ঢাকিয়া রাখে মনের আগুনে।
জানিতে না দেয় কন্যা জল্যা মরে মনে॥

এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়।
পাতেতে রাখিয়া কন্যা কিছু নাহি খায়॥
রাত্রিকালে শর-শয্যা বহে চক্ষের পানি।
বালিস ভিজিয়া ভিজে নেতের বিছানি॥
শৈশবের যত কথা আর ফুলতুলা।
নদীর কূলেতে গিয়ে করে জলখেলা॥
সেই হাসি সেই কথা সদা পড়ে মনে।
ঘুমাইলে দেখিব কন্যা তাহারে স্বপনে॥
নয়নে না আসে নিদ্রা অঘুমে রজনী।
ভোর হইতে উঠে কন্যা যেমন পাগলিনী॥
বাপেত বুঝিল তবে কন্যার মনের কথা।
কন্যার লাগিয়া বাপের হইল মমতা॥

[১] মঠের মাথায় ফোড় = মন্দিরের উচ্চশিরে ফোঁড় (ছিদ্র) হইল।

সম্বন্ধ আসিল বড় নানা দেশ হইতে।
একে একে বংশীদাস লাগে বিচারিতে।।

চন্দ্রাবতী বলে "পিতা, মম বাক্য ধর।
জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবর।।
শিবপূজা করি আমি শিবপদে মতি।
দুঃখিনীর কথা রাখ কর অনুমতি।।"

অনুমতি দিয়া পিতা কয় কন্যার স্থানে।
"শিবপূজা কর আর লেখ রামায়ণে[১] ।।" ১–২৮

(১২)

শেষ

নির্ম্মাইয়া পাষাণশিলা বানাইলা মন্দির।
শিবপূজা করে কন্যা মন করি স্থির।।
অবসরকালে কন্যা লেখে রামায়ণ।
যাহারে পড়িলে হয় পাপ বিমোচন।।
জন্মাথ[২] থাকিব কন্যা কুলের কুমারী।
একনিষ্ট হইয়া পূজে দেব ত্রিপুরারী।।
শুধাইলে না কয় কথা মুখে নাহি হাসি।
একরাত্রে ফুটা ফুল ঝুইরা[৩] হইল বাসি।।

এমন কালেতে শুন হইল কোন কাম।
যোগাসনে বৈসে কন্যা লইয়া শিবের নাম।।
বম্ বম্ ভোলানাথ গাল-বাদ্য করি।
বিহিত আচারে পূজে দেব ত্রিপুরারী।।
বৈশাখ মাসেতে হয় রবি খরতর।
গাছেতে পাকিল আম অতি সুবিস্তর।।
বারতা লইয়া আসে পত্রে ছিল লেখা।
চন্দ্রাবতী সঙ্গেতে করিতে আইল দেখা।।

[১] চন্দ্রাবতীর রামায়ণ মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু তাহার পাণ্ডুলিপি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে আছে।

[২] জন্মাথ = আজন্ম আইবড়।

[৩] ঝুইরা = ঝরিয়া।

এই পত্রে লিখিয়াছে দুঃখের ভারতী।
জয়ানন্দ দিছে পত্র শুন চন্দ্রাবতী ॥
পত্রে পড়িল কন্যা সকল বারতা।
পত্রেতে লেখ্যাছে নাগর মনের দুঃখকথা ॥

"শুনরে প্রাণের চন্দ্রা তোমারে জানাই।
মনের আগুনে দেহ পুড়্যা হইছে ছাই ॥
অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল।
কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল-হলাহল ॥
জানিয়া ফুলের মালা কালসাপ গলে।
মরণে ডাকিয়া আমি আন্যাছি অকালে ॥
তুলসী ছাড়িয়া আমি পূজিলাম সেওরা।
আপনি মাথায় লইলাম দুঃখের পসরা ॥
জলে বিষ বাতাসে বিষ না দেখি উপায়।
ক্ষমা কর চন্দ্রাবতী ধরি তোমায় পায় ॥
একবার দেখিব তোমায় জন্মশেষ দেখা।
একবার দেখিব তোমার নয়নভঙ্গি বাঁকা ॥
একবার শুনিব তোমার মধুরসবাণী।
নয়নজলে ভিজাইব রাঙ্গা পা দুইখানি ॥
না ছুঁইব না ধরিব দূরে থাক্যা খাড়া।
পুণ্যমুখ দেখ্যা আমি জুড়াইব অন্তরা[১] ॥
শিশুকালের সঙ্গী তুমি যৈবনকালের মালা।
তোমারে দেখিতে কন্যা মন হইল উতালা ॥
জলে ডুবি বিষ খাই গলাই দেই দড়ি।
তিলেক দাড়াইয়া তোমার চান্দমুখ হেরি ॥
ভাল নাহি বাস কন্যা এই পাপিষ্ট জনে।
জন্মের মতন হইলাম বিদায় ধরিয়া চরণে ॥
এই দেখা চক্ষের দেখা এই দেখা শেষ।
সংসারে নাহিক আমার সুখশান্তির লেশ ॥

[১] অন্তরা = অন্তর, হৃদয়।

একবার দেখিয়া তোমায় ছাড়িব সংসার।
কপালে লেখ্যাছে বিধি মরণ আমার ॥"

পত্র পড়ি চন্দ্রাবতী চক্ষের জলে ভাসে।
শিশুকালের স্বপ্নের কথা মনের মধ্যে আসে ॥
এক বার দুই বার তিন বার করি।
পত্র পড়ে চন্দ্রাবতী নিজ নাম স্মরি ॥
নয়নের জলে কন্যার অক্ষর মুছিল।
এক বার দুই বার পত্র যে পড়িল ॥

"শুন শুন বাপ আগো শুন মোর কথা।
তুমি সে বুঝিবে আমি দুঃখিনীর ব্যথা ॥
জয়ানন্দ লেখে পত্র আমার গোচরে।
তিলেকের লাগ্যা চায় দেখিতে আমারে ॥"

"শুন গো প্রাণের কন্যা আমার কথা ধর।
একমনে পূজ তুমি দেব বিশ্বেশ্বর ॥
অন্য কথা স্থান কন্যা নাহি দিও মনে।
জীবন মরণ হইল যাহার কারণে ॥
নষ্ট হইল পূজার ফুল ছুইল যবনে।
না লাগে উচিচ্ছষ্ট ফল দেবের কারণে ॥
আছিল গঙ্গার জল অপবিত্র হইল।
বিধাতা সাধিছে বাদ সব নষ্ট হইল ॥
তুমি যা লইছ মাগো সেই কাজ কর।
অন্য চিন্তা মনে স্থান নাহি দিও আর ॥"

পত্র লিখি চন্দ্রাবতী জয়ের গোচরে।
পুষ্পদূর্ব্বা লইয়া কন্যা পশিল মন্দিরে ॥
যোগাসনে বসে কন্যা নয়ন মুদিয়া।
একমনে করে পূজা ফুলবিল্ব দিয়া ॥
শুখাইল আঁখির জল সর্ব্ব চিন্তা দূরে।
একমনে পূজে কন্যা অনাদি শঙ্করে ॥

কিসের সংসার কিসের বাস কেবা পিতামাতা।
পূজিতে ভুলিল কন্যা শৈশবের কথা ॥
জয়ানন্দে ভুলি কন্যা পূজয়ে শঙ্করে।
একমনে ভাবে কন্যা হর বিশ্বেশ্বরে ॥
শান্তিতে আছয়ে কন্যা একনিষ্ঠ হইয়া।
আসিল পাগল জয়া শিকল ছিড়িয়া ॥

"দ্বার খোল চন্দ্রাবতী তোমারে শুধাই।
জীবনের শেষ তোমায় একবার দেখ্যা যাই ॥
আর না দেখিব তোমায় নয়ন চাহিয়া।
দোষ ক্ষমা কর কন্যা শেষ বিদায় দিয়া ॥"

কপাটে আঘাত করে শিরে দিয়া হাত।
বজ্রের সমান করে বুকেতে নির্ঘাত ॥
যোগাসনে আছে কন্যা সমাধিশয়নে।
বাহিরের কথা কিছু নাহি পশে কানে ॥
পাগল হইয়া নাগর কোন কাম করে।
চারি দিকে চাইয়া দেখে নাহি দেখে কারে ॥
না খোলে মন্দিরের কপাট নাহি কয় কথা।
মনেতে লাগিল যেমন শক্তিশেলের ব্যথা ॥

পাগল হইল জয়ানন্দ ডাকে উচৈচস্বরে।
"দ্বার খোল চন্দ্রাবতী দেখা দেও আমারে ॥
না ছুইব না ধরিব দূরে থাক্যা খাড়া।
ইহজন্মের মতন কন্যা দেও মোরে সাড়া ॥
দেবপূজার ফুল তুমি তুমি গঙ্গার পানি।
আমি যদি ছুই কন্যা হইবা পাতকিনী ॥
নয়ন ভরে দেখ্যা যাই জন্মশোধ দেখা।
শৈশবের নয়ান দেখি নয়ানভঙ্গি বাকা ॥"

না খোলে মন্দিরের দ্বার মুখে নাহি বাণী।
ভিতরে আছয়ে কন্যা যৌবনে যোগিনী ॥

চারি দিকে চাইয়া নাগর কিছু নাহি পায়।
ফুট্যাছে মালতীফুল সাম্‌নে দেখতে পায়॥
পুষ্প না তুলিয়া নাগর কোন কাম করে।
লিখিল বিদায়পত্র কপাট উপরে॥
"শৈশবকালের সঙ্গী তুমি যৌবনকালের সাথী।
অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী॥
পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলা সম্মত।
বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত॥"

ধ্যান ভাঙ্গি চন্দ্রাবতী চারিদিকে চায়।
নির্জ্জন অঙ্গন নাহি কারে দেখ্‌তে পায়॥
খুলিয়া মন্দিরের দ্বার হইল বাহির।
* * *
কপাটে আছিল লেখা পড়ে চন্দ্রাবতী।
অপবিত্র হইল মন্দির হইল অধোগতি॥
কলসী লইয়া জলের ঘাটে করিল গমন।
করিতে নদীর জলে স্নানাদি তর্পণ॥
জলে গেল চন্দ্রাবতী চক্ষে বহে পানি।
হেনকালে দেখে নদী ধরিছে উজানী[১]॥
একেলা জলের ঘাটে সঙ্গে নাহি কেহ।
জলের উপরে ভাসে জয়ানন্দের দেহ॥

দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান।
ঢেউয়ের উপর ভাসে পুন্নুমাসীর চান॥
আখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী।
পারেতে খাড়াইয়া[২] দেখে উমেদা[৩] কামিনী॥

স্বপ্নের হাসি স্বপ্নের কান্দন নয়ান্ চান্দে গায়।
নিজের অন্তরের দুক্ষু[৪] পরকে বুঝান দায়।

[১] ধরিছে উজানী = উজান বহিয়া চলিয়াছে।
[২] খাড়াইয়া = দাঁড়াইয়া।
[৩] উমেদা = উন্মত্ত।
[৪] দুক্ষু = দুঃখ।

কমলা

দ্বিজ ঈশান প্রণীত

কমলা

আরম্ভণ *

কানা মেঘারে[১] তুইন[২] আমার ভাই।
এক ফোটা পানী দে সাইলের[৩] ভাত খাই॥
সাইলের ভাত খাইতে খাইতে মুখে হৈল রুচি।
মা লক্ষ্মীর নিয়ড়ে[৪] রাখ্য ধান এক খুচি[৫]॥
আসন পাতিয়া তাতে দিও পদ্মের আশি[৬]।
এইখানে গাইবাম গান কমলার বারমাসী॥

এই গান গাইতে লাগে পাচ কড়ার কড়ি।
এই না গান গাইব আমি ভাগ্যিমানের বাড়ী॥
ভাগ্যিমানের বাড়ী নারে আছে দালান মঠ।
আসন পাতিয়া সামনে দেও জলের ঘট॥
আইস মাগো সরস্বতী তোমার গুণ গাই।
তোমার গান গাইতে আমি অমৃত মধু পাই॥
তুমি হও তালযন্ত্র আমি বাদ্যকর।
আজিকার আসরে মোর কণ্ঠে কর ভর॥
সভার চরণে করি কোটী নমস্কার।
বারমাসী পালা আমি করলাম প্রচার॥

* এই মুখবন্ধটি কবির রচিত নহে, ইহা গায়েনের উক্তি।

১ কানা মেঘারে=সুবিবেচনার অভাব হেতু মেঘকে দৃষ্টিশক্তিহীন বলা হইয়াছে।

২ তুইন=তুমি না।

৩ সাইলের=শালী ধানের।

৪ নিয়ড়ে=নিকটে।

৫ খুচি=ধান্যাদি শস্যের পরিমাণ-ভেদ

৬ দিও পদ্মের আশি=[আশি=দল (?)] পদ্মের দল আঁকিয়া দিও (?)।

(১)

মানিক চাকলাদার

হুলিয়া[১] গেরাম ভাইরে দেখিতে সুন্দর।
বাগিজায়[২] বেইড়া আছে যত সুন্দর ঘর ॥
সেহিত গেরামে থাকে মানিক চাকলাদার।
ধনে জনে বাড়িয়াছে সম্পদ অপার ॥
চৌচালা আটচালা তার ঘর যত খানি।
সুন্দি বেতে বান্দা আর উলুছনে ছানি[৩] ॥
পাচ খণ্ড বাড়ী তার বিশ গোটা ঘর।
হাজারে বিজারে[৪] খাটে দাঙ্গর গাবর[৫] ॥
খামারিয়া জমী[৬] তার আছে চল্লিশ কুড়া[৭]।
দশ গোটা হাতি আর তিরিশ গোটা ঘোড়া ॥
বন্ধ ভইরা চড়ে[৮] তার যত দুধের গাই।
মইষ ছাগল মেড়া[৯] লেখাজুখা নাই ॥
টাইল[১০] ভরা ধান আর গোয়াইল ভরা গরু।
বছরে বছরে বান্ধা এক পুরা সরু[১১] ॥
হাজারে বিজারে লোক দিন রাইত খায়।
অতিথ আইলে কভু ফিরিয়া নাই সে যায় ॥
ফকির-বৈষ্টম যদি হাক ছাড়ে দুয়ারে।
কাটায় মাপ্যা[১২] চাউল দেয় হরিষ অন্তরে ॥

[১] হুলিয়া = সম্ভবতঃ হালিউরা, এই গ্রাম নন্দাইল হইতে দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

[২] বাগিজা = বাগিচা, উদ্যান।

[৩] উলুছনে ছানি = উলুখড়ের ছাউনি।

[৪] হাজারে বিজারে = অসংখ্য।

[৫] দাঙ্গর গাবর = বলবান্ ভৃত্য। ধাঙ্গড় শব্দের অপভ্রংশ দাঙ্গর। গাবর শব্দ = গর্ভরা, নৌকার মাঝি; তাহা হইতে ভৃত্য ও যুবক অর্থ আসিয়াছে।

[৬] খামারিয়া জমী = চাষের জমী।

[৭] কুড়া = ভূমির পরিমাণবিশেষ।

[৮] বন্ধ ভইরা চড়ে = গোচারণের মাঠ যুড়িয়া চড়া করে।

[৯] মেড়া = ভেড়া, মেষ।

[১০] টাইল = পালই, ধান্যাদি শস্যের স্তূপ।

[১১] এক পুরা সরু = এক গোলা ক্ষুদ্র শস্য। তিল সরিষা প্রভৃতিকে 'সরু' বলে।

[১২] কাটায় মাপ্যা = (কাঠায়), ধান্যের বেতনির্ম্মিত পাত্রবিশেষে ওজন করিয়া অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে।

রান্ধা যদি হয় তবে দেয় খাওয়াইয়া।
নয়া কাপড় দিয়া দেয় বিদায় করিয়া ॥
বামুন আস্যা ঘরে অতিথ হইলে।
দান-দক্ষিণা কত দেয় যাইবার কালে ॥
বার মাসের তের পার্ব্বন ইতে[১] নাহি আন।
দেবতার বরে তেই হইল ভাগ্যিমান ॥

এক পুত্র হইল তার নামেতে সুধন।
রূপেতে জিনিয়া যেন রতির মদন ॥
তার আগে এক কন্যা হৈল রূপবতী।
স্বর্গ ছাড়িয়া উপনীত যেমন সরস্বতী ॥
সুলক্ষণা কন্যা তার নামটী কমলা।
চান্দের পসরে[২] যেমন ঘর হইল উজলা ॥
নিদান নামেতে তার আছুয়ে কারকুন[৩]।
মহলের যত কিছু করে দেখশুন ॥ ১–৩২

(২)

চিকন গয়লানী

গেরামে আছুয়ে এক চিকন গোয়ালিনী।
যৌবনে আছিল যেমন সবরি-কলা-চিনি ॥
বড় রসিক আছিল এই চিকন গোয়ালিনী।
এক সের দৈয়েতে দিত তিন সের পানি ॥
সদাই আনন্দ মন করে হাসিখুসী।
দই-দুধ হইতে সে যে কথা বেচে বেশী ॥

যখন আছিল তার নবীন বয়স।
নাগর ধরিয়া কত করুত রঙ্গরস ॥

[১] ইতে = ইথে, ইহাতে।
[২] পসরে = আলোকে।
[৩] কারকুন = কর্ম্মাধ্যক্ষ অথবা হিসাবের রক্ষক।

রসেতে রসিক নারী কামের কামিনী।
দেশের লোকেতে ডাকে চিকন গোয়ালিনী ॥
যদিও যৌবন গেছে তবু আছে বেশ।
বয়সের দোষে মাথার পাকিয়াছে কেশ ॥
কোন দন্ত পড়িয়াছে কোন দন্তে পোকা।
সোয়ামী মরিয়া গেছে তবু হাতে শাখা ॥
চলিতে ঢলিয়া পড়ে রসে থলথল।
শুখাইয়া গেছে তার যৌবন-কমল ॥
তবু মনে ভাবে যে সে চিকন গোয়ালিনী।
বৃদ্ধ বয়সে যেমন ভাবের ভামিনী[১] ॥
সংসারেতে আছে যত লুচচা লোকন্দরা[২]।
গোয়ালিনীর বাড়িত গিয়া করে ঘুরাফেরা ॥

শব্দে শুনি গোয়ালিনী পান-পড়া জানে।
ঘরতনে[৩] কুলের বধু বাইরে টাইনা আনে ॥
তেলপড়া দেয় যদি চিকন গোয়ালিনী।
সুয়ামী এড়িয়া[৪] যায় ঘরের কামিনী ॥
আর একটা ঔষধ শুনি আছে তার কাছে।
গিরধনির কানে আর কাল-পনা মাছে ॥
কিছু কিছু পেচার মাংস বাটিয়া গুটিয়া[৫]।
তিল পরমাণ বড়ী করে রৌদ্রে শুকাইয়া ॥
এক এক বড়ীর দাম পাচ থুরি[৬] কড়ি।
এরে খাইলে পাগল হয় পাড়ার যত নারী ॥
বাসী জলে বড়ী খায় উঠিয়া বিয়ানে[৭]।
সতী নারী পতি ছাড়ে ঔষধের গুণে ॥ ১—৩২

১ ভাবের ভামিনী = যৌবনের ভাবে ভাবিতা।
২ লুচচা লোকন্দরা = সহচর শব্দ, অর্থ—ইন্দ্রিয়পরায়ণ, চরিত্রহীন।
৩ ঘরতনে = ঘর হইতে; পঞ্চমীর অর্থে কোথাও কোথাও 'থুন' শব্দের প্রয়োগ আছে।
৪ এড়িয়া = ত্যাগ করিয়া।
৫ গুটিয়া = চূর্ণ করিয়া।
৬ থুরি = নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা-বিশেষ।
৭ বিয়ান = বিহান, প্রভাত।

(৩)

কমলা—যৌবনাগমে

দেখিতে সুন্দরী কন্যা পরথম যৌবন
কিঞ্চিৎ করিব তার রূপের বর্ণন ॥
চান্দের সমান মুখ করে ঝলমল।
সিন্দূরে রাঙ্গিয়া ঠুট[১] তেলাকুচ ফল ॥
জিনিয়া অপরাজিতা শোভে দুই আখি।
ভ্রমরা উড়িয়া আসে সেই রূপ দেখি ॥
দেখিতে রামের ধনু কন্যার যুগ্ম ভুরু।
মুষ্টিতে ধরিতে পারি কটিখানা সরু ॥
কাকুনি শুপারি গাছ বায়ে যেন হেলে।
চলিতে ফিরিতে কন্যা যৌবন পড়ে ঢলে ॥
আষাঢ় মাস্যা বাশের কেরুল[২] মাটী ফাট্যা উঠে
সেই মত পাও দুইখানি গজন্দমে[৩] হাটে ॥
বেলাইনে[৪] বেলিয়া তুলছে দুই বাহুলতা।
কণ্ঠেতে লুকাইয়া তার কোকিলে কয় কথা ॥
শ্রাবণ মাসেতে যেন কাল মেঘ সাজে।
দাগল-দীঘল[৫] কেশ বায়েতে বিরাজে ॥
কখন খোপা বান্ধে কন্যা কখন বান্ধে বেণী।
রূপে রঙ্গে সাজে কন্যা মদনমোহিনী ॥
অগ্নি-পাটের শাড়ী কন্যা যখন নাকি পরে।
স্বর্গের তারা লাজ পায় দেখিয়া কন্যারে ॥
আষাইঢ়া জোয়ারের জল যৌবন দেখিলে।
পুরুষ দূরের কথা নারী যায় ভুলে ॥ ১—২২

[১] সিন্দূরে রাঙ্গিয়া ঠুট = সিন্দূররঞ্জিত ঠোঁট। [২] কেরুল = কোঁড়, অঙ্কুর।
[৩] গজন্দম = গজগমন বা গজগতি। [৪] বেলাইন = বেলুন, যাহা দিয়া রুটি প্রভৃতি বেলা হয়
[৫] দাগল-দীঘল = সহচর শব্দ; অর্থ—সুদীর্ঘ। দাগল = ডাগর।

(৪)

কারকুনের প্রেম ও চিকন গয়লানীর শরণ লওয়া

একদিনত না কমলা গো স্নান করিতে যায়।
আগে পাছে সখীগণ চলে পায় পায়॥
যৌবনের ভারে কন্যা সাম্‌নে পড়ে এলি[১]।
এরে দেখ্যা সখীগণ দেয় করতালি॥
জলের ঘাটেতে গেল করি উলা মেলা[২]।
এমন সময়ে কারকুন পন্থে দিল মেলা॥
হাত পাও মাঞ্জিয়া কন্যা সানে বান্দা ঘাটে।
ডুব দিতে যায় গো কন্যা জলের নিকটে॥
জলেতে সুন্দরী কন্যা ফুটা পদ্মফুল।
কন্যারে দেখিয়া কারকুন হইল আকুল॥
লুকাইয়া বকুলের ডালে মিটায় চক্ষের আশ।
যত দেখে তত তার বাড়ে যে পিয়াস॥
ছান[৩] করিতে যেদিন কন্যা যায় গো ঘাটেতে।
কারকুন লুকাইয়া দেখে কদম্ববৃক্ষেতে॥
মনের আগুন মনে জ্বলে না করে পরকাশ।
অন্ধিসন্ধি[৪] করে কত কেমনে মিটে আশ॥

চাকলাদার বাড়ীতে সেই বৃদ্ধ গোয়ালিনী।
ক্ষীর সর লইয়া নিত্যি করে আনিগুনি[৫]॥
গোয়ালিনীর সঙ্গে কন্যার হইল পরিচয়।
মিলিলে দুইজনে কত রসের কথা কয়॥
গোয়ালিনীর অত ভাব কন্যার যে সনে।
আরও কত ওষধপাতি গোয়ালিনী জানে॥

[১] এলি = হেলিয়া।
[২] উলা মেলা = আনন্দোৎসব, তুল° হালা মেলা।
[৩] ছান = স্নান।
[৪] অন্ধিসন্ধি = উপায়-উদ্যোগ।
[৫] আনিগুনি = আনাগোনা, আসা-যাওয়া।

লুকাইয়া দেখা

"কারকুন লুকাইয়া দেখে কদম্ববৃক্ষেতে।।"

কমলা, ১২৬ পৃঃ

তবেত কারকুন শুনি গোয়ালিনীর গুণ।
খাইয়া বাটার পান না লইল চুন ॥
ধীরে ধীরে যায় পরে গোয়ালিনীর বাড়ী।
কারকুনে দেখিয়া কয় গোয়ালের নারী ॥
"কিসের লাগ্যা আইছুইন[১] দুয়ারে অইছুইন খারা[২]।
কাঙ্গালের দুয়ারে আইজ আত্তির কেন পাড়া[৩] ॥"

গোয়ামরি হাসি[৪] তবে কহিছে কারকুন।
"খালি পান খাইয়া আইছি ভাণ্ডে নাই চুন ॥
চুনের লাগিয়া আমি আইলাম তোমার বাড়ী।
সঙ্গে কিন্তু নাই মোর এক কানা কড়ি ॥"

গোয়ালিনী কয় "আমি নাহি বেচী পান।
বিনামূল্যে দেই পান সঙ্গেতে পরাণ ॥
রসিক নাগর পাইলে রসে যাই ভাসি।"
গোয়ালিনীর কথা শুনি কারকুন কয় হাসি ॥
"অত বয়স হইল তোমার নাহি যায় রস।
কত জানি গোয়ালিনী জান রঙ্গরস ॥
তিন কাল গেছে তোমার এক কাল আছে।
কত রঙ্গ শিখ্যাছিলা তোমার গোয়ালের কাছে ॥"

চিকন গোয়ালিনী কয় "শুন কথার নাল[৫]।
মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল ॥
সময়ে বয়স যায় নাহি যায় রস।
মুখের কথায় মোর ত্রিজগত বশ ॥
ফান্দ পাতি চান[৬] ধরি জমীনে থাকিয়া।
আমার গুণের কথা জানে যত ভূঞা[৭] ॥

[১] আইছুইন = আসিয়াছেন। [২] অইছুইন খারা = খাড়া রহিয়াছেন, দাঁড়াইয়া আছেন।

[৩] আত্তির কেন পাড়া = হাতীর কেন পা অর্থাৎ বড়লোকের শুভাগমনের উদ্দেশ্য কি?

[৪] গোয়ামরি হাসি = মৌরীর মত হাসি, পূর্ব্ববঙ্গের চলিত কথা। মৃদু-মধুর হাস্য।

[৫] নাল = মর্ম্ম, ভাব। 'নাল' শব্দ 'লহরী' শব্দের অপভ্রংশ, পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত। যথা 'পাঁচ নাল' বা 'পাঁচ নরী' হার। [৬] চান = চাঁদ। [৭] ভূঞা = ভূম্যধিকারী, বড়লোক।

কি কারণে সন্ধ্যাবেলা আইলা মোর বাড়ী।
কোন কাজের হেতু আইলা কহ সত্য করি।।"

এত বলি গোয়ালিনী দৌড়ী তাড়াতাড়ি।
বৈসনের[১] লাগি দিল নতুন একখান পিড়ি।।
কেওয়া সুপারী খয়ার[২] সাচী পান দিয়া।
গোয়ালিনী কারকুনেরে দিল পান বানাইয়া।।
গুরগুরিতে ভরিয়া তামুক দিল কারকুনেরে।
কারকুন কহিল পরে গোয়ালিনীর হাত ধরে।।

"শুন শুন শুন ওগো চিকন গোয়ালিনী।
তোমার ত যৌবন ছিল জোয়ারের পানি।।
তুমিত রসিক নারী ভাল কইরা জান।
যৌবনে কেমন করে মন উচাটন।।
শুন তোমার কাছে কই মোর মনের কথা।
কমলারে দেখ্যা বড় পাই মনে ব্যথা।।
কেমনে পাইব তারে কও গোয়ালিনী।
কমলারে কৈরে দান রাখ মোর প্রাণী।।
আনইলে[৩] আমার প্রাণ রাখা হইল ভার।
মরিলেও না ছাড়িব তোমার কাছার[৪]।।"

এতেক শুনিয়া তবে কয় গোয়ালিনী।
"এই কথা যেন আমি আর নাই যে শুনি।।
চাকলাদার শুনলে তোমার লইবে গর্দ্দান[৫]।
অকালে বিপাকে যেন হারাইবা প্রাণ।।"
এত শুনি পড়ে কারকুন গোয়ালিনীর পাও।
"সাত পাচ বলি মোর নাহি যে ভারাও[৬]।।

[১] বৈসনের=বসিবার। [২] কেওয়া সুপারী খয়ার=কেয়াফুলে প্রস্তুত পানের মশলা।
[৩] আনইলে=তাহা না হইলে, অন্যথা হইলে। [৪] কাছার=নিকট, সাহচর্য্য।
[৫] গর্দ্দান=স্কন্ধ। [৬] ভারাও=ভাণ্ডাও।

ভাল জানি গোয়ালিনী তোমার ঔষধের গুণ।
তুমি দয়া করলে আমার নিবিব আগুন॥
মার আর কাট লইলাম তোমার আশ্রয়।
কর মোরে বধ যদি সমুচিত হয়॥"
এতেক বলিয়া কারকুন কি কাম করিল।
একশ টাকা গণ্যা গোয়ালিনীর হস্তে তুল্যা দিল॥ ১—৭৬

(৫)

প্রেমলিপির পুরস্কার

কারকুন নিত্যিই পরে করে আনিগুনি।
কিছু কিছু পয়সা কড়ি পায় গোয়ালিনী॥
পরেত কমলার নামে পত্র যে লিখিয়া।
গোয়ালিনীর সঙ্গে কারকুন দিল পাঠাইয়া॥
পত্রেতে লিখিল "কন্যা আরে শুন দিয়া মন।
তোমার লাগিয়া মোর মন উচাটন॥
কির্‌পা কইরা কন্যা একবার চাও মোর পানে।
পরাণে বাচাও মোরে ভরা যৌবন দানে॥
আমার যা আছে তোমায় সব কৈনু দান।
তোমার লাগিয়া পারি ত্যজিতে পরাণ॥
তুমি আমার ধরম করম তুমি গলার মালা।
তোমারে না দেখলে আমার মন হয় যে উতালা॥
প্রাণে বাচাও মোরে কন্যা খাও মোর মাথা।
আমার দুঃখেতে দেখ ঝরে বৃক্ষের পাতা॥"

পত্রখানি গোয়ালিনী গাইটে বান্ধিয়া।
কন্যার মন্দিরে পরে দাখিল হৈল গিয়া॥
সোনার পালঙ্গ পরে সাজুয়া[১] বিছান।
তাহাতে বসিয়া কন্যা খায় গোয়া[২]-পান॥

[১] সাজুয়া = সজ্জিত। [২] গোয়া = গুয়া, গুবাক

নবীন বয়স কন্যা প্রথম যৌবন।
রূপেতে রোসনাই[১] করে চান্দমা[২] যেমন ॥
কাল চিকন কেশে বান্দিয়াছে খোপা।
মালতীর মালা দিয়া বেড়িয়াছে সোপা[৩] ॥
আশ্বিন মাসেতে যেমন পদুমের[৪] কালি।
বসনে ঢাকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি ॥
স্নান করিতে যখন কন্যা জলের ঘাটে যায়।
ঝাড়িয়া মাথার কেশ পায়েতে ফালায় ॥
বাতাসে বসন রঙ্গে যখন উড়ে পড়ে।
ভৃঙ্গ যত উড়িয়া আসি পদ্মফুল ছাইড়ে[৫] ॥
নাকের নিশ্বাসে তার বায়ুতে সুবাস।
চান্দের কিরণ যেমন অঙ্গে পরকাশ ॥
পরথম যৌবন কন্যা সদা হাসিখুসী।
হাসিলে বদনে ফুটে মল্লিকার রাশি ॥
নিতম্ব দেখিয়া তার নিতম্বের তরে।
আসমান ছাড়িতে চান্দ মনে আশা করে ॥
কন্যার কণ্ঠস্বরে কোইলে[৬] পায় লাজ।
দণ্ডে দণ্ডে ধরে কন্যা নানারঙ্গের সাজ ॥

বসিয়া পালঙ্ক উপরে কমলা সুন্দরী।
মালতীর ফুলে মালা গাথে যত্ন করি ॥
হেন কালে গেল তথা চিকন গোয়ালিনী।
গোয়ালিনী দেখি তবে হাসিলা কামিনী ॥
"শুন শুন গোয়ালিনী কই যে তোমারে।
আজিকালি উচিত শিক্ষা দিবাম তোমারে ॥
চোকা দইয়ে[৭] পোকা তোর দুধে দোনা পানি।
এমন বয়স তবু না গেল ভণ্ডামী ॥

[১] রোসনাই = আলো। [২] চান্দমা = চন্দ্রমা। [৩] সোপা = (?)। [৪] পদুম = পদ্ম। [৫] ছাইড়ে = ছাড়িয়ে। [৬] কোইল = কোকিল। [৭] চোকা দই = অম্লরসযুক্ত দধি।

লনীতে ফেনাইয়া উঠে বদ গন্ধ ভারী।
রাজ্যি হইতে খেদাইব দিয়া বেড়াবাড়ী[১] ॥"

গোয়ালিনী কয় "ইহা বয়সের দোষ।
এই দই খাইয়া তুমি হইতা পরিতোষ ॥
আগের যৌবন যদি থাকিত আমার।
এই দই খাইয়া তুমি করিতে বাহার ॥
এক সের দইয়ে দিছি সাত সের পানি।
তবু লোকে ডাকিয়াছে[২] চিকন গোয়ালিনী ॥
চোকা দই খাইয়া লোকে কহিয়াছে মিঠা।
যৌবন হারাইয়া কন্যা হইয়াছে লেঠা ॥
কাছুলা[৩]-ভরা সাচচা দই পাতিল-ভরা সর।
আমার দই খাইয়া লোকে হইয়াছে অমর ॥
বুড়ির দই কিন্যা মোরে কাহন দিছে লোকে।[৪]
কত লোক ভাস্যা গেছে আমার দইয়ের পাকে ॥
মৌমাছির চাক যেমন আছিলাম আমি।
দিনরাতি কানের কাছে মাছির ভনভনি ॥
অখন বয়স গেছে নদী ভাটীয়াল।
পাকা দই চোকা হয় এমন জঞ্জাল ॥
সদ্য করি ননী উঠাই হদ্য যে হইয়া[৫]।
তবু লোকে ঘেন্না করে সেই ননী খাইয়া ॥
দধি না বেচিব আর ছাড়িব বেসাতি[৬]।
শেষ কালে কিষ্ট মোর যা করেন গতি ॥"

[১] বেড়াবাড়ী = হাতে বেড়ি দিয়া। [২] ডাকিয়াছে = ডেকে আদর করিয়াছে।
[৩] কাছুলা = গামছা।
[৪] বুড়ির ... লোকে = এক বুড়ি পরিমাণ কড়ির দই খাইয়া লোকে আমাকে এক কাহন কড়ি দিয়াছে।
[৫] হদ্য যে হইয়া = যথাসাধ্য করিয়া।
[৬] বেসাতি = পণ্য, (এখানে) ব্যবসায়।

দ্বিজ ঈশান ভনে বিপরীত কাণ্ড।
আজি হতে শূন্য হইল এই দধির ভাণ্ড ॥"

তখন গোয়ালিনী কয় মনেতে হাসিয়া।
"এমন বয়সে কন্যা তোমার না হৈল বিয়া ॥
বয়সের দোষে যখন পুষ্প যাবে চলি।
তখন ডাকিলে কন্যা না আসিবে অলি ॥
এমন যৌবন কেন অনর্থে হারাও।
কেমন কঠিন জানি তোমার বাপ-মাও ॥
সময় থাকিতে কন্যা বিলাও ফুলের মধু।
সাধ্যা[১] দিলে কিছু পরে না আসিবে বঁধু[২] ॥
তোমার যৌবন দেখি চিত্তে অনুরাগী।
আবার মরিয়া জন্মি যৌবনের লাগি ॥
এমন যৌবন কেন যায় অকারণ।
বিয়া না করিলে কন্যা না চিন মদন ॥
গাথিয়া ফুলের হার দিবা কার গলে।
তোমার গাথা মালা দেখ্যা দুঃখে অঙ্গ জ্বলে ॥
এমন সুন্দর মালা যাইব শুকাইয়া।
তোমার দুঃখু দেইখ্যা কন্যা আমার কান্দে হিয়া ॥
নিজের মালা নিজে পইরা কেবা সুখী হয়।
এই মতে কাটাইতে কাল উচিত নাহি হয় ॥
তোমার লাইগ্যা কত ভমর পাগল হইয়া ফিরে।
অন্ধকারে বস্যা কন্যা থাকহ অন্দরে ॥
বিয়া যদি হইত তোমার বনদুর্গার বরে।
ভাল দৈ আন্যা দিতাম তোমার নাগরে ॥"

এই কথা শুনিয়া কন্যা মুচকি হাসিয়া।
গোয়ালিনীর কাছে কয় অধস্ক[৩] হইয়া ॥
"শুন শুন গোয়ালিনী বচন আমার।
আমার বিয়ার কথা অতি চমৎকার ॥

[১] সাধ্যা = সাধিয়া। [২] বঁধ = বন্ধু, নাগর। [৩] অধস্ক = অধোমুখ (?)

সংসার হাদমে[1] মোর জোরা নাহি মিলে।
এই যে ফুলের মালা দেহি কার গলে॥

"পূর্ব্বজন্ম-কথা মোর শুন দিয়া মন।
স্বর্গেতে আছিনু মোরা রতি আর মদন॥
শাপেতে পড়িয়া জন্ম মানুষের ঘরে।
মানুষের সাধ্য নাই মোরে বিয়া করে॥
দেখহ আমার রূপ চান্দের কিরণ।
আমারে ভোগিতে নাই মানুষ এমন॥
সেই মনে চিন্তা করি বিরলে বসিয়া।
ধরায় থাকিব কেম্‌নে মদনে ছাড়িয়া॥
কত বিয়ার সম্বন্ধ মোর কয় বাপ-মায়।
মনুষ্যে না হবে বিয়া না দেখি উপায়॥
বিশেষ মদন ঠাকুর কোন দিন আসে।
উত্তর কি দিব বিয়া করিলে মানুষে॥
সেই হেতু চিত্তে ক্ষমা মন কইরাছি দঢ়।
বিয়া না করিব আমি রৈব আইবুড়॥
এমন ফুলের মধু মানুষে না দিব।
মদনের ঘাটে আমি খেওয়া দিয়া খাইব॥"

এই কথা শুইন্যা তবে চিকন গোয়ালিনী।
হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে ভাঙ্গা দেহখানি॥
তাহা দেখি কমলা যে হাসে খলখলি।
রাঙ্গা দেহ ভাঙ্গি তার চুল পড়ে এলি॥

গোয়ালিনী কয় "কন্যা শুন মোর কথা।
সত্য কহিবাম যত না হইবে অন্যথা॥
একদিন দই লইয়া যাই স্বর্গপুরে।
পন্থেতে লাগাল পাই তোমার মদনেরে॥

[1] হাদম = আডাম। যে শব্দ হইতে 'আদমি' শব্দ হইয়াছে, এখানে "সংসার হাদমে" অর্থ সংসারের পুরুষদের মধ্যে।

তোমার লাগিয়া মদন ফিরে পাগল হইয়া।
আশমানের চান্দ যেমন আমারে পাইয়া ।।
মদন কহিছে "তুমি থাক মর্ত্তপুরে।
একদিন নি দেখিয়াছ আমার রতিরে।।
দই-দুধ বেচ তুমি যাও রাজার বাড়ী।
রতির বিরহানলে আমি জইল্যা মরি।।
কও কও দূতি আমার মাথা খাও।
সত্য কথা কও মোরে কিঞ্চিৎ না ভারাও।।"

"আমি কইলাম রতি তোমার রাজার ঘর আলা।
জনম লইয়াছ কন্যা নামেতে কমলা।।
বাড়ীঘরের কথা কইলাম বাপ-মায়ের নাম।
উবুৎ হইয়া[১] মদন করে আমারে পন্যাম।।
একখানি পত্র মদন যত্নেতে লিখিয়া।
যত্ন করি আঁচে[২] মোর দিয়াছে বান্ধিয়া।।
আচল খুলি গাছল[৩] কথা পরীক্ষা যে কর।
তোমার বিরহে মদন করে দড়ফড়[৪]।।
এত কষ্ট করিলাম তোমার লাগিয়া।
স্বর্গপুরে গেছি আমি দধি-দুগ্ধ লইয়া।।
উঠিতে যোজন সিড়ি কমর ভাঙ্গ্যা পড়ে।
আমি বইল্যা গেছি কন্যা অন্যে যাইতে মরে।।
আইন্যাছি মদনের পত্র দেও পুরস্কার।
এত কাম কর্ত্তে বল সাধ্য আছে কার।।"
বক্‌সিস মিলিবে ভাল দ্বিজ ঈশান কয়।
মদনের পত্র পড়া আগে উচিত হয়।।

পত্র খুলিয়া কন্যা পড়িতে লাগিল।
পড়িতে পড়িতে কন্যা ক্রোধেতে জ্বলিল।।

১ উবুৎ হইয়া = হেঁট হইয়া। ২ আঁচ = আঁচল। ৩ গাছল = সত্য।
৪ দড়ফড় = ধড়ফড়; পাখীর ডানার ঝটপট শব্দের অনুকরণে।

পুষ্পবনেতে যেমন লাগিল আগুনি।
শিরে রক্ত উঠে কন্যার অন্তর বাগুনি[১] ॥
মনের গুমর[২] কন্যা মনে লুকাইয়া।
গোয়ালিনীর কাছে কয় হাসিয়া হাসিয়া ॥
"শুন শুন মনের কথা চিকন গোয়ালিনী।
আমার লাগিয়া তুমি পাইলে পেরাশনি[৩] ॥
স্বর্গপুরী গেছ তুমি আমার লাগিয়া।
পুরস্কার দিব আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া ॥
মদন-আগুনে আমি পুড়ি রাত্রদিন।
তোমার কার্য্যেতে আমার ফিরিল সুদিন ॥
তোমার মদন ঠাকুর দেখিতে কেমন।
দেখি নাই কোন দিন সে চাঁদবদন ॥"

গোয়ালিনী কয় তার রূপের বাখান।
"কার্ত্তিক কুমার হেন কথায় নাই আন ॥
চান্দের ছোরত[৪] তার সর্ব্ব অঙ্গে জ্বলে।
তোমায় দেইখ্যা পাগল হইছে সিনানের কালে ॥
বকুলের ডালে বৈসা দেখিছে তোমায়।
তোমার লাগিয়া সদা করে হায় হায় ॥
বাপের বাড়ীর চাকর তোমার হয় সে কারকুন।
একবার কহি শুন তার কত গুণ ॥
নারী মজাইতে তার কত গুণ আছে।
আঁখির ইসারায় কত নারী মজিয়াছে ॥
পিরীতি মজিবে ভাল পানে আর চুনে।
তাহারে ভজিলে কন্যা সুখ পাইবে মনে ॥"

কন্যা বলে "গোয়ালিনী কিবা দিব আর।
মনের মত লও তুমি এই পুরস্কার ॥"

[১] বাগুনি= (?)।
[২] গুমর=ক্রোধমিশ্র অভিমান।
[৩] পেরাশনি=দুঃখ।
[৪] ছোরত=সুরত, রূপ।

এত বলি গলার হার খুলিয়া লইল।
হাসি গোয়ালিনীর কণ্ঠে পরাইতে গেল ॥
গোয়ালিনী ভাবে তার সুদিন উদয়।
বিধাতা মিলাইলা ভাল এই মনে লয় ॥
চুলেতে ধরিয়া কন্যা নিকটে আনিল।
গোয়ালিনীর গালে তিন ঠোকর মারিল ॥
ভাত খাইতে নড়ে দন্ত সাম্নিকের জোরে।
ভূমিতলে পড়ে দাত কন্যার ঠোকরে ॥
চুলেতে ধরিয়া তার শিরে দিল চিল।
পৃষ্ঠেতে মারিল তার পাঁচ সাত কিল ॥
লাথি ভেদা[১] দিয়া তারে মাটিতে ফালায়।
গোসায়[২] ফুলিয়া কেবল উট্টা[৩] মারে গায় ॥
চুলেতে ধরিয়া তার দিল তিন পাক।
লাথি মাইরা গোয়ালিনীর ভাঙ্গিলেক নাক ॥

ফাপরে পড়িয়া তবে চিকন গোয়ালিনী।
কন্যার পায়েতে ধরি চক্ষে বহে পানি ॥
জোরে না কান্দিতে পারে পাছে কেহ শুনে।
কিবা পত্র লেখ্যা ছিল দুরন্ত কারকুনে ॥

কন্যা বলে "শুন লো চিকন গোয়ালিনী।
তিন কাল গেছে তোর না গেল নষ্টামি ॥
বয়সে মজেছ কত নাগরের সনে।
পরকে মজাও কত নানান ভানে[৪] ॥
শূলেতে দিতাম তোরে বাপেরে কহিয়া।
ছাড়িয়া দিলাম তবে অনেক ভাবিয়া ॥
মাছি মারিয়া করি কেনে দুই হাত কালা।
কারকুনের গিয়া কইছ তোর আগছালা[৫] ॥

[১] ভেদা = ঠেলা। গোসা = ক্রোধ।
[৩] উট্টা = চড়। [৪] ভান = ছল।
[৫] কইছ তোর আগছালা = কারকুনকে তোর অবস্থা বলিস্ (কইচ্)।

আমার মন্দিরে তুই না আসিস্ আর।
তা হইলে গর্দ্দান কিন্তু যাইবে আর বার॥
কারকুনে কহিস তার মুখে মারি ঝাটা।
বাড়ীর চাকর হইয়া এত বুকের পাটা॥
পায়ের গোলাম হইয়া শিরে উঠ্‌তে চায়।
বেঙ্গে কবে শুনেছিস্ পদ্মের মধু খায়॥
ইচ্ছা যদি করি তারে দিতে পারি শূলে।
কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুরে কামড় দিলে॥"

চুপি চুপি গোয়ালিনী আসিল বাহিরে।
দন্ত বাহিয়া তার রক্তধারা পড়ে॥
পন্থের লোক জিজ্ঞাসা করে রক্ত কেন দাতে।
গোয়ালিনী কহে মোরে মারিল সান্নিকে॥
আরও লোকে জানিবারে চাহিত খুলাসা।
যতই জিজ্ঞাসা করে তত করে গুসা॥
মর্ম্মকথা কইতে নারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া।
বাড়ী গিয়া কান্দে নারী শিরে হাত দিয়া॥
দ্বিজ ঈশান কয় কিল আর তেল।
একবার পড়িলেই গণ্ডগোল গেল॥ ১—২১৬

(৬)

প্রতিশোধ

সন্ধ্যাবেলা কারকুন তবে কোন কাম করে।
উতলা হইয়া যায় গোয়ালিনীর বাসরে॥
আনচান করে মন কত লাগে ভয়।
কি জানি গোয়ালিনী কোন কথা কয়॥

কারকুনে দেখিয়া গোয়ালিনীর ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে
গালি দিয়া কারকুনেরে যত কথা বলে॥

কারকুনকে দেইখ্যা কয় "আট-কুরীর[১] বেটা।
মোর বাড়ীতে আইলে তোর মুখে মারবাম ঝাটা ॥
তোর লাগিয়া মোর এতেক অপমান।
পুরুষ হইলে তোর কাইট্যা দিতাম কাণ॥
আর একবার যদি আইস আমারে ডাকিয়া।
শূলে দিবাম তোরে আমি কন্যারে বলিয়া॥"

গোয়ালিনীর মুখে শুইন্যা এতেক বচন।
দুঃখিত হইয়া কারকুন ভাবে মনে মন॥
"আর না আসিব ফিরে গোয়ালিনীর বাড়ী।
ছারকার করব চাকলা সাত দিনের আড়ি[২]॥"
তারপর গিয়া দুষ্টা কমলার পাশ।
বলেতে পূরাইবাম নিজ অভিলাষ॥
ঘরের খোন্দলে[৩] কারকুন ভাবে মনে মনে।
বেইজ্জতের পর্তিশোধ[৪] লইবাম কেমনে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া কারকুন কি কাম করিল।
জমিদারের কাছে এক পত্র পাঠাইল॥

রঘুপুরে বাস করে দয়াল জমিদার।
তার অধীনে এই মানিক চাকলাদার॥
তার অধীনে কারকুন করিয়া চাকরী।
মনে মনে ফন্দি আঁটে দিতে গলায় দড়ি॥

পত্র

"পরথমে পন্নাম করি ধর্ম্ম অবতার।
তার পর নিবেদন শুনখাইন[৫] আমার॥

[১] আট-কুরী=আটকুড়ি, আট জায়গায় যে কুড়াইয়া খায়; ভিক্ষুক, পর-প্রত্যাশী, হীন, অপুত্রক।

[২] আড়ি=অন্তরে।

[৩] খোন্দল=কোণ (?)।

[৪] বেইজ্জতের পর্তিশোধ=অপমানের প্রতিশোধ।

[৫] শুনখাইন=শুনকান, শুনুন।

চাকলাদার পাইছে ধন মাটি যে খুড়িয়া।
সাত ঘড়া মোহর কেবল গনিয়া বাছিয়া।।
না জানায় এই কথা মালিক গোচরে।
জমিদারের ধন আইন্যা রাখছে নিজ ঘরে।।" ১—৩২

(৭)

জমিদার কৃত নিগ্রহ

পত্র পাইয়া জমিদার কোন কাম করিল।
চাকলাদারে আনিবারে পাইক পাঠাইল।।
হাজারে বেজারে লোক বাড়ী যে ঘেরিয়া।
মানিকে বান্ধিয়া নিল পিছমোড়া দিয়া।।

চাকলাদারে জিজ্ঞাসা করিল জমিদার।
"কত ধন পাইয়াছ কিবা সমাচার।।"

হুজুরে মানিক কয় অবাক্কি হইয়া[১]।
"এতেক জুলুম মোরে কিসের লাগিয়া।।
কে কহিল, ধন পাইয়াছি কোথায়।
কিসের লাগিয়া মোর ঘটল এমন দায়।।"

এত শুনি জমিদারের ক্রোধে অঙ্গ জ্বলে।
মানিকে বান্ধিয়া তবে রাখে খুন-শালে[২]।।

এ দিকে হইল কিবা শুন মন দিয়া।
কারকুনে আটিল ফন্দি মনেতে ভাবিয়া।।
বেড়ায় ভাঙ্গিতে যেমন চোরের হয় মন।
এক বেড়া কমলার ভাই সে সুধন।।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কারকুন কয় সুধনেরে।
"জমিদারে বাইন্ধ্যা নিছে তোমার বাপেরে।।

[১] অবাক্কি হইয়া=নির্ব্বাক্, এখানে 'আশ্চর্য্য'।

[২] খুন-শালে=যে ঘরে গুপ্তহত্যা ইত্যাদি অত্যাচার চলিত সেখানে।

শুন শুন সুধনরে শুন মোর কথা।
পিতারে বাইন্ধ্যা তোমায় দিছে বড় ব্যথা ॥
হাতে গলায় বাইন্ধ্যা তার বুকে দিছে পাটা।
শয্যায় বিছাই দিছে মনকাকরের কাটা[১] ॥
কুপুত্র হইলা তুমি কিসের কারণ।
পিতার উদ্ধারকার্য্যে নাহি দেও মন ॥
পিতার লাগিয়া দেখ শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
চৌদ্দ বছর ভরা গোয়াইল[২] বনে ॥
পিতার আদেশ পাইয়া পুত্র পরশুরাম।
মায়েরে মারিয়া রাখে বাপের সম্মান ॥
শ্রীমন্ত পাটনে[৩] গেল বাপেরে আনিতে।
ঘরেতে বসিয়া তুমি থাক কি জন্যেতে ॥
শীঘ্র করি যাও তুমি জমিদারের বাড়ী।
সত্বর আন তুমি পিতায় উদ্ধারি ॥
কয় খান মোহর দিয়া জানাইও প্রণাম।
পিতার উদ্ধার তোমার জানাইও কাম ॥"

এহি মতে সুধনরে বাড়ী ছাড়াইল।
জমিদারের বাড়ী গিয়া সুধন দাখিল হইল ॥
জমিদারে দেখ্যা সুধন করিল প্রণাম।
মোহরের থলি দিয়া কৈল নিজ নাম ॥

তার পরে কহিল "সুধন আইলা কি কারণ।"
বিনা দোষে হৈল তার পিতার বন্ধন ॥
এই কথা শুন্যা পরে জমিদার কয়।
"যত মোহর পাইছ তার সমুদয় দেও ॥
তার পরে করিয়া যে উচিত বিচার।
পরেত ছাড়িব জান্য[৪] পিতারে তোমার ॥

[১] মনকাকরের কাটা = একরূপ গাছের কাঁটা। [২] গোয়াইল = গত করিল, যাপন করিল।
[৩] পাটনে = পত্তন শব্দের অপভ্রংশ। [৪] জান্য = জানিও।

তোমার বাপে পাইছে ধন মাটী খুড়িয়া।
নিজে ভোগ করে ধন আমারে ভাঁড়াইয়া ॥"

পায়েতে ধরিয়া সুধন কহিল "হুজুর।
মিছা রটনা হইল নহি আমরা চোর ॥"
এই কথা জমিদার যখন শুনিল।
পাষাণ চাপিতে বুকে হুকুম করিল ॥
"পিতাপুত্রে এক সঙ্গে দেও পাষাণ-চাপ।
মোহর না দিলে জান্য নাহি ইতে[১] মাপ ॥" ১—৫২

(৮)

কারকুনের চাকলাদারী

এই কথা শুনিয়া কারকুন হরষিত মনে।
উগাইল[২] যত খাজনা ডাক্যা প্রজাগণে ॥
পাঠাইয়া সেই খাজনা জমিদার-গোচরে।
চাকলাদারীর লাগি আর্জি করে সুবিস্তরে[৩] ॥

খাজনা পাইয়া জমিদার খুসী যে হইয়া।
চাকলাদারীর সনদ একখান দিল যে পাঠাইয়া ॥

সনদ পাইয়া কারকুন কি কাম করিল।
কমলার ঘরে গিয়া দাখিল যে হইল ॥
কমলারে ডাকি কয় "শুন গো সুন্দরী।
আইজ হইতে হইল আমার এই চাকলাদারী ॥
তোমার সঙ্গে মোর যদি বিয়া হয়।
সুখেতে থাকিবা কন্যা কইলাম সমুদয় ॥
মনের সুখেতে করবা মোর চাকলাদারী।
চিরদিন করবাম আমি তোমার চাকুরী ॥

[১] ইতে=ইহাতে। [২] উগাইল=উসুল করিল।
[৩] সুবিস্তরে=সমস্ত বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিখিয়া।

আমায় বিয়া করলে চিত্তে পাইবা বড় সুখ।
নৈলে গাছের পাতা ঝরব দেখ্যা তোমার দুঃখ॥
চিত্তে বুঝি দেখ যদি কর ইতে আন।
মোর বাড়ী ছাড়াইয়া জলদি করহ প্রস্থান॥"

এই কথা শুনিয়া কমলা কয় কারকুনেরে।
"শুনছ নি[১] কেউ করে বিয়া নরপিচাশেরে॥
আমার বাপের লুন খাইয়া বাচিলা পরাণে।
তার গলায় দিতে দড়ি না বাঝিল[২] প্রাণে॥
পরাণের সোদর ভাইয়ে দুঃখ যেই দিল।
মুখে মারি ঝাটা তার পিঠে লাথি কিল॥
বনে জঙ্গলায় থাকবাম নাহি ইতে ডর।
তবু নাই সে করবাম এমন রাক্ষসার ঘর॥
মায়ে ঝিয়ে ভিক্ষা মাগ্যা খাইব নগরে।
তিলেক না রইব আর রাক্ষসের ঘরে॥
পায়ের গোলাম তুই পায়ের নফর।
চরণে আছস বান্ধা হৈয়া চাকর॥
কি আর কহিব তরে[৩] পশুর অধম।
মাথায় তুল্যা কেবা লয় পায়ের খরম॥
বাপ ভাই দেশে থাকত কইতে এমন কথা।
কোটালে ডাকিয়া তোর কাটিতাম মাথা॥
তেকাটিয়া[৪] পথে নিয়া দিতাম তোরে শালে।
বিধি শুনাইলা কথা আছিল কপালে॥"

এই কথা বলিয়া কমলা কি কাম করিল।
আন্দি সান্দি দুই ভাইয়ে খবর যে দিল॥
তারা দুই ভাইয়ে করে সোয়ারীর কাম[৫]।
মায়ে ঝিয়ে লইয়া তারা গেল মামার ধাম॥ ১—৪৩

[১] শুনছ নি=শুনেছ কি। [২] বাঝিল=বাধিল। [৩] তরে=তোরে।
[৪] তেকাটিয়া=তেমাথা। [৫] সোয়ারীর কাম=পাল্কি ডুলির কাজ, বাহকের কর্ম।

(৯)

কলঙ্ক-রটনা

শুনিয়া আছয়ে কমলা মামার যে বাড়ী।
মামারে লিখিল পত্র অতি শীঘ্র করি ॥
"শুন শুন শুন ওগো তোমার ভাগিনী।
পরপুরুষে মইজে হইল কলঙ্কিনী ॥
তুমি যদি রাখ তারে আদর করিয়া।
পঞ্চাইতে রাখিব তোমার বাছ[১] যে করিয়া ॥
নাপিতে ছাড়িব তোমার ছাড়িব ঠাকুরে।
এক ঘইরা হইবা তুমি কইলাম সুবিস্তরে ॥
চাড়াল বেটার লাগ্যা কমলা হইল পাগল।
কামেতে মাতিয়া দুষ্টা ভাসাইল কুল ॥
কলঙ্কিনী হৈল তার গেল কুলজাতি।
এই পাপের নাহি জান্য পরাচিত্তির পাতি[২] ॥
বাপের কুল ভাসাইয়া গেল তোমার বাড়ী।
তোমার বাড়ী হইতে তারে খেদাও শীঘ্র করি ॥
আর শুন কই তোমারে শুন মন দিয়া।
কিবা হুকুম দিল জমিদার শুনিয়া ॥
কলঙ্কিনী কমলারে যেবা দিবে স্থান।
জন বাচছা[৩] সহিতে তার যাইব গর্দ্দান ॥"

পরবাসে থাইক্যা মাতুল এই পত্র পাইয়া।
বাড়ীতে লিখিল পত্র শীঘ্রগতি হইয়া ॥
কমলার মামীর কাছে পত্র যে লিখিল।
এবারত[৪] লেইখ্যা যত কুচছা যে করিল ॥
"পরবাসে থাইক্যা শুনলাম দুইয়ে মায়ে ঝিয়ে।
আমার বাড়ীতে আছে কিসের লাগিয়ে ॥

[১] বাছ=একঘরিয়া, পতিত।
[২] পরাচিত্তির পাতি=প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাপত্র।
[৩] জন বাচছা=পরিজন ও পুত্রাদিসহ।
[৪] এবারত=ভাষার ইঙ্গিত বা পাঠ।

কুমারী হইয়া কন্যা ভাঙ্গাইল জাতি।
পর না পুরুষের[1] ভজ্যা এত না দুর্গতি॥
বিয়া না হইতে কন্যা কুল মজাইল।
ভাড়াই[2] নাগর সঙ্গে ঘরের বাইর হইল॥
এমন কন্যারে তুমি ঘরে নাহি দিবে স্থান।
ঘরের বাহির কইরা দিবা কইরা অপমান॥
এক দণ্ড যেন নাহি থাকে মোর ঘরে।
চুলে ধইরা ঘরের বাহির কইরা দিবা তারে॥
সমাজে না লইবে মোরে কমলা থাকিলে।
পতিত হইয়া রইব মজ্‌ব জাতিকুলে॥"

এই পত্র পাইয়া মামী কি কাম করিল।
পত্র প'ড়িয়া তবে ভাবিতে লাগিল॥
"সাক্ষাৎ ভাগিনী আর অবিয়াত[3] কুমারী।
কেমন কইরা দেই তারে ঘরের বাহির করি॥
জাতিকুল লইয়া কন্যা যাবে কার কাছে।
এমন কমলার ভাগ্যে এত দুঃখ আছে॥
মায়ে ঝিয়ে কান্‌বে[4] যখন কিবা কইবাম কথা।
এমন কোমল প্রাণে কেমনে দিব ব্যথা॥"
ভাবিয়া চিন্তিয়া মামী কোন কাজ করে।
পত্রখানা ফেইল্যা রাখে সেজের[5] উপরে॥ ১—৪৪

(১০)

কমলার গৃহত্যাগ

সন্ধ্যাবেলা ঘরে গেল কমলা সুন্দরী।
সেজের উপরে দেখে পত্রখানা পড়ি॥

১ পর না পুরুষ = পর-পুরুষ। ২ ভাড়াই = 'ভাড়াই' নায়ক।
৩ অবিয়াত = অবিবাহিত। ৪ কান্‌বে = কান্দিবে। ৫ সেজ = শয্যা।

পত্র পড়ি চক্ষের জলে ভাসিছে কমলা।
"এত দুঃখ ভাগ্যে মোর বিধি লিখেছিলা॥
বিদেশে হইল বন্দী বাপ আর ভাই।
কত দুঃখ পাইয়া আমি মামার বাড়ী যাই॥
বাপের বাড়ীর যত ধন লুটিল ডাকাতে।
এতেক অপমান পাইলাম কারকুনের হাতে॥
বিপাকে পড়িয়া আইলাম মামার বাড়ী।
কিছুকালে পূর্ব্বদুঃখ গেছিলাম পাশরি॥"

পড়িতে পড়িতে কন্যার চক্ষে বহে পানি।
সম্মুখে যে আইল তার কি কালরজনী॥
"চন্দ্রসূর্য্য ডুইব্যা গেছে আন্ধাইর সংসার।
এক দণ্ড এই ঘরে না থাকিব আর॥
বাপে জন্ম দিয়া থাকে যদি হই সতী।
বিপদে করিবে রক্ষা দুর্গা ভগবতী॥
জলে ডুবি বিষ খাই গলে দেই কাতি।
মামার বাড়ী না থাকিব দণ্ড দিবা রাতি॥"

যা করেন বনদুর্গা মনে মনে আছে।
একবার না গেল কন্যা আপন মায়ের কাছে॥
একবার না গেল কন্যা মামীর সদনে।
একবার না চাইল কন্যা মায়ের মুখপানে॥
একবার না ভাবিল কন্যা জাতিকুলমান।
একবার না ভাবিল কন্যা পথের আন্ধান[১]॥
একবার না ভাবিল কন্যা কি হইবে আমার গতি।
একলা পন্থেতে পড়ি কি হবে দুর্গতি॥
একবার না ভাবিল কন্যা আশ্রয় কেবা দিবে।
সন্ধ্যাবেলা তারা ফুটে সূর্য্য ডুবে ডুবে॥
এমন সময় কন্যা কোন কাম করে।
বনদুর্গা স্মরি কন্যা পন্থে মেলা করে॥

[১] আন্ধান=সন্ধান (?)।

আঁখিজলে ভরে কন্যা নাহি দেখে পথ।
বারে বারে চক্ষু মুছে নাহি চলে রথ ॥

(১১)

মহিষালের গৃহে

হাটিয়া অভ্যাস নাই যৌবনের ভারে।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে চলিতে না পারে ॥
হাওরে পড়িল তথা নাহি লোকজন।
বিধাতা শুনিলা বুঝি তাহার কান্দন ॥
এক বৃদ্ধ মইষাল[১] যে মইষ লইয়া যায়।
পন্থে পড়ি কমলা তাহার লাগ পায় ॥
"অগতির গতি তুমি তুমি ধর্ম্মের বাপ।
সংসার ছাইড়া আইছি পাইয়া বড় তাপ ॥
এত দুঃখ নাহি জানি আছিল কপালে।
আজি রাতি কর যাগা[২] তোমার গোয়ালে ॥
ভাতপানি নাহি চাই তোমার সদনে।
আঞ্চল বিছাইয়া থাকবাম গোয়াইলের কুণে[৩] ॥"

অপরূপ রূপ দেখি মইষাল ভাবিল।
লক্ষ্মী বুঝি ছলিবারে আমারে আইল ॥
"ভাল পূজা দিবাম মাগো আইস আমার ঘরে
অচলা হইয়া থাকবা আমার না ঘরে ॥
ধনে পুত্রে বর দেও বারুক সম্পদ।
তোমার কৃপায় ঘুচুক বালাই আপদ ॥
বিয়ানী[৪] মইষে দেউক তিনগুণ দুধ।
আমার ঘরে থাক মাগো রাইখ্যা অনুরোধ ॥'

১ মইষাল = মহিষওয়ালা, মহিষরক্ষক।
২ যাগা = যায়গা, স্থান।
৩ কুণে = কোণায়।
৪ বিয়ানী = যে প্রসব করিয়াছে।

এতেক কহিয়া মইষাল ঘরে লইয়া যায়।
সন্ধ্যাকালের বাত্তি কন্যা গোয়ালে জ্বালায়॥
তিন দিন রইল কন্যা মইষালের বাসে।
সর্ব্বকর্ম্ম করে কন্যা মনের হরষে॥
সন্ধ্যাকালে জ্বালে বাত্তি গোয়ালে দেয় ধুমা।
মইষালের লাগ্যা পাতে খড়ের বিছানা॥
তিন বেলা ভাত রান্ধি খাওয়ায় মইষালেরে।
সর্ব্বকর্ম্ম করে কন্যা মইষালের ঘরে॥
বাথানে থাকিয়া মইষাল মহিষ চড়ায়।
বাড়ীতে আসিয়া মইষাল তৈয়ার ভাত খায়॥
গামছা-বান্ধা দই কন্যা যতনে পাতিয়া।
উলায় খই দিয়া খাওয়ায় সাম্নে খাড়া হইয়া॥
কমলার যত্নে মইষাল সর্ব্বদুঃখ ভুলে।
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান হইল তাহার গোয়ালে॥

(১২)

নূতন অতিথির কমলাকে লইয়া যাওয়া

এক দিনের কথা সবে শুন দিয়া মন।
কোড়া শিকারে আইল শিকারী একজন॥
কোন দেশের শিকারী গো কোথায় বাড়ীঘর।
রূপে গুণে দেখি তারে দেবের কোঙর[১]॥
সোনার অঙ্গেতে তার সোনার সাজন।
দেখলে মনে হয় তারে রাজার নন্দন॥

সন্ধ্যাবেলা মইষাল বাথান[২] হইতে আসে।
কাত্তিক দেখিল যেন দাড়াইয়া পাশে॥

[১] কোঙর = কুমার। [২] বাথান = গোচারণের মাঠ।

"বড় মেন্নুত[১] পাইয়া আইছি দেও একটু পানি।
পানির লাগিয়া মোর যায় যে পরাণি॥"
টুপায়[২] করিয়া জল কমলা আনিল।
জল না খাইয়া কুমার শীতল হইল॥

পরিচয়-কথা কুমার কহে মইষালেরে।
"বিপাকে পড়িয়া আমি আইলাম তোমার ঘরে॥
তোমার ঘরে আইসা দেখি বুঝিতে নাহি পারি।
আমারে যে দিল জল এইবা কোন নারী॥
সন্ধ্যাকালের তারা কিম্বা নিশাকালের চান্দ।
লক্ষ্মীরে জিনিয়া রূপ দেইখ্যা লাগে ধন্দ॥
কার কন্যা কিবা নাম কোন দেশেতে বাড়ী।
অনুমানে বুঝি কোন রাজার কুমারী॥
কিবা কহ মইষাল তুমি কোন দেবতার বরে।
চান্দ হেন কন্যা তোমার জন্মিলেক ঘরে॥
বিয়া হইয়াছে কিবা রইয়াছে কুমারী।
সত্য পরিচয় মোরে কহ শীঘ্র করি॥"

মইষাল কহিছে কথা "ধর্ম্ম অবতার।
বাপ-মার নাম আমি নাহি জানি তার॥
কোন দেশেতে বাড়ী তার কোন দেশেতে ঘর।
সঠিক না দিতে পারি সকল উত্তর॥
সদয় হইয়া লক্ষ্মী দেবী দিলা দরশন।
তাঁরে পাইয়া মোর হইল সফল জীবন॥
যে দিন হইতে আমি পাইয়াছি মায়।
দধিদুগ্ধ বাড়িয়াছে মায়ের কৃপায়॥
বাথানের বন্ধ্যা মইষ হইয়াছে গাভীন।
মায়ের কৃপায় মোর হইয়াছে সুদিন॥"

১ মেন্নুত = মেহনৎ, পরিশ্রম। ২ টুপা = জলপাত্র।

শিকারী কহিছে "মইষাল মোর কথা ধর।
এই কন্যা দেও মোরে লইয়া যাই ঘর॥
মণিমুক্তা দিব তোমায় ধামাতে মাপিয়া।
চৌদ্দ পুরা জমি দিব বাপেরে কহিয়া॥"

কান্দিয়া মইষাল কয় "মোর ধনে কাজ নাই।
মায়েরে ছাড়িলে আর মোর বাঁচা নাই॥
রাঙ্গাচরণ পাইয়াছি অন্নে না ছাড়িব।
ক্ষীরসর দিয়া আমি জন্ম ভরা পূজব॥
এক দণ্ড না দেখিলে সংসার অন্ধকার।
তিলেক ছাড়িলে মায়ে না বাঁচিব আর॥"

যত কথা কহে কুমার মইষাল না মানে।
কি যেন লাইগাছে দাগা মইষালের প্রাণে॥

অনেক হইল বুঝা-পড়া দিনের হইল শেষ।
কন্যারে লইয়া কুমার যাইব আজি দেশ॥
কান্দিয়া মইষাল কয় "শুন মোর মাও।
অন্তকালে দিও মোরে রাঙ্গা দুটি পাও॥
বড় দুঃখ পাইছ মাগো থাকি মোর ঘরে।
মনেতে রাখিও মাগো এই অভাগারে॥
ধনরত্ন না চাই আমি না চাই জমীবাড়ী।
অন্তকালে দিও মাগো তোমার চরণতরী॥"

মইষালের চক্ষের জলে উলা[১] বাথান ভাসে।
কন্যারে লইয়া কুমার গেল নিজ দেশে॥

(১৩)

প্রদীপকুমার ও কমলা

সন্ধ্যাকালেতে কন্যার ঘরের দীপ জ্বলে।
মায়ের কথা স্মরণ কইরা ভাসে চক্ষের জলে।

[১] উলা = উলাখড়ের বাথান (পুস্কর)।

এন[১] কালেতে প্রদীপকুমার কোন কাম করে।
ধীরে ধীরে গেল কুমার কন্যার মন্দিরে ॥
পালঙ্কে বসিয়া কন্যা চিন্তে মায়ের কথা।
এমন সময় কুমার গিয়া উপচিল[২] তথা ॥
"আজি কালি করি কন্যা কত বা ভারাও।
পরিচয়-কথা ক'ও মোর মাথা খাও ॥
দেখিয়া তোমার রূপ হইয়াছি পাগল।
দিবানিশি দেখি কন্যা তোমার চক্ষের জল ॥
মুছিলে না মুছে আঁখি কান্দ কোন দুঃখে।
বিয়া কইরা কন্যা মোরে থাক মনের সুখে ॥
যে দিন হইতে দেখছি তোমায় মইষালের ঘরে।
জীবন-যৌবন সইপ্যা দিছি কন্যা তোমার করে ॥
কোড়া শীকারে আর নাহি যাই আমি।
তোমার লাগিয়া উদাসী হইলাম আমি ॥
বাগ-বাগীচা ফুলের শোভা চক্ষে নাহি লাগে।
পাগল হইয়াছি কন্যা তোমার অনুরাগে ॥
তুমি আমার চন্দ্রসূর্য্য তুমি নয়নতার।
তুমি আমার মণিমুক্তা তুমি গলার হার ॥
তিলেক ছাড়িয়া তোমায় নাহি বাচে প্রাণ।
তোমায় না পাইলে কন্যা ত্যজিব পরাণ ॥
তুমি যদি ছাড় কন্যা আমি না ছাড়িব।
পায়ের গুঞ্জরী[৩] হইয়া পায়েতে থাকিব ॥"
দ্বিজ ঈশান ভনে এই মদনের বান।
বাজিছে উভের মনে তাতে নাহি আন ॥

বিয়ানবেলা যায় কুমার সন্ধ্যাবেলা আসে।
দিনের মধ্যে তিন বার পরিচয় জিজ্ঞাসে ॥

[১] এন = হেন। [২] উপচিল = উপস্থিত হইল।
[৩] গুঞ্জরী = গুজরী, পদাভরণবিশেষ।

কন্যা বলে "পরিচয় এক দিন দিব।
যে দিন সুদিন মোর সম্মুখেতে পাব॥
সত্য কইরাছ তুমি মইষাল বন্ধুর কাছে।
তোমার সে সত্য কথা মনে কিনা আছে॥
বলে না করিবা তুমি মোর পরিচয়।
আমার যত কথা তোমায় জান্‌তে উচিত হয়॥
সবুর করহ তুমি কিছু কাল রইয়া।
পরিচয়-কথা কইব সুদিন পাইয়া॥"

এইরূপে কুমার যে প্রতিদিন আসে।
বিফল হইয়া ফিরে আপনার বাসে॥
অন্তরে মন্তর কলি নাহি ফুটে মুখ। [১]
ভৃঙ্গ যেমন উড়ে যায় মনে পাইয়া দুঃখ॥
এইরূপ করিয়া যে তিন মাস গেল।
একদিন রাজপুরে বাদ্য যে বাজিল॥

(১৪)

নরবলি

"কিসের বাদ্য বাজে আজি রাজার পুরীর মাঝে।"
"নরবলি দিয়া রাজা রক্ষাকালী পুজে॥"
"কেবা নর কিসের পূজা কারে দিবে বলি।"
পরিচয়-কথা কন্যা শুনিল সকলি॥
বাপ-ভাই বলি হবে কান্দে চন্দ্রমুখী।
কমলার কান্দনে কান্দে পশুপাখী॥
হেনকালে প্রদীপকুমার কোন কাম করে।
শীঘ্রগতি ধাইয়া যায় কন্যার মন্দিরে॥

[১] অন্তরে---মুখ=অন্তরে যে কথা মন্ত্রের মত জপ করিতেছে, পুষ্পকলি মনের সে কথা মুখ ফুটিয়া বলে না।

"আজি কন্যা শুন এক আচরিত[১] কথা।
নরবলি দিয়া বাপে পূজে রক্ষাকালী মাতা॥
তুমি আমি দুই জনে যাব সেইখানে।
দেখিব সে নরবলি সানন্দিত মনে॥"

"কোথা হইতে আনল নর কত ধন দিয়া।"
জিজ্ঞাসা করিল কন্যা দুঃখ যত হিয়া॥

একে একে কহে কুমার পরিচয়-কথা।
মনের আগুন লুকায় কন্যা পাইয়া বড় ব্যথা॥
বাপ-ভাইয়ের কথা শুইন্যা কন্যার ঝরে আঁখি।
ঝরিল চক্ষের জল দেখি বা না দেখি॥

"আজি কুমার দিব আমি সত্য পরিচয়।
একত নালিস মোর শুনতে উচিত হয়॥
গাহিব দুঃখের গান ধর্ম্মসভার কাছে।
কিন্তু এক কথা মোর শুনিবার আছে॥
হলিয়া গ্রামেতে সেই চাকলাদারের বাড়ী।
তাহার কারকুনে তুমি আন শীঘ্র করি॥
আদ্ধি সাদ্ধি দুই ভাই পাল্কী বইয়া যায়।
তাহারে ডাকিয়া আন পরিচয়ের দায়॥
সেই গ্রামে আছে এক চিকন গোয়ালিনী।
তাহারে আন হেথা সাক্ষী করি আমি॥
ইঙ্গিতে আনিতে কন্যা বলয়ে মাতুলে।
পরিচয়-কথা কন্যা নাহি বলে খুলে॥
মামীরে আনিতে কন্যা কুমারে কহিল।
এহাতেও কন্যা নাহি পরিচয় দিল॥
মইষাল বন্ধুরে হেথা আন শীঘ্র করি।
আমারে পাইয়া ছিলে তুমি যার বাড়ী॥
সকলে হাজির কর ধর্ম্মসভার ঠাঁই।
পরিচয়-কথা মোর সভাতে জানাই॥

[১] আচরিত = আশ্চর্য্য।

(১৫)

বারমাসী

"কৈয়াম[১] কৈয়াম প্রাণের কথা সভাজনের কাছে।
অভাগী কমলার ভাগ্যে এত দুঃখ আছে॥
সাক্ষী আমার চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী দেবগণ।
সাক্ষী আমার তরুলতা সাক্ষী পশুগণ॥
মায়ের মন্দিরে আমি সাক্ষী করি তারে।
আগুন-পানি সাক্ষী আমার ডাকি সর্ব্ব দেবতারে॥
কার্ত্তিক-গণেশ সাক্ষী লক্ষ্মী-সরস্বতী।
জগতের মাতা সাক্ষী দেবী ভগবতী॥
ইন্দ্র-যম সাক্ষী মোর সাক্ষী বসুমাতা।
এই সকলে সাক্ষী কইরা কই মোর দুঃখের কথা॥
বনের সাক্ষী বনদুর্গা সদায় পূজা করি।
জমীনে সাক্ষী যত কহি সুবিস্তারি॥
পইলা[২] সাক্ষী মাতা-পিতা দেবতার সমান।
দোহার চরণে করি সহস্র প্রণাম॥
গর্ব্ভসোদর ভাই সাক্ষী সাক্ষী করি তারে।
আর সাক্ষী করি আমি এই কারকুনেরে॥
চিকন গোয়ালিনী সাক্ষী ভাঙ্গা দন্ত যার।
মামা-মামী সাক্ষী করি সম্বন্ধে আমার॥
সন্ধ্যাকালের তারা সাক্ষী সাক্ষী আখির পানি।
আর সাক্ষী হাতে আমার মামার পত্রখানি॥
গলুর গোষ্টি[৩] সাক্ষী আমার মৈশাল বন্ধু ছিল।
সন্ধ্যাকালে বাপের মত মোরে আশ্রা[৪] দিল॥
তার পরে সাক্ষী আমার রাজার কুমার।
যাহার কারণে আমি পাইলাম নিস্তার॥

[১] কৈয়াম = কহিব। [২] পইলা = প্রথম।
[৩] গলুর গোষ্টি = গয়লা-জাতীয় (?)। [৪] আশ্রা = আশ্রয়।

প্রাণের পতি সে আমার প্রাণের দেবতা।
সবাই কহিব আমি মোর প্রাণদাতা ।।

"জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠি দিন শুক্রবার যায়।
কালামেঘে করে সাজ আসমানের গায় ।।
রাত্রিশেষে জন্ম লয় এই অভাগিনী।
কমলা রাখিল নাম আদরে জননী ।।

"এক দুই মাস করি তিন বছর গেল।
গর্ভসোদর ভাই জনম লইল ।।
পূর্ণিমার চান্দ যেমন দেখি মায়ের কোলে।
সর্ব্বদুঃখ দূর হইল জনমের কালে ।।
কোলে করি কাকে করি করি দোলা-খেলা[1]।
এইরূপে যায় দিন শৈশবের বেলা ।।
ভাই আমার নয়ন-তারা মাও আদরিণী।
বাপ আমার চক্ষের মণি দেহের পরাণী ।।

"এক দুই করি দেখ তের বছর যায়।
আমার বিয়ার কথা কয় বাপ-মায় ।।
এক দিনের কথা মোর শুন সভাজন।
কোন বিধি লিখিল আমার দুঃখের লিখন ।।
ধর্ম্ম অবতার রাজা ধর্ম্মে তোমার মতি।
আমার দুঃখের কথা কর অবগতি ।।
আইল যৌবন-কাল অঙ্গে জলে সোনা।
একেলা যাইতে জলে মায় করে মানা ।।
বসনে ভূষণে মন ঘন কাপে হিয়া।
দীঘল চুল বান্ধি আমি চাম্পাফুল দিয়া ।।
কেশে মাখি গন্ধতৈল সিনানের বেলা।
আবের কাকই[2] হাতে লইল কমলা ।।

[1] দোলা-খেলা = দোলার উপর ঝুলানো।
[2] আবের কাকই = অভ্রের চিরুণী।

আচরি বিচরি[1] চুল সখীগণ সঙ্গে।
জলের ঘাটেতে নিত্যি যাই মনের রঙ্গে॥
নিত্যি নিত্যি করি ছান[2] সানে বান্ধা ঘাটে।
কেও না আসিতে পারে তাহার নিকটে॥
আমি কি জানিরে ভাগ্যে এত দুঃখ ছিল।
একত দিনের কথা কহিতে হইল॥

"হাসিয়া খেলিয়া দেখ পৌষ মাস যায়।
পোষ মাসের পোষা আন্দি[3] সংসারে জানায়॥
সকলের ছোট বোন পোষ মাস হয়।[4]
চোক মেলাইতে দেখ কত বেলা হয়॥
ভোরেতে উঠিয়া করি বনদুর্গার পূজা।
দুপরিয়া বেলাতে করি সিনানের সাজা[5]॥
গন্ধতৈল মাখিলাম কেশের বাহার।
গলা হইতে খুলিলাম হীরামতির হার॥
সোনার কলসী কাঁকে সঙ্গে সখীগণ।
জলের ঘাটেতে যাই সানন্দিত মন॥
কোন সখী হাসে নাচে কোন সখী গায়।
রঙ্গে ঢঙ্গে সব সখী জলের ঘটে যায়॥
চরণে ঠেকিল মাটী বাধা পড়ে পথে।
আজি কেন হিয়া মোর কাপিল চলিতে॥
আগে যদি জানি আমি পন্থে কাল সাপ।
বাহির হইয়া কেন পাইবাম এত তাপ॥
এইত স্থানেতে আমি কারকুনে সাক্ষী করি।
তার পরে হইল কিবা কহি সবিস্তারি॥

"পোষ গেল মাঘ আইল শীতে কাপে বুক।
দুঃখীর না পোহায় রাতি হইল বড় দুঃখ॥

[1] আচরি বিচরি = প্রসাধন করিয়া। [2] ছান = স্নান।
[3] পোষা আন্দি = পৌষের কুয়াসায় অন্ধকার। [4] সকলের - - - - হয় = পৌষের দিন ছোট বলিয়া এই মাসকে বার মাসের মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ বলা হইয়াছে।
[5] সিনানের সাজা = স্নানের সজ্জা।

শীতের দীঘল রাতি পোহাইতে না চায়।
এইরূপে আস্তেব্যস্তে মাঘ মাস যায়।।
এক দিনের কথা বলি কি কাম হইল।
দধির পশরা লইয়া গোয়ালিনী আইল।।
এইখানে সাক্ষী মোর চিকন গোয়ালিনী।
দধি বেচিতে দেখ আইল আপনি।।
হাতের পত্র সাক্ষী তার দিলাম সভার স্থানে।
পরা-দন্ত[১] সাক্ষী করি সভার বিদ্যমানে।।
না বলিব না কহিব পত্রে লেখা আছে।
এই পত্র রাখিলাম আমি সভার কাছে।।

"আইল ফাল্গুন মাস বসন্ত বাহার।
লতায় পাতায় ফুটে ফুলের বাহার।।
ধনু হাতে লইয়া মদন পুষ্পেতে লুকায়।
বেহুড়া[২] যুবতী ঘরে না দেখে উপায়।।
ভ্রমরা কোকিলকুঞ্জে গুঞ্জরি বেড়ায়।
সোনার খঞ্জন আসি আঙ্গিন জুড়ায়।।
আস্তেব্যস্তে কয় কথা বাপে আর মায়।
কমলার হইব বিয়া শব্দে শুনা যায়।।
শব্দে শুনা যায় কথা আড়াল থাক্যা শুনি।
এত দুঃখ ছিল মোর আমি অভাগিনী।।

"আইল রাজার চর বাপের আগে কয়।
রাজার বাড়ীতে যাইতে উচিত যে হয়।।
হাতী সাজে ঘোড়া সাজে পাইক পহরী।
বাপ চলিল মোর পুরী আন্ধাইর করি।।
যাইবার বেলা বাপে দুঃখিনীরে কয়।
'কত দিনে আসি যাও না জানি নিশ্চয়।।

১ পরা-দন্ত = চিকন গোয়ালিনীর দাঁত পড়িয়া গিয়াছিল। সেই পড়া দাঁতকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন।
২ বেহুড়া = বেউড়া, উন্মুক্ত।

সাবধানে থাক্য মাগো দিবসরজনী।'
বাপেরে বিদায় দিতে চক্ষে বহে পানি।।
বাপ বিদেশে গেল পুরী অন্ধকার।
চারিদিগ দেখি যেন খোয়ার[১] আকার।।

"আইল চৈত্রিরে মাস আকাল দুর্গাপূজা।
নানা বেশ করে লোকে নানারঙ্গের সাজা।।
ঢাক বাজে ঢোল বাজে পূজার আঙ্গিনায়।
ঝাক ঝাক শঙ্খ বাজে নটী গীত গায়।।
মণ্ডপে মায়ের মূর্ত্তি দেখিতে সুন্দর।
কারুয়া[২] টাঙ্গাইয়া করে ঘর মনোহর।।
পাড়া-পড়সি সবে সাজে নূতন বস্ত্র পরি।
ঘরের কোনায় লুকাইয়া আমি কান্দ্যা মরি।।
মায়ে ঝিয়ে কান্দি ধরে গলা ধরাধরি।
বৈদেশী হইল পিতা অন্ধকার পুরী।।
এমন সময় দেখ কি কাম হইল।
রাজার বাড়ী হইতে এক পত্র যে আসিল।।
এই পত্র সাক্ষী করি ধর্ম্মসভার আগে।
আমার বাপ হইল বন্দি কোন অপরাধে।।

"বাড়ীর কারকুন ভাইরে বুঝাইয়া কয়।
'বাপেরে আনিতে যাইতে উচিত তোমার হয়।।'
সরল অবুজ ভাই কিছু না জানে।
বৈদেশে চলিল ভাই বাপের সন্ধানে।।
মায়ে ঝিয়ে কান্দি মোরা ধূলায় পড়িয়া।
কার পূজা কেবা করে না দেখি ভাবিয়া।।
গলায় কাপড় বান্দি পড়িয়া ধূলায়।
বাপ-ভাইয়ের বর মাগি ঝিয়ে আর মায়।।

[১] খোয়া = কোয়া, কুয়াসা।
[২] কারুয়া = কারুকার্য্য-শোভিত চান্দোয়া (?)।

"বৈশাখ মাসেতে গাছে আমের কড়ি[১]।
পুষ্প ফুটে পুষ্পডালে ভ্রমর গুঞ্জরি ॥
ফুলদোলে পূজা আদি কহিতে বিস্তর।
আর বার পত্র আসে মায়ের গোচর ॥
পিতাপুত্র দুইজন বন্দী পরবাসে।
মায়ের চক্ষের জলে বসুমাতা ভাসে ॥
অভাগী কমলা কান্দে শয্যা ভাসাইয়া।
কেমনে বাচিব প্রাণ শানে বান্ধা হিয়া ॥
কোন বা দেবেরে পূজলে বাপ-ভাইয়ে পাব।
মায়ের ঝিয়ের দুঃখের কথা কার কাছে কইব ॥
ঘরে আছে কাল সাপ যমের দোসর।
তার কাছে যাইতে দেখ মনে হইল ডর ॥
মায় গিয়া ধন্না[২] দিলাম চণ্ডীর দুয়ারে।
তার পরের কথা কহি সভার গোচরে ॥

"জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দেখ পাকা গাছের ফল।
রাত্রিদিবা না শুকায় নয়নের জল ॥
মায়ে করে ষষ্ঠীপূজা পুতের লাগিয়া।
প্রাণের ভাই বিদেশে মোর দুঃখে কান্দে হিয়া ॥
মায়ের স্নেহের ভুঙ্গা[৩] পড়িয়া রহিল।
পুত্রেরে ডাকিয়া মায় বিলাপ জুড়িল ॥
এক হস্তে মোছি আমি চক্ষের যে পানি।
সান্ত্বনা করিয়া ঘরে লইত জননী ॥

"এমন সময় দুষ্ট কারকুন কি কাম করিল।
রাজার সনদ লইয়া অন্দরে ঢুকিল ॥
এহিত সনদে আমি সাক্ষী করি যাই।
বিদেশে হইয়াছে বন্দী বাপ আর ভাই ॥

[১] কড়ি=গুটি। [২] ধন্না=ধন্না।
[৩] ভুঙ্গা=ষষ্ঠীর পূজোপচার সহিত কুলা, কদলীকাণ্ড।

নিজেরে বাসেতে বন্দী হইলাম পরবাসী।
মায়ে ঝিয়ে একেবারে হইলাম পরবাসী ।।
দিন গোঞ্জরিয়া[১] যায় সন্ধ্যা আসে বাসে।
মায়ের চক্ষের জলে বুক যায় ভেসে ।।

পাল্কী চড়িয়া দোহে যাই মামার বাড়ী।
সঙ্গেতে নাহি গেল এক কানার কড়ি ।।

"আষাঢ় মাসেতে দেখ ভরা নদীর পানি।
মামার বাড়ীতে কান্দি দিবসরজনী ।।
ডিঙ্গা বাইয়া আসবে ঘরে বাপ আর ভাই।
আশায় বান্ধিয়া বুক রজনী গুয়াই ।।
এমন সময় দেখ কি কাম হইল।
বৈদেশে থাকিয়া মামা পত্র যে লিখিল ।।

"দুঃখের কপালে দুঃখ লিখিল বিধাতা।
কারে বা কহিব আমি এই দুঃখের কথা ।।
আগুনের উপরে যেন জ্বলিল আগুনি।
এই কথা নাহি জানে অভাগী জননী ।।
এই পত্র সাক্ষী করি ধর্ম্মসভার আগে।
ছাড়িলাম মামার বাড়ী মনের বিরাগে ।।

"সন্ধ্যা গোঞ্জরিয়া যায় না দেখি উপায়।
একেলা হাওরে পড়ি করি হায় হায় ।।
মামার বাড়ীর অন্ন আর না খাইবাম আমি।
গলায় কলসী বান্ধ্যা ত্যজিব পরাণি ।।
সাপে না খাইল মোরে বাঘে নাইসে খায়।
কোথায় যাইয়া লুকাই মুখ না দেখি উপায় ।।
দেবেরে ডাকিয়া কই আশ্রা দিতে মোরে।
কেবা আশ্রা দিবে মোরে এই অন্ধকারে ।।

[১] গোঞ্জরিয়া = কাটিয়া, অতিবাহিত করিয়া।

চক্ষুর জলেতে মোর বুক ভাসি যায়।
আইঞ্চল[১] ধরিয়া মোছি পানি না ফুরায়॥
না দেখি পন্থের কায়া[২] জোর[৩] আঁখির জলে।
তরাইতে দরদী[৪] নাই বিপদের কালে॥
সাত জন্মের সুহৃদ মোর মৈষাল বন্ধু ছিল।
গোয়ালায় যাইবার কালে পন্থে দেখা হইল॥
জন্মের সুহৃদ মোর বাপের সমান।
তিন দিন দিল মোর গোয়ালেতে স্থান॥
মায়া-মমতায় সে যে বাপের চাইতে বাড়া।
এইখানে পাইলাম সুখের আছ্‌রা[৫]॥
এইত মইষাল বন্ধু বড় সাক্ষী মোর।
জাতিকুল বাচাইল দুঃখ করল দূর॥
একে একে কহিলাম সকল সাক্ষীর কথা।
এইখানে সাক্ষী মোর প্রাণের দেবতা॥

"শ্রাবণ মাসেতে দেখ ঘন বরিষণ।
বিলের মাঝে কোড়া-কোড়ি করয়ে গর্জন॥
কোড়া শীকার করতে আইল রাজার কুমার।
মৈষালের বাসে দেখা হইল তাহার॥
পরিচয় চাইল মোর রাজার কুমার।
এক দিন পরিচয় দিবাম তাহার॥
সময় পাইলে কইবাম আমার পরিচয়-কথা।
আর কিছু কই আমি করমের কথা॥

"ভাণ্ড ভরিয়া দিলাম জল পরাণ শীতল।
অন্তরে ফুটিল মোর সোণার কমল॥

[১] আইঞ্চল = আঁচল। [২] পন্থের কায়া = পথের আকৃতি।
[৩] জোর = যুগ্ম, দুই অথবা প্রবল। [৪] দরদী = ব্যথার ব্যথী। [৫] আছ্‌রা = আশ্রয়।

কাত্তিকের সমান রূপ তাহারে দেখিয়া।
পরাণে মজিলাম আমি দগ্ধ হৈল হিয়া॥
মনে প্রাণে সপিলাম পরাণ তার পায়।
আমার পরাণ বন্ধু ঘরে লইয়া যায়॥
উপায় না দেখি কান্দি কই মনের কথা।
ঘরেতে থাকিব আমি লইয়া বুকের ব্যথা॥

"চলিল সোণার পান্‌সি ভরা নদী দিয়া।
লিলুয়ারী[1] বাতাসে দেখ পাল উড়াইয়া॥
কতদিনে আসিলাম এইত রাজার পুরে।
দাসী হইয়া আসি আমি রাণীর দুয়ারে॥
মনের আগুন মোর মনে জ্বলে নিবে।
আর কত দিন দুঃখ পরাণে সহিবে॥
মায়ের মতন রাণী আমারে ভুলায়।
সদাকাল আছি আমি ধইরা রাণীর পায়॥

"একদিন শুনি নগরের মধ্যি খানে।
ঢাক-ঢোল বাজে আর নাচে সর্ব্বজনে॥
দাস দাসীগণ যত আনন্দে অপার।
অঙ্গেতে বসন পড়ে যা আছে যাহার॥

"কিসের ঢাক কিসের ঢোল কিসের বাদ্য বাজে।
শায়ান্যা সংক্রান্তে[2] রাজা মনসারে পুজে॥
বাড়ীর কথা মনে পড়ে পড়ে মায়ের কথা।
শক্তিশেলে হাণে বুকে নিদারুণ ব্যথা॥
বাপের বাড়ীর মণ্ডপ শূন্যি কেবা পূজা করে।
অভাগিনী মাও মোর কান্দ্যা কান্দ্যা ফিরে॥
দরদ পাইয়া ছাইড়া আইলাম অভাগিনী মায়।
আমার দুঃখের কথা কইতে না জুয়ায়॥

[1] লিলুয়ারী = ক্রীড়াশীল।
[2] শায়ান্যা সংক্রান্তে = শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে।

এক দণ্ড না দেখিলে হইত পাগলিনী।
সন্ধ্যাবেলা ছাইড়া আইলাম আমি অভাগিনী ॥
ভাদ্র মাসে তালের পিঠা খাইতে মিষ্ট লাগে।
দরদি মায়ের মুখ সদা মনে জাগে ॥
গাঙ্গে দিয়া বাইয়া যায় দৌড়-বাইছা নাও।
কোন্ বা দেশে রইলা মোর অভাগিনী মাও ॥
দিনের বেলা ঝরে আখি রাইতের অন্ধকার।
ভাদ্র মাসের চান্নি[১] গেল রুসনাইর[২] বাহার ॥
ভাদ্র মাসের চান্নি দেখায় সমুদ্রের তলা।
সেও চান্নি আন্ধাইর দেখ্যা কান্দিছে কমলা ॥

"ভাদ্র গেছে আশ্বিন আইল দুর্গাপূজা দেশে।
আনন্দ-সায়রে ভাস্যা বসুমাতা হাসে ॥
বাপের মণ্ডপ খালি রইল কেবা পূজা করে।
বাপ ভাই মুক্ত হৌক দুর্গা মায়ের বরে ॥
কাত্তিক মাসেতে দেখ কাত্তিকের পূজা।
পরদিনের ঘট আকি বাত্তির করে সাজা[৩] ॥
সারা রাত্রি হুলামেলা[৪] গীত বাদ্য বাজে।
কুলের কামিনী যত অবতরঙ্গে[৫] সাজে ॥
সেইত কাত্তিক গেল আগণ আইল।
পাকা ধানে সরু শস্যে পৃথিবী ভরিল ॥
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে আসন পাতিয়া।
মাথে ধান গিরস্থ আসে আগ বাড়াইয়া ॥
জয়াদি জুকার[৬] পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে।
নয়া ধানের নয়া অন্নে চিড়া পিঠা করে ॥
পায়েস খিচুরী রান্ধে দেবের পারণ।
লক্ষ্মীপূজা করে লোকে লক্ষ্মীর কারণ ॥

[১] চান্নি = জ্যোৎস্না রাত্রি।
[২] রুসনাই = আলো।
[৩] বাত্তির করে সাজা = আলো সাজায়।
[৪] হুলামেলা = আনন্দ-কোলাহল।
[৫] অবতরঙ্গে = বিবিধ বিধানে।
[৬] জুকার = জয়কার।

বাপ কোথায় মাও কোথায় কোথায় গুণের ভাই।
এই সংসারে অভাগিনীর নাহি দেখি ঠাই॥
কান্দিয়া কাটাই নিশি মোছি চক্ষের পানি।
এইখানে সাক্ষী করি এই রাজার রাণী॥

"একদিন শিরে তৈল মাখিয়া রাণীরে।
কলসী লইয়া ঘাটে যাই জল আনিবারে॥
ঢাক-ঢোল বাজে রঙ্গে লোকে সাজে পারে[১]।
আজিগো কিসের পূজা দেবের মন্দিরে॥
কালীপূজা হয় আজি কালীর মন্দিরে।
নরবলি হৈব আজি মায়ের দুয়ারে॥
কেবা নর কোথা হইতে আনিল ধরিয়া।
নরবলি হৈব শুনি স্থির নহে হিয়া॥
লোকে করে বলাবলি পথে কানাকানি।
বাপ-ভাই দিবে বলি এই কথা শুনি॥

"সকাল ভরিয়া জল ফিরিলাম ঘরে।
শীঘ্র করিয়া স্নান করাই রাণীরে॥
রাণী করে সাজা পারা[২] যাইব দেবের বাড়ী।
আপন মন্দিরে যাই হয়ে একেশ্বরী॥
আঞ্চল ধরিয়া মোছি নয়নের পানি।
উপায় না দেখি মোর আমি অভাগিনী॥

"হেন কালে সাক্ষী মোর আসিল মন্দিরে।
রাজপুত্র আসি মোরে জিজ্ঞাসা যে করে॥
'বিয়া কর কন্যা মোরে রাখ মোর প্রাণ।'
আমি কহিলাম মোর পূর্ব্বের সন্ধান॥
'আজি কেন রাজার পুরে আনন্দের রোল।
কিসের লাগিয়া এত বাজে ঢাক-ঢোল॥'

[১] সাজে পারে = সাজসজ্জা করে।
[২] সাজা পারা = সাজসজ্জা।

কহিলা রাজার পুত্র মনেতে ভাবিয়া।
'কালীপূজা কয়ে বাপে নরবলি দিয়া ॥'

"কেবা নর কেবা পূজে কারে দিব বলি।
সকল জানিয়া আমি হইলাম পাগলী ॥
'এইত আমার দিন হইল উদয়।
এইবার দিবাম রে কুমার মোর পরিচয় ॥
সঙ্গে লইয়া চল মোরে দেবের আঙ্গিনায়।
নরবলির বাদ্য যথা কোচেরা বাজায় ॥'

"আগেতে চলিলা কুমার পাছে অভাগিনী।
এই খানে সাক্ষী মাতা জগতজননী ॥
পরিচয়-কথা মোর কহিনু বিশেষে।
বাপ-ভাই দুই জন আছে বন্দীবেশে ॥
বিচার করিয়া তবে দেও নরবলি।
আগেতে বিচার করি পূজ রক্ষাকালী ॥[১] " ১—২৯৬

(১৬)

কারকুনের বিচার

বারমাসী দুঃখের কথা এই খানে থইয়া [২]।
রাজার বিচার কথা শুন মন দিয়া ॥
পাত্রমিত্র সহ রাজা সভাস্থানে গেল।
সকলেরে সভাস্থানে ডাকিয়া আনিল ॥
বিচার করয়ে রাজা ধর্ম্ম অধিপতি।
রোষিয়া কহিল রাজা কারকুনের প্রতি ॥
"সত্য কথা দুষ্টমতি কও এইবার।
দিবাম উচিত দণ্ড নাহিক নিস্তার ॥"

[১] আগেতে....রক্ষাকালী = আগে বিচার কর, তার পরে রক্ষাকালীর পূজা করিও।
[২] থইয়া = থুইয়া, রাখিয়া।

কাড়া[১] ভাঙ্গি ঠাডা[২] পড়ে কারকুনের শিরে।
কহিতে না পারে কারকুন ধর্ম্মরাজার ডরে॥
পত্র পড়িয়া রাজা সভারে জানায়।
চিকন গোয়ালিনী তবে ঠেকিল যে দায়॥
রাজা বলে দন্ত তোর ভাঙ্গিল কি মতে।
গোয়ালিনী কয় কথা আকারে ইঙ্গিতে॥
পরক্ষণে বাহানা[৩] ধরে চিকন গোয়ালিনী।
"সান্নিকে পড়িল দন্ত আর নাহি জানি॥"

রোষিয়া কোটালে রাজা হুকুম করিল।
গর্জিয়া কোটাল আসি চুলেতে ধরিল॥
উপায় না দেখি তবে ভাবে গোয়ালিনী।
কারকুনেরে গালি পারে "আমি নাহি জানি॥
পত্রে কিবা লিখা ছিল নাহি জানি তার।
দোষ ক্ষমা দিয়া মোরে করহ নিস্তার॥"

আন্দি-সান্দি সাক্ষী ছিল তারা দুইটি ভাই।
মায়ে ঝিয়ে পাল্‌কীতে করি মামার বাড়ী যাই॥
মামা সাক্ষী মামী সাক্ষী কহে সকল কথা।
মৈষাল বন্ধু সাক্ষী দিল সত্যিকার কথা॥
রাজার কুমার সাক্ষী দিল "শিকারেতে যাই।
গোয়ালায় যাইয়া আমি কমলার দেখা পাই॥"
সকল সাক্ষী শেষ হইল বিচার হৈল দড়।
হুকুম শুনিয়া কারকুন হইল ফাফর॥

হাতে গলে বান্ধ্যা লয়া দারুণ কোটালে।
রাজা কয় কারকুনেরে নাহি দিবাম শূলে॥
করিয়া মায়ের পূজা রাত্রি নিশা কালি।
কারকুনে দিলেন রাজা পূজার নরবলি॥

১ কাড়া = বজ্র। ২ ঠাডা = ঠাটা, বিদ্যুৎ। ৩ বাহানা = অছিলা।

দ্বিজ ঈশান কয় পূজা সাঙ্গ বিধিমতে।
জয়ধ্বনি কর সবে কালীর পীরিতে।। ১—৩৬

(১৭)

কমলার বিবাহ

কারকুনের বলিয়া কথা নিরবধি থইয়া।
কমলার বিবাহ-কথা শুন মন দিয়া।।
বামুন পণ্ডিত যত সকলে মিলিয়া।
বিয়ার যে শুভ দিন দিল দেখিয়া।।
সোনার কালীতে পত্র সকলি লিখিল।
সিন্দূরের সাত ফোটা তার মাঝে দিল।।
দেশে দেশে রাজ্যে রাজ্যে করি বিতরণ।
ইষ্ট কুটুম্বে সবে কৈল নিমন্ত্রণ।।

ঢাক বাজে ঢোল বাজে আর বাজে সানাই।
নাইচ[১] গান হয় কত জুড়িয়া আঙ্গিনায়।।
জয়াদি জুকার গীত হয় ঘরে ঘরে।
বাড়ী ভরিয়া পাছে লোক আথারে পাথারে[২]।।
চারি ভইরা[৩] ময়রা মিঠাই বানায়।
হাজারে বিজারে গোয়াল দই জমায়।।
সাজাইল পুরীখানি ঝলমল করে।
এরে দেখ্যা চান্দ যেমন লুকায় অন্ধকারে।।
ইষ্ট কুটুম্ব আইল তার সীমা নাই।
রাইয়ত বিলাত[৪] কত গণা বাছা নাই।।
গুরু পুরুইত পণ্ডিত আইল সকলে।
নায়রীর[৫] বাজার যেমন অন্দর মহলে।।

[১] নাইচ = নাচ, নৃত্য।
[২] আথারে পাথারে = চারি দিকে।
[৩] চারি ভইরা = মাটির বৃহৎ পাত্র ভরিয়া।
[৪] বিলাত = দেশী বিদেশী।
[৫] নায়রী = কুটুম্বিনী।

বিধিমত হইল কত দেবতা পূজন।
বনদুর্গা একাচুরা খেলা কীর্ত্তন ॥
জোর পাঠা দিয়া বলি শ্যামাপূজা করে।
মইষ দিয়া পূজা দিল দেবী ভরাইরে[1] ॥

বিয়ার দিনেতে রাজা হইয়া উতজুগ।
মণ্ডপে বসিয়া তবে করে নান্দিমুখ ॥
নান্দিমুখের মাটী কাটে যত নারীগণ।
তার গীতেতে যেমন ছাইল গগন ॥
তার পরে সোহাগের ডালা মাথায় করিয়া।
সোহাগ মাগে কমলার মা পাড়া জুড়িয়া ॥
আগে চলে কন্যার মাগো পাছে যায় মামী।
গীত-জুকারে নারী চলে গজগামী ॥
তার পাছে চলে ঢুলি বাদ্যভাণ্ড লইয়া।
এই মতে আইল সবে সোহাগ মাগিয়া ॥
কাকেতে কলসী লইয়া যতেক যুবতী।
জল ভরিতে যায় সবে পাছে বাদ্য-গীতি ॥
নদীর ঘাটে জল ভরিয়া পন্থে মেলা দিয়া।
গীত-জুকারে আইল বাড়ীতে ফিরিয়া ॥
সমুখে জলের ঘট নতুন কাপড় পরি।
বরকন্যা বসিল যে হইতে খৌরী ॥
নবদ্বীপ তনে নাপিত আইল কামাইতে।
সেই নাপিত কামায় সোনার নরুন-ক্ষুরেতে ॥
জয়া জুকারে দেখ যতেক যুবতী।
হরষ অন্তরে গায় কামানির গীতি ॥

তার পরে যে গেল তারা সিনান করিবারে।
সব সখী মিল্যা গাষ্ট ঘিলা[2] মাজন করে ॥
হলুদ মাখিয়া গায়ে যতেক সুন্দরী।
ভরা কলসীর জল ঢালে ত্বরা করি ॥

[1] ভরাই = গ্রাম্য দেবতাবিশেষ। [2] গাষ্ট ঘিলা = ঘাঁট ঘিলা, উদ্বর্ত্তনভেদ।

সিনানের গীত হইল যত জানা ছিল।
স্নান করি বরকন্যা ঘরেতে আসিল ॥
বাদ্যভাণ্ড বাজে কত তার সীমা নাই।
সাজন করে বরকন্যায় সখীগণ সবাই ॥
রতন মুকুট দিল বরের যে শিরে।
আরশি হস্তেতে তুলি দিল যত্ন করে ॥
নানান জাতি কাপড়েতে হইল সাজন।
রূপেতে জিনিল যেমন রতির মদন ॥
গলেতে ফুলের মালা সুগন্ধি চন্দনে।
সদরে বসিল যত ভাইস্তা[১] ভাগিনা সনে ॥

কন্যারে বেড়িয়া আর যত সখীগণ।
মনের মতন করে অঙ্গের সাজন ॥
আচুড়িয়া চিকন কেশ মাথায় বান্দে খোপা।
কাটা চিরুনি দিল আর দিল চুপা[২] ॥
তার পরে পড়াইল সাড়ী নামে আসমান তারা।
ভূমিতে থইলে যেমন ভূয়ে আসমান পরা ॥
হস্তেতে লইলে সাড়ী ঝলমল করে।
শূন্যেতে থইলে সাড়ী শূন্যে উড়া করে ॥
কানেতে পড়াইল দুল চম্পক ঝুমুকা।
নাকেতে সোণার বেসর আর বলাকা[৩] ॥
গলাতে পড়াইল এক হীরার হাসুলি।
পায়েতে পড়াইল খারু গুজরী আর পাচুলী[৪] ॥
হস্তেতে সোণার বাজু সোণার বাতেনা।
মস্তকেতে সিথিপাটী সুবর্ণের দানা ॥
এই মতে সখীগণে করিলে সাজন।
বিধিমত কলাতলে হইল বরণ ॥

১ ভাইস্তা = ভ্রাতুষ্পুত্র। ২ চুপা (?)।

৩ বলাকা = একপ্রকার নাকের অলঙ্কারবিশেষ।

৪ খারু ....পাচুলী—খারু = মল। গুজরী = নূপুর এবং মল এই দুই মিশিয়া একরূপ পদাভরণ। পাচুলী = পাশুলী, পদাঙ্গুলীর আভরণ।

সাত পাক ঘুরে কন্যা বরের চৌদিকে।
শুভযোগ হইল দুহার মুখচন্দিকে[১] ॥
ঢাক-ঢোল বাজে কত গীতবাদ্যধ্বনি।
বন্দুকের আওয়াজে যেমন কাঁপয়ে ধরণী ॥
তুরমী ছাড়িল যেমন আগুনের গাছ্ খারা।
হাউই পানাস[২] ছুটে আসমানের তারা ॥
মহা আনন্দেতে হইল বিয়া সমাপন।
কমলারে পাইয়া কুমার আনন্দিত মন ॥
এই মতে বিয়া-কার্য্য হইয়া গেল শেষ।
পুত্রসহ চাকলাদার ফিরিল নিজ দেশ ॥

এইখানে করিলাম শেষ বারমাসী গান।
বাটা ভইরা জামাইর মা দেও গোয়া[৩] পান ॥
আমরা সবে দিয়া যাই ধনে পুত্রে বর।
ধন দৌলত যত বারুক বিস্তর ॥
বনদুর্গা মায়েব পাও শতেক প্রণাম।
কর্ম্মকর্ত্তা করুন মাপ বিপদে আছান[৪] ॥

কমলার স্বগত সঙ্গীত

"যেদিন হইতে দেখছি বন্ধু তোমায় মৈষালের বাড়ী।
সেই দিন হইতে বন্ধু আমি পাগল হৈয়া ফিরি ॥
আন্দাইরে ডুইবাছে বন্ধু আরে বন্ধু চন্দ্রসূর্য্যতারা।
তোমারে দেখিয়া বন্ধু আরে বন্ধু হৈছি আপন-হারা ॥
কপালের দোষে বন্ধু আরে বন্ধু বন্দী বাপ-ভাই।
দোসর দরদি বন্ধু আরে বন্ধু তুমি ছাড়া নাই ॥
বিফলে ফিরিয়া আরে বন্ধু যাও নিজ ঘরে।
একেলা শুইয়া বন্ধু আরে বন্ধু কান্দি আপন মন্দিরে ॥

১ মুখচন্দিকে = মুখচন্দ্রিকা, বরকন্যার শুভদৃষ্টি।
২ পানাস = ফানুস।
৩ গোয়া = গুয়া।
৪ আছান = আসান ; শান্তি।

বাইরেতে শুনিলে বন্ধু আরে বন্ধু তোমার পায়ের ধ্বনি।
ঘুম হইতে জাইগা উঠি আমি অভাগিনী॥
বুক ফাটিয়া যায়রে বন্ধু আরে বন্ধু মুখ ফুটিয়া না পারি।
অন্তরের আগুনে আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি॥
পাখী যদি হইতারে বন্ধু আরে বন্ধু রাখতাম হৃদ্‌পিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে বন্ধু আরে বন্ধু গাইথা রাখতাম তোরে॥
চান্দ যদি হইতে বন্ধু আরে বন্ধু জাইগা সারা নিশি।
চান্দ মুখ দেখিতাম নিরালায় বসি॥
একদিনের দেখারে বন্ধু মৈষালের বাথানে।
চান্দ মুখ দেইখারে বন্ধু মজিছে পরাণে॥
বাটা ভরি বানাইয়া পানরে বন্ধু তরে দিতে লাজ বাসি।
আপনার চক্ষের জলে আরে বন্ধু আপনি যাই ভাসি॥
কতক দিনের বন্ধুরে আমার আওব সুখের দিন।
তোমার লাগ্যা ভাবিয়া আমার যৌবন হইল ক্ষীণ॥"

দ্বিজ ঈশান কয় কন্যা আরে না কর ক্রন্দন।
বিধির নির্ব্বন্ধ থাকলে কন্যা আরে অবশ্য মিলন॥ ১-৯০

দেওয়ান ভাবনা

ও

দস্যু কেনারামের পালা

চন্দ্রাবতী প্রণীত

দেওয়ান ভাবনা

(১)

ছয়না বচছুরের[১] সুনাইগো ইরামতী[২] জলে।
হাসিয়া খেলিয়া উঠে সুনাইগো আপন মায়ের কোলে ॥
সাতনা বচছুরের সুনাইগো মুখে মধুর হাসি।
মায়ের কোলে উঠে সুনাইগো পুন্নিমার[৩] শশী ॥
আটনা বচছরের সুনাইগো ঝাইরা[৪] বান্ধে চুল।
মুখেতে ফুট্যাছে সুনাইর গো শতেক পদ্মফুল ॥
নয়না বচছুরের সুনাইগো নবীন কিশোরী।
গিরের[৫] পরদীম্[৬] সুনাই সুনাইগো আঙ্গিনা পশরি[৭] ॥
দশনা বচছুরের সুনাইগো দশে শূন্য পড়ে।
বিধাতা হইল বাদীগো পড়ল বিষম ফেরে ॥

শুন শুন পূর্ব্বকথাগো দুঃখের বিবরণ।
দশ বচছুর কালেগো বাপের অকাল মরণ ॥
বাপ নাই ভাই নাইগো একেলা জননী।
কর্ম্মদোষে হইলা সুনাইগো জনম-দুঃখিনী ॥

১ বচছুর = বৎসর।
২ ইরামতী = হীরা-মতি।
৩ পুন্নিমা = পূর্ণিমা।
৪ ঝাইরা = ঝারিয়া, চুল ঝারিয়া বন্ধন করে।
৫ গিরের = ঘরের, গৃহের অপভ্রংশ।
৬ পরদীম্ = প্রদীপ।
৭ পশরি = আলোকিত করিয়া।

পারাত[১] নাই পরতিবাসীরে[২] একলা থাকে ঘরে।
অভাগী মায়ের দুঃখুগো জল্যা পুড়্যা মরে ॥
বিরক্ষ[৩] মইরা[৪] গেলে যেমুন[৫] গো ঝুইরা[৬] পড়ে লতা।
লতা যদি শুক্যা[৭] গেলগো ঝরে পুষ্প পাতা ॥
অভাগী মায়ের দুক্কু[৮] গো সুনাই অন্তরে বুঝিল।
চক্ষের জলেতে সুনাইরগো বুক ভিজ্যা গেল ॥
অঙ্গেতে বসন নাইগো সুনাইর দুক্কের নাই সীমা।
দীঘলাটী[৯] আছে সুনাইরগো মায়ের ভাই মামা ॥
কারে লইয়া থাকবাম মাওগো একলা শূন্য ঘরে।
তাহেত[১০] সুন্দর কন্যাগো ভাব্যা চিন্তা মরে ॥

দশ বচছর গিয়া সুনাইগো এগারতে পড়ে।
কন্যার যৈবন[১১] দেখ্যাগো ভাব্যা চিন্তা মরে।
এতেক সুন্দর কন্যাগো তাহেত যুবতী।
কেবা বিয়া দিব কন্যারগো কেবা করে গতি[১২] ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া মায়েগো কোন কাম করে।
আশ্রয় মাগিতে গেলগো ভাইয়ের গোচরে ॥ ১–৩০

[১] পারাত = পাড়ায়। [২] পরতিবাসী = প্রতিবাসী, প্রতিবেশী।

[৩] বিরক্ষ = বৃক্ষ। [৪] মইরা = মরিয়া।

[৫] যেমুন = যেমন। (পূর্ব্ব ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টবাসীরা 'যেমন' কে যেমুন কহিয়া থাকে।)

[৬] ঝুইরা = ঝরিয়া। (ঝুইরা ঝুরিয়ার অপভ্রংশ। 'ঝরিয়া মরা'—কথ্য ও লেখ্য ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।) [৭] শুক্যা = শুকাইয়া।

[৮] দুক্কু = দুঃখ। (দুঃখ শব্দটীকে পূর্ব্ব ময়মনসিংহ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থানবাসীর মধ্যে ভদ্রলোকেরা দুঃখু ও নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা দুক্কু বলে।)

[৯] দীঘলাটি = দীঘল হাটি, একটী গ্রামের নাম।

[১০] তাহেত = ইহাই। [১১] যৈবন = যৌবন।

[১২] গতি = কূল-কিনারা করিয়া দেওয়া।

(২)

গেরাম[১] ভাটুক ঠাকুরগো যজমানি বাউন[২]।
এইখানে[৩] কইবাম আমিগো তাহার বিবারণ ॥
ঘরে নাই পুত্র কন্যাগো কেবল সুনাইর মামী।
ভাটুক ঠাকুরের বেবসা[৪] গো কেবল যজমানি ॥
সন্ধ্যাবেলা সুনাইর মাওগো শুনাইরে লইয়া।
আপন ভাইয়ের বাড়ীত দাখিল হইল গিয়া ॥
"শুন শুন পরাণের ভাইওরে[৫] কি কইবাম তোমারে।
দৈবের দুর্গতি আমারগো কপালের ফেরে ॥
কে দেয় সুনাইর বিয়াগো কন্যা হইল বড়।
ভাব্যা চিন্ত্যা আইলাম দাদাগো এইযে তোমার ঘর ॥"

পুত্র কন্যা নাই ঠাকুরগো একলা মদন[৬]।
সুনাইরে পাইয়া হইলগো সানন্দিত মন ॥
মামার বাড়ীত থাকে সুনাইরে মায়ের সঙ্গেতে।
ভাইয়ে বইনে যুক্তি করেগো সুনাইর বিয়া দিতে ॥
পরম সুন্দরী সুনাইগো দীঘর মাথার চুল।
মুখেতে ফুট্যাছে সুনাইরগো শতেক চম্পার ফুল ॥
মামায়ত দিয়াছে কিন্যারে পাছা[৭] নীলাম্বরী।
জল ভরিতে যায় সুনাইগো কাঙ্কেতে[৮] গাগরী ॥

[১] গেরাম = গ্রাম, এখানে গ্রাম্য অর্থবোধক।

[২] যজমানি বাউন = যজমানি অর্থাৎ যজন-যাজনাদি করা যাহার ব্যবসায়; বাউন = ব্রাহ্মণ।

[৩] এইখানে = এখানে।   [৪] বেবসা = ব্যবসায়।

[৫] ভাইওরে = ভাইরে।

[৬] একলা মদন = স্বাধীন। একেলা। যাহার কোন অভাব-অনটন-প্রযুক্ত পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না এবং তজ্জন্যই সুখে-স্বচ্ছন্দে নিজ ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারে। গ্রাম্য কথায় তেমন ব্যক্তিকে বলা হয় "একলা মদন ঘুড়্যা বেড়ায়।"

[৭] পাছা = পাছা পেড়ে।   [৮] কাঙ্কেতে = কাঁখেতে; কক্ষের অপভ্রংশ।

নদীর পারে কেওয়া বনরে ফুটল কেওয়া ফুল।
তার গন্ধে উইরা করে ভমরারা[১] রুল[২] ॥
কাঙ্কেতে গাগরী সুনাইরগো পৈরনে[৩] নীলাম্বরী।
পন্থেতে মানুষ চাইয়া থাকেগো সুনাইরে না[৪] হেরি ॥
অঙ্গের লাবণি সুনাইরগো বাইয়া পড়ে ভুমে।[৫]
বার বচ্ছরের কন্যাগো পইড়াছে যৈবনে ॥
আষাঢ়মাসে দীঘলা পানসীরে নয়া জলে ভাসে।
সেহি মত সোনাইর যৈবন খেলায় বাতাসে ॥
কোথাতনে[৬] আইছে কন্যাগো পরম সুন্দরী।
পাড়ায় লোকে কানাকানিগো সোনাইরে না হেরি ॥
কাজল মেঘে সাজল[৭] হাসিরে বিজুলীর ঝলা।
আন্ধাইর ঘরে থাকলে সোনাইগো আন্ধাইর ঘর উজালা ১—১৩

* * * *

* * * *

(৩)

গাঁথ গাঁথ সুন্দর কন্যালো মালতীর মালা।
ঝইরা পড়ছে সোনার বকুল গো ঐনা গাছের তলা ॥
তোমার বিয়ার ঘটক আইছে লো কালুকা বিহানে[৮]।
কেমন করে দিব বিয়াগো ভাবে মনে মনে ॥

[১] ভমরারা = ভ্রমরগণ।   [২] রুল = রোল, গুঞ্জন।   [৩] পৈরনে = পরিধানে।

[৪] "না" এখানে নিষেধ সূচক নহে। এই সম্বন্ধে Introduction দ্রষ্টব্য।

[৫] অঙ্গের লাবণি - - - - ভুমে = এই পদটির ভাব জ্ঞানদাসের "চল চল চল অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়" পদটিতে পাওয়া যায়।

[৬] কোথাতনে = কোথা হইতে।

[৭] সাজল = সজ্জিত, সুন্দর। বোধহয়, কাজলের সঙ্গে মিল রাখিবার জন্য "সাজল" করা হইয়াছে।

[৮] কালুকা বিহানে = আগতকল্য প্রভাতে।

বরুমা[1] যে লেখ্যাছে[2] কলমরে[3] কপালে তোমার।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মার দেখে অন্ধকার॥
এইতনা ঘটক ফির‍্যা গেলগো পছন্দ না হয়।
চান্দের সমান কন্যাগো বর যে কালা[4] হয়॥

এই ঘটক ফির‍্যা গেলরে আর ঘটক আইল।
সোনাইর বিয়া দিতে মায়ের গো মন না উঠিল॥
যেমন সুন্দর কইন্যা গো তেমন না আইল বর।
তার মধ্যে থাকব জামাইর বারবাংলার ঘর॥
সোনার কাত্তিক অইব জামাই গো যেমন চান্দের ছটা।
কুলে শীলে বংশে ভালা গো জমিদারের বেটা॥
যতেক সম্বন্ধ আইল গো সোনাইর মায়ে নাই সে বাসে[5]।
এহি মতে আইল ঘটক পরতি মাসে মাসে॥ ১—১৬

(৪)

ইকরের করমর[6] মাকড়ের রে আঁশ।
এইনা বিরুক্ষে সোনার ফুল গো ফুটে বারমাস॥
বার মাসের বার ফুলরে ফুট্যা থাকে ডালে।
এই পন্থে আইসে নাগর পরতি[7] সন্ধ্যাকালে॥
হাতেতে খাগরের[8] শর জুলুঙ্গা[9] লইয়া।
পালা চুপি[10] সঙ্গে নাগর আইসে পন্থ দিয়া॥

[1] বরুমা = বুহ্মা। [2] লেখ্যাছে = লিখিয়াছে।

[3] কলমরে = কলমের দ্বারা। তোমার কপালে বুহ্মার কলম যাহা লিখিয়াছে তাহার কোন ব্যত্যয় হইতে পারে না।

[4] কালা = কালো, কৃষ্ণবর্ণ, বধির অর্থে নহে। [5] বাসে = পছন্দ করে।

[6] ইকরের করমর = ইকর এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ; ইহারা অত্যন্ত ঘনভাবে থাকে এবং বাতাস বহিলে আন্দোলিত হইয়া কড়মড় শব্দ করে। [7] পরতি = প্রতি, প্রত্যেক।

[8] খাগর = খাগড়া নামক এক প্রকার ছোট গাছ, ইহা বিলাতী Reed জাতীয়।

[9] জুলুঙ্গা = ঝোলা, থলে।

[10] পালা চুপি = পোষা ঘুঘু। ইহাদের দ্বারা বন্য ঘুঘুকে শিকার করা হইয়া থাকে।

দেখিতে সোনার নাগর গো চান্দের সমান।
সুবর্ণ কাত্তিক যেমন গো হাতে ধনুকখান।।
ওইনা পন্থ দিয়া নাগর গো আনাগোনা করে।
সোনাইরে দেখিল নাগর অইনা গাঙ্গের ধারে।।

গাঙ্গের পারে কেওয়া পুষ্প গন্ধেতে হাইল[১]।
মাধবের সঙ্গে সোনাইর গো পরথম দেখা হইল।।
"কোথায় থাকে সুন্দর নাগররে কোথায় বাড়ীঘর।
মনের কথা কই বা কারে কে দেয় উত্তর।।
চারি চক্ষু এক অইলরে পরাণ কাইড়া[২] লইল।
কোন্ দৈবে মনের মানুষরে[৩] আন্যা দেখাইল।।
কোন্ বা দেশে থাকে ভমরারে কোন্ বাগানে বৈসে।
কোন্ বা ফুলের মধু খাইতেরে ভমরা উইড়া আইসে।।
উইড়া উইড়া আইসে ভমররে ফিরা্যা ফিরা্যা যায়।
কোন্ বা ফুলের মধুর আশায়রে ঘুরিয়া বেড়ায়।।
ধরতাম যদি পারতাম[৪] ভমরারে রাইতের নিশাকালে[৫]।
কেশেতে বান্ধিয়া তোমায় রাখতাম খোপার ফুলে।।
খাইতে দিতাম ফুলের মধু বইতে[৬] দিতাম পিড়ি।
শুইতে দিতাম শীতল পাটী সঙ্গে যাইতাম উড়ি।।
পক্ষী হইলে সোনার বন্ধুরে রাখিতাম পিঞ্জরে।
পুষ্প হইলে প্রাণের বন্ধুরে খোঁপায় রাখতাম তোরে।।
কাজল হইলে রাখতাম বন্ধুরে নয়ান[৭] ভরিয়া।
তোমার সঙ্গে যাইতাম বন্ধুরে দেশান্তরী[৮] হইয়া।।"

[১] হাইল=ভরপুর। [২] কাইড়া=কাড়িয়া। [৩] মানুষরে=মানুষকে।

[৪] ধরতাম যদি পারতাম=আমি যদি ধরিতে পারিতাম।

[৫] রাইতের নিশাকালে=গভীর রাত্রে। [৬] বইতে=বসিতে।

[৭] নয়ান=নয়নের অপভ্রংশ। বৈষ্ণব কবিতায় 'নয়ন' নয়ান উভয়েরই ব্যবহার আছে। 'নয়ন না তিরপিত ভেল'; পক্ষান্তরে 'হেরিব যেদিন আপন নয়ানে, তার সনে মোর কথা'।

[৮] দেশান্তরী—স্থলে দেশান্তর শব্দটা শুদ্ধ প্রয়োগ।

"কি কর সুন্দর কন্যাগো একেলা নিরালা।
কার লাগিয়া গাথ কন্যা আইজের[১] পুষ্পমালা॥
কালি[২] দিছলাম[৩] পত্রলো ঐ না[৪] পদ্মের পাতে।
কোন্ জনে লেখ্যাছে পত্রলো কিবা লেখা তাতে॥"

পত্র পাইয়া কন্যাগো পড়ে সাবধানে।
মাধবে লেখ্যাছে পত্রগো পড়ে মনে মনে॥
একবার দুইবার তিনবার পড়ে।
পত্র না পড়িতে কন্যারগো দুই আঁখি ঝরে॥

পরথমে লেখ্যাছে পত্রেগো মাধব সুন্দর।
"দেখ্যাছি সুন্দরী কন্যা ঘরে একেশ্বর[৫]॥
গাঙ্গের পারে হিজল গাছ লো চিড়ল চিড়ল[৬] পাতা।
জলের ঘাটে যাইও কন্যাগো কইবাম মনের কথা॥
গাঙ্গের পারে আছে কন্যা কেওয়া পুষ্পের বন।
নিরালা বসিয়া করবাম গো প্রেম আলাপন॥
তোমার লাগিয়া কন্যা হইলাম যে পাগলা।
তুমি আমার মুখের মধু গলার পুষ্পমালা॥
বাপের আছে ধন-দৌলত কন্যাগো লাখের জমিদারী[৭]।
তোমারে দিয়াম[৮] কন্যাগো অগ্নিপাটের শাড়ী॥
বাড়ীর আগে ফুল-বাগিচা লাল আর নীলা[৯]।
ফুল তুইল্যা দিবাম কন্যাগো তুমি গাঁইথ্যো[১০] মালা॥
বাড়ীর পাছে বান্ধা[১১] ঘাট আছে পুষ্করিণী।
তুমি কন্যা জলে যাইতেগো সঙ্গে যাইবাম আমি॥

১ আইজের = অদ্যকার। ২ কালি = (গত) কল্য।
৩ দিছলাম = দিয়াছিলাম। ৪ ঐ না = ঐ যে। ৫ একেশ্বর = একেলা।
৬ চিড়ল = (গ্রাম্য কথ্য ভাষায় ব্যবহার) = মধ্যে চির খাওয়া ও বড়।
৭ লাখের জমিদারী = লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী। মনসা-মঙ্গলে এই ভাবে "লক্ষের বিজনী"র ব্যবহার পাওয়া যায়। ৮ দিয়াম = দিব (ভবিষ্যৎ কাল)।
৯ লাল আর নীলা = লাল ও নীল বর্ণের পুষ্পবিশিষ্ট।
১০ গাঁইথ্যো = গেঁথো; গাঁথিয়ো। ১১ বান্ধা = বাঁধানো।

ভরিতে না পার কন্যা ভইরা দিবাম কোলে।
তোমারে লইয়া কন্যা সাঁতার দিবাম জলে ॥
বাহুতে পরাইয়া দিবাম বাজুবন্ধ তার[১]।
হীরামতি দিয়া দিবাম তোমার গলার হার ॥
বাপের বাড়ীতে আছেগো জলটুঙ্গীর ঘর[২]।
সেই ঘরে বসিয়া তুমি করিবা পশর ॥
বাড়ীর মধ্যে আছে কন্যা কামটঙ্গীর[৩] বাসা।
রাইতের নিশি তথায় বসি খেলাইবাম পাশা ॥
গলায় গাঁথিয়া দিবাম জোনাকীর মালা।
বাসরে শিখাইবাম কন্যা তোমায় রতিকলা ॥
বাগানের বাছা ফুলে বান্ধ্যা দিবাম চুল।
টৌনা[৪] ভর্যা তুইল্যা আনবাম মালতীর ফুল ॥
ধন দিবাম দৌলত দিবাম আর দিবাম পরাণ।
খুসী মনে করলো কন্যা মোরে যৌবন দান ॥"

* * * *

* * * *

উত্তর

"শুনরে পরাণের বন্ধু শুন দিয়া মন।
বিয়া নাই সে হইল মোর পরথম যৈবন ॥
মা ও মাতুল মোর আছে তারা ঘরে।
বাছিয়া নিছিয়া বিয়া দিব ভালা বরে ॥
ফুল হইয়া ফুটিতাম বন্ধুরে যদি কেওয়াবনে।
নিতি নিতি হইত বন্ধু দেখা তোমার সনে ॥
তুমি যদি হইতেরে বন্ধু আসমানের চান[৫]।
রাত্র নিশা চাইয়া থাকতাম খুলিয়া নয়ান ॥

[১] বাজুবন্ধ তার = বাজু (পূর্ব্বকালে বাহুতে সোণার তাড় অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহৃত হইত)।

[২] জলটুঙ্গীর ঘর = ধনী, বিলাসী ব্যক্তিরা পুষ্করিণীর মধ্যে এক প্রকার বিশ্রাম ও আমোদাগার নির্ম্মাণ করাইয়া গ্রীষ্মকালে সেখানে স্নানবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ করিয়া থাকেন।

[৩] কামটঙ্গী = বৈঠকখানাঘর (Drawing Room)।

[৪] টৌনা = বস্ত্রাঞ্চল। অদ্যাপি এই শব্দটী পূর্ব্ব ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টে পূর্ব্বোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

[৫] চান = চাঁদ।

তুমি যদি হইতেরে বন্ধু ঐ সে নদীর পানি।
তোমারে চাহিয়া দিতাম তাপিত পরাণি॥
একেত অবলা নারী ঘরে বন্দী রই।
দারুণ দুঃখের জ্বালা কেমনে রইয়া[১] সই॥
যেদিন দেখ্যাছি তোমায় ঐ না জলের ঘাটে।
সেই দিন হইতে পাগলা মন ফিরে বাটে ঘাটে॥
মায়েরে না কইতে পারি আপন মনের কথা।
অবলা যে নারী আমি মনে রইল ব্যথা॥
কইও কইও সল্লার কাছে তোমার মনের কথা।
কতদিনে পূরব আশা যাইব দারুণ ব্যথা॥
কতদিনে তোমার সঙ্গে হইব মিলন।
দূরের পানে[২] চাইয়া কন্যা লিখিল লিখন॥"

চন্দন ফুলের[৩] মালা তার পত্রখানি।
দূতীর অঞ্চলে বান্ধ্যা কন্যা দিল যে মেলানি[৪]॥
পত্র না লইয়া সল্লা হইল বিদায়।
পরথম যৈবন লইয়া কন্যা করে হায় হায়॥ ১–৮৮

(৪)

দারুণ দুর্জ্জন্যা[৫] বাঘরারে কোন্ কাম করে।
খবর কইল গিয়া ভাবনার গোচরে॥
বইয়া আছে দেওয়ান ভাবনা বারবাংলার ঘরে।
এমন সময় বাঘরা গিয়া জানাইল তারে॥
"পরগণা মহালে আছে পরম সুন্দরী।
ভাটুক বামুনের কন্যা যেমন হুর[৬] পরী॥
বার বচ্ছরের কন্যা তেরতে উতরে[৭]।
এমন সুন্দর কন্যা নাই কার ঘরে॥

[১] রইয়া=রহিয়া। [২] পানে=দিকে। দূরের পানে,=দূর ভবিষ্যতের দিকে।
[৩] চন্দন ফুল=চন্দন এবং ফুলের মালার সহিত পত্রখানি। [৪] মেলানি=ভেট।
[৫] দুর্জ্জন্যা=দুর্জ্জন; অবজ্ঞাসূচক অর্থে দুর্জ্জন শব্দের রূপান্তর "দুর্জ্জন্যা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।"
[৬] হুর=মুসলমানী শব্দ, হুরী পরীর শ্রেণীবিশেষ। [৭] উতরে=পৌঁছে।

বিয়া না হইয়াছে কন্যার বিয়ার বাকি আছে।
তুমি যদি কর সাদি আন্যা দিবাম পাছে[১] ॥"

কথা শুন্যা দেওয়ান ভাবনা কোন্ কাম করিল।
বাঘরারে মাপিয়া কাঠায় যত ধন দিল ॥

*　　*　　*　　*
*　　*　　*　　*

"শুন শুন ভাটুক ঠাকুর কই যে তোমারে।
এক যে সুন্দরী কন্যা আছে তোমার ঘরে ॥
জল বাইছেতে দেওয়ান ভাবনা দেখ্যাছে তাহারে।
সেই দিন হইতে দেওয়ান ভাবনা পাগল হইয়া ঘুরে ॥
তার কাছে তোমার কন্যা যদি দেওগো সাদী।
ঘরের যত নিকার বিবি সকল হইবে বাঁদী ॥
বাড়ীর আগে দিয়া দিব চৌকোণ পুষ্কণী[২]।
সানেতে বান্ধিয়া দিব ঘাটের সিঁড়ি খানি ॥
বাউন্ন[৩] পুরা জমি দিব লেখ্যা লাখেরাজ।
দেওয়ানের কথায় তুমি কর এই কাজ ॥"

একেত ভাটুক ঠাকুর যজমান্যা বামুন।
সেইত আবার পাইল জমির লোভন[৪] ॥
সম্মতি জানাইল ভাটুক দুর্জন্যা বাঘরায়।
জাতি মাইরা[৫] বিয়া দিব মনেতে গুছায় ॥
মায়ে না জানিল কথা না জানে কন্যায়।
কানাকানি হানাহানি শব্দে শুনা যায়[৬] ॥ ১—২৮

(৫)

*　　*　　*　　*

"শুন শুন সল্লা দূতী কহিরে তোমারে।
পত্র লইয়া যাও তুমি বন্ধুর গোচরে ॥

[১] পাছে = পশ্চাতে, পরে।
[২] পুষ্কণী = পুষ্করিণী।
[৩] বাউন্ন = বাহান্ন (৫২)।
[৪] লোভন = লোভজনক।
[৫] মাইরা = মারিয়া, নষ্ট করিয়া।
[৬] শব্দে শুনা যায় = 'জনরব'।

আজি সন্ধ্যাকালে দূতী মোরে লইয়া যায়।
সন্ধ্যার তারা নিব্যা[1] গেলে না দেখি উপায়॥
দুর্জন দুমন মামা দুষমনি করিয়া।
দেওয়ান ভাবনার কাছে মোরে দিবে আজি বিয়া॥
এই কথা বাহিয়া আইস বন্ধুর গোচরে।
সন্ধ্যাবেলা এথা হইতে লইয়া যায় মোরে॥"

পত্র লইয়া দূতী তরিত[2] করিল গমন।
মাধবের নগরে গিয়া দিল দরশন॥
পত্রেতে সকল কথা মাধবরে কহিয়া।
আর বার ফিরে দূতী কিবা পত্র লইয়া॥

*   *   *   *
*   *   *   *

"কালি যে দেখ্যাছি আমি অতি দুঃস্বপন।
জলের ঘাটে যাইতে দূতী নাহি চলে মন॥
বাঁও[3] আঁখি ঝরে মোর তরাসে কাঁপে বুক।
আজি কেন ঘন ঘন শুকাইছে মুখ॥
খাল্যা[4] কলসী কান্ধে তুলিতে না পারি।
কিবা জানি হইল মোরে কহ শীঘ্র করি॥
যাইতে জলের ঘাটে নাহি চলে পাও।
শুকনা ডালেতে বস্যা কাগায়[5] করে রাও[6]॥
জলের ঘাটে যাইতে মোরে করিছে বারণ।
হাঁচি টিক্‌টিকি আর যত অলক্ষণ॥
জলে না যাইবাম আমি থাকি মায়ের কাছে।
কি জানি কপালে মোর কত দুঃখু আছে॥"

"শুন শুন দূতী আরে শুন কই তোমারে।
জলের ঘাটে না গেলে না পাইবাম প্রাণ-বন্ধুরে॥

[1] নিব্যা = নিবিয়া।
[2] তরিত = শীঘ্র।
[3] বাঁও = বাম।
[4] খাল্যা = খালি।
[5] কাগায় = কাকে।
[6] রাও = শব্দ; (পশ্চিম বঙ্গের 'রা')।

কি জানি পরাণের বন্ধু যাইব[১] চলিয়া।
আর না পরাণের বন্ধু আসিব[২] ফিরিয়া ॥

এই না ভাবিয়া কন্যা যা থাকে কপালে।
খাল্যা কলসী কন্যা তুলিল কাঁকালে[৩] ॥
আগে যায় সল্লা দূতী পাছেতে সোনাই।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কথা সভারে জানাই ॥
বান্ধা আছে পানসী নাও কেওয়া বনের ধারে।
সোনাইরে ধরিয়া লইল দেওয়ান ভাবনার চরে ॥

*   *   *   *
*   *   *   *

"কইও কইও কইও দূতী কইও মায়ের আগে।
আমারে যে লইয়া যায় দেওয়ান ভাবনার চরে ॥
(ভাবনায় লইয়া যায়রে।)
"কইও কইও কইও দূতী কইও মামীর আগে।
আমার কাঁখের কলসী পইড়া (রৈলা) অইনা নদীর ঘাটে ॥
(ভাবনায় লইয়া যায়রে॥)
"কইও কইও কইও দূতী দুষ্মন মামার ঠাঁয়।
বাউন্ন পুরা জমি লইয়া সুখে বস্যা খায় ॥
কইও কইও কইও দূতী প্রাণ-বন্ধুর আগে।
বন্ধুরে জানাইও সুনাইরে খাইছে ভাবনা-বাঘে ॥
সাক্ষী হইয়ো চান্দ-সুরুয দিবস-রজনী।
বন্ধুর লাগাল পাইলে কইয়ো দুখের কাহিনী ॥
উইড়া যাওরে বনের পংখী নজর বহু দূরে।
বন্দেরে[৪] কহিয়ো সুনাই লইয়া গেছে চোরে ॥
গাঙ্গের পারের হিজল গাছ শুন আমার কথা।
প্রাণ-বন্ধুরে লাগাল পাইলে কইও যত কথা ॥

১ যাইব = যাইবে। ২ আসিব = আসিবে।
৩ কাঁকাল = কক্ষ, কাঁখ। ৪ বন্দেরে = বন্ধুকে।

লুট

"কইও কইও কইও দূতী কইও মামীর আগে।
আমার কাঁখের কলসী পইড়া (রৈলা) অইনা নদীর ঘাটে।।"

দেওয়ান ভাবনা, ১৮৪ পৃঃ

গাছের পারে কেওয়া ফুল ফুট্যা রইছে ডালে।
দুকের কথা কইও মোর বন্ধুর লাগাল পাইলে॥
সাক্ষী হইয়ো নদী নালা আর পশুপংখী।
আভাগী[১] সুনাইরে দিল কাল বিধাতা ফাঁকি॥
সত্যযুগের বায়ু সাক্ষী আরত সাক্ষী নাই।
বন্ধুর আগে কইও তোমার মইরাছে সুনাই॥
কি করিলাম দুক্কের কপাল কেন বা আইলাম জলে।
সেই কারণে যজ্ঞের ঘিরূত[২] খাইল চণ্ডালে॥
আগে যদি জানতাম দুক্কুরে এই ছিল কপালে।
কাষ্ঠের কলসী গলাত[৩] বান্ধ্যা ডুব্যা মরতাম জলে॥"
(ভাবনায় লইয়া যায়রে।)

"আসিব বলিয়া বন্ধু না আসিল কেরে[৪]।
না জানি পরাণের বন্ধু পড়িল কি ফেরে॥
না আইল না আইল বন্ধু ক্ষতি নাই সে তাতে।
না জানি বিপদে বন্ধু পড়িল কি পথে॥
বিষম নদীর ঢেউরে অলছ্‌তলছ্‌[৫] পানি।
কি জানি পন্থেতে বন্ধুর ডুবছে নাও[৬]খানি॥
উইড়া যাওরে বনের পাংখী খবর দিও তারে।
তোমার সুনাই লইয়া যায় দেওয়ান ভাবনার ঘরে॥
(ভাবনায় লইয়া যায়রে।)

সুন্দর দেখিয়া ভাবনায় লইয়া যায়রে।
লইয়া যায় লইয়া যায় লইয়া যায়রে॥"

*   *   *   *

*   *   *   *

১ আভাগী = ভাগ্যহীনা; অভাগী। ২ ঘিরূত = ঘৃত।
৩ গলাত = গলায়, ৭মী বিভক্তি।
৪ কেরে = কেনে। (কোথায়ও "কিয়েরে," পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় অদ্যাপি প্রচলিত)।
৫ অলছ্‌তলছ্‌ = উচ্ছল, আলু থালু, উদ্দাম। ৬ নাও = নৌকা।

"কেবা যাওরে নদী দিয়া বাইয়া পান্সী নাও।
কার ঘরের যুবতী নারী ধইরা লইয়া যাও।।
কিসের লাগ্যা কান্দ কন্যা পান্সীতে বসিয়া।"
নৌকা হইতে মাধব তারে কয় ডাক দিয়া।।
মাধবের ডাক যখন সুনাই শুনিল।
ডাক ছারিয়া[1] কন্যা তখন কান্দিতে লাগিল।।
জলের উপর হইল রণ নিশির আমলে[2]।
কোথা রইল দাড়ী মাঝি পইরা মরে জলে।। ১—৭৬

(৬)

কিসের বাদ্য বাজে আজি নগরে নগরে।
আইল আনন্দে গেরাম খানি তোলপাড় করে।।
তুল্যা আন বনের ফুল আঞ্চল ভরিয়া।
মাধবের সাথে আইজ সুনাইর বিয়া।।
পুরবাসী নারী দেয় মঙ্গল জুকার[3]।
বাসর সাজাইতে কেউ গাঁথে পুষ্পহার।।
জল ভরে পুরনারী নদীর ঘাটে গিয়া।
সুনাইর সঙ্গে হইল আইজ মাধবের বিয়া।। ১—৮

(৭)

*   *   *   *

*   *   *   *

"কি কর মাধব তুমি গিরেতে বসিয়া।
তোমার বাপে দেওয়ান ভাবনায় নিয়াছে বান্ধিয়া।।"

[1] ডাক ছারিয়া = উচ্চৈঃস্বরে।   [2] নিশির আমলে = রাত্রিকালে। আমল = সময়।

[3] জুকার = সম্ভবতঃ এই শব্দটা "জয়জয়কারের" অপভ্রংশ; পূর্ববঙ্গে উলু (ধ্বনি) কে 'জুকার' বা 'জোকার' বলা হয়।

এই কথা শুনিয়া মাধব কোন কাম করে।
ভাওল্যা[1] সাজাইয়া গেল দেওয়ান ভাবনার ঘরে॥
একেলা ঘরেতে সুনাই কেবল সঙ্গে দাসী।
এইখানে শুনিয়ো সুনাইর বারমাসী॥

আষাঢ় মাসেতে নদীর কূলে কূলে পানি।
বাপেরে আনিতে মাধব সাজায় পানসীখানি॥
একেলা ঘরেতে রইল সুনাই যুবতী।
সুনাই কান্দিয়া কয় শুন সল্লা দূতী॥

আষাঢ় মাস গেল দূতী এইনা আশার আশে।
কোথায় গিয়া পরাণের বন্ধু রইলা বৈদেশে[2]॥
শায়ন[3] মাসেতে দূতী পূজিলা মনসা।
সেইতে না পূরিলগো আমার মনের আশা॥
ভাদ্র মাসেতে দূতী গাছে পাকন[4] তাল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দূতীরে (সুনাইর) গেল যৈবন কাল॥
আশ্বিন মাসেতে দূতী দুর্গাপূজা দেশে।
না আইলা প্রাণের বন্ধু দূর্গামায় পূজিতে॥
কার্ত্তিক মাসেতে দূতী শুকায় নদীর পানি।
আসিবে পরাণের বন্ধু মনে অনুমানি॥
আইলনারে পরাণের বন্ধু কার্ত্তিক মাস যায়।
বাইরে কান্দে দাস দাসী ঘরে কান্দে মায়॥
আঘন[5] মাসেতে দূতী শীতের কুয়াসা।
পরাণ-বন্ধু বৈদেশে রইল না মিটিল আশা॥
পৌষ মাসে পোষা আন্ধি[6] অঙ্গকাপে শীতে।
একেলা শয্যায় শুইয়া বন্ধু বৈদেশেতে॥

[1] ভাওল্যা=ভাওয়ালিয়া; পূর্ব্ববঙ্গের বড়লোকদের ব্যবহারের এক প্রকার বৃহৎ সখের নৌকা। তত্রত্য অঞ্চলে ইহার ব্যবহার খুব প্রচলিত।

[2] বৈদেশে='বিদেশের অপব্যবহার'। *Cf.* নৈরাশ=নিরাশ।

[3] শায়ন=(শাওন); শ্রাবণের অপভ্রংশ।

[4] পাকন=পাকা, পক্ক।

[5] আঘন=অগ্রহায়ণ।

[6] পোষা আন্ধি=পৌষের ঘন কুয়াসা জনিত অন্ধকার।

পৌষ গেল মাঘরে গেল ফাল্গুন আইল।
বসন্তে যৌবন-জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িল॥
কি বুঝিবা আরে দূতী কাল বসন্তের জ্বালা।
যার ঘরেতে নাই সে পতি যৈবতী[১] একেলা॥
চৈত[২] মাসেতে দূতী বহিছে চৈতালী[৩]।
দেশে না আসিল বন্ধু হইলাম পাগলী॥
চৈত মাস যায় দূতী বচছর হইল শেষ।
একদিন না বান্ধিলাম আভাগীর চিকণ কেশ॥
একদিন বাগিচায় ফুল না লইলাম তুলিয়া।
মধুর যৈবন গত হইল ভাবিয়া চিন্তিয়া॥
গায়েতে পড়িল------যৈবন হইল কালি।
কোন কুঞ্জে বিরাজ করে আমার বনমালী॥
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে দূতী গাছে পাকনা আম।
কপাল বাইয়া পড়ে কন্যার জ্যৈষ্ঠমাস্যা[৪] ঘাম॥
তালের পাতা লইয়া বাতাস করে যত দাসী।
বাতাসে কি শীতল হয় মন যার উদাসী॥
*　　*　　*　　*
*　　*　　*　　*

(৯)

সুনাইর শ্বশুর দেশে আইল ফিরিয়া।
বধূর কাছে কয় কথা কান্দিয়া কান্দিয়া॥
"তুমিত প্রাণের বধূ কহি যে তোমারে।
এক পুত্র আছিল মোর বংশের দুয়ারে॥
সেও পুত্র হারা হইলাম কপালের দোষে।
তোমার লাগ্যা দেওয়ান ভাবনা মোরে অপযশে॥

[১] যৈবতী = 'যুবতী'র অপব্যবহার। যৈদেশ, নৈরাশ, যৈবন প্রভৃতি শব্দের ন্যায়।
[২] চৈত = চৈত্র মাস। [৩] চৈতালী = বসন্তকালীন বায়ু।
[৪] জ্যৈষ্ঠমাস্যা = জ্যৈষ্ঠমাসের।

আমারে বান্ধিয়া নিল ভাবনার সহরে।
মাধবে পাইয়া দেওয়ান ছাইরা দিল মোরে ॥
শুন বধূ তুমি যদি কিরপা[1] নাইসে কর।
অকালেতে পুত্র আমার যাইব যমের ঘর ॥
দুরন্ত দুর্জ্জন ভাবনা পরতিজ্ঞা[2] যে করে।
তোমারে পাইলে ছাইরা দিব মাধবেরে ॥
বংশের নিদান পুত্র এক বিনে নাই।
তোমারে ছাড়িয়া যদি পরাণের পুত্র পাই ॥"

এই কথা শুনিয়া সুনাইর চউখে[3] আইসে পানি।
আউল[4] কেশ বান্ধ্যা কন্যা মুছে চউখের পানি ॥
ভাওয়ালিয়া সাজাইতে কইল আপন শ্বশুরে।
পতি উদ্ধারিতে কন্যা যায় ভাবনার সরে[5] ॥
সঙ্গে লইল জড়ের[6] লাড়ু কটরায় ভরিয়া।
দেওয়ান ভাবনার সরে কন্যা দাখিল হইল গিয়া ॥
খবর পাইয়া দেওয়ান ভাবনা কোন্ কাম করে।
সুনাইরে দেখিতে আইল ভাওল্যার উপরে ॥
সুনাইরে দেখিয়া ভাবনা হইল অজ্ঞান।
দেখিতে যৈবতী কন্যা পূর্ণিমার চান ॥

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

"শুন শুন দেওয়ান ভাবনা কহি যে তোমারে।
প্রাণের বন্ধু বন্দী কইরা রাখছ তোমার ঘরে ॥
আমি যে আইছিগো দেওয়ান এই যে তোমার ঘরে।
এই কথা না জানাইও প্রাণের বন্ধুরে ॥
শুন শুন দেওয়ান ভাবনা আমার মাথার কিরা[7]।
না কয় যেন আমার কথা যতেক খবইরা[8] ॥

[1] কিরপা = কৃপা।　[2] পরতিজ্ঞা = প্রতিজ্ঞা।　[3] চউখে = চোখে।
[4] আউল = এলোমেলো।　[5] সরে = সহরে।　[6] জড়ের = বিষের।
[7] কিরা = দিব্য।　[8] খবইরা = সংবাদ-দাতা।

আমার বন্ধুরে আগে করিয়া খালাস।
তবে সে মিটাইবাম আমি তোমার মনের আশ॥"

*   *   *   *
*   *   *   *

বন্দী খানায় বন্দী মাধব বুকেতে পাথর।
হাতে পায়ে আছে তার লোহার শিকল॥
যেই ভাওয়ালিয়া লইয়া সুনাই আসিল।
সেই ভাওয়ালিয়ায় দেওয়ান মাধবেরে দিল॥
মুক্তি পাইয়া মাধব আরে যায় নিজ দেশে।
সুনাইর কি হইল দশা শুন অবশেষে॥

*   *   *   *
*   *   *   *

নিশি রাইত মেঘে আন্ধা[১] আসমানে নাই তারা।
ঘারবাংলার ঘরে সুনাই চৌদিকে পাহাড়া॥
মায়ের পায়ে করে সুনাই কোটি নমস্কার।
উদ্দিশে[২] বিদায় মাগে করি হাহাকার॥
তার পরে স্মরিল কন্যা মাধবের মুখ।
আন্ধাইরে পাইল কন্যা মনে বড় সুখ॥
সোয়ামির[৩] পদে জানায় শতেক ভকতি।
তার পরে স্মরে কন্যা দুর্গা ভগবতী॥
আসমান কালা জমীনরে কালা কাল নিশা[৪] যামিনী।
বিষের কটরা খুলে কন্যা জনম দুঃখিনী॥
শিশুকালে বাপ মইল[৫] এতেক নাইরে মনে।
সেইত দুঃখের কথা আইজ পড়িল মনে॥

নিশি রাইতে দেওয়ান ভাবনা আইল বাংলা ঘরে।
আইসা দেখে পইড়া সুনাই পালঙ্ক উপরে॥

[১] আন্ধা = অন্ধকার। [২] উদ্দিশে = উদ্দেশে। [৩] সোয়ামী = স্বামী।
[৪] 'নিশা' এখানে 'যামিনীর' বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং গভীর এই অর্থ জ্ঞাপক। *Cf.* নিশা-রাইত। [৫] মইল = মরিল।

বিষেতে অবশ অঙ্গ বদন হইল কালা।
অঙ্গেতে হইয়াছে কন্যার গরলের জ্বালা॥

না দেখল অভাগী মাওরে আপন বন্ধুজনে।
কোথায় রইল প্রাণের বন্ধু আইজ এই নিদানে॥
কোথায় রইল শাউরী[1] কোথায় সল্লা দূতী।
নিদান কালে কাছে নাইসে রইল প্রাণের পতি॥
দুর্জ্জন দুষমন ভাবনার আশা না পূরিল।
প্রাণ-বন্ধুরে বাঁচাইতে সুনাই পরাণে মরিল॥ ১—৬০

১ শাউরী = শাশুরী।

দস্যু কেনারামের পালা

বন্দনা

(১)

স্বপ্ন-দর্শন ও দেবী-পূজা

জালিয়া বন্দের[১] পারে বাকুলিয়া[২] গ্রাম।
তার মধ্যে বাস করে দ্বিজ খেলারাম ॥
তিনকাল গেলরে তার অপুত্রক হৈয়া।
মুখ নাহি দেখে লোকে আটখুর[৩] বলিয়া।
ঘরে বৈসা যশোধারা কান্দে খেলারাম।
কি পাপ কইরাছি তাইতে বিধি হৈলা বাম ॥
মনেতে করছিলা যদি করবা আটকুড়িয়া।
কেন দিছিলা জন্ম আর কেন হইল বিয়া ॥
ভাত নাই সে খাইব আর না ছুঁইব পানি।
দুয়ার বান্ধিয়া ঘরে ত্যজিব পরাণী ॥
অনাহারে মরব আর নাহি সহে দুঃখ।
আর না দেখিব উঠিয়া পাড়াপরশির মুখ ॥
আর না দেখিব সূর্য্য না জ্বালাইব বাতি।
আন্ধাইরে[৪] পরিয়া মোরা কাটাইবাম দিবারাতি ॥

এহি মত এক দিন দুই দিন গেল।
তিন না দিনের কালে কোন কার্য্য হৈল ॥

১ জালিয়া বন্দের = জালিয়ার হাওর।

২ বাকুলিয়া = গ্রাম, জালিয়ার হাওরের নিকটবর্তী, ম্যাপ দ্রষ্টব্য।

৩ আটখুর = নিঃসন্তান।

৪ আন্ধাইরে = অন্ধকারে।

রাত্তি না নিশার কালে[১] ঘোমে অচেতন।
যশোধারা দেখিল এক অপূর্ব্ব স্বপন॥
দেখিল শিয়রে এক দেবী অধিষ্ঠান।
চতুর্ভুজ ত্রিনয়নী পদ্মা মূর্ত্তিমান॥
দেবী আগমনে ঘর হইল উজালা[২]।
সুগোল সুঠাম অঙ্গ পাকা সবরিকলা॥
অষ্ট নাগ অঙ্গে তার হেলায় দুলায়।
পদ্মের উপরে বৈসা ধীরে ধীরে কয়॥

"শুন ওগো যশোধারা চাও ফিরে মুখ।
শুনলো কেমনে তোমার যাইবে মনের দুঃখ॥
হইবেলো পুত্র তোমার আরে চিন্তা নাইসে কর।
ভক্তিযুত হইয়ালো তুমি মোর পূজা কর॥
আষাঢ়-সংক্রান্তি দিনেলো শুন দিয়া মন।
উপাস থাকিয়া করলো ঘট-সংস্থাপন॥
মণ্ডপেতে প্রতিদিন দিও ধূপ-বাতি।
স্মরণে রাখিও মোরে প্রতি দিবারাতি॥
এহি মতে একমাস করিয়া পালন।
শ্রাবণ-সংক্রান্তি দিনে করহ পূজন॥"

এতেক বলিয়া দেবী হইলা অন্তর্দ্ধান।
জাগিয়াত যশোধারা চারি দিকে চান॥
আচম্বিত[৩] হৈয়া পরে কয় পতির স্থানে।
পূর্ব্বাপর যত কিছু দেখিলা স্বপনে॥

খেলারাম কয় "যদি পাই পুত্র ধন।
লও মোরা করি তবে দেবীর পূজন॥"
আষাঢ়-সংক্রান্তিতে ঘট করিয়া স্থাপন।
দেবীর আদেশ করি মাসেক পালন॥

[১] রাত্তি - - - - কালে = গভীর রাত্রিতে।
[২] উজালা = উজ্জ্বল।
[৩] আচম্বিত = আশ্চর্য্য।

সংক্রান্তি দিবসে করে পূজা আয়োজন।
ইষ্ট কুটুম্ব জনে করে নিমন্ত্রণ॥
যোড়া পাঁঠা দিয়া বলি পূজা যে করিয়া।
নির্ম্মাল্য ধরিল শিরে ভক্তিযুথ[১] হৈয়া॥

(২)

কেনারামের জন্ম ও নানাকষ্ট

তার পরে যশোধারা শুন দিয়া মন।
মাসেকের মধ্যে হৈল গর্ভের লক্ষণ॥
সুগোল সুন্দর তনু গো লাবণিজড়িত।
সর্ব্ব অঙ্গ দিনে দিনে হইল পূরিত[২]॥
অজীর্ণ অরুচি আর মাথাঘোরা আদি।
আলস্য জরতা হৈল আছে যত ব্যাধি॥
সর্ব্ব অঙ্গে জ্বালা মাথা তুলিতে না পারে।
আহার করিবা মাত্র ফেলে বমি করে॥
রুচি হৈল চুকা[৩] আর ছিকর[৪] মাটীতে।
বিছানা ছাড়িয়া শুয়ে কেবল ভূমিতে॥
এহি মতে দশ মাস দশ দিন গেল।
পরেত গর্ভেত এক ছাওয়াল[৫] জন্মিল॥

চন্দ্রাবতী কয় শুন গো অপুত্রার ঘরে।
সুন্দর ছাওয়াল হৈল মনসার বরে॥

মায়ের অঞ্চলের নিধি গো মায়ের পরাণী।
দিন দিন বাড়ে যেমন চাঁদের লাবণী[৬]॥

[১] যুথ = যুক্ত। [২] পূরিত = পূর্ণ। [৩] চুকা = অম্ল দ্রব্য।
[৪] ছিকর = শিকর। [৫] ছাওয়াল = ছেলে।
[৬] কেনারামের রং কালো ছিল, এখানে অর্থ নয় যে চাঁদের মত লাবণ্য তার বাড়িয়া চলিল। এই ছত্রের অর্থ এই যে, চাঁদের লাবণ্য যেরূপ প্রতি কলায় বাড়িয়া পূর্ণ হয়, সেইরূপ সেও বাড়িতে লাগিল।

ছয় না মাসের শিশু গো হইল যখন।
মহা আয়োজনে করে অন্ন-পরশন॥
বাছিয়া রাখিল মায়ে গো শুন কিবা নাম।
দেবীর পূজার কিনা তাই "কেনারাম[১]॥"

হায়রে দারুণ বিধি কি লিখিলা ভালে।
মরিলা জননী হায়রে সাত মাসের কালে॥

কোলেতে লইয়া পুত্র কান্দে খেলারাম।
"কি হেতু হইলা মোর প্রতি বাম॥
মাও ভিন্ন কেবা জানেরে পুত্রের বেদন।
যাহার স্তনেতে হয় শরীর-পালন॥
সেই মায়েরে নিলা কারি[২] কিসের কারণে।
কি মতে বাঁচাইয়া পুত্র রাখিব জীবনে॥
অপুত্রা ছিলাম গো মোরা সেই ছিল ভাল।
ভুলাইয়া মায়ায় পরে কেন দেও শেল॥"

কান্দিয়া কান্দিয়া তবে যায় খেলারাম।
পুত্র কোলে উপনীত দেবপুর গ্রাম॥
সেহিত গ্রামেতে হয় মাতুল আলয়।
মামার বাড়ীতে কেনা কিছুদিন রয়॥

দুগ্ধ দিয়া মামী তার পালয়ে কুমারে।
দিনে দিনে বাড়ে গো শিশু দেবতার বরে॥
এক না বছরের শিশু হইল যখন।
খেলারাম গেল তীর্থ করিতে ভ্রমণ॥
এক দুই করি পার তিন বছর গেল।
খেলারাম ফিরিয়া আর ঘরে না আসিল॥

এমত সময়ে পরে শুন সভাজন।
আকাল হইলো গো অনাবৃষ্টির কারণ॥

[১] কেনারাম=দেবীর পূজার দ্বারা তাহাকে ক্রয় করা হইয়াছে (পাওয়া গিয়াছে) এজন্য তাহার নাম "কেনারাম" হইল।

[২] কারি=কাড়ি, কাড়িয়া।

একমুষ্টি ধান্য নাহি গৃহস্থের ঘরে।
অনাহারে পথে ঘাটে যত লোক মরে।।
আগেত বৃক্ষের ফল করিল ভোজন।
তাহার পরে গাছের পাতা করিল ভক্ষণ।।
পরেত ঘাসেতে নাহি হইল কুলান।
ক্ষুধায় কাতর হৈল যত লোকজন।।
গরুবাছুর বেচিয়া খাইল খাইল হালিধান[1]।
স্ত্রী পুত্র বেচে নাহি গো গণে কুলমান।।
পরমাদ ভাবিল মাতুল কেমনে বাচে প্রাণ।
কেনারামে বেচল লইয়া পাঁচ কাঠা ধান।। : ॥২

(৩)

দস্যুদলে প্রবেশ

হালুয়া কিনিয়া পরে গো লইয়া কেনারামে।
হরষ অন্তরে গেলা আপন মোকামে।।
হালুয়ার সাত পুত্র গো ডাকাইতের সর্দার।
ডাকাতি করিয়া কৈল দৌলত বিস্তর।।
গারুয়া পাহাড়[2] হৈতে দক্ষিণ সাগর।
ঘরবাড়ী নাহি কেবল নল খাগড়ার গড়।।
বনেতে লুকাইয়া যত ডাকাতিয়াগণ।
পথিক ধরিয়া মারে ধনের কারণ।।
টাকা পয়সা রাখে লোকে মাটীতে পুতিয়া।
ডাকাতে কাড়িয়া লয় গামছা মুড়া দিয়া।।
ডাকাতে দেশের রাজা বাদশায় না মানে।
উজার হইল রাজ্য কাজীর শাসনে।।

[1] হালিধান = শালিধান্য, অথবা হালের দ্বারা যে ধান্য উৎপন্ন করা হইয়াছে।
[2] গারুয়া-পাহাড় = গাড়ো পাহাড়।

হালুয়ার[১] পুত্রগণ ডাকাত এমন।
আদেখা থাকিয়া বনে করয়ে ভ্রমণ॥
পথিক পাইলে পরে গো সকলে ধরিয়া।
তিন খণ্ড করে আগে খাণ্ডার[২] বাড়ী দিয়া॥
পয়সা কড়ি যাহা পায় সকলি লইয়া।
খাগড়া বনেতে পরে রাখে লুকাইয়া॥
ডাকাতি করিয়া হইল দৌলত এমন।
তবু না ছাড়য়ে পাপ অভ্যাস কারণ॥

থাকিয়াত কেনারাম তাদের সহিত।
অল্পেতে হইল এক মস্ত ডাকাত॥
হাত পার গোছা তার গো কলাগাছের গোড়া।
আসমানে জমীনে ঠেকে যখন হয় খাড়া॥
কৃষ্ণবর্ণ দেহ তার পর্ব্বতপ্রমাণ।
রাবণের মত হৈল অতি বলবান॥
শিশুকাল হইতে সে না জানে দেবতায়।
ভালমন্দ ভেদ নাই তার সীমানায়॥
পাপ কারে কয় নাহি জানে কেনারাম।
স্ত্রী পুত্র নাহি তার নাই পয়সার কাম॥
তবুও পথিক সামনে পড়িলে তখন।
হরষ অন্তরে মারে ধনের কারণ॥
বাঘ যেমন মারে জন্তু খেলিয়া খেলিয়া।
এহি মতে মারে দুষ্ট মানুষ ধরিয়া॥
লইয়া পরের ধন লুকায় বনের মাঝে।
মাটীতে পুতিয়া রাখে না লাগায় কাজে॥
দলবল সঙ্গে কেনা বনে বনে ঘুরে।
জঙ্গলে পড়িয়া থাকে নাহি যায় ঘরে॥

১ হালুয়ার = হেলে দাসের, হেলে কৈবর্ত্তের। ২ খাণ্ডার = খাঁড়া।

বাতানে[১] মহিষ আর পালে যত গাই।
কত যে চরিত্ত তার লেখাজুখা নাই ॥
পরাণ ভরিয়া কেনা করে দুগ্ধ পান।
তাইতে হইল দুষ্ট এত বলীয়ান ॥
পথের পথিকের যদি ক্ষুধাতৃষ্ণা পায়।
পরাণ ভরিয়া সবে গাইয়ের দুধ খায় ॥

হইল ডাকাত কেনা দুর্দ্দান্ত এমন।
তাহার তরাসে[২] কাঁপে নল খাগড়া বন ॥
সুশুঙ্গ হইতে সেই জালিয়া হাওর।
ঘুরিয়া বেড়ায় কেনারাম নিরন্তর ॥
নৌকা বহিয়া সাধু ভাটী গাঙ্গে[৩] যায়।
ধনরত্ন কাড়ি লইয়া সায়রে ডুবায় ॥
কত পুত্র হারাইয়া কান্দেত জননী।
ঘরেতে থাকিয়া তবু স্থির নহে প্রাণী ॥
এক ডাকে চিনে তারে দস্যু কেনারাম।
উজান ভাটীয়াল জুড়িয়া হইল বদ্‌নাম ॥
যে পড়ে তাহার হাতে নাহি ফিরে দেশে।
মা বাপে দেখল না হায় মরিলা বৈদেশে ॥
কেনার নামেতে সবে ভয়ে কম্পমান।
তাহার ভয়েতে কেউ না যান দূরস্থান ॥
সন্ধ্যাকালে কেউ না হয় ঘরের বাহির।
আন্ধাইরে করয়ে বাস ভয়েতে অস্থির ॥ ১—৬৪

(৪)

বংশীদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ

জালিয়া হাওর নাম ব্যক্ত ত্রিভুবন।
দিনেকের পথ জুড়ি নল খাগড় বন ॥

[১] বাতান=গোচারণের জায়গা। [২] তরাসে=ভয়ে, ত্রাসে।
[৩] গাঙ্গে=নদীতে, শুধু গঙ্গা নহে, সমস্ত নদীকেই পূর্ব্ববঙ্গে 'গাঙ্গ' কহে।

ভাসান গাইতে পিতা যান দেশান্তরে।
পথে পাইয়া কেনারাম আগুলিল তারে

খোল বাজে করতাল বাজে, বাজে একতার।
পিতার সহিতে গায় শিষ্য সঙ্গে যারা॥
শ্রী অঙ্গেতে নামাবলী সন্ন্যাসীর বেশ।
ললাটে তিলক ছটা দীর্ঘ জটা কেশ॥
ভাবেতে বিভোর যত ভক্ত সমুদয়।
আগে আগে যান পিতা পাছে শিষ্যচয়॥
প্রেমানন্দে হস্ত তুলে কেহ গলা ধরে।
কেহ বা অশ্রুতে ভাসি পড়ে ধরা পরে॥
না জানে কোথায় তারা গান গাইয়া যায়।
কোথায় আইল নাহি চক্ষু তুলে চায়॥

গাইতে গাইতে আইলা জালিয়া হাওরে।
চারিদিক বেড়িয়াছে নলে আর খাগরে॥
মানুষের নাই নামগন্ধ অষ্টপ্রহর জুড়ি।
নল আর খাগড়ে সব রহিয়াছে বেড়ি॥

দূরেতে উঠিল ধ্বনি 'জয় কালী' নাম।
সম্মুখে দাঁড়াইল আসি দস্যু কেনারাম॥
পাছু হইয়া খাড়া রয় দস্যুগণ যত।
কমরবান্ধা মালকোচা খাণ্ডা লইয়া হাত॥
পাহাড়িয়া দেহ যেন কাল মেঘের সাজ।
যমদূতগণ সঙ্গে যেন যমরাজ॥
আগুলিয়া কেনারাম জিজ্ঞাসে পিতারে।
"কেমন ঠাকুর তুমি চেন কি আমরারে॥"

হাসিয়া কহেন পিতা ডাকাইতের স্থানে।
"পাপেরে দেখিয়া বল কেবা নাহি চিনে॥"

"দেহ যাহা আছে" দস্যু কহে উচ্চৈস্বরে।
ঝুলি ঝাড়িয়া পিতা দেখান সবারে॥

"কয় খানা ছেঁড়া বস্ত্র আছে সঙ্গে মোর।
এ সব লইয়া বল লভ্য কিবা তোর।।"

কেনা কহে "গান গাইয়া ফির বাড়ী বাড়ী।
তা'তেও কি নাহি জুটে কিছু পয়সা-কড়ি।।"

"গাহানা শুনিয়া পয়সা দিবে কোন জন।
এমন মনুষ্য নাহি দেখি এই বন।।
দেবতার লীলা গাই দুয়ারে দুয়ারে।
গান গাইয়া পাপীর মন চাই গলাবারে।।"

"পাই বা না পাই কিছু ইতে[১] নাহি দুখ।
মানুষ মারিয়া আমি পাই বড় সুখ।।"
হাসিতে হাসিতে কেনা এতেক বলিয়া।
খাণ্ডা তুলিয়া লইল 'জয় কালী' বলিয়া।।

ঠাকুর বলেন "দস্যু নরহত্যা পাপ।
নরকে যাইবা তুমি না পাইবা মাপ।।
বিধাতার কাছে তোমার হইবে বিচার।
যাচিয়া নরক-ভোগ কর পরিহার।।
মানুষ মারিয়া বল কোন প্রয়োজন।
টাকাকড়ি এ সকল নহে কোন ধন।।
মনসাচরণ দেখ সর্ব্বধন সার।
সে ধন পাইলে হবে ভবনদী পার।।"

হাসিয়া হাসিয়া তবে কহে দস্যুপতি।
"সাত পাচে ভুলাইতে চাহ অল্পমতি।।
মানুষ মারিয়া মোর গেল তিন কাল।
শুনিব তোমার কাছে ধর্ম্মের আলাপ।।
মানুষ মারিয়া মোর মনে নাহি দুখ।
যত মারি তত যেন পাই মনের সুখ।।

১ ইতে=ইহাতে।

পাপপুণ্য নাহি জানি মানুষ মারিব।
তোমার কাছেতে ঠাকুর ধর্ম্ম না শিখিব॥"

ঠাকুর কহেন "দস্যু কিবা তোমার নাম।"
দস্যু কহে "চিনিলে না আমি কেনারাম॥"
যার নাম শুনি লোক কাঁপে থরথরি।
শিউরি বৃক্ষের পাতা পড়ে ঝরঝরি॥
শুনিয়া কেনার নাম কাঁদে শিষ্যগণ।
অটল অচল পিতা হাসিমুখে কন॥

"গান গাহিয়া আমি দেশে দেশে ঘুরি।
দুঃখ মোর নাই তোমার হাতে মরি॥
তোমার পাপের বোঝা ভারি হইল বড়।
পরপারে বইয়া নিতে হইবে কাতর॥
সঙ্গেতে না যাবে কেউ একা যেতে হবে।
কি কার্য্য করিতে কেনা আসিলে এ ভবে॥
দিনে দিনে তোমার সুদিন হইল গত।
উড়িয়া যাইবে যখন তেউর[১] পক্ষীর মত॥
যাইতে দেখিবে পথে ঘোর অন্ধকার।
পাষাণে ভাঙ্গিয়া মাথা করবে হায় হায়॥"
ঠাকুর বলেন "কেনা, কি কাম করিলে।
অন্তিমে সম্বল কিছু সঙ্গে না লইলে॥"
চোরা নাহি শুনে দেখ ধর্ম্মের কাহিনী।
পিশাচে না শুনে রাম অন্তরেতে গ্লানি॥

কেনা কহে "ঠাকুর মোরে দেখিলা নয়নে।
আমারে যে না ডরায় নাহি এ ভুবনে॥
ভয় নাই সে কর তুমি কে হও ঠাকুর।
খাণ্ডায় তোমায় পাঠাইব যমের পুর॥
এহিত আমার খাণ্ডা অতি খরশাণ।
এক কুবেতে[২] তোমার লইবাম প্রাণ॥"

[১] তেউর = চড়ুই। [২] কুবেতে = কোপে।

ঠাকুর কহিলা "আমি দরিদ্র বামন।
আমার নামেতে তোমার কোন প্রয়োজন॥"

কেনা কয় "শীঘ্র করি নাম নাহি বল।
সময় করিয়া নষ্ট আছে কিবা ফল॥"

ঠাকুর কহিলা "মোর দ্বিজবংশী নাম।"
শুনিয়া চমকিয়া উঠে দস্যু কেনারাম॥

"তুমি ঠাকুর দ্বিজবংশী যার নাম শুনি।
পাগ্‌লা ভাটীয়াল নদী বহে যে উজানি॥
পাষাণ গলিয়া মেঘ বর্ষে যার গানে।
সেই দ্বিজবংশী তুমি খাগরের বনে॥
পশুপক্ষী উড়িয়া আসে যার গান শুনিয়া।
ভুজঙ্গ চলিয়া যায় শির নোয়াইয়া॥"

কহেন ঠাকুর শুনি এতেক বচন।
"আমার গানেতে গলে কঠিন পাষাণ॥
পাষাণ গলাইতে আমি পারি শতবার।
কিন্তু মানুষের মন গলাইতে ভার॥
বনের পশুপক্ষী মোগ্ধ[১] আমার গান শুনি।
না পারিলাম গলাইতে মানুষের প্রাণী॥
লৌহের বাড়াই[২] দেখ মানুষের প্রাণ।
শাপেতে হইয়াছে যেমন অহল্যা পাষাণ॥"

এতেক শুনিয়া কেনা নীরব হইলা।
কেনারে ডাকিয়া পিতা কহিতে লাগিলা॥
"লইয়া পরের ধন কোন কর্ম্ম কর।
পাপেতে মজিয়া কেন ভরা বুঝাই[৩] কর॥
এ ভরা ডুবিবে তোমার মাইঝ[৪] গাঙ্গের জলে।
বন্ধু না খারাইবে[৫] কেউ তোমায় ধইরা তুলে॥

[১] মোগ্ধ=মুগ্ধ। [২] লৌহের বাড়াই=লোহার বাড়া—লোহার চেয়ে শক্ত। [৩] বুঝাই=বোঝাই। [৪] মাইঝ=মাঝ। [৫] খারাইবে=দাঁড়াইবে।

এ ধন লইয়া তুমি কোন কার্য্য কর।
ধনের লাগিয়া কেন পাগল হইয়া মর॥
দারাপুত্র কেউ নয় তোমার পাপের ভাগী।
পাপেতে মজিয়া হইলে ধর্ম্মেতে বিরাগী॥"

কেনা বলে "দারাপুত্র কিছু মোর নাই।
মানুষ মারিয়া আমি বড় সুখ পাই॥
ধনে নাহি প্রয়োজন টাকায় নাহি কাম।
মানুষ মারিয়া মোর হইল সুনাম॥"

ঠাকুর বলেন "কেনা, এই ধন লইয়া।
কোথায় রাখিছ তুমি বল ভাবাইয়া[১]॥
কারে দেও টাকাকড়ি কেন হেন কর।
ধরম ছাড়িয়া কেন পাপ কইরা মর॥
দরিদ্রে বিলাও কিম্বা নিজে ভোগ কর।"
কেনারাম কহে "ঠাকুর, মনে হইল দর[২]॥
দরিদ্রেরে করি যদি এই ধন দান।
ধনলোভে হবে সেই আমার সমান॥
ধনলোভে মত্ত হইয়া করিবে কুকাজ।
হাজার কলঙ্কে তার নাহি হবে লাজ॥
পড়িলে একটী বার লোভের বিপাকে।
মানুষ ডাকাইত হয় জ্ঞান নাহি থাকে॥
যত ধন করিয়াছি ডাকাইতি করিয়া।
ফুরাইতে না পারিবে সাত পুরুষ খাইয়া॥
তবুও প্রাণের টান দস্যু বৃত্তি করি।
বৈসা না খাইতে পারি দণ্ড দুই চারি॥"

ঠাকুর কহেন "তবে ধনরত্ন লইয়া।
কোন কার্য্য কর তুমি ডাকাতি করিয়া॥

১ ভাবাইয়া = ছলনা করিয়া। ২ মনে---দর = দড়, দৃঢ়, মনস্থ করিলাম।

"না দেখে মানুষ জন বনের পশুপাখী।
যার ধন তার কাছে লুকাইয়া রাখি॥"

"কার ধন কার কাছে রাখ লুকাইয়া।"
অবাক্যি[১] হইলা ঠাকুর একথা শুনিয়া॥

কেনা কহে "এ ধন সকলি মাটীর।
মাটীতে লুকাইয়া রাখি যুক্তি করি স্থির॥
মাটীতে মিশিয়া ধন যাউক মাটী হইয়া।
মানুষ যে নাহি পায় সে ধন খুজিয়া॥
ভাবিয়া দেখহ ঠাকুর যত টাকাকড়ি।
কেবলি লোভের চিহ্ন জগতের বৈরী॥"

ঠাকুর কহেন "বল কি লাভ তাহায়।
ধন লইয়া কোন জন মাটীতে লুকায়॥
ভোগ নাহি কর ধন রাখ লুকাইয়া।
এ ধনে কি ফল আছে অর্জ্জন করিয়া॥"

কেনারাম বলে "ঠাকুর ভোগের লাগিয়া।
ধন নাহি লই আমি পথিকে ভারাইয়া॥
দেশে যত ধনী আছে তাহাদের ধনে।
ভিক্ষুক লোকের আসে কোন প্রয়োজনে॥
থাকিয়া ভাণ্ডারের ধন ভাণ্ডারেতে ক্ষয়।
এ ধনেতে সংসারের কোন কার্য্য হয়॥
কথায় কথায় ঠাকুর অনেকক্ষণ গেল।
বেলা ফুরাইয়া দেখ সন্ধ্যা যে হইল॥"
খাণ্ডা তুলিয়া ধরে কেনারাম কয়।
"শীঘ্র করি মারি সবে দেরী নাহি সয়॥"

১ অবাক্যি=অবাক্।

(৫)

ভাসান সংগীত

ঠাকুর কহেন তবে শুন কেনারাম।
"এইখানে গাইব আমি জন্মের শেষ গান।।"
দুই চক্ষে অশ্রু বহে মনসা স্মরিয়া।
"জীবনের শেষ গান লইব গাহিয়া।।
তাইতে একটু সময় দেও মোরে ধার।
গান শেষে কর তুমি কার্য্য আপনার।।"

কি জানি ভাবিয়া কেনা কয় ঠাকুরের স্থানে।
"গাও খাণ্ডা পুনঃ নাহি ধরি যতক্ষণে।।"
আকাশ চাঁদোয়া হইল শুনে পশুপাখী।
কেনারাম বসিল যে হাতের খাণ্ডা রাখি।।
উড়িয়া যায় পাখী আসি বসিল ডালেতে।
মনসা ভাসান গায় অঞ্জনার[১] সুতে।।
বিস্তার প্রান্তরে কেনা দূর্ব্বার বিছানে।
গাহান[২] শুনিতে বসল দলবল সনে।।
প্রেমেতে বিভোর পিতা ভাবে আত্মহারা।
কথায় কথায় চক্ষে বহে অশ্রুধারা।।
গাহান শুনিয়া কেনা ভাবে মনে মনে।
সাক্ষাৎ দেবতা বুঝি নামিতা ভুবনে।।
গাহিতে গাহিতে পরে সন্ধ্যা গুজরিল[৩]।
কেনার হুকুমে গান চলিতে লাগিল।।
কেনার ইঙ্গিতে যত ডাকাতিয়া ছিল।
আন্ধার নাশিতে সবে মশাল জ্বালিল।।
মশালের তেজে হইল বন যে উজালা।
সূর্য্যের পশরে[৪] যেমন দিন হইল আলা।।

[১] অঞ্জনা = দ্বিজবংশীর মাতার নাম।
[২] গাহান = গান।
[৩] গুজরিল = উত্তীর্ণ হইল।
[৪] পশরে = প্রভাবে।

মনসা মঙ্গল

বন্দনা

জয় বন্দ ভবানি ভবদুঃখ-বিনাশিনী
সিংহবাহিনী মহামায়া।
কার্ত্তিক-গণের মাতা হিমগিরিরাজ-সুতা
ঈশ্বরঘরণী অর্দ্ধকায়া ॥
মহিষাসুর-মর্দ্দিনী দশভুজা ত্রিনয়নী
পূর্ণচন্দ্রমুখ মনোহার।
শিরে রত্নমুকুট পিঙ্গল জটাজুট
অর্দ্ধ-ইন্দুভূষিত শিখর ॥
ত্রিভঙ্গের ভঙ্গিমা বর পীনোন্নত পয়োধর
প্রথম যৌবন কলেবর।
অতসী কুসুম আভা নানা রত্ন মণি শোভা
সিত শ্বেত সুরঙ্গ অধর ॥
খর্গ চক্র ধনুর্ব্বাণ হাতে খাণ্ডা খরশান[১]
বজ্রাঙ্কুশ ঘণ্টা যে কুঠার।
পূর্ণ অস্ত্র দশভুজে অদ্ভুত বনমাঝে
বিরাজিত সর্ব্ব অলঙ্কার ॥
দক্ষিণ-চরণমূল রক্তপদ্ম সমতুল
সমলগ্নে সিংহ আরোহণ।
কিঞ্চিদূর্দ্ধে বামাঙ্গুষ্ঠে লাগিছে মহিষপৃষ্ঠে
দ্বিজ বংশীদাসের রচন ॥

প্রথমে বন্দিনু দেব অনাদি চরণ।
দ্বিতীয় বন্দিনু ব্রহ্মা পরম কারণ ॥
তৃতীয়ে বন্দিনু বিষ্ণু জগতের পতি।
তার দুই ভার্য্যা বন্দ লক্ষ্মী সরস্বতী ॥

[১] খরশান = তীক্ষ্ণ।

চতুর্থে বন্দিনু শিব গণেশ সহিতে।
অর্দ্ধ অঙ্গে গৌরী শোভে গঙ্গা শোভে মাথে॥
পূর্ব্বে বন্দ ভানুরে পশ্চিমে যায় অস্ত।
উড়িষ্যা দেশেতে বন্দ প্রভু জগন্নাথ॥
পুষ্পমধ্যে বন্দি গাই আদ্যের তুলসী।
ব্রতমধ্যে বন্দি গাই ভীম একাদশী॥
পাতালে বাসুকি আদি বন্দ নাগগণ।
নারদ আদি বন্দিনু যত দেবগণ॥
মায়ের দুটী স্তন বন্দ অক্ষয় ভাণ্ডার।
গয়া কাশী গিয়া যার শোধিতে নারি ধার॥
এক স্তনের দুগ্ধে হবে লক্ষ কড়ি মূল।
আমি পুত্রে বেচিলে না হবে সমতুল॥
এহি মতে বন্দনা-গীতি নিরবধি থৈয়া[১]।
পদ্মার জনম-কথা শুন মন দিয়া॥

এক দিন ঘরে চণ্ডী না দেখি শঙ্করে।
ডাক দিয়া নারদেরে আনিল সত্বরে॥
"তুমিত নারদ ভাগিনা আমি তোমার মামী।
মামা তোমার কোথায় গেছে নিশ্চয় না জানি॥"
নারদ বলেন "শুন গণেশজননী।
পদ্মবনে শুনিয়াছি জন্মেছে পদ্মিনী॥
তাহার যে রূপ মামী নাহি তব ঠাই।
বিবাহ করিতে তারে গিয়াছে গোসাঞী॥"
ক্রোধিত হইল চণ্ডী নারদ-বচনে।
শঙ্কর মোহিতে কাজে চলিলা আপনে॥

ত্বরিত গমনে গেল নদীর নিকটে।
আসিয়া শিবেরে চণ্ডী না দেখিলা ঘাটে॥
চণ্ডী বলে "শুন সরুয়া[২] আমার উত্তর।
তোর অলঙ্কার মোরে পরি বদল কর॥

[১] থৈয়া = রাখিয়া। [২] সরুয়া = পাটনী বালিকা।

তব কাংসপিত্তলের দেহ অলঙ্কার।
তুমি নিয়া যাহ মোর স্বর্ণ অলঙ্কার॥
খেয়াঘাটের নৌকাখানা মোর ঠাই দিয়া।
আপনার ঘরে তুমি সুখে রহ গিয়া॥"

এত শুনি ডুমুনী যে গেলেন হরিষে।
নৌকার উপরে চণ্ডী ডুমুনীর বেশে॥
দেড় প্রহর বেলা আছে আড়াই প্রহর বাদ।
আসিয়া মিলিল শিব চণ্ডীকার ফাঁদে[১]॥
দেখিল অদ্ভুত নদী অতি খরস্রোত।
নৌকার উপরে দেখে কামিনী অদ্ভুত॥
ডাকিয়া শঙ্কর বলে "নৌকা আন ঘাটে।
দূরেত যাইবারে চাহি পার কর ঝাঠে[২]॥"
সুকবি নারায়ণ দেবের সুরস পাচালী।
পয়ার প্রবন্ধে বলি এক যে লাচারী[৩]॥

খেয়াঘাটে বসিয়া শঙ্কর।
"ডুমুনী ডুমুনী" করি ডাক ছাড়ে অধিকারী[৪]
"নৌকা লইয়া আসহ সত্বর॥"
ডাক দিয়া বলে শিব "পার হৈলে কিছু দিব
কেন পার না কর আমারে।
বেলা হৈল অতিশয় বিলম্ব উচিত নয়
যাব আমি পদ্ম তুলিবারে॥"
কৌতুকেতে মায়া করি বলিল ডুমের নারী
"শুন শুন দেব শূলপাণি।
মোর ডোম নাহি ঘরে এত ডাক ডাক কারে
ঘাটেতে নাহিক নৌকা আনি॥

১ ফাঁদে = ফন্দিতে (পড়িলেম)।
২ ঝাঠে = শীঘ্র।
৩ লাচারী = ত্রিপদী।
৪ অধিকারী = শিব (আচার্য্য)।

যেই আছে নৌকাখানি   বাগে বাগে বহে পানি
কেমন করিয়া হৈবা পার।
ভাঙ্গা কেরুয়াল[1] খান   না ধরে জলের টান
শিচিয়া[2] না পারি রাখিবার॥
এই ঘাটে খেয়া করি   দেন প্রতি নয় খুরী[3]
দিবেত উচিত খেয়া করি।"
ডাক দিয়া বলে শিব   "পার হৈলে কি কি দিব
শুন শুন সরুয়া ডুমুনী॥
ঝুলিতে আছে ইন্দ্রাসন   সংসারের সার ধন
পার হৈলে কিছু দিতে পারি॥"

বুকেতে চাপর মারি   কহিছে ডুমের নারী
"আমারে ভারিয়া যাইতে আশা।
খেয়া দিতে ভাঙ্গের গুড়া   পার হৈতে চাহ বুড়া
দূর হওরে ভাঙ্গর মুনছা[4]॥"
"ডুমুনীরে না নিন্দা কর   যদি কিছু খাইতে পার
ত্রিভুবন নয়নগোচর।
যুগ পথে মন দর   ঝিমাইতে সুখ বড়
সদাই আনন্দ কলেবর॥"

হাসি বলে ডুমের নারী   "নায়ে উঠ ত্বরা করি
মনে কিছু না করিও দ্বিধা।
একবার করিব পার   ত্রিভুবনে জানাবার
ঝুলীকাথা থুইয়া যাহ বান্ধা॥"
সংসার মোহিত করে   হেন রূপ চণ্ডী ধরে
দেখি শিবের সাত পাঁচ মন।
রমণ করিতে আশ   শিবের মনে অভিলাষ
নারায়ণ দেবের সুরচন॥

[1] কেরুয়াল = "কাণ্ডার" শব্দের অপভ্রংশ। [2] শিচিয়া = সিঞ্চন করিয়া।
[3] খুরী = এক প্রকারের ওজনবিশেষ। [4] ভাঙ্গর মুনছা = ভাঙ-খোর মিন্সে (মনুষ্য)।

দিশা :—বিনোদিনী রাই। গোকুল ছাড়িয়া বৃন্দাবনে যাই।

ডোমনীর বচন শুনিয়া মহেশ্বর।
ঝাটীতে উঠিল গিয়া নায়ের উপর॥
খেয়া দেয় ডুমুনী যে ধরিয়া কাঁড়ার।
সাতারিয়া বৃষ গোটা নদী হৈল পার॥

ডুমুনীর রূপ দেখি অতি সুলক্ষণ।
কামেতে পাগল ভোলা স্থির নহে মন॥
শিব বলে "শুনলো ডুমুনী তুমি আমার সই।
তোমার কাছেতে কিছু দুঃখের কথা কই॥
এমন যৌবন তোমার বৃথা বৈয়া যায়।
তোমারে ছাড়িয়া ডুমনা গিযাছে কোথায়॥"

ডুমুনী বলে "মোর ডোম গিযাছে গাওয়ালে[১]।
একাকিনী খেয়া দেই এই ঘাটকূলে॥"
ডুমুনীর বোলে শিব পরম কৌতুক।
চোরে ধন পাইলে যেমন মনে হয় সুখ॥

কাঁড়াল[২] ধরিয়া ডুমুনী বৈঠা বায় লাসে।
ক্ষণেতে ডুমুনীর গায়ের কাপড খসে॥
শিব বলে "শুন কই সকয়া[৩] ডুমুনী।
ক্ষণে ক্ষণে দেখি যেন সাক্ষাৎ ভবানী॥
তোর রূপ দেখি মোর স্থির নহে প্রাণ।
প্রাণ রক্ষা কর মোরে দিয়া রতি দান॥"

ডুমুনী বলে "দাড়ী-চুল পাকাইলা কেনে।
আপনার কথা বুড়া না বুঝ আপনে॥
বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল[৪]।
কাকেতে খাইতে আশা যেন পাকা বেল॥

১ গাওয়ালে = গ্রামে কাজ করিতে। ২ কাঁড়াল = কাণ্ডার, হাল।
৩ সকয়া = পাটনি।
৪ বানরের....নারিকেল = এই উপমাটি চণ্ডীদাসের পদে কয়েক স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

আমিত যুবতী নারী তুমি বৃদ্ধ বুড়া।
দন্তহীন বাঘে যেন কামড়ায় মরা ॥
বয়স কালে যা করেছ সেই লয় মনে।
পূর্ব্বকথা কহ বুড়া নির্লজ্জ কারণে॥"

শিব বলে "বুড়া কথা না কহ ডুমুনী।

* * * *

মরিচ যতই পাকে তত হয় ঝাল।
আমি ভাবি এহিত মোর যৌবনের কাল॥"

ডুমুনী বলয়ে "তুমি কড়ার ভিখারী।
কি দিয়া করিবে বশ পরের সুন্দরী॥"

শিব বলে "খেয়া দিয়া পাও যত কড়ি।
তাহার দ্বিগুণ কড়ি লহ লেখা করি॥
কালি প্রাতে যাব আমি কুবের-নগরে।
ভিক্ষা করি যাহা পাই দিব আমি তোরে॥"

ডুমুনী বলে ত "মোর হইল ভরসা।
ভিক্ষা করি ধন আনি পুরাইবে আশা॥
এমন ভাঙ্গর তুমি নাহি কিছু জ্ঞান।
মনে ভাব আমা হতে তুমি জ্ঞানবান্॥"

শিব বলে "কেন তুমি বল এমন কথা।
শুনিয়া তোমার কথা শেল হৃদে গাঁথা॥"
হাসয়ে ডুমুনী শুনি শিবের বচন।
আস্তে ব্যস্তে ঘাটে নৌকা লাগায় তখন॥
লড় দিয়া ডুমুনী যে চলে নিজ ঘরে।
পশ্চাতে সামায়[১] শিব ডুমুনীর ঘরে॥

চীৎকার করিয়া ডুমুনী ডাকে সর্ব্বজনে।
প্রমাদ পড়িল হেতা সাক্ষী কারে মানে॥

[১] সামায়=সান্ধায়, প্রবেশ করে।

"যদি মোর ডোম আসে লাগ পায় তোর।
দিবে সে উচিত শাস্তি চুলে ধরি তোর॥
তোমারে কাটিয়া আজি ফেলিবেক গাড়ি[1]।
বৃষ গোটা বেচিয়া লইবে খেয়ার কড়ি॥"

*   *   *   *

আপনার নিজ মূর্ত্তি ধরিলা ভবানী।
লজ্জিত হৈলা দেখি দেব শূলপাণি॥
"ভাগ্যে যে আসিনু আমি ডুমুনীর রূপ ধরি।
তে কারণে জাতিরক্ষা হৈল ত্রিপুরারি॥"

*এত দূরে গিয়া যখন মৃদঙ্গে মারল তালী।
*দলবলে কেনারাম হাসে খলখলি॥

*   *   *   *

"সঙ্গে না লইও তারে মোর মাথা খাও[2]॥
এহি কন্যা অষ্ট কোটী নাগের জননী।
বিষহরি নামে কন্যা হবে ত্রিলোচনী॥
দেব নর যক্ষ রক্ষ ডরিবে তাহারে।
কন্যারে রাখিয়া তুমি যাও নিজ ঘরে॥"

এহি কথা শুনে চণ্ডী গেলা পদ্মবনে।
পদ্মবন দেখে চণ্ডী হরসিত মনে॥
এক দিন দুই দিন তিন দিন গেল।
দারুণ বিষের জ্বালা অঙ্গে প্রবেশিল॥
দিবাশেষে কন্যা এক লভিল জনম।
কন্যার রূপেতে উজলা পদ্মবন॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদিল ধরায়।
কন্যারে দেখিয়া চণ্ডী করে হায় হায়॥
এমন কন্যারে রাখি কেমনে যাব ঘরে।
শিবের বচন চণ্ডী ক্ষণে ক্ষণে স্মরে॥

১ গাড়ি = পুতিয়া।
২ ইহার পূর্ব্বে কতক ছত্র বাদ পড়িয়াছে, তাহাতে মনসাদেবীর জন্মের কথা ছিল।

হেন রূপে কৈলাসে যায় জগতের মাতা।
রাবণ পণ্ডিতে গায় পদ্মার জন্মকথা ॥
*বিষহরির জন্মকথা শুনে কেনারাম।
*উদ্দেশে জানায় পদে শতেক প্রণাম ॥
পদ্মার জনমকথা নিরবধি থৈয়া।
নেতার জনমকথা শুন মন দিয়া ॥

* * * *
* * * *

নেতার জনমকথা এইখানে থৈয়া।
সমুদ্রমন্থনকথা শুন মন দিয়া ॥

* * * *
* * * *

ভক্তিকথা একচিত্তে শুন মন দিয়া।
তুণ্ডক নামেতে ছিল এক দানবীয়া[১] ॥
মনেতে ভাবিয়া তুণ্ডক সংসার অসার।
ধর্ম্মভাব জাগরিল হৃদয়ে তাহার ॥
"কেবা আছে পৃথিবীতে হেন গুরুজন।
যাহার দয়াতে হবে পাপবিমোচন ॥
গুরু বিনা কেমনে হবে ভবনদী পার।
কেবা মন্ত্র দিবে মোরে আমি দুরাচার ॥"
এহি কথা ভাবি মনে তুণ্ডক দানবীয়া।
শুক্রাচার্য্যের কাছে বলে উপনীত হৈয়া ॥

"শুন মোর কথা দেব দয়া যে করিয়া।
উদ্ধার করহ মোরে পদে স্থান দিয়া ॥
তোমার চরণে মোর এহি নিবেদন।
অধম বলিয়া নাহি ঠেলো গুরুধন ॥
পাপকার্য্যে রত আমি পাপী মোর হিয়া।
আমায় করহ পার পদতরী দিয়া ॥

১ দানবীয়া = দানব।

আর না যাইব তব চরণ ছাড়িয়া।
মার কাট কিংবা রাখ পদে স্থান দিয়া।।"

এহি কথা শুনে শুক্রের দয়া উপজিল।
দীক্ষিত করিয়া তারে শিষ্য বানাইল।।
সেহিদিন হইতে তুণ্ডক শুক্রাচার্য্যের স্থানে।
মন দিয়া শুনে যাহা গুরুদেব ভণে[১] ।।

একেত তুণ্ডক হয় অসুরের সূত।
পাপপূর্ণ বোধহীন সদা হিংসারত।।
তার পরে ক্রোধ তার ছিল অতিশয়।
যাহা ইচ্ছা তাহা করে নাহি মনে ভয়।।
একদিন কিবা জানি উচিছ্লা[২] করিয়া।
গুরুর পূজার ফুল দিল ফালাইয়া।।

রাগিয়া কহিলা গুরু তুণ্ডকের স্থানে।
"আর না রাখিব দুষ্ট আমার ভবনে।।"
পরেত তুণ্ডক গুরুর চরণ ধরিয়া।
আরও কিছুদিন থাকে ক্ষমাভিক্ষা পাইয়া।।
তার পর কিবা হৈল শুন দিয়া মন।
তুণ্ডক ত্যজিতে নারে স্বভাব আপন।।
অসুরের বুদ্ধি তার অসুরিয়া মন।
রাত্রদিনে শুক্রাচার্য্যে করে বিড়ম্বন।।
একদিন দানব দুষ্ট কি কাম করিল।
আছাড় মারিয়া ভাঙ্গে গুরুর কমুণ্ডল।।

ক্রোধিত হইয়া গুরু কহিলা তাহারে।
"আজি হতে দুরাচার যাও দেশান্তরে।।
মন্ত্রতন্ত্র যাহা দিনু সব বৃথা গেল।
আজি হতে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ ঘুচিল।।"

১ ভণে=বলেন। ২ উচিছ্লা=ছুঁতো।

তুণ্ডক কহিছে গুরু "শুন নিবেদন।
আরও কিছুকাল পূজি তোমার চরণ॥"
পায়ে ধরি ক্ষমা চায় দুরন্ত অসুরে।
পুনঃ স্থান দিলেন গুরু দয়া করি তারে॥
নিদ্রা যায় শুক্রাচার্য্য অজিন আসনে।
দুরন্ত অসুর তাহা দেখে সঙ্গোপনে॥
জটাচুল ধরি গুরুর নিদ্রা যে ভাঙ্গিল।
ক্রোধিত হইয়া মুনি পদাঘাত কৈল॥

দিব্য দেহ ধরি তুণ্ডক কহে গুরুর স্থানে।
"পাইয়াছি যাহা চাই তোমার সদনে॥
চিত্রক গন্ধর্ব্ব আমি পূর্ব্বে জন্মেছিনু।
শাপেতে অসুরকুলে জনম লভিনু॥
"তোমার চরণস্পর্শে মুক্ত হয়ে যাই।
আশীর্ব্বাদ কর গুরু এহি ভিক্ষা চাই॥
মন্ত্রতন্ত্র নাহি জানি এহি মোর ভাল।
আসিলাম হয়ে শুধু পদের কাঙ্গাল॥"

রাবণ পণ্ডিত[১] কয় শুন দিয়া মন।
পাপীর ভরসা কেবল শ্রীগুরুর চরণ॥
এক ফোটা পায়ের ধুলায় নাহি পরিমাণ।
গয়া কাশী বৃন্দাবন তীর্থের সমান॥

*তুণ্ডকের কথা কেনা যখন শুনিল।
*পায়েতে ধরিয়া ঠাকুরে প্রণাম করিল॥
*চামর দুলাইয়া পিতা গাণ উচৈচস্বরে।
*আকাশে থাকিয়া শুনে গন্ধর্ব্ব অমরে॥

ততক্ষণে অন্য কথা করি সমাপন।
চান্দ সদাগরের কথা কৈলা আরম্ভণ॥

১ এই রাবণ পণ্ডিত কে?

দক্ষিণ সাগরতীরে চম্পক নগর।
তাহাতে রাজত্ব করে রাজা কোটীশ্বর।।
তাহার ঘরেতে জন্মো চান্দ সদাগর।
চান্দের জনম কথা শুন অতঃপর।।
পূর্ব্বজন্মো চান্দের ছিল পশু-সখা নাম।
চন্দ্রবংশে জানি রাজা করে রাজকাম।।
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ।।

*   *   *   *

*   *   *   *

পুত্র হৈল কোটীশ্বর হরষিত মনে।
নানাবিধ মহোৎসব কৈল দিনে দিনে।।
লক্ষ্মীপূজা আদি করি যতেক মঙ্গল।
জাত-কর্ম্ম চূড়া-কর্ম্ম করিল সকল।।
বেদ অনুসারে কর্ম্ম করিয়া সুমার[১]।
গুরুর নিকটে দিল শাস্ত্র শিখিবার।।

পড়িয়া পণ্ডিত হৈল কবিত্বের শিক্ষা।
গুরু যে ভৈরবমন্ত্রে করিলেক দীক্ষা।।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে হৈল মহামতি।
বাপের আজ্ঞায় পূজে শঙ্করপার্ব্বতী।।
ভক্তি দেখি তুষ্ট হৈয়া ভবাণীশঙ্কর।
প্রসন্ন হইয়া শিব দিলেন উত্তর।।
চান্দ বলে "যদি মোরে হইলে সদয়।
মহাজ্ঞান দিয়া মোরে করহ নির্ভয়।।"

শিব বলে "মহাজ্ঞান দিয়া গেলাম তোমারে।
এক বাক্য বলি বাপু রাখিবা ইহারে।।
মহাজ্ঞান দিল পুত্র ব্যক্ত না করিবা।
অধিক যতনে মাত্র মায়েরে কহিবা।।"

[১] সুমার = সাঙ্গ, নির্ব্বাহ।

এহি বর দিয়া গেল ভবানীশঙ্কর।
সন্তুষ্ট হৈয়া ঘরে গেল চন্দ্রধর॥
দেখিয়া বাপের বড় হর্ষ হইল মনে।
উদ্যোগ করিল তার বিবাহকারণে॥
দেশে দেশে ব্রাহ্মণ পাঠাইল অনুচর।
চান্দের বিবাহসজ্জা কৈল কোটীশ্বর॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার বচন।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ॥

দিশা :— ভাট পাঠাইলা দেশে দেশে।

তেই অনুরূপ বর কন্যা আছে কার ঘর
চন্দ্রধরের বিবাহ উদ্দেশে॥
মানিক্য-পাটুনি দেশে শুদ্ধ বণিকবংশে
সুর সাহার বেটা শঙ্খপতি।
কুলশীলে অতিশয় গন্ধবণিক হয়
তার ঘরে কন্যা গুণবতী॥
পদ্মিনী জাতিতে কন্যা রূপে গুণে শত ধন্যা
তার নাম সুলুকা[১] সুন্দরী।
পঞ্চ ভায়ের ভগিনী স্বাহা স্বধা স্বরূপিণী
রূপে গুণে জিনি বিদ্যাধরী॥
রাশি নক্ষত্র কাল আসিয়া মিলিল ভাল
চন্দ্রতারা যোড়া শুদ্ধ লাগে।
যম ছত্র সপ্তাকার শুদ্ধি কৈল বিচার
এহি মতে ঘটে শুভ যোগে॥
ঘটক পাঠাইয়া তথা কহিল বিবাহকথা
সকল নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম করি।
দ্বিজ বংশীদাসে ভণে লগ্ন কৈল শুভক্ষণে
জ্যোতিষশাস্ত্র বিচারি॥

* * * *

[১] সুলুকা = চাঁদের রাণীর নাম সাধারণতঃ 'সনকা' বলিয়া জানি, কোন কোন পুথিতে শুলুকা এবং কোন কোন পুথিতে আবার শুক্লা নামও পাওয়া যায়।

বিবাহ করিয়া চান্দ ফিরি নিজ ঘরে।
ছয় পুত্র হইল তার দেবতার বরে ॥
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফল শুন দিয়া মন।
মনসার সঙ্গে হৈল বাদবিড়ম্বন ॥
ছয় পুত্রে দংশিলেক পদ্মার ছয় নাগে।
মহাজ্ঞান-বলে রাজা জিয়াইলা[১] আগে ॥

নেতার সঙ্গেতে পদ্মা যুক্তি স্থির করি।
বনমধ্যে ভ্রমে পদ্মা হয়ে একেশ্বরী ॥
দেখিতে সুন্দর বন শোভে ফলফুলে।
মৃগশিকারেতে চান্দ যায় হেন কালে ॥
দেখিয়া পদ্মার রূপ মোহিত হইল।
পরিচয়-কথা তার জানিতে চাহিল ॥
কামেতে আকুল হৈয়া বলে সদাগর।
"কার কন্যা তপ কর দেহত উত্তর ॥"

পদ্মা বলে "এ সংসারে বাপ মাও নাই।
পাগল হইয়া আমি বনেতে বেড়াই ॥"
ছয় পুত্রে খাইছে মোর পদ্মার ছয় সাপে।
বাড়ীঘর ছাড়িয়াছি সেই অনুতাপে ॥
পাগলিনী হইয়া আমি বেড়াই সংসারে।
জান যদি মহাজ্ঞান ভিক্ষা দাও মোরে ॥"

এহি কথা শুনিয়া চান্দের পূর্ব্বকথা মনে।
ছয় পুত্রের মৃত্যুকথা পড়িল স্মরণে ॥
দূরিতে পরের দুঃখ স্থির করি মন।
মহাজ্ঞান দিল চান্দ কৃপাযুক্ত মন ॥

দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
নিজমূর্ত্তি ধরিলেন পদ্মা ততক্ষণ ॥
অন্তরীক্ষ হতে পদ্মা বলে ডাক দিয়া।
"এইবার বুঝা যাবে চান্দ বানিয়া ॥"

[১] জিয়াইলা = পুনর্জ্জীবিত করিলা।

সাঁবর্ণ পণ্ডিতে কয় বিষাদ ভাবিয়া।
বাড়ীতে ফিরিলা চাঁদ সর্ব্বস্ব খুয়াইয়া[১] ॥

* * * *

* * * *

জালুর পুত্র কানাইয়া জাল বহিতে যায়।
পদ্মার আদেশে কাল দংশে তার পায় ॥
পার্ব্বতী কানাইয়ার মাও এই কথা শুনি।
আউলাইয়া মাথার কেশ ছুটে পাগলিনী ॥
হেনকালে দেখে তথায় একটী যোগিনী।
সর্ব্ব অঙ্গে ভস্ম মাখা গল-দেশে ফণী ॥
চূড়াকারে বান্ধা কেশ পিঙ্গল চরণ।
পার্ব্বতী কান্দিয়া ধরে তাহার চরণ ॥

আউলা পার্ব্বতী বলিছে "মোর মাও।
বিনামূল্যে হব দাসী ছাওয়ালে জিয়াও ॥"
পদ্মার কৃপায় কানাই পাইল পরাণ।
পূজাবিধি কৈয়া দেবী হৈলা অন্তর্ধান ॥

আছিল জালিয়া সেও হইল লক্ষেশ্বর।
মাছ নাহি ধরে শুয়ে পালঙ্ক উপর ॥
রত্নাবলী কন্যাকে যে বিবাহ করিয়া ॥
হাওয়া খায় কানাইয়া যে জলটঙ্গিতে[২] বৈয়া[৩] ॥
এহি কথা রটন্তি হৈল দেশে যথা তথা।
এই কথা শুনিলেন চান্দের বনিতা ॥

পার্ব্বতীরে ডাকি কয় সুলকা সুন্দরী।
"এত ধন পাইলা তুমি কার পূজা করি ॥"

[১] বিজয় গুপ্তের এবং অপর কয়েক জন লেখকের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, পদ্মাবতীর রূপে ভুলিয়া হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া চাঁদ তাঁহায় মহাজ্ঞান দিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে দেখা যায় বণিকপতি শুধু দয়াবশতঃ পদ্মাবতীকে স্বীয় মহাজ্ঞান দান করিয়াছিলেন।

[২] জলটঙ্গি = জলটুঙ্গী, জলের মধ্যে উচ্চঘর। [৩] বৈয়া = বসিয়া।

হস্ত জোর করি তবে কহিলা পার্ব্বতী।
"রাজার মহিষী তুমি বড় ভাগ্যবতী ।।
জগতে প্রচার হৈল মনসার পূজা।
ভিক্ষুকে পূজয়ে যদি হয় সেই রাজা ।।
অপুত্রে পূজিলে তার হয় পুত্রধন।
কাঙ্গালে পূজিলে পায় রত্নাদি কাঞ্চন ।।
অন্ধেতে পূজিলে দেখ চক্ষুদান পায়।"
পূজার পদ্ধতি কথা পার্ব্বতী জানায় ।।
"পঞ্চবর্ণের গুঁড়ীতে অষ্ট নাগ আঁকিয়া।
স্থাপন করহ ঘট ভক্তিযুক্ত হৈয়া ।।
জয়াদি জোকার দিয়া পূজয়ে মনসা।
পূর্ণ সে হইবে তোমার মনের যত আশা ।।"

ভক্তিমুখ হৈয়া রাণী পূজা যে করিল।
দ্রব্যসামগ্রী যত ভারেতে আনিল ।।
ঘটস্থাপন করি করিল পূজন।
হেথায় অজ্ঞান রাজা কৈল অলক্ষণ ।।
হেমতালের বাড়ী দিয়া ঘট যে ভাঙ্গিল।
মনসার সঙ্গে বাদে সবংশে মজিল ।।
ঘোষণা করিল রাজ সপ্তশত ঢোলে।
"যে করিবে পদ্মা পূজা তারে দিব শূলে ।।"

প্রাণ লয়ে পদ্মাবতী উঠে দিল লড়।
সিজবৃক্ষের ডালেতে রহিলা করি ভর ।।
পদ্মা বলে "শুন রাজা আমার উত্তর।
যেমত করিল কর্ম্ম চান্দ সদাগর ।।
ত্রিভুবনে পূজা মোর না হইল প্রচার।
ভরক[১] ভাঙ্গিল মোর দুষ্ট দুরাচার ।।
এক্ষণে বধিব চান্দের পুত্র যে সকল।
জিয়াইতে আর নাহি মহাজ্ঞান-বল ।।"

[১] ভরক=ঘট।

পাণ্ডুনাগে পদ্মাবতী আনে ডাক দিয়া।
"চান্দের ছয় পুত্র আজি আসহ দংশিয়া।।"
আজ্ঞামাত্র পাণ্ডুনাগ চলিল সত্বর।
নিশাকালে উপনীত চম্পক নগর।।
পালঙ্ক উপরে নিদ্রা যায় ছয়জন।
শিরে বসি ছয় পুত্রে করিল দংশন[১]।।
রাবণ পণ্ডিতে কয় ভাবিয়া বিষাদ।
মানুষ হইয়া দেবতার সঙ্গে বাদ।।

ছয় নাগে দংশিলেক ছয়টী কুমারে।
কাঞ্চা রাড়ী ছয় বধূ রহিলেক ঘরে।।
দলে দলে মরে লোক চম্পক শ্মশান।
কি দিয়ে বাঁচাইব রাজা নাহি মহাজ্ঞান।।
ধন্বন্তরী ওঝা নাই নাহি মন্ত্রবল।
দিনে দিনে রাজ্যধন যায় রসাতল।।
চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবে যত বাণিজ্যের তরী।
আগুন লাগিয়া পুড়ে চম্পকের পুরী।।
ওষধী বাগান ছিল চম্পক বেড়ীয়া।
সীমে[২] না আসিতে পারে সাপ ধাঙ্গুড়িয়া[৩]।।
এহেন চান্দের বাগ যুক্তি সে করিয়া।
নেতা পদ্মা[৪] পুড়ে তারে অগ্নি লাগাইয়া।।
ঔষধ না পায় রাজা নাহি বাচে মরা।
রাজ্য ছারি পলাইল যত লোক তারা।।
চান্দ বলে "নেড়া[৫] মোরা দেবতার বরে।
এহি বার লঘু কানি[৬] দেখাইব তোরে।।"

১ অন্যান্য ভাসানে উপাখ্যান-ভাগ অন্যরূপ।

২ সীমে=সীমানার কাছে। ৩ ধাঙ্গুড়িয়া সাপ=বৃহৎ সর্প।

৪ নেতা পদ্মা---পদ্মা=মনসাদেবী এবং নেতা তাঁহার সখী।

৫ নেড়া=চাঁদের ভৃত্যের নাম।

৬ লঘু কানি=চাঁদ ঘৃণার সহিত মনসাদেবীকে ঐ নামে ডাকিতেন। লঘু=ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নীচ। কানি=একচক্ষুহীন মনসাদেবী।

পরেত হইল কিবা শুন দিয়া মন।
চান্দের ঔরষে জন্মো সুন্দর নন্দন॥
লক্ষ্মী কোজাগর দিনে জন্মিল কোঙর।
সনকা রাখিল নাম পুত্র লক্ষ্মীন্দর॥
কর্ম্মকোষ্ঠি হেতু রাজা গণকে ডাকিল।
খুঙ্গি পুঁথি হাতে লইয়া গণক আসিল॥
গণক লিখিল কুষ্ঠি অতি অলক্ষণ।
কালরাত্রে খাবে পুত্রে কাল রাতি দিনে॥

এক দুই তিন করি বছর যে গেল।
যথাশাস্ত্র চূড়াকর্ম্ম রাজা যে করিল॥
ক্রমেতে বিবাহকাল হৈল উপস্থিত।
লক্ষ্মীন্দরে দেখি রাজা হৈল চিন্তিত॥
বিবাহের হেতু রাজা দেশ দেশান্তরে।
ভাট পাঠাইয়া দিল কন্যা দেখিবারে॥
রাবণ পণ্ডিতে কয় নির্ব্বন্ধ বিধির।
এহি মতে লক্ষ্মীন্দরের বিয়া হৈল স্থির॥

দিশা :— ভাট বলে শুন অধিকারী।

শিশুকাল হতে আমি যত যত দেশ ভ্রমি
কহি শুন মন স্থিব করি॥
প্রথমে শ্রীহট্ট দেশে ভ্রমিয়াছি সবিশেষে
কামরূপ কামাক্ষা নীলগিরি।
ত্রিপুরা জৈন্তা জয়ালঙ্গ ভ্রমিয়াছি নানা রঙ্গ
গৌর মঙ্গল আদি করে॥
অযোধ্যা মথুরা কাশী আর যত ব্রজবাসী
গয়া প্রয়াগ বারাণসী গিয়া।
লাহোর দিল্লি খোরোসান[১] আর যত হিন্দুস্থান
পশ্চিম দেশ আসিয়াছি ভ্রমিয়া॥

[১] খোরাসান যে এক সময় ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল, এ সংস্কার বংশীদাসের সময়েও প্রচলিত ছিল।

এহি মতে দেশ যত ভ্রমিয়াছি কত শত
তাহার কথা কহিতে অপার।
দ্বিজ বংশীদাস ভণে চান্দের কৌতুক মনে
শেষে কৈল কন্যার বিচার ॥

দিশা :— হরি বোলারে বল হরি বল—

ভাট বলে শুন সাধু বচন আমার।
শাস্ত্র বিহিতে কহে কন্যার বিচার ॥
মাতৃপক্ষে পঞ্চ গোত্র ত্যজিবেক নারী।
পিতৃপক্ষে সপ্ত গোত্র শাস্ত্র অনুসারী ॥
তবে বিহা করিবে শুন সদাগর।
নিকটে করিব বিয়া ত্রিগোত্র অন্তর ॥
এহি মতে করিলেক কন্যার বিচার।
"যে যে কন্যা জানি আমি শুন কহি আর ॥
মেহার পাটনে রাজা প্রচণ্ডের পুত্র।
জখ সেন[১] নাম তার ভরদ্বাজ গোত্র ॥
তার কন্যা চন্দ্রকলা রূপ অতিশয়।"
চান্দ বলে "সগোত্রেতে উচিত না হয় ॥"

"ভগীরথ সদাগর মথরা নগরে।
পদ্মাবতী নামে কন্যা আছে তার ঘরে ॥"
চান্দ বলে "রাম রাম তার নাহি নাম।
শুনিতে উচিত নয় কানির স্বনাম[২] ॥"
"ভানুপোড়া নগরে আছে আর এক কন্যা।
ভানুরাজার ঘরে রূপে গুণে ধন্যা ॥
জাতিতে পদ্মিনী কন্যা কেশ অল্প গুছি[৩]।"
চান্দ বলে "না কহিও পূর্ব্বে শুনিয়াছি ॥"

[১] জখ সেন = যক্ষ সেন।
[২] কানির স্বনাম = মনসা দেবীর (পদ্মাবতীর) নামের সংশ্রবহেতু পরিত্যাজ্য।
[৩] গুছি = গুচ্ছ, কেশগুছি = চুলের গোছা।

"প্রতাপ রুদ্রের কন্যা নামেতে সুনাই।
তার সম রূপে গুণে সংসারেতে নাই॥"
চান্দ বলে "সে সম্বন্ধ কদাচিত নয়।
লক্ষ্মীন্দরের মাতৃনাম মোর সেই হয়॥"

"সিন্ধু দ্বিপেতে বৈসে অনন্ত মাণিক।
আলেমান গোত্র হয় সে গন্ধবণিক॥"

চান্দ বলে "তার নয় স্বনামে গমন[১]।
ঘাটিয়া সম্বন্ধ[২] আমি করি কি কারণ॥"

"লক্ষ্মীন্দর সদাগর বৈসে লক্ষ্মীপুরা।
তার ঘরে আছে কন্যা নাম উদয়তারা॥
পদ্মিনী জাতিতে কন্যা পরমা সুন্দরী।"
চান্দ বলে "অনুচিত লখাইর ঝিয়ারী॥"

"উড়িষ্যা নগরে বৈসে শ্রীবাস ধর।
শচীপ্রভা নাম কন্যা আছে তাব ঘর॥"
চান্দ বলে "এ সম্বন্ধ করিতে নাহি সাধ।
গৌরীর সহিতে বেটা করিছে বিবাদ॥"[৩]

এহি মতে যত কন্যা দোষে গুণে আছে।
ভাবিয়া মাধব ভাট কহিলেক শেষে॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ॥

পুনরপি সদুত্তর ভাটে বলে "সদাগর
শুন কথা অবধান করি।
ভ্রমিয়া দেখিনু দেশ উদ্দেশ করিল শেষ
কন্যা আছে বেহুলা সুন্দরী॥

১ নয় স্বনামে গমন = সে স্বনামধন্য ব্যক্তি নয়, অপরের নামে পরিচিত।
২ ঘাটিয়া সম্বন্ধ = হীন সম্বন্ধ।
৩ গৌরীর --- বিবাদ = দুর্গার বিদ্বেষী। চাঁদ হরগৌরীর সেবক ছিলেন।

উজনি নগর তথি   গন্ধ বনিয়া জাতি
সাহ রাজা বড় ধনেশ্বর।
তার কন্যা বেহুলা   রূপে গুণে চন্দ্রকলা
সেহি কন্যা যোগ্য লক্ষ্মীন্দর॥
সেই সে কন্যার গুণে   হারাইলে ধন আনে
মইলে মরা জিয়াইতে পারে।
শুদ্ধমতি অতিশয়   দেবতা সাক্ষাৎ হয়
স্মরণে জানায় দেবপুরে॥
লোহার তণ্ডুলে অন্ন   যদ্যপি কর ভক্ষণ
সতী কন্যা রান্ধিবারে পারে।
এহি মত কন্যার কথা   সর্ব্বগুণ সুচরিতা
জানি আমি কহিনু তোমারে॥"

হাসিয়া বলয়ে চান্দ   "যদি থাকে নির্ব্বন্ধ
এই কন্যা করাইবা বিয়া।
কুলে শীলে যোগ্য ঘর   যেন কন্যা তেন বর
কার্য্য আর নাহি বিচারিয়া॥
বিলম্বে নাহি কাজ   হস্তী-ঘোড়া কর সাজ
যাইব আমি কন্যার যোরনী।
জ্ঞাতি-কুটুম্বগণ   শীঘ্র কর নিমন্ত্রণ"
দ্বিজ বংশীর মধুরস বাণী॥

কর্ম্মকর্ত্তা ফরমাইস দিলা বিয়ার কথা থইয়া।
বেউলার পূর্ব্বজন্মকথা শুন মন দিয়া॥
উষা অনিরুদ্ধ নামে গন্ধর্ব্ব আছিল।
নৃত্যগীত করিবারে ইন্দ্রপুরে গেল॥
কাঁচা মৃত্তিকার সরা[১] তাতে ভর করি।
দেবেরে মোহিতে নাচে উষা যে সুন্দরী॥

[১] কাঁচা মাটির সরার উপর নৃত্য করিয়া কলাকৌশল দেখাইবার প্রথা ছিল। এরূপ ক্ষিপ্রচরণে, প্রায় বায়ুতে ভর করিয়া নৃত্য করা হইত যে, কাঁচা মাটির সরার উপর পা পড়িত কি না পড়িত। এই কলা এখন বিলুপ্ত।

29—1918 B.T.

চারি দিকে দেবগণ ইন্দ্র সভামাঝে।
হংসাসনে বিষহরি আইলা নিজ কাজে॥
পদ্মার কপটে উষার তাল যে ভাঙ্গিল।
ক্রুদ্ধ হইয়া দেবরাজ শাপ তারে দিল॥
"মনুষ্য হইয়া জন্ম থাকিবে ধরায়।"
এহি কথা শুনি উষা করে হায় হায়॥

উষার কান্দনে তবে কান্দে দেবগণ।
কিঞ্চিত গলিল তায় বাসবের মন॥
ইন্দ্র বলে "রাজা আছে চম্পক নগরে।
অনিরুদ্ধ জন্ম গিয়া লউক তার ঘরে॥
উষা গিয়া জন্ম লউক সাহ রাজার ঘরে।
মরা পতি জিয়াইবে মনসার বরে॥"

গন্ধর্ব্ব আছিল শাপে মানুষ হইল।
কর্ম্মসিদ্ধিহেতু পদ্মায় ধরায় আনিল॥[১]
অনিরুদ্ধ জন্ম লইল চন্দ্রধরের ঘরে।
লক্ষ্মীন্দর নাম রাখে চান্দ সদাগরে॥
হইল উষার জন্ম সাহরাজার পুরী।
উষার রাখিল নাম বেহুলাসুন্দরী॥
কোটীশ্বর দাস[২] কহে পূর্ব্বজন্মকথা।
এহি খানে কহি শুন বিবাহের কথা॥

গণকের কথা রাজার মনে যে পরিল।
কেশাই কামারে রাজা ডাকিয়া আনিল॥
মনেতে ভাবিয়া তবে চান্দ সদাগর।
শীঘ্র করি বানাইল লোহার বাসর॥
লোহার কপাট আর লোহার দিছে ছানি।
লোহা দিয়া গড়িয়াছে বড় বড় ঠুনী॥

১ কর্ম্ম - - -আনিল = মনসাদেবী তাঁহার নিজ অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য ইহাদিগকে এই ভুলায় ধরাধামে আনিলেন।

২ কোটীশ্বর দাস = এই কবির আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

চারি দিকে গড় কাটি অগ্নি জ্বালাইয়া।
হাতী ঘোড়া রাখিয়াছে চৌদিকে বান্ধিয়া ॥
নেউল ময়ূর আদি সর্পভুক্ যত।
চারিদিকে রাখিয়াছে কত শত শত ॥
লাগাইয়া ঔষধীবৃক্ষ সর্পভয় নাশে।
চম্পকে[১] না আসে সর্প তাহার বাতাসে ॥
ছমাসের মরা জিয়ে ঔষধের গুণে।
হেন বৈদ্য ডাকি রাজা রাখিছে ভবনে ॥
কোটীশ্বর দাস কহে হেন কর্ম্ম করে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে ॥

রহিল লোহার ঘরে বেউলা লক্ষ্মীন্দর।
নেতা পদ্মার কথা তবে শুন অতঃপর ॥
উজানি নগরে পদ্মা নাগগণ সনে।
দেখিয়া লখাইর বিয়া স্থির করে মনে ॥
আজি রাত্রি মধ্যে হবে পরাজয়।
রাত্রি পোহাইলে আর নাহি কোন ভয় ॥

এতেক ভাবিয়া মনে করি অনুমান।
সত্বরে চলিয়া গেল সূর্য্য বিদ্যমান ॥
স্তুতি করি বলে পদ্মা সূর্য্যের গোচর।[২]
"চান্দের সহিতে বাদ পূর্ব্বাপর ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিন রূপ তুমি।
বাপ খুড়ার আগে অরি কি কহিব আমি ॥
দেব হইয়া মানুষের নিকটে পরাজয়।
তাই তব স্থানে আইনু শুন মহাশয় ॥

১ চম্পকে = চম্পক নগরে।

২ বঙ্গদেশে বহু সূর্য্যমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে, এককালে এদেশে সূর্য্যই প্রধান দেবতাস্বরূপ গণ্য ছিলেন।

রথ রাখ আজ তুমি মন্দগতি করি।
তাহলে চান্দের বাদ সাধিবারে পারি॥
চারিপ্রহর রাত্রি যদি অষ্টপ্রহর হয়।
তবে কার্য্যসিদ্ধি হয় শুন মহাশয়॥"

সূর্য্য বলে "মম রথ নিয়মিত চলে।
কমাতে বাড়াতে কেউ নাহি পারে বলে॥
তোমার গৌরবহেতু কহিনু নিশ্চয়।
সাধিয়া যে কার্য্য তব হইবে উদয়॥
শঙ্করদুহিতা তুমি জগৎ-জননী।
কার্য্যসিদ্ধি হবে যাহ স্বস্থানে আপনি॥"

এত শুনি হরষিত জয় বিষহরি।
বিদায় হইয়া তবে যান নিজপুরী॥
পদ্মা বলে "পাণ্ডু নাগ সত্বরে যাও ধাইয়া।
অখিলের নাগ যত আন ডাক দিয়া॥
সপ্ত দ্বীপে যত নাগ সাগর পর্ব্বতে।
আজ রাত্র ভিতরে সব আনহ ত্বরিতে॥"
এতেক শুনিয়া পাণ্ডু আকাশে উড়িল।
হেন কালে আগু হইয়া চুরা[১] জানাইল॥

*   *   *   *

*   *   *   *

সর্ব্বনাগ পরাজয় এই কথা শুনি।
বিষাদ ভাবিয়া কহে নেতা ঠাকুরাণী॥
"আমার কথা শুন তুমি জয় বিষহরি।
একান্তে চলিয়া যাও কৈলাসের পুরী॥
পিতার জটায় বাস করে কালনাগ।
পিতার কাছেতে তুমি তারে ভিক্ষা মাগ॥
যে সে সাপের কাজ নয় লখারে দংশিতে।
রাত্রিমধ্যে কালনাগে আনহ ত্বরিতে॥"

[১] চুরা=ঢেমনা সাপ, ঢোঁড়া সাপ।

এত শুনি পদ্মাবতী কোন কার্য্য করে।
রাতারাতি করি যায় বাপের গোচরে ॥

*যখন গাহিল পিতা বেউলা হইল রাড়ী।
*কেনারামের চক্ষে জল বহে দড়দড়ি ॥
শাখে কান্দে পাখীরা পশুরা কান্দে বনে।
বেহুলা হইল রাড়ী কালরাত্তির দিনে[১] ॥
কান্দয়ে সনকা রাণী বুক চাপড়িয়া।
"লখিন্দর পুত্র কোথা গেলরে ছাড়িয়া ॥"
ছয় ভাইয়ের বৌয়ে কান্দে শিরে দিয়া হাত।
মঠের মাথায় ফুর[২] পরল অকস্যাৎ ॥
পাগল হইয়া শুনাই[৩] ফিরে পথে পথে।
"লখিন্দর পুত্র মোর গেল কোন পথে ॥"
যারে দেখে তারে রাণী পুত্র পুত্র বলে।
পথ নাহি দেখে রাণী চক্ষের যে জলে ॥
এহিত্ত কান্দন দেখি চান্দ সদাগর।
ধীরে ধীরে কয় মুখে "বম হর হর ॥
কার পুত্র কার কন্যা মিছারে সংসার।
ভাই বন্ধু মিছা সব সকলি মায়ার ॥
পুত্র মারা গেলে দেখ কেউ না যায় সাথে।
মরিবার কালে দেখ কেউ না যায় সঙ্গেতে ॥
বাপ বল মা বল গর্ভ-সোদর ভাই।
কামাই করলে খাউয়া আছে সঙ্গে যাউয়া নাই ॥"[৪]
কোটীশ্বর দাস কহে "সংসার অসার।
সংসার ছাড়িলে হবে ভবনদী পার ॥"

*   *   *   *

[১] কালরাত্তির দিনে=বিবাহের পরের রাত্রিকে 'কালরাত্রি' বলিয়া থাকে। 'দিনে'=সময়ে।
[২] ফুর=সম্ভবতঃ স্ফুরণ শব্দ হইতে আসিয়াছে, বিদ্যুৎ-স্ফুরণ। [৩] শুনাই=সনকা।
[৪] কামাই - - - নাই=উপার্জন করিলে খাইবার লোক আছে, সঙ্গে যাইবার কেউ নাই।

জ্ঞাতি কুটুম্বে চান্দ ডাক দিয়া কয়।
"মরা ঘরে রাখা আর উচিত না হয়॥
বিলম্ব করিতে দেখ শাস্ত্র মানান করে।
লখাইরে পুড়াও নিয়া গুঞ্জরীর[১] তীরে॥"

এই কথা শুনি তবে বেহুলাসুন্দরী।
শ্বশুরের পায়ে কহে বিলাপ নাছাড়ী[২]॥
বেহুলা আসিয়া কহে শ্বশুরের ঠাই।
"ভেলা বান্দিয়া দেহ দেবপুরে যাই॥"
কলাগাছ কাটিতে রাণী বাগানে পাঠায়।
চান্দ বলে "যে পাঠায় ঝাটা তার মাথায়॥
কানির উচিছ্ষ্ট পুত্র জলেতে ভাসাও।
পুত্র মারা গেল সঙ্গে কলাগাছ দাও॥
এক কলাগাছ মোর নয় নয় বুড়ি।
কি কারণে দিব আমি হেন কলা ছাড়ি॥
লখীন্দর পুত্র মইল সেও প্রাণে সয়।
কলাগাছ কাটা গেলে জীবন সংশয়॥"

তাহা শুনি পাত্র মিত্র বলয়ে চান্দেরে।
"পূর্ব্বের যতেক কথা পাশরিলে তারে॥
মৈলে মরা জিয়ায় হারাইলে ধন আনে।
সতীকন্যা বিবাহ করাইল তে কারণে॥
ইহাতে বিলম্ব নয় যাক স্বামী লইয়া।
ভেলা বান্ধি শীঘ্র তারে দেও ভাসাইয়া॥"

বেউলা বলে "শুন বাপ বণিক-নন্দন।
স্বামী লইয়া যাই আমি দেবের ভবন॥
দেবের সভাতে যাই পদ্মারে জিনিয়া।
সাতটী কুমার তব দিব জিয়াইয়া॥

১ গুঞ্জরী = অপরাপর অনেক কাব্যে "গাঙ্গুর" নদীর উল্লেখ আছে।

২ নাছাড়ী = নাচাড়ি।

তোমারে জিনিতে পদ্মার হইয়াছে সাধ।
পদ্মারে জিনিয়া আমি ঘুচাইব বিবাদ।।"

পদ্মারে জিনিবে শুনি হাস্য হইল তার।
আজ্ঞা দিল কলা কাটি ভেলা বান্ধিবার।।
কহ কলাগাছ তব আনি সব কেটে।
দাসগণ লয়ে যাব গুঞ্জরীর ঘাটে।।
দুই কুড়ি কলাগাছ ডাঙ্গর[১] ভেলা বান্ধে।
মধ্যে মধ্যে খিল দিল সুন্দি বেতে[২]র ছান্দে।।
চারি ধারে খুটী তার গড়িল গজারি[৩]।
উপরে বান্ধিল ঘর চৌচালা করি।।
চারি ধারে বেড়া বান্ধি রাখিল দুয়ার।
বিছানা করিল তাতে নেতের কান্থার[৪]।।
মরার লক্ষণ দিল উপরে গৃধিনী।
চারিদিকে বসাইল চারটী শকুনী।।
রাঙ্গা কুকুড়া দিল শ্বেত বিড়াল আর।
ইহাদের জন্য দিল ছয়মাসের আহার।।
এহি মত ভেলা খান দেখিতে সুন্দর।
বসন্ত কালেতে যেন কামটুঙ্গী[৫] ঘর।।
ভেলা বান্ধি দাসগণে সত্বরে দিল জান।
ঘাটেতে আনিয়া মরা করাইল স্নান।।
সুগন্ধি চন্দন দিল সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া।
বিচিত্র বিছানা দিল ভেলাতে তুলিয়া।।
কান্থার ভিতরে মরা বস্ত্রে ঢাকি এরি[৬]।
বিদায় মাগে বেহুলা শ্বশুরের পায়ে পড়ি।।
"দেবপুরে যাই মাগো বিদায় দেহ মোরে।
আশীর্ব্বাদ কইর যেন পুন আসি ঘরে।।"

[১] ডাঙ্গর = বড়। [২] সুন্দি বেত = একরূপ বেত। খুব শক্ত ও সরু বেত্রবিশেষ।
[৩] গজারি = বৃক্ষবিশেষ। [৪] নেতের কান্থার = কাপড় দিয়া কাঁথা (কন্থা) তৈরী করিয়া।
[৫] কামটুঙ্গী = পূর্ব্বে লোকে জলাশয়ের মধ্যে বিলাস-গৃহ নির্ম্মাণ করিত, তাহাকে 'টুঙ্গী' বা 'কামটুঙ্গী' বলা হইত। [৬] এরি = রাখিয়া।

তা শুনি শুলুকা ধরিতে নারে হিয়া।
গলায় ধরিয়া কান্দে ফুঁকার ছাড়িয়া॥
দ্বিজ বংশীদাসে গায় পদ্মার চরণ।
ভবসিন্ধু তরিবারে বল নারায়ণ॥

"বড় দয়া লাগে বধু না ধরয়ে হিয়া।
স্বরূপে কি যাবে তুমি লখাইরে লইয়া॥
এক রাত্রি সম্বন্ধেতে এত প্রেমবন্ধ।
যে লয় তোমার চিত্ত কি কব ভালমন্দ॥
স্বামী-সঙ্গে না বঞ্চিলে নাহি লাগে দয়া।
কি মতে ছাড়িয়া দিব সাগরে ভাসিয়া॥
জোরের কপোত মম হৃদয়ের নলি।[১]
একবারে উড়িয়া গেল খুপ[২] করি খালি॥
রাজার কুমারী তুমি হও সুবদনী।
কি মতে সহিব দুঃখ ত্যজি অনুপানি॥
পিঞ্জরের শুক মোর আধার মাণিক।
এহি খানে রহ বধু দেখিব খানিক॥
শরীরে না সহে দুঃখ হেন লয় চিতে।
পক্ষী হয়ে উড়ে যাই তোমার সঙ্গেতে॥"

শুলুকা ক্রন্দন শুনি পাষাণ মিলায়।
ধারাস্রোতে বহে জল দ্বিজ বংশী গায়॥

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

উজান বইয়া যায় গুঞ্জরীর পানি।
ভেলার উপর কান্দে কন্যা জনমদুখিনী॥
সাত নয় পাঁচ নয় এক রাত্রির কালে।
প্রাণের অধিক পতি খাইয়াছে কালে॥
মরা পতি লইয়া কন্যা দেবপুরে যায়।
দেখিয়া চম্পকের লোক করে হায় হায়॥

১ জোরের..নলি = তুমি আমার জোড়া পায়রার একটি এবং বক্ষের হাড়। ২ খুপ = খোপ।

মন্ত্রৌষধি

'যখন গাইলা পিতা বেহুলা ভাসান।
ফেলিয়া হাতের খাণ্ডা কান্দে কেনারাম।।"

কেনারাম, ২৩৩ পৃঃ

"আজি হতে গেল এই চম্পকের বাহার।
বাগান করিয়া খালি গেল পম্পসার॥
সোনার মন্দির দেখ আন্ধাইর করিয়া।
সন্ধ্যাকালের বাতি যেন গেলরে নিবিয়া॥"
মরা পতি লইয়া কন্যা যায় দেবপুরে।
তাহা দেখি রাজ্যের লোক হাহাকার করে॥
গজ কান্দে অশ্ব কান্দে কান্দে পশুপাখী।
ছয় ভাইয়ের বউয়ে কান্দে "কেমনে ঘরে থাকি॥" [১]

(৬)

কেনারামের জীবনে পরিবর্ত্তন

যখন গাইলা পিতা বেহুলা ভাসান।
ফেলিয়া হাতের খাণ্ডা কান্দে কেনারাম॥
"গুরুগো কি গান শুনাইলা গুরু ফিরে কও শুনি।
শুনিয়া পাগল হইল পাষণ্ডের প্রাণী॥
কিবা ধন দিব গুরু কোন ধন আছে।
তোমারে যে দিব ধন আইস মোর কাছে॥
ঘড়া ভরা ধন আমি রাখিয়াছি লুকাইয়া।
সাত পুরুষ খাইবা তুমি গৃহেতে বসিয়া॥
মনুষ্য মারিয়া আমি কামাইয়াছি ধন।
জীবন ভরিয়া যত করছি উপার্জ্জন॥
সেই সব ধন আমি দিব যে তোমায়।
অন্তকালে স্থান গুরু দিও রাঙ্গা পায়॥

[১] এই (পঞ্চম) অধ্যায়টি নারায়ণদেব, বংশীদাস, কেতকাদাস, ষষ্ঠীবর, রামবিনোদ, ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন প্রভৃতি কবির রচিত মনসা-মঙ্গল হইতে সংগৃহীত। ইহা পালা-গায়কেরা কেনারামের প্রসঙ্গে গাহিয়া থাকে। কেনারামের আখ্যায়িকায় এরূপ দীর্ঘ মনসা-মঙ্গল কতকটা অপ্রাসঙ্গিক, এই জন্য ইহার অতি সংক্ষিপ্ত সারাংশ ইংরাজীতে দিয়াছি। তবে এই অধ্যায়ের কয়েকটি ছত্র চন্দ্রাবতীর রচিত, সেই ছত্রগুলির প্রথম অক্ষরের সম্মুখ ভাগে নক্ষত্র-চিহ্ন দিয়াছি। বলা বাহুল্য, পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অধ্যায় সমস্তই চন্দ্রাবতীর রচনা।

30—1918 B.T.

ভিক্ষা না করিও আর বাড়ী বাড়ী ঘুরি।
জীবনের কামাই যত দিবাম ঘড়া ভরি ॥"

ঠাকুর কহিছে "আমার ধনে কার্য্য নাই।
যে ধন পাইয়াছি আমি তোমাকে জানাই ॥
সে ধনের কাছে দেখ এই সব ধন।
মানিকের কাছে দেখ ছিসের[১] মতন ॥
এধন লইয়া মোর কোন কার্য্য নাই।
তোমার কাছে থাকুক ধন আমার কার্য্য নাই ॥
ভিক্ষা করিয়া আমি পাই চাউল কড়ি।
ভরিয়া পাপের বোঝা ডুবাই কেন তরী ॥
মানুষ মারিয়া তুমি করিয়াছ পাপ।
জীবনান্তে পাবে কেনা তার অনুতাপ ॥
চউরাশি নরককুণ্ডে রহিবে ডুবিয়া।
যখন হানিবে যম শিরে দণ্ড দিয়া ॥"

আকাশ পাতালে কেনা চাহে বারে বার।
চেয়ে দেখে দশ দিক ঘোর অন্ধকার ॥
চারিদিক চাইয়া দেখে না দেখে কাহারে।
"থাক কেহ দেখা দেহ এই অন্ধকারে ॥
জন্মিয়া না দেখছি মায় না দেখছি বাপে।
সংসার ছাড়িয়াছি আমি কত অনুতাপে ॥
কেউ না আছিলা মোর ডাইকা জিজ্ঞাস করে।
কেউ না আছিল হেন শিক্ষা দেয় মোরে ॥
আগেতে মরিলা মাও বাপ গেলা ছাড়ি।
বিপাকে পড়িয়া আমি গেলাম মামার বাড়ী ॥
দুরন্ত আকালে মামা কোন কার্য্য করে।
জানিয়া পরের পুত্র বেচিল আমারে ॥
পাচ কাঠা শালি ধান কিম্মত[২] আমার।
কুসঙ্গে মজিয়া হইছি হেন দুরাচার ॥

১ ছিসের = সীসার।   ২ কিম্মত = মূল্য।

শৈশবে না পাইলাম শিক্ষা না চিনিলাম পথ।
এতদিনে পাইয়া তোমায় সিদ্ধ মনোরথ॥
এসব পাপের ভরা ধরা না সহিবে।
মরিলে এ সব যদি সঙ্গে নাহি যাবে॥
পাপেতে ডুবিল দেহ আর রক্ষা নাই।
আমারে ছাড়িয়া গেলে ধর্ম্মের দোহাই॥"
"জন্মের কামাই আমি ভাসাইব নদীর জলে।
ডুবিয়া মরিব আমি ঐ না নদীর জলে॥"
ছাপাইয়া বহে নদী হলচ্ তলচ্ পানি[১]।
ভয়ে নাহি বহিয়া যায় সাউদের তরণী॥
শিষ্যগণে[২] ডাক দিয়া কহে কেনারাম।
"যথায় আছে ধনের ঘড়া শীঘ্র করি আন॥"
আউরাইয়া[৩] নলের বন দস্যুগণ যায়।
বইয়া আনে যত ধন যে যেখানে পায়॥
কেনারাম বলে "ঠাকুর, দাড়াও নদীর পারে।
পাপের অর্জিত ধন ভাসাইব সায়রে॥"
এক ঘড়া দুই ঘড়া তিন ঘড়া ধন।
একে একে দেয় সব জলে বিসর্জ্জন॥
পাপের অর্জিত ধন জলে যায় ভাসে।
তা দেখিয়া কেনারাম খলখলি হাসে॥
খাণ্ডা তুলিয়া কেনা ধরে নিজ মাথে।
বিদায় চাহিল কেনা গুরুর সাক্ষাতে॥
রক্তজবা আখি কেনা পাগলের প্রায়।
আপন দেহের মাংস আপনি কামড়ায়॥
"কত পাপ করিয়াছি লেখাজুখা নাই।
আমার মতন পাপী ত্রিভুবনে নাই॥
কত লোক মারিয়াছি এই খাণ্ডা দিয়া।
আপনি মরিব আজি দেখ দাড়াইয়া॥"

[১] হলচ্ তলচ্ পানি = উচ্ছলিত জলরাশি। [২] শিষ্য = অনুচর।
[৩] আউরাইয়া = আন্দোলন করিয়া।

ঠাকুর বলেন "কেনা আর কার্য্য নাই।
স্নান কইরা আস তুমি মুক্তিমন্ত্র দেই ॥
মিছা মায়া এ সংসার কেউ কার নয়।
পথিকে পথিকে যেমন পথে পরিচয় ॥
টাকাকড়ি ধনজন সঙ্গে নাহি যাবে।
একাকী এসেছ তুমি একা যেতে হবে ॥
মরিয়াত কার্য্য নাই শুন কেনারাম।
দীক্ষামন্ত্র আজি তোরে করিবরে দান ॥
আজি হইতে তুমি মোর শিষ্য যে হইলে।
তোমারে লইয়া আমি বাড়ী যাব চলে ॥
এই গান শিক্ষা কর মনসা ভাসান।
গায়ের নামেতে তুমি পাবে পরিত্রাণ ॥"
এক দুই দিন যায় গুরু সঙ্গে থাকি।
কেনারাম শিখে গীত পিঞ্জিরার পাখী ॥
আকাশ ছাপাইয়া গান যায় স্বর্গপুরে।
মৃদঙ্গ বাজাইয়া কেনা বাড়ী বাড়ী ঘুরে ॥
কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি "মুক্তিভিক্ষা চাই।
এই মুষ্টি চাউল পাইলে খুসী হইয়া যাই ॥"
গাইতে গাইতে কেনার চক্ষে আসে জল।
নাইচা গাইয়া ফিরে যেমন ভাবের পাগল ॥
যারে দেখ্যা দেশের লোক আগে পাইত ভয়।
তাহারে ডাকিয়া লোকে গীত গাইতে কয় ॥
যাহারে দেখিলে লোকের উড়িত পরাণ।
শুনিলে তাহার গান গলয়ে পাষাণ ॥
শিউরি উঠিত লোক যে কেনার নামে।
পাগল হইয়া যায় সেই কেনার গানে ॥
পাষার্ণ মানুষ হইল মহাজনের বরে।
কেনারাম গায় গীত প্রতি ঘরে ঘরে ॥
কেনারাম গায় গীত ঝরে বৃক্ষের পাতা।
পয়ার প্রবন্ধে ভনে দ্বিজ বংশী-সুতা ॥ ১—৮৭

রূপবতী

রূপবতী

(১)

রাজ্য করে রাজচন্দ্র রামপুর সহরে।
বারবাংলার[১] ঘর বান্‌ছে[২] ফুলেশ্বরীর পারে ।।
গড় খন্দর[৩] রাজার লাখের জমিদারী।
হস্তী ঘোড়া আছে রাজার পাইক পাটুয়ারী[৪] ।।
ঢুলী নাগারচী[৫] রাজার রাজ্যে বাস করে।
রসুনচকী বাজায় তারা হাফার খানা[৬] ঘরে ।।
সেইত গীত না শুনিয়া রাজা জাগে বিয়ান বেলা।
দরবারে বসিল রাজা সহিত আমলা ।।
সভাজনেরে রাজা ডাক্ দিয়া কয়।
"নবাবের দরবারে যাইতে উচিত যে হয় ।।"

গণকে ডাকিয়া রাজা দিন স্থির করে।
আষ্ট[৭] দিন বাকি আছে যাইতে নবাবের সরে[৮] ।।
কানা চইতা উভুতিয়া তারা দুইটী ভাই।
পান্সী সাজাইতে তারা পাইল ফরমাই[৯] ।।
ষোল দাঁড় জুইত[১০] করে আরও তুলে পাল।
পান্সীতে ভরিয়া রাজা তুলে মালামাল ।।

১ বারবাংলা = বারদুয়ারী বাঙ্গালা ঘর। কেহ কেহ মনে করেন বাহিরবাটীর বাঙ্গালা ঘর।
২ বান্‌ছে = বান্ধিয়াছে।
৩ গড় খন্দর = গড়খাই। নিম্ন জমিকে পূর্ব্ববঙ্গের স্থানবিশেষে খন্দ (= খাদা) বলে।
৪ পাটুয়ারী = সম্ভবতঃ পাত্রশব্দের অপভ্রংশ, আম্‌লা।
৫ নাগারচী = যাহারা নাগরা (চর্ম্মযুক্ত ঢোলজাতীয় বাদ্যবিশেষ) বাজায়।
৬ হাফার খানা = নহবৎ-গৃহ। ৭ আষ্ট = আট। ৮ সরে = সহরে।
৯ ফরমাই = ফরমাস, আদেশ। ১০ জুইত = যত্ন করিয়া।

আবের কাঁকই[১] লইল রাজা আবের চিরুণি।
আবেতে রঙ্গিয়া[২] লইল খাড়ি আর বিউনি[৩]॥
হাস্তীর দাঁতের পাটি লইল গজমতি মালা।
ভেট দিতে নবাবের করিল যে মেলা॥
খাজনা উগাইয়া[৪] তঙ্কা লইল দশ হাজার।
গাউইয়া বাজুইয়া[৫] লইল সঙ্গে এক ঝাড়॥

উজান পানি বাইয়া রাজা পান্সী বাইয়া যায়।
নাগরীয়া[৬] যত লোকে করিল বিদায়॥
দানদক্ষিণা আদি পুণ্যকার্য্য করি।
রাণীর কাছে সঁপিয়া গেল কুলের[৭] কুমারী॥

চারি দিকে নানাগ্রাম নেহালিয়া দেখে।
ফুলেশ্বরী উথারিয়া[৮] পড়ে নরসুন্দার মুখে॥
সেই নদী ছড়াইয়া যায় ঘোড়া-উত্রা বাইয়া।
মেঘনা সায়রে পান্সী চলিল ভাসিয়া॥
ঢেউএ করে বাইড়াবাইড়ি[৯] কাছাড়[১০] ভাইঙ্গা পড়ে
এইমতে যায় রাজা নবাবের সরে॥

তিন মাস থাক্যা[১১] রাজা জলের উপর।
চাইর মাসে গেল রাজা নবাবের সর॥
সঙ্গের যতেক দ্রব্য যত লোকজনে।
একে একে ভেট দিল নবাবের স্থানে॥
পূবইয়া[১২] আবের কাকই আবের চিরুণী।
চক্ষে না দেখেছি শুধু লোকমুখে শুনি॥

১ আবের কাঁকই = আব (আভ্র, অভ্র হইতে), কাঁকই = চিরুণী; অভ্রের চিরুণী।
২ রঙ্গিয়া = রঙ্গ হইয়া।
৩ খাড়ি আর বিউনি = ডালা ও পাখা।
৪ উগাইয়া = শোধ করিবার জন্য।
৫ গাউইয়া বাজুইয়া = গায়ক ও বাদক।
৬ নাগরীয়া = নাগরিক; নগরবাসী।
৭ কুলের = কোলের, ছোট।
৮ উথারিয়া = উত্তীর্ণ হইয়া, পার হইয়া।
৯ বাইড়াবাইড়ি = ঘাত-প্রতিঘাত।
১০ কাছাড় = নদীর পার।
১১ থাক্যা = থাকিয়া।
১২ পূবইয়া = পূর্ব্বদেশীয়।

শীতল পাটী পাইয়া তবে শীতল হইল মন।
পাইল ভেটের দ্রব্য যত আয়োজন ॥
দশ হাজার তঙ্কা পাইয়া খুসী হইলা মিঞা।
রাজচন্দ্রে দিলা ঘর বাছাই করিয়া ॥

নবাবের সঙ্গে রাজা আছে খুসী মন।
ঘরেতে থাকিয়া রাণী দেখিল স্বপন ॥ ১—৪৪

(২)

এক দুই মাস করি বছর গোঁয়ায়[১]।
কুস্বপন দেখিয়া রাণী করে হায় হায় ॥
বছর গোঁয়াইল রাণী তবে এইমতে।
দুই বছর যায় রাণী চাইয়া পথে পথে ॥
তিন বছর গেল যদি রাজা না আইল।
বিপদ গণিয়া রাণীর বড় চিন্তা হইল ॥
ঘরেতে কুমারী কন্যা বিয়ার যোগ্য হইল।
চৌদ্দ বছরের কন্যা আবিয়াইত[২] রইল ॥
পাড়ার লোকে কানাকানি রাণী তাহা শুনে।
কি মতে ধরায়[৩] কহ মায়ের পরাণে ॥
যুবা[৪] কন্যা লইয়া মায়ে একলা শুয়ে ঘরে।
রাত্রিদিন করে রাণা চিন্তা জারে জারে[৫] ॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী কি কাম করিল।
রাজার নিকটে এক লিখনি[৬] পাঠাইল ॥

লিখনিতে লেখে রাণী যত সমাচার।
পরথমে[৭] পতির পায়ে করে নমস্কার ॥

[১] গোঁয়ায় = গত হইল। [২] আবিয়াইত = অবিবাহিতা। [৩] ধরায় = ধৈর্য্য ধরে।
[৪] যুবা = যুবতী। [৫] চিন্তা জারে জারে = চিন্তায় জর্জরিত হইয়া।
[৬] লিখনি = চিঠি। [৭] পরথমে = প্রথমে।

রাজ্যের আবেস্থা[১] যত লিখিয়া জানায়।
কন্যার কথা লেখে রাণী করিয়া আলায়[২] ॥
তিন বছর যায় রাজা আছত বৈদেশে।
ঘরেতে তোমার কন্যা আছে কোন্ বেশে ॥
পরথম যৌবন কন্যার লোকে কানাকানি।
তা শুন্যা কেমনে সহে মায়ের পরানি ॥
বিবাহের কাল গেলে উচিত না হয়।
এমন কন্যা ঘরে রাখ্‌লে ধর্ম্মনাশ হয় ॥

পত্র পাইয়া তুমি বিলম্ব না কর।
শীঘ্র চলিয়া আইস আপনার ঘর ॥

এই পত্র লেখ্যা রাণী কোন্ কাম করে।
লোক দিয়া পাঠায় পত্র মুর্শিদাবাদ সরে ॥

এক গণক আইল তবে খুঙ্গীপুথি লইয়া।
এই গণক আইয়া[৩] কয় গণিয়া বাছিয়া ॥
"ছড় পরী জিনি কন্যা পরমা সুন্দরী।
ইহার সুখের কথা কহিতে না পারি ॥
রাজার ঘরে অইব[৪] বিয়া রাজার পাটরাণী।
সুখেতে কাটাইব কাল কহিলাম আমি ॥"

আর গণক বলে "কন্যার চলন-চালন[৫] বেশ।
যোগ্য[৬] ভুরু আছে কন্যার মাথায় দীঘল কেশ ॥
পাশাল[৭] কপাল কন্যার মুক্তা দন্তপাট[৮]।
এই কন্যার বড় ভাগ্য আছে রাজার পাট[৯] ॥
চরণ ধোয়াইব কন্যার শতেক কিঙ্করে।
দক্ষিণ দেশে অইব বিয়া ধনী সদাগরে ॥"

[১] আবেস্থা = অবস্থা। [২] আলায় = আক্ষেপ। [৩] আইয়া = আনিয়া।
[৪] অইব = হইবে। [৫] চলন-চালন = গমন-ভঙ্গি। [৬] যোগ্য = যুগ্ম।
[৭] পাশাল = সুপ্রসার, প্রশস্ত। [৮] দন্তপাট = দন্তপাটি। [৯] পাট = সিংহাসন।

আর গণক বলে "কন্যা সর্ব্বসুলক্ষণ।
পদ্মের মতন দেখি দুখানি চরণ॥
হাঁটিয়া যাইতে কন্যার চাপিয়া পড়ে পারা[১]।
উত্তরিয়া[২] রাজার ঘর করিবে পসরা[৩]॥
পায়ের দুইখানি গোছ্[৪] যেমন চিরুণী।
এই লক্ষণ থাক্‌লে কন্যা হয় রাজরাণী॥"

আর গণক আইসা তবে হস্ত দেইখা[৫] কয়।
"ঝাটিতে হইবে বিয়া নাহি কোন ভয়॥
পদ্মের সমান কন্যার যেমন মুখখানি।
চক্ষু দুইটী দেখি ভাল নাচয়ে খঞ্জনী॥
গণ্ডেতে সিন্দূরের ঝালা[৬] চান্দের বরণ।
সর্ব্বাঙ্গ দেখিলাম তার অতি সুলক্ষণ॥
রাজার ঘরে হইব বিয়া তার নাহি থা[৭]।
একে একে হইব কন্যা সাত পুতের মা॥"

আর গণক বলে "কন্যার কাল চক্ষের মণি।
ভাগ্যমতী[৮] হবে কন্যা হবে রাজরাণী॥
রিষ্টিতে আছিয়ে দোষ কোষ্ঠী ফলে ঝালা[৯]।
গর দোষ আছে কন্যার কাট এই বেলা॥
উত্তম বসন জোর[১০] আর সবরী কলা[১১]।
ঘৃত দুগ্ধ তণ্ডুল আন সাজাইয়া ডালা॥

১ পারা = পদ-ন্যাস, পায়ের দাগ, সমস্ত পায়ের ছাপ মাটীতে পড়ে। অলক্ষণা মেয়েদের পায়ের ক খ কায় সমস্ত পা মাটীতে পড়ে না। তাহাদিগকে চলিত ভাষায় "খড়ম পেয়ে" বলে।

২ উত্তরিয়া = উত্তরদেশীয়।
৩ পসরা = আলোকিত।
৪ গোছ্ = গঠন।
৫ দেইখা = দেখিয়া।
৬ ঝালা = রক্তিমাভা।
৭ থা = অন্যথা।
৮ ভাগ্যমতী = ভাগ্যবতী।
৯ ঝালা = এখানে ব্যতিক্রম অর্থ বুঝিতে হইবে।
১০ জোর = জোড়া।
১১ সবরী কলা = (পশ্চিমবঙ্গে) চাটিম।

দ্বাদশ ব্রাহ্মণে আনি করাও ভোজন।
গরদোষ কাটিয়া যাইবে ততক্ষণ॥
তীর্থজলে যাইব ছিনান করাইয়া।
আইজ যাইব গরদোষ কাইল হইব বিয়া॥"

এই সব করে রাণী ভক্তিযুত মনে।
বাড়ী আইল রাজচন্দ্র বিয়ার কারণে॥ ১—৬৬

(৩)

ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজার বরণ হইছে কালি।
রাজ্য নাহি করে রাজা নাহিক ঠাকুরালী[১]॥
শয়ন করিয়া রাজা কভু না ঘুমায়।
উঠি বসি করে রাজা করে হায় হায়॥

তাহারে দেখিয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিল।
"কি কারণে প্রাণপতি এমন হইল॥
তাম্বূল-চুয়া পইড়া থাকে বাটায় পড়িয়া।
নিদ্রা নাহি যাও তুমি পালঙ্কে শুইয়া॥
থালেতে পড়িয়া থাকে চিকনির ভাত[২]।
অন্নব্যঞ্জনে কেন নাহি দেও হাত॥
প্রাণের দোসর কন্যা তারে নাহি দেখ।
একদিন কাছে পাইয়া মা বলিয়া না ডাক॥
বিষ হইল ঘরবাড়ী বিষ হইলাম আমি।
কর্ম্মদোষে বিষ হইল ঘরের নন্দিনী॥
বিয়ার কাল গেল কন্যার না কর ভাবন।
তোমায় দেখ্যা হইল আমার নিকট মরণ॥"

* * * *

[১] ঠাকুরালী=রাজ-ক্ষমতা-প্রচার।
[২] চিকনির ভাত=সরু চাউলের ভাত।

"শুন শুন রাণী আরে কহি যে তোমারে।
(আরে কহি যে তোমারে)
কলিজা খাইছে মোর জলের কুম্ভীরে ॥
বনের বাঘে খাইছে মোর সর্ব্বাঙ্গ শরীর[১]।
শেলেতে বিন্ধিয়া বুক হইছে দুই চির[২] ॥
কি করিলা রাণী আরে কি করিলা তুমি।
কুক্ষণে আমার কাছে লিখিলা লিখনী ॥
লিখনী লইয়া গেলাম নবাব দরবারে।
লিখনী দেখিয়া মোরে জিজ্ঞাসা যে করে ॥
যখন দেখিল বেটা পত্র লেখা আছে।
ভর যুবতী[৩] কন্যা বিয়ার বাকী রইছে ॥
দেশে ফিরব বল্যা[৪] যখন চাহিলাম বিদায়।
আমারে কহিল বেটা 'শুন ওহে রায় ॥
শুন্যাছি তোমার কন্যা ছুরৎ জামালী[৫]।
আমার কাছে বিয়া দিয়া ভোগ ঠাকুরালী[৬] ॥
খেতাব হইবে তুমি মোর ছাহেবান[৭]।
দরবারে পাইবা তুমি আমার ছেলাম ॥
ঝটিতি চলিয়া যাও আপনার ঘরে।
যাবত যোগাড় আমি করি নিজপুরে ॥'

জাতিনাশ ধর্ম্মনাশ বাইচ্যা[৮] কাজ নাই।
রাজত্ব ছাড়িয়া চল জঙ্গলাতে যাই ॥
পরতিজ্ঞা করিয়াছি আমি মনেতে ভাবিয়া।
'কাইল দেখবাম যার মুখ সকালে উঠিয়া ॥

[১] সর্ব্বাঙ্গ শরীর = সকল শরীর (বিভক্তি-দোষদুষ্ট পদপ্রয়োগ)।
[২] চির = ফাঁক, ভাগ।
[৩] ভর যুবতী = পূর্ণ যৌবনা।
[৪] বল্যা = বলিয়া।
[৫] ছুরৎ জামালী = শ্রেষ্ঠা সুন্দরী।
[৬] ঠাকুরালী = শ্রেষ্ঠ পদগৌরব।
[৭] ছাহেবান = গুরুজনস্থানীয়, পূজনীয়।
[৮] বাইচ্যা = বাঁচিয়া।

মালী ডোম আইজঙ্গ[১] না করব বিচার।
কন্যা বিলাইয়া দিবাম নাহিক আচার ।।'
মুসলমানে কন্যা দিতে নাহি সরে মন।
রাজত্ব হইল আমার কর্ম্মবিড়ম্বন ।।
গলায় কলসী বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মরি।
এ বিষ না ঝাড়তে পারে ওঝা ধন্বন্তরী ।।"

*   *   *   *
*   *   *   *

এই কথা শুন্যা রাণী চিন্তিত হইল।
বাড়ীর নফরে এক ডাক দিয়া আনিল ।।
আজ রাত্রি যায় যদি অইব সর্ব্বনাশ।
রাত্রি যেন থাকে সূর্য্য না হয় পরকাশ ।।
আছিল বাড়ীর বক্সী নামেতে মদন।
দেখিতে সুন্দর রূপ * * * নন্দন ।।
হাটবাজার করে ডাকের আগে খাড়া[২]।
সুন্দর কুমার সে যে প্রভাতিয়া[৩] তারা ।।
বাহির অন্দরে ছেড়া[৪] করে আনাগোনা।
অঙ্গেতে মাখিয়া তার থইছে কাঞ্চা সোনা ।।

ডাক দিয়া আন্যা রাণী মদনের আগে কয়।
"পুত্রের সমান তুমি না করিও ভয় ।।
দারুণ পরতিজ্ঞা রাজা যেমতে করিল।
পূর্ব্বাপর বিবরণ রাণী সকল কহিল ।।
শুন শুন মদন আরে কহিযে তোমারে।
নিশি ভোর কালে তুমি যাইয়ো শয়নমন্দির-দ্বারে ।।

১ আইজঙ্গ = হাইজঙ্গ, গাড়ো পাহাড়ের একশ্রেণীর অসভ্য অধিবাসীকে হাইজঙ্গ বা হাজাং বলা হয়। ইহারা প্রেতোপাসক। কৃষিকার্য্য, গো, মহিষ, মেষ ইত্যাদির পালন ও শিকার ইহাদের কাজ। অসভ্য হইলেও ইহারা সত্যপরায়ণ ও অহিংস্র।

২ ডাকের আগে খাড়া = ডাক দিবামাত্রই হাজির।

৩ প্রভাতিয়া = প্রভাতকালীন।

৪ ছেড়া = ছোকরা ; ছেলে।

হুকাতে তামুক লইয়া ছুল কইরা যাইও।
মন্দির-দুয়ারে তুমি গিয়া খাড়া হইও।।"

না ভাবিল উত্তর-পশ্চিম না ভাবিল পূব।
কিসের লাগিয়া রাণী কহে এমন অপরূপ।।
শয়ন-মন্দিরে রাণী করিল গমন।
নিশিভোরে দুয়ারে দাঁড়াইল মদন।।
আজল[১] কাজল মেঘ আকাশের গায়।
পূর্ব্বদিকে লাল সুরুয উকি দিয়া চায়।।
নহবত বাদ্য বাজে হাফারখানা ঘরে।
পালঙ্ক ছাড়িয়া রায় উঠিলা সত্বরে।।
রাণী ত খুলিয়া দিল কপাটের খিল।
মন্দির ছাড়িয়া রাজা হইল বাহির।।

নেউলিয়া[২] রাজচন্দ্র দেখিল চাহিয়া।
নফর চাহিয়া আছে হুক্কা হাতে লইয়া।।
জলচৌকি সোণার ঝাড়ি তাতে শীতল পাণি।
হাতমুখ ধুইল রাজা শীতল পরাণি।।

মদনে ডাকিয়া রাজা জিজ্ঞাসা যে করে।
"কি কারণে আইলা তুমি আমার মন্দিরে।।"

"রাজার নফর আমি হুকুমের চাকর।
আমার যাইতে নাহি মানা বাহির আন্দর।।
বার বছর ধইরা আমি করি তাবেদারী[৩]।
এইখানে আছি আমি হইয়া শিরের পরী[৪]।।"

কোথায় বাড়ী কোথায় ঘর কেবা বাপ মাও।
পরিচয় জানতে রাজা নফরে জিগায়[৫]।।
*　　*　　*　　*

[১] আজল = ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে জলে-ভরা।
[২] নেউলিয়া = ফিরিয়া।
[৩] তাবেদারি = হুকুম পালন।
[৪] শিরের পরী = শিওরের প্রহরী।
[৫] জিগায় = জিজ্ঞাসা করে।

পরিচয় পাইয়া রাজা সানন্দিত মন।
বিবাহ-কারণে করে মঙ্গল আয়োজন॥
শুভদিন শুভক্ষণ স্থির যে করিল।
শুভ লগ্ন পাইয়া রাজা কন্যাদান দিল॥
যতেক সামগ্রী দিল নাই তার নাম [১]।
জমিদারী লেখ্যা দিল বামুনকান্দি গ্রাম॥

(তৃতীয় অধ্যায়ের পাঠান্তর)

রাজা বলে "রাণী আমি যুক্তি স্থির করি।
নবাবে না দিলে কন্যা না থাকবে জমিদারী॥[২]
জয়পুর সব দিব দরিয়ায় ভাসাইয়া।
গর্দ্দান লইবে আসি পাঠানে বান্ধিয়া॥
কন্যার লাগিয়া মোর ঘটিল জঞ্জাল।
এই কন্যা হইল মোর পরাণের ফাল্[৩]॥
জাতিনাশ ধর্ম্মনাশ গো রাণী উপায় না দেখি।
আখরির দিন[৪] গেল আর নাহি বাকি॥
এই দিনের আগে কন্যা নবাবের সরে।
পাঠাইতে হইবে কন্যা তাহার অন্দরে॥
বিষ কি খাওয়াইয়া মারি আগুন জ্বালাই।
কোন্ দেশে গেলে বল আমি রক্ষা পাই॥
আয়োজন কর রাণী পাঠাও কন্যারে।
গলায় কলসী বান্ধ্যা আমি ডুবিব সায়রে॥"

এই কথা শুন্যা রাণী কোন্ কাম করিল।
মনেতে ভাবিয়া রাণী যুক্তি স্থির কৈল॥

১ নাই তার নাম=নাম করিয়া শেষ করা যায় না।
২ নবাবে---জমিদারী=জমিদারী আর থাকিবে না।
৩ ফাল্=লাঙ্গলের ফাল। লৌহনির্ম্মিত অগ্রভাগ, এখানে লৌহের শেল-বিশেষ।
৪ আখরির দিন=নির্দ্দিষ্ট দিন।

বাড়ীর নফর ছিল মদন তার নাম।
দেখিতে সুন্দর বড় রূপের কাঠাম[১] ॥
পূজার ফুল তুল্যা আনে ডাকের আগে খাড়া।
দেখিতে সুন্দর রূপ আসমানের তারা ॥
জাতি না ভাবিল রাণী কুলমানের কথা।
এই মতে ছাড়ে রাণী কন্যার মমতা ॥

ঘরে থাক্যা রূপবতী এতেক না জানে।
নিশিকালে গেল রাণী তার বিদ্যমানে ॥
পালঙ্কে ঘুমায় কন্যা চান্দের সমান।
দেখিয়া সুন্দর কন্যা মায়ের কান্দিল পরাণ ॥
সুবর্ণ কপোতী মায়ের হৃদয়ের নলী[২]।
কেমনে উড়াইয়া দিব খোপ কইরা খালি ॥

"উঠ উঠ রূপবতী আঁখি মেল্যা চাও।
শিয়রে দাঁড়াইয়া কান্দে অভাগিনী মাও ॥
উঠ উঠ কন্যা আরে দেখ চক্ষু চাহিয়া।
নগরে আগুন লাগল তোমার লাগিয়া ॥
তোমার লাগিয়া রাজা জলে ডুইব্যা মরে।
তোমার লাগিয়া আমরা যাই বনান্তরে ॥"

স্বপ্ন দেখে রূপবতী মায় কাইন্দা জার[৩]।
নগর জুড়িয়া উঠে ক্রন্দন হাহাকার ॥
স্বপন দেখিয়া কন্যা উঠিয়া বসিল।
শিয়রে দাঁড়াইয়া মায় কান্দিতে লাগিল ॥

"কি কারণে কান্দ মাগো কও কও শুনি।
পরাণে না সয় দেখ্যা তোমার চক্ষের পাণি ॥
কিবা অপরাধ আমি করিয়াছি পায়।"
শিয়রে দাঁড়াইয়া কান্দে অভাগিনী মায় ॥

১ কাঠাম = প্রতিমা।
২ নলী = বক্ষের হাড়।
৩ জার = জর্জ্জরিত, অবসন্ন। রূপবতী স্বপ্নে দেখিল যে তাহার মা কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্না হইয়া পিয়াছেন।

32—1918 B.T.

"তোর দোষ নাইলো কন্যা কপালেরে দোষি[১]।
বিধাতা করিল মোরে এমন নৈরাশী।।
শীতল মন্দিরে মোর লাগিল আগুনি।
আর না দেখিব তোর চান্দমুখখানি।।
আর না শুনিব তোর মুখে মা মা বুলি।
পোষনিয়া পংখী[২] মোর কাটিল শিকলি।।"

(তৃতীয় অধ্যায় পাঠান্তর-সহ ৯০-১-৪৮ = ১৩৮)

(৪)

না গাইল বিয়ার গীত না হইল আচার।
পুরীতে না দিল কেউ মঙ্গল জোকার[৩]।।
পাড়াপড়শীর কাছে সোহাগ না মাগিল মায়[৪]।
বিয়ার হলদি না মাখিল কন্যার গায়।।
জল না ভরিল কেউ না গাইল গান।
শোকেতে কান্দিয়া মরে মায়ের পরাণ।।

আন্ধাইরা[৫] নিঝুম রাতি আশমানে জ্বলে তারা।
মদন আসিয়া দুয়ারে হইল খাড়া।।
লাজেতে গলিয়া পড়ে[৬] কন্যার মাথার কেশ।
আস্তে ব্যস্তে টানিয়া কন্যা পরে নিজ বেশ।।
না আসিল পুরোহিত কুল আচরণ।
নিঝুম রাতে করে মায় কন্যা সমপর্ণ।।
লইয়া কন্যার হাত মদনেরে দিল।
কেহ না জানিল মায় কন্যা সমর্পিল।।
কেহ না দিল তায় মঙ্গল জোকার।
বিবাহের গীত হইল ক্রন্দন হাহাকার।।

[১] কপালেরে দোষি = কপালের দোষ দেই।
[২] পোষনিয়া পংখী = পোষা পাখী।
[৩] জোকার = জয় জয়কার হইতে; উলুধ্বনি।
[৪] সোহাগ না মাগিল মায় = সোহাগ-মাগা বিবাহকালীন স্ত্রী-আচারবিশেষ।
[৫] আন্ধাইরা = অন্ধকার।
[৬] গলিয়া পড়ে = এলাইয়া পড়ে।

চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী হইল মায় কাইন্দা মরে।
হাতে হাতে সমর্পণ করিল ঝিয়েরে॥

*　　*　　*　　*

"শুন শুন মদন আরে কহি যে তোমারে।
মায়ের দুলালী কন্যা দিলাম তোমারে॥
বংশের পরদীম্[১] মোর একমাত্র ঝি।
তারে সমর্পণ কইলাম আর কৈবাম[২] কি॥
ছিঁড়িয়া বুকের নলী[৩] দিলাম তোমারে।
পোষা পাখী দিলাম আমার ভাঙ্গিয়া পিঞ্জরে॥
বনে থাক জলে থাক রাইখ[৪] মায়ের কথা।
এই কন্যার মনে তুমি নাহি দিও ব্যথা॥
সুখে রাখ দুঃখে রাখ তুমি প্রাণপতি।
তুমি বিনে অভাগীর নাহি অন্য গতি॥"
মায়ে কান্দে ঝিএ কান্দে কান্দি জারজার।
গাছের ডালে বসি কান্দে পবন পক্ষী আর॥

*　　*　　*　　*

নিশিরাইতে ডাক্যা মায় মাঝিমাল্লা আনে।
নগরীয়া লোক তাহা কেহ নাহি জানে॥
পুরের মাঝি কানা চইতা এক চক্ষু কান।
তাহারে করিল মায় ধনরত্ন দান॥
রূপবতী কন্যা লইয়া উঠিল ত্বরিতে।
ঝি-জামাইয়ে রাণী বিদায় কৈল এইমতে॥

নিশিরাইতে বাইয়া তারা যায় তরীখানি।
পাল টাঙ্গাইয়া[৫] চলে তের বাঁক পানি[৬]॥

[১] পরদীম=প্রদীপ।　[২] কৈবাম=কহিব।
[৩] বুকের নলী=বুকের হাড়।　[৪] রাইখ=রাখিয়ো।　[৫] টাঙ্গাইয়া=খাটাইয়া।
[৬] তের বাঁক পানি=নদী স্থানে স্থানে মোড় ফিরিয়া যায়, তাহাকে নদীর বাঁক বলা হয়। এইরূপ তেরটি বাঁক অতিক্রম করিয়া চৈতার নৌকা চলিয়াছে।

চৌদ্দ বাঁকের মাথায় গিয়া রাত্রি ভোর হইল।
সেই খানে গিয়া কানা তরী লাগাইল[১] ॥
"রাণীর হুকুম বলি শুন চরনদার[২]।
রজনী হইলে ভোর বিদায় আমার ॥"

গাও-গেরাম নাই কাছে অলছ্‌তলছ্[৩] পানি।
বনে ডাকে বাঘ-ভালুক জলে কুম্ভিরিণী ॥
সেই খানে দুই জনে বনবাস দিয়া।
দেশের ভায়[৪] চল্‌ল চইতা তরীখানি বাইয়া ॥

* * * *

"বাপের বাড়ীর পান্সীরে কোথায় চল্যা যাও।
মায়ের আগে খবর কইও আমার মাথা খাও ॥
মায়ের আগে খবর কইয়ো দুখিনী ঝিএরে।
মাঝিমাল্লা দিয়া গেল এই না বনান্তরে ॥
বাপের আগে কইও খবর অন্য কেহ নাই।
বনেতে পড়িয়া কেমনে জীবন গোঁয়াই ॥
চলিতে চলিতে পান্‌সী আর দেখা নাই।
বনের হরিণী যেমন বনেতে বেড়াই ॥
শুন শুন পবন আরে যাও মায়ের আগে।
রূপবতী কন্যা তার খাইছে[৫] জংলার বাঘে ॥"

"না কাইন্দ না কাইন্দ কন্যা কান্দিলে কি হয়।
বিধাতা লিখ্যাছে বল কোন্ জনে খণ্ডায় ॥
শিরে কইলে[৬] সর্পাঘাত ওঝার কিবা করে।
কর্ম্মদোষে আমরা দুইজন আইলাম বনান্তরে ॥
দেবের নৈবেদ্য করে কুক্কুরে ভোজন।
তার লাগিয়া কন্যা তুমি করিছ ক্রন্দন ॥

[১] লাগাইল = ভিড়াইল।
[২] চরনদার = আরোহী।
[৩] অলছ্‌তলছ্ = উচছ্‌ল।
[৪] ভায় = প্রতি।
[৫] খাইছে = খাইয়াছে।
[৬] কইলে = করিলে।

জেলেদের কথা

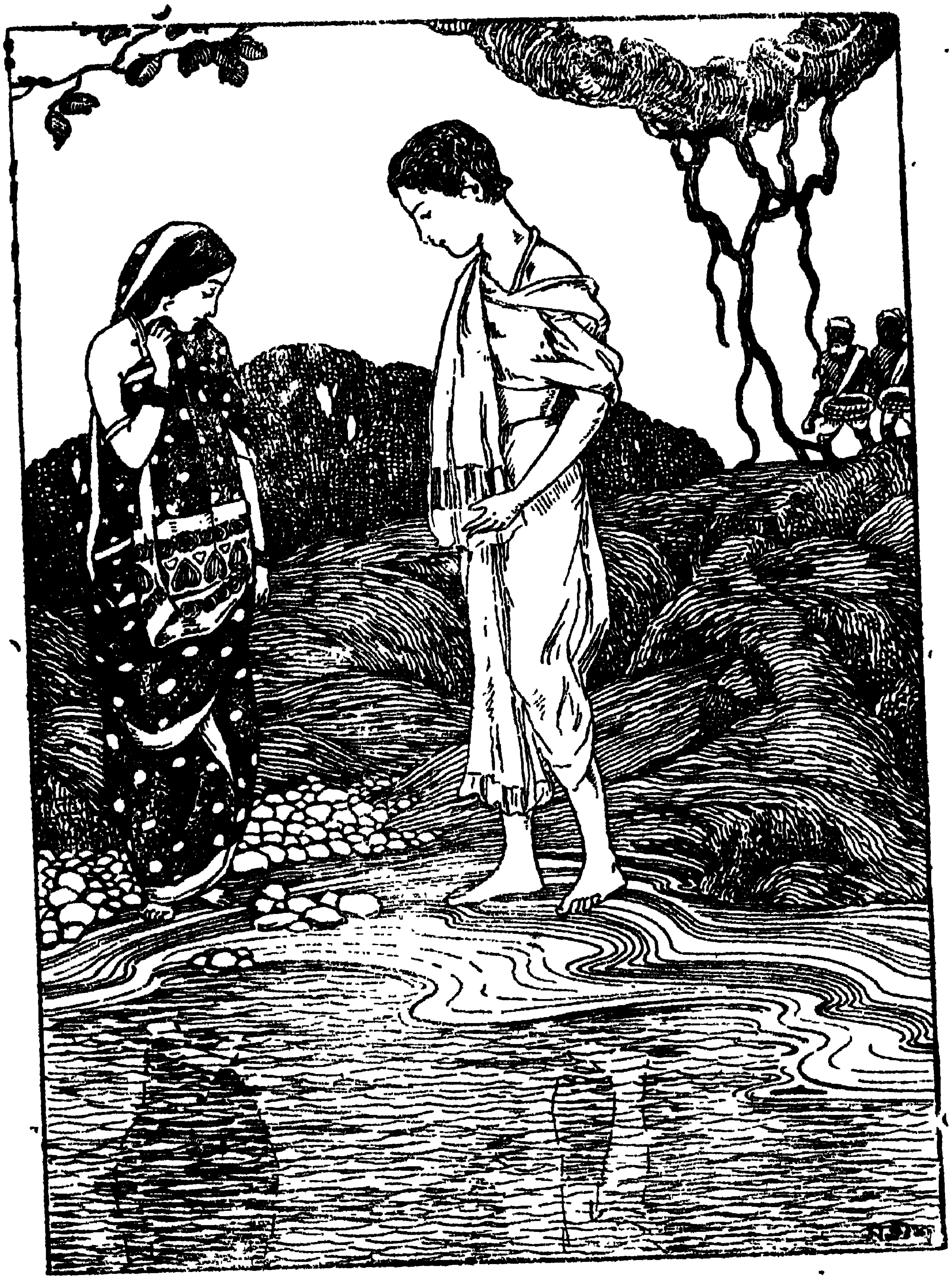

" কাঙ্গালীয়া জাঙ্গালীয়া তারা দুইটি ভাই।
জাল বাইয়া মাছ মারে অন্য কার্য্য নাই।।"

রূপবতী, ২৫৩ পৃঃ

আমিত চণ্ডাল কন্যা তুমি গঙ্গার পানি।
না ধরিব না ছুঁইব তোমার চরণখানি ॥
কিদায় দিয়াম বনের ফল তিয়াষে[১] দিয়াম পানি।
গাছের পাতা পাইড়া[২] দিয়া করিব বিছানি[৩] ॥
রাজার দুলালী কন্যা নাহি জান কেন্নেশে[৪]।
একলা কইরা কেমনে তুমি থাক্‌বা বনবাসে ॥
বনের দোসর সঙ্গী আমিত নফর।"
কথা শুন্যা কান্দ্যা কন্যা করিলা উত্তর ॥

"শুন শুন প্রাণপতি কই যে তোমায়।
তোমার হস্তে সমর্পণ কইরা দিল মায় ॥
বনে জঙ্গলায় থাকি তুমি মোর স্বামী।
তুমি বিনা অন্য কারে নাহি জানি আমি ॥
এতেক করিল বিধি কপালেরে দোষি।
আমার লাগিয়া বন্ধু তুমি বনবাসী ॥" ১—৭৬

(৫)

কাঙ্গালীয়া জাঙ্গালীয়া তারা দুইটি ভাই।
জাল বাইয়া মাছ মারে অন্য কার্য্য নাই।
কোমরে বান্ধিয়া ডোলা[৫] হাতে লইয়া জাল।
নদীর কিনারে ঘুরে সকাল বিকাল ॥
ঘুরিতে ঘুরিতে তারা এইখানে আইল।
রূপবতী কন্যার সঙ্গে বনে দেখা হইল ॥
দুই ভাইয়ের তিন বিয়া পুত্রকন্যা নাই।
ঘরের যে বড় বউ নাম তার পুনাই ॥

১ তিয়াষ = তৃষ্ণা। ২ পাইড়া = পাতিয়া।
৩ বিছানি = বিছানা। ৪ কেন্নেশে = ক্লেশে। ৫ ডোলা = মৎস্যাধার।

"পুনাই পুনাই" বলি কাঙ্গালীয়া ডাকে।
ঘরের বাহির হইয়া পুনাই চাইয়া তবে দেখে॥
আচানক[১] পুরুষ এক সঙ্গে তার নারী।
জিনিয়া চান্দের ছটা যেন হুরপরী॥
লক্ষ্মীর সমান রূপ সর্ব্বসুলক্ষণ।
পুনাই বলি কাঙ্গালীয়া ডাকে ঘনঘন॥
"সারাদিন বাইলাম জাল কাটাইলাম বিফলে।
কানপনা[২] না পাইলাম আজি নদীর জলে॥
পন্থে পাইয়া লক্ষ্মী টুকাইয়া[৩] আনি।
যত্ন কইরা এই ধন পাল নিয়া তুমি॥"

পুত্রকন্যা নাই পুনাইর বড় দুঃখ মন।
কন্যারে দেখিয়া পুনাইর আনন্দিত মন॥
কার কন্যা কেবা বাপ কোথা তোমার বাসা।
একে একে যত কথা করয়ে জিজ্ঞাসা॥
একে একে যত কথা জিজ্ঞাসয়ে আর।
"সঙ্গেতে পুরুষ দেখি কি হয় তোমার॥"

"নাহি পিতা নাহি মাতা নাহি সোদর ভাই।
জলের শেওলা-সম ভাসিয়া বেড়াই॥
কপালের দোষে হইয়াছিলাম বনবাসী।
দুঃখেতে পড়িয়া কাটাই যত দিবানিশি॥
দৈবযোগে দেখা হইল তোমাদের সনে।
স্থান মাগি ধর্ম্মের মাওগো তোমার চরণে॥"

১ আচানক=অপরিচিত, আশ্চর্য্য।
২ কানপনা=অতি ক্ষুদ্র একজাতীয় মাছ।
৩ টুকাইয়া=কুড়াইয়া।

পোলা নাই পুরি[১] নাই পুনাইর শূন্য ত্রিসংসার।
পুত্রকন্যা পাইল পুনাই ত্রিজগতের সার॥

* * * *

(৬)

"শুন শুন প্রাণপ্রিয়া কই যে তোমারে।
পক্ষকালের জন্য বিদায় দেও ত আমারে॥
ছয় বচছর কাটাইলাম তোমার বাপের কাছে।
আমার বাপ-মাও কি প্রাণে বাঁচ্যা আছে।
একবার দেখ্যা আইয়াম্[২] তাদের মুখখানি।
কিছু কালের জন্য কন্যা মাগিগো মেলানি॥"

দিশা— ভ্রমররে নিশা যায় বইয়া।

"কাজলবরণ ভ্রমরের রূপার বরণ আঁখি।
কোন্ বিধাতায় গড়ছে তোমায় কইরা বনের পাখী॥
শুন শুন ভ্রমররে আমার মাথা খাও।
উদ্দেশ[৩] করিয়া দেখ বন্ধুরে নি[৪] পাও॥
এক পক্ষ চল্যা গেল মরা চান্ জীয়ে[৫]।
কেন না আইল বন্ধু কিসের লাগিয়ে॥
আর পক্ষ যায় বন্ধুর পথপানে চাইয়া।
অভাগীর কথা বন্ধু গেছে কি ভুলিয়া॥
পন্থের পানে চাইয়া থাকি বন্ধুর লাগিয়া।
চক্ষে ঝুরে মাকড়াসা[৬] আন্ধার লাগিয়া॥

[১] পোলা = পুত্র, পুরি = কন্যা।
[২] দেখ্যা আইয়াম্ = দেখিয়া আসিব।
[৩] উদ্দেশ = অনুসন্ধান।
[৪] নি = কিনা।
[৫] জীয়ে = জীবিত হয়। মরা চান জীয়ে = শুক্লপক্ষ দেখা দিয়াছে।
[৬] মাকড়াসা = মাকড়সার জাল, ক্ষুদ্র অশ্রুবিন্দু চোখের উপর পড়িয়া মাকড়সার জালের মত দেখাইতেছে।

তুলিয়া[১] গাঁথিলাম মালা মালা হইল বাসি।
এমন যৈবনকালে বন্ধু হইল বৈদেশী॥
রাইত যায় আমার আশে দিনে আইব বলি[২]।
পন্থের পানে চাইয়া থাকৃতে চক্ষে পড়ে বালি॥"

এইমত কান্দে কন্যা সকরুণ মন।
ওদিকে হইল কিবা শুন বিবরণ॥
রাজা যে মারিল ডঙ্কা সহরে বাজারে।
যেজন ধরিয়া দিবে তার দুষমনেরে॥
জাতি নাশ কৈল দুষমন কুলে দিল কালি।
দুষমনে ধরিয়া রাজা দিবে নরবলি॥
চুটিয়া চুটী[৩] গাইল মালাবতীর ঠাঁই।
তোমার সোয়ামীরে ধইরা নিছে[৪] আর রক্ষা নাই॥
শিরেতে পড়িল বাজ বুকে পড়ে হানা।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে রূপবতী কন্যা।

*　　*　　*　　*

"শুন শুন পুনাই ধর্ম্মের মাও গো
(ছাইড়া দে[৫])।
কি শুনিলাম কানে ওগো, কি শুনিলাম কানে
(ছাইড়া দে)॥
রাজার ঘরে জন্ম লইয়া হইলাম বনবাসী
আর কারে বা দিব দোষ কপালেরে দোষি গো
(ছাইড়া দে)।
নিশিরাইতে সঁপ্যা[৬] দিল অভাগিনী মাও
ভাব্যাচিন্ত্যা আন্ধাইর পথে বাড়াইলাম পাও গো
(ছাইড়া দে)॥

[১] তুলিয়া = ফুল তুলিয়া।
[২] দিনে আইব বলি = দিনে আসিবে বলিয়া।
[৩] চুটিয়া চুটী = (?)
[৪] নিছে = নিয়াছে।
[৫] ছাইড়া দে = ছাড়িয়া দেও।
[৬] সঁপ্যা = সঁপিয়া, সমর্পণ করিয়া।

পাইড়া রইল দালান কোঠা যত দাসদাসী
বন্ধুরে লইয়া আমি হইলাম বনবাসী গো

(ছাইড়া দে) ।

দৈবযোগে ধর্ম্ম-পিতার সনে হইল দেখা
অভাগিনীর ভাগ্যে বিধি সুখের পাইলাম দেখা গো

(ছাইড়া দে) ।।

মা ভুললাম, বাপ ভুললাম, ভুললাম বাড়ীঘর
এই ছিল কর্ম্মের লেখা আপন হইল পর গো

(ছাইড়া দে) ।

বানাইয়া পানের খিলি তুল্যা না দিলাম বন্ধুর মুখে গো

(ছাইড়া দে) ।।

জ্বালাইয়া ঘিরতের বাতি একদিন না দেখিলাম
—বন্ধুর চান্দ মুখ গো
ফালাইয়া[1] শীতল পাটি না শুইলাম বন্ধুর সনে গো

(ছাইড়া দে) ।

দুই দিন না বঞ্চিলাম সুখের গিরবাস[2]
কর্ম্ম ফেরে অভাগিনী হইল নৈরাশ গো

(ছাইড়া দে) ।।

গাঁথিয়া পুষ্পের হার একদিন নাহি দিলাম বন্ধুর গলে গো
রাঁধিয়া চিকণের ভাত তুইল্যা না দিলাম বন্ধুর মুখে গো

(ছাইড়া দে) ।

দেইখা আসি ধর্ম্মের মাও গো ছাইড়া দে ।।

*　*　*　*

[1] ফালাইয়া = পাতিয়া ।

[2] গিরবাস = গৃহবাস ।

পরবোধ না মানে কন্যা পুনাই বুঝায়
যতই বুঝায় কন্যা করে হায় হায়।
রূপবতী বলে "মাও
ধরি তোমার দুই পাও
আমারে লইয়া চল যাই।
যেখানেতে গেছে পতি
অইবাম[১] মরণের সাথী
জীবনে আমার কার্য্য নাই॥
মনে মনে দুঃখ পাইলাম
একদিন না বঞ্চিলাম
করিলাম পতি সঙ্গে ঘর।
দুষ্মন হইল বাপ
চিত্তে মোর দিল তাপ
মাও বাপ হইয়া হইল পর॥
বিষ খাইয়া মরবাম[২] গো আমি
যদি না দেখাও স্বামী
গলেতে তুলিয়া দিবাম কাতি।"
পুনাই বুঝাইয়া কয়
এ বড় বিষম হয়,
বইল্যা কইয়া[৩] পোহাইল রাতি॥

প্রভাতে উঠিয়া পুনাই কোন্ কাম করে।
নৌকা সাজাইতে তবে কয় জাজাইলারে॥
জাজাইলা আনিল পান্সী ঘাটেতে লাগায়।
কন্যারে লইয়া পুনাই রাজার দেশে যায়॥

দরবারে বইসাছে রায় পাত্রমিত্র লইয়া।
দরবারের ঘরে পুনাই খাড়া হইল গিয়া॥

১ অইবাম = হইব। ২ মরবাম = মরিব।
৩ বইল্যা কইয়া = বলিয়া কহিয়া।

কাঙ্গালীয়া জাঙ্গালীয়া পাছে দুই ভাই।
পর্‌থমে দরবারে দিল ধর্ম্মের দোহাই॥
রাজার দোহাই দিয়া পুনাই যোড়হাতে কয়।
"এক নালিশ আছে মোর কইতে বাসি ভয়॥
কোন্ দোষে জামাই মোর বন্দীখানা ঘরে।
কিসের লাগিয়া তুমি আন্যাছ তাহারে॥"

পাত্রমিত্রগণ তবে পুনাইরে জিজ্ঞাসে।
"কার জামাই কোথায় ঘর আইল বন্দী-বেশে॥"

পুনাই কান্দিয়া কয় "বড় দুঃখের ঝি।
তাহার দুকের কথা কহিবাম কি॥
শুন শুন রাজা আরে কহি যে তোমারে।
পালিয়া পংখিনী কও কেবা মারে তীরে॥
শুন শুন রাজা আরে কহি যে তোমায়।
ঘর বান্ধিয়া কেবা তায় আগুন লাগায়॥
বাগোয়ান[১] লাগাইয়া বল কেবা গাছ্ কাটে।
পায় আছাড়িয়া কেবা ভাঙ্গে পূজার ঘটে॥
নিশি রাইতে রাণী যারে কন্যা দিল দান।
সেইত জামাই তোমার পুত্রের সমান॥
জামাই কন্যার কহ কিবা দোষ আছে।
স্বামী হারাইয়া কন্যা কি রকমে বাঁচে॥
পাগলিনী হইয়া কন্যা জল ডুবতে চায়।
বাউরা[২] কন্যারে তোমার ধইরা রাখন দায়॥
আমার কথা রাখ্যা যাও বন্দীখানা ঘরে।
আগে কেনে বিয়া দিলা মারবা যদি পরে॥
বনবাসী হইল কন্যা ছিল পরের ঘর।
মাও বাপ হইয়া তোমরা কেনে হইলা পর॥"

[১] বাগোয়ান = বাগান। [২] বাউরা = পাগলপ্রায়।

গালি পাড়ে পুনাই শুনে সভাজন।
রাজার হইল মনে কন্যার বদন॥
সকরুণ-মন রাজা ভাসে চক্ষের জলে।
পাত্রমিত্র জনে রাজা বুঝাইয়া বলে॥
রাজার আদেশে হইল বিয়ার আয়োজন।
বন্দীখানা হইতে মুক্তি হইল মদন॥
হাতী ছিল ঘোড়া ছিল আর জমীবাড়ী।
জামাই কন্যায় লেখ্যা দিল বাড়ীর জমীদারী॥
বাড়ীতে বান্ধিয়া দিল বারদুয়ারী ঘর।
রূপবতী লইয়া জামাই যায় নিজ ঘর॥ ১—১৩৭

কঙ্ক ও লীলা

(১) দামোদর দাস

(২) রঘুসুত

(৩) শ্রীনাথ বেনিয়া এবং

(৪) নয়ানচাঁদ ঘোষ প্রণীত

কঙ্ক ও লীলা

দামোদর দাসের বন্দনা

গোলক বৈকুণ্ঠপুরী প্রথমে বন্দনা করি
তার মধ্যে বন্দি নারায়ণ।
পদ্মযোনি বন্দি গাই যাহা হইতে জন্ম পাই
যেহি দেব সৃজন-কারণ ।।
কৈলাস পর্ব্বত যথা শিবদুর্গা বন্দি তথা
তাহে বন্দুম কাত্তিক-গণপতি।
সর্ব্ব দেবদেবীসার তাহার সঙ্গেতে আর
যোগমায়া লক্ষ্মী-সরস্বতী ।।
তারপর বন্দি আমি হরশিরে মন্দাকিনী
যাহা হইতে পাপীর উদ্ধার।
অন্তকালেতে যান একবিন্দু কৈলে পান
মহাপাপী যায় স্বর্গদ্বার ।।
পরেতে বন্দনা করি কুবের যমের পুরী
ইন্দ্র আদি দশ দিকপাল।
রাত্রদিবা ভেদ নাই চন্দ্র-সূর্য্য বন্দি গাই
অন্তক বন্দিনু যমকাল ।।[১]
তেত্রিশ কোটি দেবগণে বন্দি গাই তার সনে
মুনি বন্দুম ষাইট হাজার।
বাপ-মায় বন্দি গাই যাহা হইতে জন্ম পাই
ভক্তি মন্ত্র সাধনের সার ।।

১ অন্তক --- যমকাল = কালের অন্তক (কালান্তক) যমকে বন্দনা করি।

বন্দিনু পাতালপুরে সর্পরাজ বাসুকিরে
বসুমতী যার শিরে স্থিতি।
সরল ত্রিপদী ছন্দে দামোদর দাসে বন্দে
সভা-পদে জানায় মিনতি ॥

নয়ান চান্দের বন্দনা

চার কোণা পৃথিবী বন্দম বন্দুম তরুলতা।
উপরে আকাশ বন্দুম নীচে বসুমাতা ॥
পিতা বন্দুম মাতা বন্দুম বন্দুম জ্যেষ্ঠ ভাই।
যা হৈতে সুহৃদ এই ত্রিভুবনে নাই ॥
চন্দ্রসূর্য্য বন্দি গাই জগতের আখি।
যাহার প্রসাদে আমি রাত্রদিবা দেখি ॥
সাগর-পর্ব্বত বন্দুম জলে বন্দুম মীন।
সভার চরণ বন্দি গাই আমি দীনহীন ॥

*   *   *   *

সরস্বতী মায়েরে বন্দুম যোরি দুই কর।
যার হতে পাইলু এই দেবের আসর ॥
তুমি যদি ছাড়ো মাগো আমি না ছাড়িব।
বাজন্ত নূপুর হইয়া চরণে লুটিব ॥
শুদ্ধাশুদ্ধ নাহি জানি আমি অল্পমতি।
নিজগুণে ক্ষমা মোরে কর সভাপতি ॥

*   *   *   *

সভাপতির চরণ বন্দি নয়ান চান্দে কয়।
দুর্লভ মনুষ্য জন্ম হয় যা না হয়[১] ॥

[১] হয় যা না হয়=পুনরায় লাভ হয় কি-না সন্দেহ।

শিবু গাইনের বন্দনা

পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা রচিলেন গান।
তাদের চরণে আমার সহস্র প্রণাম॥
গাহনা গাহিয়া আমি ফিরি বাড়ী বাড়ী
সভার প্রসাদে কিছু পাই চাউল-কড়ি॥
ইনাম বক্‌সিস্ কিছু সভাপদে চাই।
কর্ম্মকর্ত্তার কাছে একখান নববস্ত্র পাই॥
ভাল মন্দ নাহি জানি না চিনি আখর।
সরস্বতী মাগো মোর কণ্ঠে কর ভর॥
জিহ্বাতে বসিয়া মোর তুমি গাও গান।
তোমার চরণে মাগো সহস্র প্রণাম॥
খোল-করতাল বন্দুম যন্ত্র যত ইতি।
ওস্তাদের চরণ বন্দি করিয়া মিনতি॥
শিবু গাইন নাম মোর আগুজিয়া বাড়ী।
সভার চরণে আমি পরিচয় করি॥

লীলার বারমাসী আরম্ভ

এইমতে বন্দনা-গীত অবশেষে থুইয়া।
লীলার বারমাসীর কথা শুন মন দিয়া॥

(১)

কঙ্কের জন্ম ও পিতামাতার মৃত্যু

দিশা—দুর্লভ মনুষ্য জন্ম আর হবে না।

বিপ্রপুরে[১] ছিল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
ভিক্ষাবৃত্তি করি করে জীবন পালন॥
গুণরাজ নাম তার ভার্য্যা বসুমতী।
পতিব্রতা সেই নারী অতি ভক্তিমতী॥
সারাদিন ভিক্ষা মাগি দুয়ারে দুয়ারে।
সন্ধ্যাকালে ফিরে বিপ্র আপনার ঘরে॥
এইমতে নিতি যাহা করয়ে অর্জ্জন।
ইতে কোন মতে করে জীবনধারণ॥
সংসারেতে ভার্য্যা ভিন্ন কেহ নাহি ছিল।
কিছুদিন পরে এক পুত্র জনমিল॥
কেমনে পালিবে পুত্রে না দেখে উপায়।
কেউ নাহি চায় পুত্র কেউ নাহি পায়॥[২]

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

সাটিয়ারা[৩] দিনে তাল পাতায় লিখিয়া।
কঙ্ক নাম রাখে মাতা আদর করিয়া॥

[১] বিপ্রপুর=এই স্থান এখন বিপ্রবর্গ নামে পরিচিত।

[২] কেউ---পায়=কেউ পুত্র কামনা করে না, কেউ বা প্রার্থনা করিয়াও পায় না।

[৩] সাটিয়ারা=ষষ্ঠীর দিনে।

ছয় না মাসের শিশু হইল যখন।
দারুণ রোগেতে হইল মাতার মরণ ॥
ভার্য্যার লাগিয়া বিপ্র পাগল হইয়া ফিরে।
কেবা রাখে শিশু পুত্রে কেবা ভিক্ষা করে ॥
চিন্তাজ্বরে গুণরাজ মৈল অবশেষে।
কপালের লিখন এই কহে নয়ান ঘোষে ॥

দিশা—মা তুই কোথায় রইলে গো তোর বালক সায়রে ভাসাইয়া।

খাকুরা[১] বলিয়া কেউ নাহি লয় কোলে।
সংসারেতে কেউ নাহি শিশুরে যে পালে ॥

*   *   *   *

(২)

মুরারি চণ্ডালের গৃহে কঙ্ক

মুরারি নামেতে এক চণ্ডাল সুজন।
শিশুরে দেখিয়া তার দুঃখী হৈল মন ॥
কোলেতে লইয়া শিশু নিজ ঘরে আনে।
চণ্ডালিনী পালে তারে পরম যতনে ॥
নিজ পুত্র তেঁই[২] স্নেহ করে দুইজনে।
মুরারিরে বাপ বলি শিশু মনে জানে ॥
কৌশল্যারে ডাকে কঙ্ক জননী বলিয়া।
জনকজননী পুন পাইল ফিরিয়া ॥
ব্রাহ্মণকুমার হৈল চণ্ডালের পুত।
কর্ম্মফল কে খণ্ডায় কহে রঘুসুত ॥

*   *   *   *

পঞ্চ না বৎসরের শিশু হৈল যখন।
তেরাখিয়া[৩] জ্বরে মৈল চণ্ডাল সুজন ॥

[১] খাকুরা = খেকো, যে মানুষ খায়।   [২] তেঁই = সেইরূপ, যেন।   [৩] তেরাখিয়া = ত্রিদোষযুক্ত।

পতির লাগিয়া কান্দি দিবসরজনী।
অনাহারে অনিদ্রায় মরে চণ্ডালিনী ॥
যে ডালে ভর করে সেই ভাঙ্গি যায়।
কেমনে বাচিবে শিশু কি হইবে উপায় ॥
দিবানিশি চণ্ডালের শ্মশানে পড়িয়া।
দুই দিন গেল কেবল কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
কেহ নাহি হাত ধরে নেয় ফিরে ঘরে।
ভাত পানি দিয়া কেউ জিজ্ঞাসা না করে ॥
বিধির বিচিত্র লীলা কে করে খণ্ডন।
কার সাধ্য মারে যদি রাখে নারায়ণ ॥

(৩)

গর্গের আলয়ে

দিশা—আমার না হৈল মরণ।
কান্দিতে কান্দিতে আমার গো যাইল জীবন ॥

গর্গ নামে ছিল এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
শিষ্যালয় হইতে বাড়ী করেন গমন ॥
পরম পণ্ডিত তিনি ধর্ম্মে বড় জ্ঞানী।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত লোকে কয় শুনি ॥
দেখিয়া শ্মশানে শিশু যায় গড়াগড়ি।
হাত ধরি উঠাইলা গিয়া তাড়াতাড়ি ॥
নামাবলী দিয়া শিশুর বয়ান মুছায়।
সঙ্গেতে লইয়া কঙ্কে নিজ ঘরে যায় ॥
দেখিয়া গায়ত্রী দেবী সুখী হৈলা মনে।
পুত্রহীনা পুত্র পাইল মাতা মাতৃহীনে ॥[১]

[১] পুত্রহীনা - - - হীনে=পুত্রহীনা জননী পুত্র পাইলেন ও মাতৃহীন বালক মাতা পাইল।

গোপাল রাখিল নাম গায়ত্রী জননী।
স্নেহভরে খাওয়ায় কঙ্কে ক্ষীর-সর-ননী।।
সেই দিন হইতে কঙ্ক উঠিয়া প্রভাতে।
লইয়া গর্গের ধেনু চরায় মাঠেতে।।
সন্ধ্যাকালে গাভী লইয়া ফিরে কঙ্ক ঘরে।
সিকায় তুলা দুগ্ধকলা খাওযায় কঙ্করে।।

*   *   *   *

নরম স্বভাব তার সুন্দর মূরতি।
আচার বেভারে[1] কঙ্কের সুখী সবে অতি।।
বড় বুদ্ধিমন্ত কঙ্ক বাখানি তাহারে।
মুখে মুখে সিলুক[2] কত শিখিল অন্তরে।।
দেখিয়া গর্গের মনে ইচ্ছা হইল ভারি।
দশ না বৎসরের কালে হাতে দিলা খরি।।
আদরে যতনে কঙ্কের সুখে দিন যায়।
লেখাপড়া করে আর ধেনু যে চড়ায়।। ১—২৪

(৪)

বিপদের উপর বিপদ্

দুঃখিতের দুঃখ না যায় বিধি হৈল বাম।
বরাতের ফেরে হায় হৈল কোন কাম।।
গায়ত্রী জননী মৈল শীতলা রোগেতে।
কঙ্কের কপাল মন্দ কয় রঘুসুতে।।

দিশা—আমার দুঃখে দুঃখে গেল দিন।
দয়া কর দয়াময়ী জেনে দীনহীন।।

দুঃখের লাগিয়া গোসাঞি রাখিলা পরাণি।
বাঘে ভৈষে নাহি খায় না ছুঁয় ডাকিনী।।

[1] বেভারে = ব্যবহারে।
[2] সিলুক = শ্লোক।

সুতের[১] সেওলা হৈয়া ভাসিয়া বেড়ায়।
তৃতীয় বারেতে পুন হারাইলা মায়॥
লীলা নামে ছিল গর্গের একটী দুহিতা।
ভুঁয়েতে লুটিয়া কান্দে হারাইয়া মাতা॥
অষ্ট না বছরের লীলা মায়ে হারাইয়া।
বুঝিল কঙ্কের দুঃখ নিজ দুঃখ দিয়া॥
ভাই বোন মত তবে দুঁহু করে বাস।
এক জনে কান্দে যখন অন্যে দেয় আশ॥
কঙ্কেরে না দিয়া ভাত লীলা নাইখে খায়।
দুই জনে গলাগলি ঘুরিয়া বেড়ায়॥
ধেনু চরাইতে রোদে কঙ্কে মানা করে।
কঙ্কের বিরহ লীলা সহিতে না পারে॥
ঘর না ছাড়িয়া কঙ্ক থাকে যতক্ষণ।
কঙ্কের বিরহে লীলার মন উচাটন॥
দরদর দুনয়নে বহে জলধারা।
কাজকাম ফেলি লীলা পন্থে রয় খাড়া॥
বাথান[২] হইতে কঙ্ক ধেনু লইয়া আইসে।
আবের পাঙ্খা লইয়া লীলা বৈসে তার পাশে॥ ১—৪২

(৫)

লীলার যৌবনে পদার্পণ

হাসিয়া খেলিয়া লীলার বাল্যকাল গেল।
সোনার যৈবন[৩] আসি অঙ্গে দেখা দিল॥
শাউনিয়া[৪] নদী যেমন কূলে কূলে পানি।
অঙ্গে নাহি ধরে রূপে চম্পকবরণী॥
ভাদ্র মাসের চান্নি[৫] যেমন দেখায় গাঙ্গের তলা।
বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা॥

১ সুতের = সোতের (স্রোতের)।
২ বাথান = গোচারণের।
৩ যৈবন = যৌবন।
৪ শাউনিয়া = শ্রাবণ মাসের।
৫ চান্নি = জোস্‌ন্যা।

নদীর ঘাটে গেলে কন্যা জ্বলে নদীর পানি।
লীলারে দেখিয়া বান্দে[১] সাউদের[২] তরণী ॥
পুষ্প না বাগানে কন্যা পুষ্প তুলতে যায়।
মৈলান[৩] হইয়া ফুল পাতাতে লুকায় ॥
চান্দমুখ দেখিয়া চান্দ আন্ধাইরেতে লুকে[৪]।
পন্থের পথিক লীলার মুখ চাইয়া দেখে ॥
কি কব সে রূপের কথা কইতে নাহি পারি।
চন্দ্রের সমান রূপ দেখিতে অপ্সরী ॥
সুন্দর বদন লীলার ফোটা পদ্মফুল।
হাটিয়া যাইতে লীলার মাটীত পরে চুল ॥
চাচর চিকণ কেশ লীলার বাতাসেতে উড়ে।
বর্ষাতিয়া[৫] চান্দে যেমন ক্ষণে আবে[৬] ঘিরে ॥
উপরে ঘোর ভুরু নীচে নয়ানতারা।
মধুলোভে পুষ্পে যেমন বৈসাছে ভমরা ॥
কাল কাজলে রাঙ্গা তার দুটী পাশে।
বর্ষাকাল্যা তারা যেমন মেঘের উপর ভাসে ॥
ডালিমের ফুল যেমন বাতাসেতে উড়ে।
সিন্দুর মাখিয়া কন্যার দিয়াছে অধরে ॥
তাহাতে খেলায় হাসি না দেখে কোন জন।
সরমে ঢাকয়ে কন্যা আপন যৌবন ॥
তার মধ্যে দন্ত লীলার নাহি যায় দেখা।
দুর্লভ মুকুতা যেমন ঝিনুর মধ্যে ঢাকা ॥[৭]
মুষ্টিতে আটয়ে লীলার চিকণ কাকালী[৮]।
হাটিয়া যাইতে কন্যার যৈবন পরে ঢলি ॥

[১] বান্দে = বান্ধে, থামায়। [২] সাউদের = সাধুর, বণিকের। [৩] মৈলান = মলিন।
[৪] লুকে = লুকায়। [৫] বর্ষাতিয়া = বর্ষাকালের। [৬] আবে = অভ্র (পাতলা মেঘে)।
[৭] দুর্লভ - - - ঢাকা = তাহার যুগ্ম অধরের মধ্যে দন্ত ঢাকা আছে, যেরূপ ঝিনুকের মধ্যে মহামূল্য মুক্তা লুক্কায়িত থাকে।
[৮] তুলনীয়, "মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালী"—কৃত্তিবাস।

ভরা কলসি যেমন নাহি ঝলূকে[১] পানি।
সেইমত সুন্দরী লীলার চাইল-চালনী।।

বার না বছরের কন্যা তেরতে পড়িল।
আপনে দেখিয়া আপনে চিন্তিত হইল।।
বেশের নাহি আদর-যতন কেশের বন্ধনী।
কোথা হইতে আইল পাগল জোয়ারের পানি।।[২]
একেশ্বরী হইয়া লীলা থাকয়ে বিজনে।
ফুটিয়া বনের ফুল থাকে যেমন বনে।।
সোনার যৈবনকাল কহে নয়ান দাসে।
সাধিলে না থাকে যৈবন যত্নে নাহি আইসে।।[৩]

* * * *

কলসী লইয়া লীলা যায় নদীর জলে।
উজান বহিয়া নদী যায় কল কলে।।
নদীর কিনারা কন্যা গো কলসী রাখিয়া।
চাহিল নদীর জলে আঁখি ফিরাইয়া।।
হেরি সে সুন্দর রূপ চমকে সুন্দরী।
শীঘ্রগতি ঘরে ফিরে লইয়া গাগরী[৪]।।

* * * *

মনের সুখেতে কঙ্ক আছে গর্গপুরে।
গুরুর নিকটে থাকি নানা শাস্ত্র পড়ে।।
পুরাণ সংহিতা আদি হরেক প্রকার।
শিখিয়াছে যথাবিধি শাস্ত্র অলঙ্কার।।
ফেরুখাই[৫] বারমাসী সঙ্গীত যে কত।
লিখিয়াছে কঙ্কধর তাহা শত শত।।

১ ঝলূকে=ঝলকিয়া পড়ে।

২ কোথা ... পানি=এই জোয়ারে জল (যৌবনে) কোথা হইতে পাগলের মত উন্মত্ত ভাব লইয়া হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল?

৩ সাধিলে ... আইসে=যৌবনকে সাধ্য-সাধনা করিয়া দীর্ঘকাল রক্ষা করা যায় না এবং যত্ন করিলেও ঠিক সময়ের পূর্ব্বে ইহা আসে না।

৪ গাগরী=কলসী।

৫ ফেরুখাই=বারমাসী গান।

কঙ্কের বাঁশী শুনে নদী বহে উজান বাঁকে[১]।
সঙ্গীতে বনের পশু সেও বশ থাকে ॥
ভাটিয়াল গানেতে ঝরয়ে বৃক্ষের পাতা।
এক মনে শুন কহি তাহার বারতা ॥

*　　*　　*　　*

"আইস আইস প্রাণের বন্ধুরে বইস আমার কাছে।
দেখিব তোমার মুখে কত মধু আছে ॥
তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হই লতা।
বেইরা রাখব যুগলচরণ ছাইড়া যাইব কোথা ॥
তোমারে শুইতে দিবরে বন্ধু অঞ্চল বিছান।
মুখেতে তুলিয়া তোমায় দিব সাচীপান ॥
গলেতে গাঁথিয়ারে দিব মালতীর মালা।
ঝাড়িয়া পুঁছিয়া দিব তোমার গায়ের ধূলা ॥
তুমিরে ভমরা বন্ধু আমি বনের ফুল।
তোমার লাইগারে বন্ধু ছাড়বাম জাতি-কুল ॥
ধেনু বৎস লইয়া তুমি যাওরে বাথানে।
বন্দের[২] লাইগা থাকি চাইয়া পথ পানে ॥
পথ নাহি দেখিরে বন্ধু ঝুরে আখি-জলে।
পাগলিনী হইয়া ফিরি তিলেক না দেখিলে ॥
নয়নের কাজলরে বন্ধু আরে বন্ধু তুমি গলার মালা।
একাকিনী ঘরে কান্দি অভাগিনী লীলা ॥
না যাইও না যাইও বন্ধুরে আরে চরাইতে ধেনু।
আতপে শুকাইয়া গেছেরে বন্ধু তোমার সোণার তনু ॥
আইস আইস বন্ধু খাওরে বাটার পান।
তালের পাংখায় বাতাস করি জুড়াক রে পরাণ ॥
আহারে প্রাণের বন্ধু তুমি ছিলে কৈ।
তোমার লাইগা ছিকায় তোলা গামছা-বান্দা দৈ[৩] ॥

[১] বাঁকে = বক্রগতিতে।　　[২] বন্দের = বন্ধুর।

[৩] গামছা-বান্দা দৈ = এখনও পূর্ববঙ্গে এরূপ উৎকৃষ্ট ঘনীভূত দধি তৈয়ারী হয় যাহা ছানার মত শক্ত এবং যাহা গামছায় বান্ধিয়া লইয়া যাইতে পারা যায়।

35—1918 B.T,

গামছা-বান্দা দৈরে বন্ধু শালিধানের চিড়া।
তোমারে খাওয়াইব বন্ধু সামনে থাক্যা খাড়া ॥
শ্রীনাথ বানিয়া কয় পীরিত বড় জ্বালা।
দণ্ডেক অদেখা কন্যা না হও উতলা ॥

গোষ্ঠ হতে সুরভি ঐ আসিতেছে ফিরি।
ওই শোনা যায় বাজে বন্ধুর বাঁশরী ॥
আইসাছে প্রাণের বন্ধু পাইয়া বহু ক্লেশ।
ঘামেতে ভিজিয়া গেছে তোমার মাথার কেশ ॥
আনিতে তালের পাঙ্খা লীলা ঘরে যায়।
অঞ্চল পাতিয়া কঙ্ক শুয়ে আঙ্গিনায় ॥ ১—৮৮

(৬)

যবন পীরের আগমন

এমন সময়ে কিবা হইল বিবরণ।
কহিব সকল সবে শুন দিয়া মন ॥
সারগিদ[১] লইয়া পঞ্চপীর একজন।
গোচারণ মাঠে আসি দিল দরশন ॥
বটগাছের তলখানি চাছিয়া ছুলিয়া।
বাগ করে পীর দরগা স্থাপনা করিয়া ॥
নামিডাকি[২] পীর তার বড় হেকমত[৩]।
ধূলা দিয়া ভাল করে আইসে রোগী যত ॥
অন্তরের কথা নাহি দেয় বলিবারে।
আপুনি কহিয়া যায় অতি সুবিস্তারে ॥
মাটী দিয়া বানায় মেওয়া কিবা মন্ত্রবলে।
শিশুগণে ডাকি তবে হস্তে দেয় তুলে ॥

১ সারগিদ = সাকরেদ, শিষ্য। ২ নামিডাকি = নামডাকের, অত্যন্ত যশস্বী।
৩ হেকমত = ক্ষমতা (আধ্যাত্মিক)।

অবাক হইল সবে দেখি কেরামত।
দর্শন-মানসে লোক আইসে শত শত ।।
যে যাহা মানত করে সিদ্ধি হয় তার।
হেকমত জাহির হইল দেশের মাঝার ।।
চাউল-কলা কত সিন্নি আইসে নিতি নিতি।
মোরগ ছাগল কইতর[১] নাহি তার ইতি ।।
সিন্নির কণিকামাত্র পীর নাহি খায়।
গরীব দুঃখীরে সব ডাকিয়া বিলায় ।।

(৭)

পীর ও কঙ্ক

বাথানে ছাড়িয়া ধেনু, হস্তেতে লইয়া বেনু,
ছায়াতলে বসিয়া মাঠেতে।
কঙ্কধর গায় গান, শুনিলে জুড়ায় কান,
যত সব রাখাল সহিতে ।।
মধুর গাহানা[২] শুনি, দৌড়িয়া সকল প্রাণী,
কঙ্কপানে সবে ছুটে ধায়।
পশুগণ ভূমিতলে, পাখীরা বসিয়া ডালে,
শুনি সবে শ্রবণ জুড়ায় ।।
সুধা মাখা গানে তার, কুকিলায় মানে হার,
বীণাতন্ত্রী লাজেতে মৈলান।
যুবতী ব্যাকুল ঘরে, যৈবন আইসে ফিরে,
নদী-নালা বহেত উজান ।।

বাথানে যখন বাজে কঙ্কের মোহন-বেনু।
উচচ পুচেছ ছুটে আসে গোষ্ঠের যত ধেনু ।।

[১] কইতর = কবুতর, পায়রা। [২] গাহানা = গাওনা, গান।

আহা রে কঙ্কের বাঁশী ধরে কত মধু।
কাঁকের কলসী ভূমে থুইয়া শুনে কুলবধূ॥

* * * *

এমন মধুর গীত, কেবা করে আচম্বিত,
শুনি পীর ভাবে মনে মনে।
এ নহে সামান্য জন, পীরের হৈল মন
ডাকাইয়া আনে নিজস্থানে॥
পীরের নিকটে বসি, মলয়ার বারমাসী
যবে কঙ্ক মধুরে গাহিলা।
আহা কিবা মনোহর, অশ্রু বহে দর দর,
শুনি পীর মোহিত হইলা॥
এইরূপে নিতি নিতি, করে কঙ্ক গতায়তি
গাহে গান পীরের সদনে।
ধেনুয়া ছাড়িয়া মাঠে, পীরের চরণে লুটে,
কাটে সুখে ধর্ম্ম আলাপনে॥
বুদ্ধিমন্ত অতি ধীর, কঙ্কেরে দেখিলা পীর,
মধু তার ঝরিছে বয়ানে।
আহা কিবা ভাব ভক্তি, বাখানি কবিত্বশক্তি,
কিবা রূপ জিনিয়া মদনে॥
ভাবে পীর মনে মনে, আনি কঙ্ক নিজস্থানে,
রাখে তারে শিষ্য বানাইয়া।
আসিলে আমার সনে, কঙ্ক অতি অল্পদিনে
মায়া-মোহ যাবে কাটাইয়া॥
দামোদর দাসে কয়, এ ছেলে সামান্য নয়,
গোবরে ফুটিল পদ্মফুল।
আন্ধাইরে জলিল মণি, নানা গুণে হৈল গুণী,
উজালা করিয়া নিল কুল॥

(৮)

গোপন দীক্ষা

জুহরী[১] জহর চিনে বেনে চিনে সোনা।
পীর প্যাগাম্বর চিনে সাধু কোন জনা ॥
পীরের অদ্ভুত কাণ্ড সকলি দেখিয়া।
কঙ্কের পরাণ গেল মোহিত হইয়া ॥
সর্ব্বদা নিকটে কঙ্ক ভক্তিপূর্ণ মনে।
চরণে লুটায় তার দেবতার জ্ঞানে ॥
তার পর জাতি-ধর্ম্ম সকলি ভুলিয়া।
পীরের প্রসাদ খায় অমৃত বলিয়া ॥
দীক্ষিত হৈলা কঙ্ক যবন পীরের স্থানে।
সর্ব্বনাশের কথা গর্গ কিছুই না জানে ॥
জাতি-ধর্ম্ম নাশ হৈল রটিল বদনাম।
পীরের নিকটে কঙ্ক শিখিয়ে কালাম[২] ॥
পীরের নিকটে যায় কেউ নাহি জানে।
গতায়তি করে কঙ্ক অতি সংগোপনে ॥
ভক্তি-মুক্তি-তন্ত্র-মন্ত্র-দেহ-প্রাণ-মন।
অচিরে গুরুর পদে কৈল সমর্পণ ॥
গুরুতে বিশ্বাস যার গুরু ইষ্ট ধন।
দামোদর দাস কহে এই ভক্তের লক্ষণ ॥ ১—১৮

(৯)

সত্যপীরের পাঁচালী

দেখিয়া শুনিয়া পীর, কঙ্কেরে করিলা স্থির
উপযুক্ত ভক্ত এহি জন।
সত্যপীরের পাঁচালী, কঙ্কেরে লিখিতে বলি,
একদিন হৈল অদর্শন ॥

[১] জুহরী = জহরী। [২] কালাম = বচন; মুসলমানী ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন।

গুরুর আদেশ মানি, লিখিয়া পাঁচালী আনি,[১]
পাঠাইলা দেশে আর বিদেশে।
কঙ্কের লিখন কথা, ব্যক্ত হৈল যথা তথা,
দেশ পূর্ণ হৈল তার যশে॥
কঙ্ক আর রাখাল নহে, কবিকঙ্ক লোকে কহে,
শুনি গর্গ ভাবে চমৎকার।
হিন্দু আর মোসলমানে, সত্যপীরে উভে মানে,
পাঁচালীর হৈল সমাদর॥
যেই পূজে সত্যপীরে, কঙ্কের পাঁচালী পড়ে,
দেশে দেশে কঙ্কের গুণ গায়।
বুঝি কঙ্কের দিন ফিরে, রঘুসুত কহে ফেরে,
দুঃখিতের দুঃখ নাহি যায়॥ ১—১৬

(১০)

কঙ্ককে জাতিতে তোলা

জানিয়া শুনিয়া কানে, ভাবে গর্গ মনে মনে,
নহে কঙ্ক সামান্য মানব।
ভক্তিমান অতি ধীর, গর্গ কৈলা মনে স্থির,
কঙ্কে ঘরে তুলিয়া লইব॥
পণ্ডিত সমাজী[২] গণে, একত্র করিয়া ভণে[৩],
"এই কঙ্ক ব্রাহ্মণ-তনয়।
জ্ঞান মানে নাহি রয়, চণ্ডালের অন্ন খায়,[৪]
ঘরে নিতে নাহিক সংশয়[৫]॥"

[১] গুরুর --- আনি = কঙ্কের লিখিত সত্যপীরের পাঁচালী অথবা বিদ্যাসুন্দর পাওয়া গিয়াছে।
[২] সমাজী = সামাজিক, সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। [৩] ভণে = কহিলেন।
[৪] জ্ঞানে মানে --- খায় = যখন জ্ঞান ও মান-বোধ কিছুই ছিল না, তখন চণ্ডালের অন্ন খাইয়াছিল।
[৫] সংশয় = দ্বিধা-বোধ।

এতেক শুনিয়া নন্দু আর যত গোড়াহিন্দু
কয় সবে মাথা নাড়াইয়া।
"আমরা সম্মত নহি, আরও শুন সবে কহি
লহ কঙ্কে মোদেরে ছাড়িয়া ॥[1]

জন্মিয়া চণ্ডালের অন্ন খায় যেই জন।
যে তারে সমাজে তুলে নহে সে ব্রাহ্মণ ॥
অনাচারে জাতি নষ্ট, নষ্ট হয় কুল।
মাটিতে পড়িলে কেহ নাহি তুলে ফুল ॥"

আর একদল ভয়ে গর্গে ডরাইয়া।
গর্গের কথায় শুধু গেল সায় দিয়া ॥
আদেখা হইলে গর্গ করে কত ফন্দি।
কঙ্কে না তুলিতে ঘরে করে অন্দি সন্দি[2] ॥
কত তর্ক-যুক্তি গর্গ সকলে দেখায়।
তবু নাহি সে বিধি দিল পণ্ডিতসভায় ॥
কেহ বলে তুলি ঘরে কেহ বলে নয়।
এই মতে নানা স্থানে বহু তর্ক হয় ॥

চারি দিকে দাউ দাউ অনল জ্বলিল।
জ্বলিলেন গর্গ মুনি কঙ্ক ভস্ম হইল ॥
এমন সুখের ঘর পুড়ে হল ছাই।
নিয়তি খণ্ডিতে পারে হেন সাধ্য নাই ॥
আছিল চণ্ডাল কঙ্ক হইল ব্রাহ্মণ।
কঙ্কেরে নাশিতে যুক্তি করে দ্বিজগণ ॥ ১—৩০

(১১)

কঙ্কের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণগণের ষড়যন্ত্র

নানা মত ভাবি তারা উপায় করিল।
সাপের চখেতে যেন ধূলা-পড়া দিল ॥

[1] লহ --- ছাড়িয়া = আমাদিগকে ত্যাগ কর ও তাহাকেই রাখ।
[2] অন্দি সন্দি = নানারূপ পাকচক্র।

রটে কঙ্ক নহে শুধু চণ্ডালের পুত।
মোসলমান পীরের কাছে হৈল দীক্ষিত ॥
হিন্দু যত সবে কঙ্কে মোসলমান বলি।
কেহ ছিড়ে কেহ পুড়ে সত্যের পাঁচালী ॥
জাতি গেল মোসলমানের পুঁথি নিয়া ঘরে।
যথাবিধি সবে মিলি প্রায়শ্চিত্ত করে ॥

আর এক কথা রটে না যায় কথন্।
'কঙ্কেরে সঁপেছে লীলা জীবন-যৌবন ॥'
সন্ধ্যা-মন্ত্র নাহি জানে বেদাচারহীন।
দুরন্ত দুর্জ্জন যারা সমাজেতে ঘৃণ ॥
মদ্য-মাংস খায় সদা পাষণ্ড-আচার।
জন্মিয়া ব্রাহ্মণ-কুলে যত কুলাঙ্গার ॥
মিথ্যা বদনাম তারা দিল রটাইয়া।
'কলঙ্কী হইয়াছে লীলা কুল ভাঙ্গাইয়া ॥'
একে ত কুমারী কন্যা অতি শুদ্ধমতি।
কলঙ্ক রটাইল তার যত দুষ্টমতি ॥ ১—২২

(১২)

গর্গের মনে ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং কঙ্ক ও লীলার প্রাণনাশের সঙ্কল্প

এতেক শুনিয়া গর্গ ক্রোধচিত্ত হৈলা।
কেবা শত্রু কেবা মিত্র বুঝিতে নারিলা ॥
"দুগ্ধ দিয়া কালসাপে করিনু পোষণ।
ফাক পাইয়া সেই মোরে করিল দংশন ॥
খেদাইলে দূরে তবু মিটে নাহি আশ।
স্বহস্তে নিশ্চয় কঙ্কে করিব বিনাশ ॥"

কপালের লেখা হায় কে খণ্ডাবে বল।
রঘুসুত কহে হিতে বিপরিত ফল ॥

"কি কলঙ্ক কৈল মোর কহন না যায়।
কঙ্কেরে মারিয়া পরে মারিব লীলায়॥
তারপর প্রবেশিয়া জ্বলন্ত আগুনে।
প্রায়শ্চিত্ত করব নিজে শরীর দহনে॥"

লজ্জা আর ক্রোধে গর্গ পাগল হইয়া।
এখানে সেখানে যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া॥
ক্রোধস্বরে গর্গ লীলায় ডাক দিয়া বলে
ভয়েতে লীলার চক্ষু ভরি গেল জলে॥
"শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন।
ঝাটহ জলের ঘাটে করহ গমন॥
শীঘ্রগতি আন জল কলসী ভরিয়া।
দেবের মন্দির গেল অপবিত্র হইয়া॥
কুস্বপন দেখিয়াছি কাল নিশাভাগে।
দেবতা চলিয়া যান তেই সে বিরাগে॥
জল লইয়া তুমি আইস তাড়াতাড়ি।
স্বহস্তে মন্দির আমি পরিষ্কার করি॥
অপবিত্র ঘরখানি পবিত্র করিব।
জনমের তরে শেষ পূজায় বসিব॥"

সুশীলা সরলা লীলা কিছু না বুঝিল।
কোন কথা ভয়েতে না জিজ্ঞাসা করিল॥
বাপের আদেশে লীলা নদীর ঘাটে যায়।
মনেতে ভাবিয়া কিছু খুঁজে নাহি পায়॥
দৈবেতে ঘটাইল কিবা অঘট ঘটন।
আজি কেন পিতা গর্গ হইল এমন॥
গাগরী তুলিয়া কাঁকে লীলা যায় জলে।
পথ নাহি দেখে লীলা নয়নের জলে॥
এমন হৈল পিতা কিসের কারণ।
কোন দিন দেখি নাই বিরসবদন॥

ভাবিতে ভাবিতে লীলা যায় যে চলিয়া।
কহিতে লাগিল গর্গ পশ্চাতে ডাকিয়া॥
"শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন।
আমিই আনিব জল দেবের কারণ॥[১]
কলসী রাখিয়া তুমি যাও ফিরি ঘরে।
দেবের নৈবেদ্য মোর খাইল কুকুরে॥"

পিতার আদেশে লীলা বাড়ীতে ফিরিল।
কলসী লইয়া গর্গ ঘাটেতে চলিল॥
লেপিয়া পুছিয়া ঘর পবিত্র করিয়া।
লীলার হস্তে তুলা ফুল দিল ফালাইয়া॥[২]
সিংহাসন শালগ্রাম সকলি ধুইল।
সিনান করিয়া তবে পূজায় বসিল॥
দেব-পূজা করি গর্গ পবিত্র মন্দিরে।
বিশ্রাম করিয়া গেল ভোজন আগারে॥
প্রতিদিন পূজা কার্য্য সমাপন করি।
লীলায় ডাকিয়া কহে অতি তাড়াতাড়ি॥
নিজ হস্তে লীলা গর্গে করায় ভোজন।
আজি নাহি ডাকে লীলায় কিসের কারণ॥

কঙ্কের লাগিয়া ভাত লীলা যত্ন করে।
টানাইয়া রাখে লীলা কাগমলা[৩] উপরে॥

চকিত হইয়া গর্গ চারিদিকে চায়।
মানুষ জন কিছু নাহি দেখিবারে পায়॥
কৌটা খুলি কালজর[৪] অন্নে মিশাইলা।
গোপনে থাকিয়া লীলা সকলি দেখিলা॥

[১] শুন---কারণ=শেষে সহসা লীলাকে পাপী মনে করিয়া তাহাকে দেবতার জন্য জল আনিতে বারণ করিলেন।

[২] লীলার---ফালাইয়া=লীলার হাতের ফুল অপবিত্র মনে করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

[৩] কাগমলা=সিকা (?)

[৪] কালজর=কালকূট বিষ।

দুঃসংবাদ

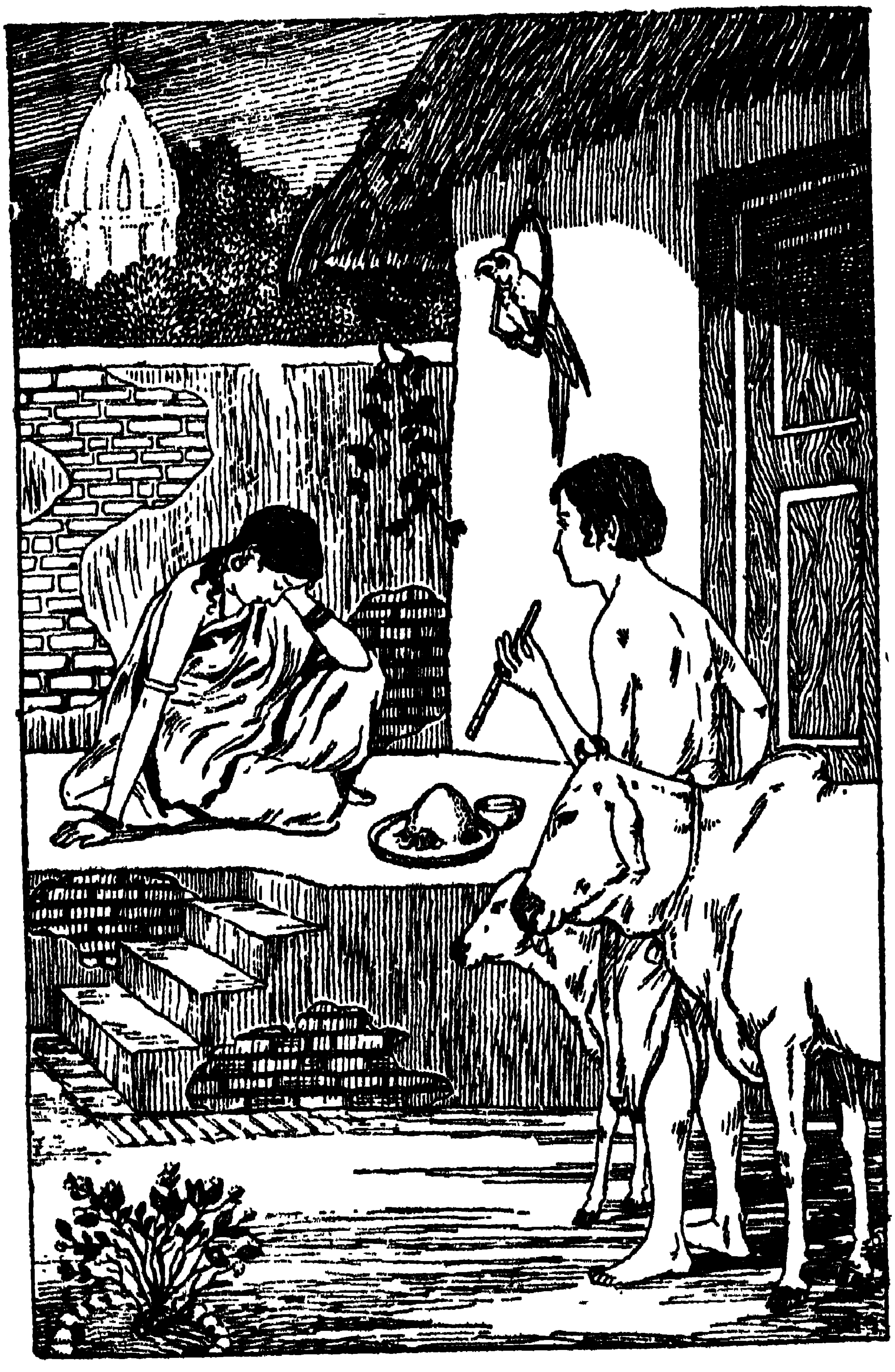

"আর বার বলে কঙ্ক 'দেবী, তোমারে সুধাই।
তোমারে কান্দিতে আমি কভু দেখি নাই।।'"

কঙ্ক ও লীলা, ২৮৩ পৃঃ

দেখিয়া শুনিয়া লীলার উড়িল পরাণ।
নিদয় হইয়া পিতা হইলা পাষাণ॥

বাথান হইতে সঙ্গে সুরভি লইয়া।
যথাকালে কঙ্কধর আসিল ফিরিয়া॥
সিনান করিয়া কঙ্ক ঘরেতে যাইয়া।
দেখে লীলা ভাত লইয়া কান্দিছে বসিয়া॥
কঙ্ক বলে "লীলা দেবী কান্দ কি কারণ।
গৃহেতে ঘটিল কিবা অঘট-ঘটন॥
গোষ্ঠ হইতে ফিরি পথে দেখি অমঙ্গল।
সুরভি মুখেতে নাহি লইল তৃণ-জল॥
আর দিন আমি যবে গোষ্ঠ হতে আসি।
জিজ্ঞাসেন পিতা কত নিকটেতে আসি॥
আজি কিবা অপরাধ করিনু চরণে।
জিজ্ঞাসিয়া উত্তর না পাই যে কারণে॥"

পাষাণের মূর্ত্তি লীলা দাণ্ডায় অচল।
দুই চক্ষু বহি তার ঝড়ে অশ্রু-জল॥

*　　*　　*　　*

কথা নাহি সরে কঙ্কের হৃদয় বিদরে॥
আর বার বলে কঙ্ক "দেবী, তোমারে সুধাই।
তোমারে কান্দিতে আমি কভু দেখি নাই॥
আজি কেন বসুমতী কান্দিয়া ভাসাও।
কথা যদি নাহি বল মোর মাথা খাও॥
জানিত কি অজানিত অথবা স্বপনে।
করিয়াছি অপরাধ নাহি আইসে মনে॥"

বহুক্ষণ পরে লীলা অতীব যতনে[১]।
কান্দিয়া কান্দিয়া কঙ্কে কহিল গোপনে॥
"আমার মিনতি রাখ শুন কঙ্কধর।
পলাইয়া যাও গো তুমি ভিন্ন দেশান্তর॥

[১] অতীব যতনে = অতি স্নেহের সহিত।

মনুষ্য-বসতি নাই নাহি মাতাপিতা।
যে দেশে বান্ধব নাই তুমি যাও তথা ॥"

তারপর লীলাবতী গোপনে বসিয়া।
গর্গের সকল ফন্দি দিল জানাইয়া ॥
"কতিপয় দুষ্ট লোক পিতারে ছলিল।
সর্ব্বনাশহেতু সবে যুক্তি করিল ॥

* * * *

"কাল-গরল-বিষ অন্নে মাখাইয়া।
আসিছে রাক্ষসী লীলা তোমারে খুঁজিয়া ॥
নাহি দয়া নাহি মায়া পাষাণ তার হিয়া।
রাক্ষসী হইয়াছে লীলা মনুষ্য হইয়া ॥
কেমন করিয়া কিবা পরাণে ধরাই।
নিজ হস্তে বিষ দিয়া তোমাকে খাওয়াই ॥
আজ তুমি ভিন্ন দেশে যাওরে পলাইয়া।
মরিবে অভাগী লীলা এ বিষ খাইয়া ॥
শুন শুন শুনরে কঙ্ক আরে কঙ্ক আমার বচন।
যাইবার বেলা দেইখা যাহ লীলার মরণ ॥"

শুনিয়া লীলার কথা কঙ্ক চমৎকার।
পন্থ নাহি পায়[১] শুধু দেখে অন্ধকার ॥
নিদারুণ কথা কঙ্ক শুনিল যখন।
মস্তকে হইল যেন বজ্রের পতন ॥
ক্ষণেক থাকিয়া লীলায় কহে ধীরে ধীরে।
"দুষ্টের ছলনে পিতা ভুলেছে নিজেরে ॥
চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী মোর সাক্ষী দেবগণে।
স্বপ্নে নাহি জানি পাপ পিতার চরণে ॥
পরম পণ্ডিত পিতা কিছুদিন পরে।
দুষ্টের ছলনা প্রভু পাইবে বুঝিবারে ॥

১ পন্থ নাহি পায় = চোখে পথ দেখিতে পায় না।

শুন দেবী লীলাবতী আমার বচন।
কিছুদিন করিব আমি তীর্থেতে ভ্রমণ॥

"রাখিও পিতারে তব অতি যত্ন করে।
ভ্রম দূর হলে পিতার আসিব পুন ঘরে॥
অপরাধযোগ্য কার্য্য কিছুই না জানি।
সাক্ষী আছে চন্দ্রসূর্য্য দিবসরজনী॥
মনে করি বনে করি যত অনাচার।
দেবতা-ধরম দেখ সাক্ষী হয়রে তার॥
মেলানি মাগিয়ে[১] কঙ্ক লীলা তোমার কাছে।
আবার হইবে দেখা প্রাণে যদি বাচে॥
কিছুকাল ঘরে লীলা তুমি রহ একাকিনী।
সুরভি পাটলী তোমার রহিল সঙ্গিনী॥

"ঘরে আছে পোষারে পাখী হীরামণ শারী।
তাহারে ডাকিও রে লীলা 'কঙ্ক' নাম ধরি॥
নাহি মাতা নাহি রে পিতা আমার নাহি বন্ধু-ভাই।
যে দিকে কপালে নেয় তথি চইলে যাই॥
আর এক কহিব লীলা গো আমার নিবেদন।
অভাগা বলিয়া কঙ্কে রাখিও স্মরণ॥

"রৈল রৈল লীলা তোমার তোতা শারী।
ক্ষীর-সর দিয়া তারে পালিও যত্ন করি॥
রইল রইল রে লীলা পুষ্প-তরু যত।
জলসেচন দিয়া পালিও অবিরত॥
রইল রইল রে লীলা মালতীর লতা।
আজি হতে রইল পইরা তোমার মালা গাঁথা॥
সুরভি পাটলী রইল রে লীলা প্রাণের দোসর।
তৃণ জল দিয়া সবে করিও আদর॥

[১] মেলানি মাগা = যাত্রাকালে বিদায় লওয়া।

"আমার লাগিয়া যদি তারা হয়রে দুঃখমনা।
গায়ে হাত বুলাইয়া করিও সান্ত্বনা ॥
গৃহের দেবতা রইল রে লীলা শালগ্রাম-শিলা।
শুদ্ধ মনে পূজা তারে করিও তিন বেলা ॥
দেবের পূজা রে লীলা হেলা না করিও,
সর্ব্বনাশ ঘটিবে তবে নিশ্চয় জানিও ॥
তোমার আমার গুরুরে লীলা রইলেন পিতা।
জীবনে মরণে যিনি সাক্ষাৎ দেবতা ॥
এমন দেবের পূজা রে লীলা না করিও হেলন।
ইহ পরকাল নষ্ট নিশ্চয় মরণ ॥
অত্যাচার করেন যদি লইও শির পাতি।
নারায়ণে স্মরিও সদা অগতির গতি ॥
দুঃখ না করিও রে লীলা আমার লাগিয়া।
আবার হইবে দেখা আসিলে বাচিয়া ॥
আজি হতে মনে কইর কঙ্ক আর নাই।
বিপদে করুণ রক্ষা তোমারে গোসাঞি ॥"

আবার ভাবে রে কঙ্ক আপনার মনে।
কিরূপে বিদায় হইব পিতার চরণে ॥

(১৩)

সুরভির মৃত্যু

কুটীর ছাড়িয়া গর্গ ঘুরিয়া ঘুরিয়া।
কেমনে বধিবে লীলায় চিন্তে মন দিয়া ॥
ক্রমে বেলা হইল গত রবি অস্ত যায়।
আশ্রমে না ফিরে গর্গ ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
"দেবের মন্দির হইল পিশাচের থানা[১]।
এমন পূজার ফুলে কীট দিল হানা[২] ॥

[১] থানা = স্থান। [২] হানা = আঘাত।

কলঙ্কে ঘাটিয়া নিল চাঁদের পসর।[1]
দেবের অমৃত ফল খাইল বানর॥
আর না ফিরিব আমি আশ্রমে আমার।
আগুনে পুড়াইয়া সব করি ছারখার॥
মনেতে করিনু স্থির ভাবিয়া চিন্তিয়া।
মারিব পাপিষ্ঠা কন্যা জলে ডুবাইয়া॥"

পাষাণও দয়াল হয় হেরিলে লীলায়।
দুষমনও ফিরিয়া আঁখি পালটিয়া চায়॥[2]
যাহার লাগিয়া গর্গ লইল সংসারী।
বিরাগী হইয়া নাহি ছাড়ি গেল বাড়ী॥
হইল পাষাণ গর্গ নাহি আর দয়া।
করিবে তর্পণ কঙ্কের রক্ত দিয়া॥"

*   *   *   *

বিরলে বসিয়া কঙ্ক ভাবে মনে মন।
যাইবে সেই দেশে যথা নাহি মানুষ-জন॥
কেউ নাহি পাইবে খুঁজ কিবা নামধাম।
এমন সময়ে হায় হৈল কোন কাম॥
দৌড়িয়া আসিয়া লীলা সুধায় কঙ্কেরে।
আউল মাথার কেশ বাক্য নাহি সরে॥
"আমার বচন লহ শীঘ্রগতি আস।
আশ্রমে ঘটিল আজি কিবা সর্ব্বনাশ॥
সুরভি ভূমেতে পড়ি হইল অচেতন।
বুঝি তারে কালসাপে করিল দংশন॥
কাল-গরল-বিষে সুরভি ঢলিল।
আজি হইতে আমাদের কপাল ভাঙ্গিল॥
বিচারিয়া[3] আন তুমি ওঝা একজন।
সুরভির কাছে আমি যাই ততক্ষণ॥"

১ কলঙ্কে---চাঁদের পসর=অর্থাৎ চন্দ্রের জ্যোৎস্না কলঙ্কে অনুলিপ্ত হইল।
২ দুষমন--চায়=এতই সে সুন্দর যে দুষমন (শত্রু) ও তাহার মুখের দিকে না তাকাইয়া পারে না।
৩ বিচারিয়া=সন্ধান করিয়া, খুঁজিয়া।

দৌড়াদৌড়ি করি কঙ্ক-লীলা ছুটে ধায়।
ছটফট করে ধেনু বিষের জ্বালায়॥
মনে মনে ভাবে কঙ্ক কি হইল হায়।
কালেতে খাইল যারে কি করে ওঝায়॥
লীলায় ডাকিয়া কঙ্ক ত্বরিতে শুধায়।
"বিষ-মাখা ভাত কোথা রাখিল লীলায়॥"

বেতের ডোগার[১] মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
আঙ্গুলি নির্দ্দেশে লীলা দিল দেখাইয়া॥
কঙ্ক বলে "লীলা দেবী, হৈল সর্ব্বনাশ।
কিবা ক্ষতি যদি মোর হৈত প্রাণনাশ॥
দেবতা মোদের প্রতি বিরূপ হইল।
ঠাকুর বাড়ীতে হায় গোহত্যা হইল॥"

দেখিতে দেখিতে ধেনু সুরভি মরিল।
আকুল হইয়া লীলা কান্দিতে লাগিল॥
পরেত চলিয়া লীলা গেলা রসুই ঘরে।
অঞ্চল পাতিয়া শুয়ে ভুঁয়ের উপরে॥

* * * *

কপালের দোষে যেমন রামের বনবাস।
দামোদর দাসে ভনে হৈল সর্ব্বনাশ॥
আড়াই প্রহর রাত্রি কঙ্ক কি কাম করিল।
নিম্ব বৃক্ষ তলে যাইয়া শুইয়া নিদ্রা গেল॥
ঘুমে নাহি ঢুলে আখি উঠ বৈসি করে।
বিষম চিন্তার কীট পশিল অন্তরে॥

ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রামগ্ন হেরিল স্বপন।
বড়ই আশ্চর্য্য কথা শুন সভাজন॥

[১] ডোগা = ডগা, অগ্রভাগ।

স্বপনে দেখিল কঙ্ক রাত্রিশেষ-কালে।
শ্মশান থলাতে[১] পড়ে জ্বলন্ত অনলে॥
চৌদিকে পিচাশ করে তাণ্ডব-নিস্তন।
কান্দে কঙ্ক "প্রাণে মরি রাখহ জীবন॥

* * * *

রক্ত-গৌর তনু তার কাঞ্চনের কায়া।
আগুন হইতে কঙ্কে দিল বাচাইয়া।
স্বপনে আদেশ তার পাইয়া কঙ্কধর।
প্রভাতে 'গৌরাঙ্গ' বলি তেজিলেন ঘর॥

* * * *

(১৪)

লীলার কঙ্ককে অন্বেষণ

প্রভাতে উঠিয়া লীলা কঙ্কের উদ্দেশে।
আলুই[২] মাথার কেশ পাগলিনী বেশে॥
পরথমে পশিল লীলা কঙ্কের শয়ন-ঘরে।
শূন্য শেয[৩] পরে আছে কঙ্ক নাহি ঘরে॥
গোয়াল-ঘরেতে লীলা ধায় পাগলিনী।
শূন্য গৃহ পরে আছে দেখে অভাগিনী॥
নয়নেতে নিদ্রা নাই পেটে নাই অন্ন।
সর্ব্বস্থান খুঁজে লীলা করি তন্ন তন্ন॥
হেমন্তে জোয়ারে নদী জায় উজানিয়া।
তথাতে বেড়ায় লীলা কঙ্কেরে খুঁজিয়া॥
মালতী-বকুলে লীলা জিজ্ঞাসে বারতা।
"তোমরা নি দেইখাছ আমার কঙ্ক গেল কোথা॥"
একস্থানে শতবার করে বিচরণ।
"কোথা কঙ্ক" বলি লীলা ডাকে ঘন ঘন॥

[১] থলাতে = তলাতে, শ্মশান-স্থলীতে। [২] আলুই = এলাইয়া। [৩] শেয = শয্যা।

পোষমানা পাখীগণে লীলা কান্দিয়া সুধায়।
"তোমরা নি দেইখাছ কঙ্ক গিয়াছে কোথায় ॥"
উড়িয়া ভ্রমর বইসে মালতী-বকুলে।
তাহারে জিজ্ঞাসে কন্যা ভাসি আখিজলে ॥
বস্ত্র না সম্বরে লীলা নাহি বান্ধে চুল।
আজি হইতে আশা-ভরসা সকলি নির্ম্মূল ॥
আজি হইতে গেলরে কঙ্ক সন্ন্যাসী হইয়া।
অভাগিনী লীলার না বুকে শেল দিয়া ॥
যাইবার কালেতে আমায় নাহি দিলা দেখা।
এহি ছিল অভাগী লীলার কপালের লেখা ॥

(১৫)

গর্গের ধন্না দেওয়া ও দৈববাণী

গর্গের হৈল কিবা শুন বিবরণ।
চৌদিকে পাগলপ্রায় করিল ভ্রমণ ॥
সারারাতি অনিদ্রায় ফিরি ঘুরে ঘুরে।
প্রভাতে ফিরিল গর্গ আপনার ঘরে ॥
আসিতে পথের মাঝে অমঙ্গল নানা।
চারিদিকে যেন প্রেত-পিশাচের থানা ॥
কাক সাচান[১] করে দিবসেতে রা।
ডাক শুনি মুনির কাপিল সর্ব্ব গা ॥
পথ কাটি শিবা যায় না চায় ফিরিয়া।
ঝাটিতে চলিল মুনি আশ্রমে ধাইয়া ॥
চারিদিক শূন্যময় শুধু হাহাকার।
এত বেলা হলো কেহ না খোলে দুয়ার ॥
মালতী-মল্লিকা পড়ে ঝরিয়া ভূতলে।
ভ্রমরা উড়িয়া যায় নাহি বসে ফুলে ॥

১ সাচান = চিলজাতীয় পক্ষী-বিশেষ।

নাহি খায় পুষ্প-মধু না দেয় ঝঙ্কার।
বিপদ ভাবিয়া মুনি দেখে অন্ধকার॥
দেবালয়ে নাহি বাজে ভোরের আরতি।
কাল বুঝি পূজা-গৃহে না জ্বলিল বাতি॥
পুষনিয়া[১] পাখী যত নীরব খাচায়।
নাহি ডাকে কঙ্কে তারা না ডাকে লীলায়॥
প্রভাতে আসিয়া গর্গ আশ্রমে প্রবেশে।
নয়নেতে নিদ্রা নাই পাগলিয়া বেশে॥
আশ্রমে পশিয়া গর্গ দেখিলা তখন।
কালবিষে সুরভি যে ত্যজিছে জীবন॥
হাম্বারবে মা মা বলি ডাকিছে পাটলী[২]।
গর্গের পাষাণ প্রাণ আজি গেল গলি॥
কাতরে মায়ের কাছে হাম্বারবে ধায়।
কভু বা আসিয়া গর্গের চরণে লুটায়॥

এই মতে বহুক্ষণ কান্দিয়া পাগল-মন
গর্গ পরে হইল সুস্থির।
ঘাটেতে সিনান করি বাড়ীতে আসিয়া ফিরি
প্রবেশিলা ভিতর মন্দির॥
কপাটেতে খিল দিয়া পূজায় বসিল গিয়া
চক্ষে বহে জল দর দর।
বলি আজ আত্মদানে দামোদর দাসে ভণে
অশ্রুধার পূজা উপচার[৩]॥

বলা-কওয়া করে লোকে এই মাত্র শুনে।
হত্যা[৪] দিয়াছেন গর্গ দেবের চরণে॥
অন্ন নাহি খায় গর্গ না খুলে দুয়ার।
ক্রমে কথা রাষ্ট্র হইল সহর-বাজার॥

[১] পুষনিয়া = পোষা। [২] পাটলী = সুরভি গরুর বাছুর।
[৩] উপচার = উপকরণ। [৪] হত্যা = ধন্না।

শিষ্যগণ আশ্রমেতে আসি ফিরি যায়
দুইদিন গত গর্গ বসিছে পূজায় ।।

দৈববাণী

"শুন শুন শুন গর্গ দেবের বচন ।
দেবতা বিরূপ তোমা হইল যে কারণ ।
আপন কন্যায় যে মারিতে যুক্তি করে ।
পালিত জনেরে যেনা বিষ দিয়ে মারে ।।"
গয়বি[১] আদেশ গর্গ শুনিলা শ্রবণে ।
কঙ্কেরে মারিতে বিষ দিল অকারণে ।।
তেহি না কারণে তার এতেক সর্ব্বনাশ ।
সেই বিষে সুরভির হইল প্রাণনাশ ।।

* * * *

"না জানিয়া না শুনিয়া করিলাম কর্ম্ম ।
আজি হইতে আমারে ছলিল শাস্ত্রধর্ম্ম ।।[২]
সর্ব্ব ধর্ম্ম পণ্ড হইল ইহ-পর-কাল ।
আপনার পায়ে মারি আপনি কুড়াল ।।
সরলা সুশীলা কন্যা পাপ নাহি জানে ।
হানিছি কাটারি ঘা তাহার পরাণে ।।
অভিসন্ধি করিয়াছি মারিতে তাহায় ।
কি কব পাপের কথা কইতে না জোয়ায় ।।
দেবের সমান যার অন্তর সরল ।
হেন পুত্রে বধিবারে দেই হলাহল ।।
আশ্রমে গোহত্যা হইল আমার কারণ ।
অগ্নিতে পশিয়া আমি ত্যজিব জীবন ।।"

* * * *

১ গয়বি = দৈব ।

২ আজি - - - শাস্ত্রধর্ম্ম = আজি হৈতে শাস্ত্রধর্ম্ম দ্বারা আমি প্রতারিত হইলাম মাত্র ।

গো-হত্যা-জনিত পাপ কেমনে পাইবে মাপ
করিবারে মুক্তির কামনা।
পুন বসি পূজাসনে অশ্রু বহে দুনয়নে
কত মত করে আরাধনা ॥
অবশেষে অতিরুষ্ট দেবতা হৈলা তুষ্ট
তার অতি কঠোর সাধনে।
চতুর্থ দিবসে শুনি দেবতার দৈববাণী
ইষ্টদেব তুষ্টির কারণে ॥
আঙ্গিনার বাসী ফুলে অঞ্জলি ভরিয়া তুলে
পূজা করে দেবের চরণ।
লীলার তোলা বাসী ফুলে পূজি প্রেম-অশ্রুজলে
মুক্ত হৈল গর্গের জীবন ॥
নগরিয়া সবে মিলে চক্রান্ত করি সকলে
ছল করি কঙ্কে খেদাইল।
বুঝিতে পারিয়া তবে ডাকাইয়া শিষ্য সবে
কঙ্কেরে আনিতে যুক্তি দিল ১—৭৮

(১৬)

বিচিত্র-মাধবের গমন

বিচিত্র-মাধবে গর্গ ডাকিয়া সম্ভাষে :
"কঙ্কের অন্বেষণে তোমরা যাও দেশে দেশে ॥
বহুদিন পুত্র-জ্ঞানে পালিয়াছি যারে।
হীরামন তোতা মোর কোথা গেল উড়ে ॥
চারিদিক শূন্য হেরি তাহার কারণ।
দেশে দেশে ঘুরি তোমরা কর বিচরণ ॥
ভাইয়ের মতন তোমরা করিয়াছ স্নেহ।
কঙ্কের বিহনে মোর শূন্য হইল গেহ ॥
মলিন চান্দের আলো ফুল হইল বাসী।
আমার লাগিয়া কঙ্ক হইল বৈদেশী ॥

যাও যাও বিচিত্র আরে মাধব সুন্দর।
যেখানে যে দেশে গেছে পুত্র কঙ্কধর॥
লাগাল পাইলে তারে করেতে ধরিয়া।
আমার মাথার কিরা আসিও জানাইয়া॥
মাতৃহীন পাটনীরে দেয় তৃণজল।
আশ্রমে এমন আর নাহিক সম্বল॥"

"আর কইও আর কইও জানায়ে মিনতি।
সন্দেহ ঘুচেছে মোর কঙ্কধর প্রতি॥
আরও কইও আরও কইও পোষনিয়া পাখী
ক্ষীর-সর ত্যজিয়াছে তোমারে না দেখি॥
আন্ধাইরে ঢাকি রইছে চাঁদের বাগান।
আমার আশ্রম আজি হইয়াছে শ্মশান॥
যত দিন নাহি ফিরি কঙ্কেরে লইয়া।
তত দিন এহিমতে থাকিবে বসিয়া॥
না খাইব অন্ন আর না ছুইব পানি।
এইরূপে অনাহারে ত্যজিব পরাণী॥
যদি নাহি পাও তোমরা কঙ্কের দরশন।
তবে জাইন এহিভাবে আমার মরণ॥
আর যদি দেখা পাও কইও করে ধরি।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষমা ভিক্ষা করি॥"

গুরু-পদধূলি দোহে শিরে লইল তুলি।
আশীর্ব্বাদ করে গর্গ হরি হরি বলি॥
বিদায় হইয়া দোহে গর্গের চরণে।
চলিলেক দেশান্তরে কঙ্কের অন্বেষণে॥
বিচিত্র-মাধব যায় কঙ্কে অন্বেষিতে।
ঘরে থাকি লীলা তাহা শুনে সচকিতে॥

(১৭)

লীলার কষ্ট

অবধান সভাজন শুন দিয়া মন।
বিরহিণী লীলার শুন যত বিবরণ॥
অন্ন নাহি খায় লীলা নাহি ছুয়ে পানি।
ভূতলে পাতিল শয্যা লীলা বিরহিণী॥

চলিছে বিচিত্র-মাধব কঙ্কের কারণে।
ঘরে বৈসা লীলাবতী দুঃখে ভাবে মনে॥
"অভিমানে কঙ্ক যদি ফিরে নাহি আসে।
কেমনে হইবে দেখা থাকিলে বৈদেশে॥
কি জানি কঙ্কেরে তারা খুঁজিয়া না পায়।
জিয়ন্তে না হবে দেখা কি হবে উপায়॥
আহা কঙ্ক কোথা গেলে ছাড়িয়া লীলায়।
তোমার মালঞ্চে ফুল বাসী হৈয়া যায়॥
পূবেতে উদয়রে ভানু পশ্চিমে অস্ত যাও।
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া কঙ্কের দেখানিগো পাও॥
এমন আন্ধাইর নাইরে তোমার আলো নাহি পশে।
যাওয়া-আসা ঠাকুর তোমার আছে সর্ব্বদেশে॥
কহিও কহিও ঠাকুর আবে তুমি দিনমণি।
যাহার লাগিয়া আমি হইনু পাগলিনী॥
লাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও।
আলোক চিনাইয়া পথ[১] দেশেতে আনিও॥"

"শুনরে বিদেশী ভাই মাঝি-মাল্লাগণ।
কত না দেশেতে তোমরা কর বিচরণ॥
পাহাড়ে পর্ব্বতে যাও তরণী বাহিয়া।
লাগাল পাইলে বন্ধে আনিও কহিয়া॥

১ আলোক---পথ=তোমার আলোদ্বারা তাহার পথ চিনাইয়া লইয়া এস।

যাহার লাগিয়ারে আমি হইলাম উন্মাদিনী।
নদীর কিনারে কান্দি বসি একাকিনী।।
দিবস না যায়রে মোর না পোহায় রাতি।
মন-দুঃখ কইও বন্ধে জানাইও মিনতি।।

"আর কইও কইওরে দুঃখু বন্ধেরে জানাই।
মরিতে তাহার লীলা বেশী বাকি নাই।।
শুন শুন নদী আরে শুন আমার কথা।
তুমিত অভাগী লীলার জান মনের ব্যথা।।
তুমিত দরিয়ারে নদী আরে নদী কূলে তোমার বাসা।
তুমি জান কঙ্ক-লীলার মনের যত আশা।।
তুমি জান কঙ্ক-লীলার ভালবাসাবাসি।
জাগিয়া তোমার তীরে কাটাইয়াছি নিশি।।[১]
কত দেশে যাওরে নদী বহিয়া উজান।
কোথাওনি শুনিতে পাও নদী সেই বাঁশীর গান।।
পাহাড়ে পর্ব্বতে রে নদী তোমার যাওয়া-আসা।
অভাগীরে ছাইড়া বন্ধে কোথায় লইল বাসা।।
লাগাল পাইলে রে তারে কইও লীলার কথা।
মিনতি জানাইয়া কইও দুঃখের বারতা।।
নিশ্বাসে শুকায় রে নদী কান্দি গলে শিলা।
প্রাণেমাত্র এই ভাবে বাঁচি আছে লীলা।।
সেওত বেশী নয়রে নদী দিন যায় চলি।
মরিবে অভাগী লীলা আজি কিম্বা কালি।।
মরবার কালে দেখ্যা যাইতাম যুগলচরণ।
লাগাল পাইলে কইও লীলার দুক্ষের বিবরণ।।

[১] কঙ্ক ও লীলার প্রাচীন গানটিকে সংমার্জিত করিয়া পরবর্ত্তী কবিরা এই পালা কতকটা নূতন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থারম্ভে শিবু গায়েনের বন্দনা-গীতি হইতে জানা যায়। পরবর্ত্তী সময়ে প্রেম-ঘটিত গানগুলির মধ্যে কতকগুলি বাঁধা গৎ ঢুকিয়াছিল, কবিরা স্থানে-অস্থানে তাহা লাগাইয়া দিতেন। লীলা সারারাত্রি কঙ্কের সঙ্গে নদীতীরে কাটাইয়া দিয়াছেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্যও নহে এবং কবিতার রুচি-সৌষ্ঠব-বর্দ্ধকও নহে, ইহা একটি বাঁধা গৎ। কবি সাময়িক রুচি ও চলিত কথার অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র।

রজনীকালের সাক্ষী শুন চন্দ্রতারা।
কোথায় হারাইল আমার নয়নের তারা॥
জাগিয়া পোহাইছি নিশি তোমরা ত জান।
কোন দেশে গেল বন্ধু বলহ সন্ধান॥

"সপ্তসাগর-তীরে পর্ব্বত অচলে।
যথা তথা যাও তোমরা এই নিশাকালে॥
অতি উচ্চে কর বাসা পাওত দেখিতে।
বল শুনি বন্ধু মোর গেল কোন পথে॥
শুন শুন শুনরে কথা যত তারাগণ।
তিলেকে বেড়াইতে পার এ তিন ভুবন॥
খুঁজিয়া দেখিও পিয়া আছে কোন স্থানে।
মরিবে অভাগী লীলা বলো তার কানে॥
নিশীথে নিদ্রার ঘোরে ছিলাম অচেতন।
অঞ্চল খুলিয়া চোরে নিয়াছে রতন॥
সে রত্ন খুঁজিয়া আমি ঘুরিয়া বেড়াই।
এমনি দুঃখের নিশি কান্দিয়া পোহাই॥
কান্দিতে কান্দিতে মোর অন্ধ হইল আঁখি।
কোন দেশে উইড়া গেল আমার পিঞ্জরের পাখী
এমন নিষ্ঠুর বিধি নাহি দিল পাখা।
উড়িয়া বন্ধের সঙ্গে করিতাম দেখা॥

"দিবস রাতির সাক্ষী তোমরা তরুলতা।
তুমি নি জান গো আমার কঙ্ক গেল কোথা॥
বল বল তরুলতা রাখ আমার প্রাণ।
দয়া করি বল তার পথের সন্ধান॥
আর যদি জানাবে বল যাইবার কালে।
অভাগী লীলার কথা গিয়াছে কি বলে॥"

বৃক্ষের ডালেতে যদি পংখী আইসা বসে।
কান্দিতে কান্দিতে লীলা তাহারে জিজ্ঞাসে॥

"উচ্চ ডালে বইসারে পাখী নজর বহুদূরে।
এই পথে নি যাইতে দেখছ্‌ আমার কঙ্কধরে ॥
কত দেশে যাওরে তোমরা পাখী আরে উড়িয়া বেড়াও।
পূর্ণিমার চান্দে আমার দেখিতে নি পাও ॥
দেখিতে নি পাওরে আমার হীরামণ তোতা।
দেখিলে জানাইও আমার দুঃখের বারতা ॥
কইও কইও কইওরে তারে আমার মাথা খাও।
অভাগী লীলার দুঃখ যদি লাগাল পাও ॥"

পিঞ্জিরাতে শারী-শুক গান করে বৈসে।
নিকটেতে গিয়া লীলা কান্দিয়া জিজ্ঞাসে ॥
"তোমরাত পিঞ্জিরার পাখী নাহি থাক বনে।
তোমরা তাহার কথা ভুলিলা কেমনে ॥
ক্ষীর-সর দিয়া পাখী পালিল যেজন।
কেমনে তাহার কথা হইলে বিস্মরণ ॥
এত যে বাসিয়া ভাল পালিল সকলে।
কি বলিয়া গেল বঁধু যাইবার কালে ॥
কোন দেশে যাবেরে বলি কহিল ঠিকানা।[১]
অবশ্য তোমাদের পাখী কিছু আছে জানা ॥
ধরিয়া শারীর-গলা লীলা কহিছে কান্দিয়া।
আগে আগে চল আমার পথ দেখাইয়া ॥
উড়িয়া যাইতে রে পাখী আছে তোমার পাখা।
একদিন অবশ্য পথে হবে তার দেখা ॥"

উড়ায়ে খাচার পাখী বলে লীলাবতী।
ফিরায়ে কঙ্কেরে মোর আনহ ঝাটিতি[২] ॥
উড়িয়া যাও হীরামণ তোতা উঠরে আকাশে।
শীঘ্রগতি চল মোর বন্ধু যেই দেশে ॥

১ কোন দেশে - - - ঠিকানা = কোন্‌ দেশে যাইবে, এ সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন ঠিকানা দিয়াছে কি-না ?
২ ঝাটিতি = শীঘ্র।

দেখিলে শুনাইও আমার দুঃখের গান।
বলিয়া-কহিয়া আনিয়া তারে বাঁচাও লীলার প্রাণ ॥
সম্পদ-কালেতে পক্ষী পালিল তোমায়।
ভুলিতে এমন জনে কভু না জোয়ায়[১] ॥
পৃথিবী ভ্রমিয়া পক্ষী করিও সন্ধান।
বারতা আনিয়া তাহার বাঁচাও লীলার প্রাণ ॥ ১-১০৮

(১৮)

যাণ্মাসিকী গীতি

"দারুণ ফাল্গুন মাস গাছে নানান ফুল।
মালঞ্চ[২] ভরিয়া ফুটে মালতী-বকুল ॥
মধু-লোভে যাওরে উড়ে ভ্রমরা-ভ্রমরী।
বহু দিন নাহি শুনি বঁধুর বাঁশরী ॥
নানা দেশে যাওরে ভ্রমর আর পুষ্প-মধু খাও।
কৈও কৈও লীলার কথা যদি লাগাল পাও ॥
কৈও কৈও বঁধুর আগে শুন অলিকুল।
মালতীর গাছে তার ফুটিয়াছে ফুল ॥

"দারুণ চৈত্রের হাওয়া দূর হইতে আসে।
আমার বঁধু এমন কালে রৈয়াছে বিদেশে ॥
গাছে গাছে সোণার পাতা ফুটে সোণার ফুল।
কুঞ্জেতে গুঞ্জরী উঠে ভ্রমরার রোল[৩] ॥
ডালে বসে কোকিল ডাকে পুষ্পেতে ভ্রমর।
এমন না কালে বঁধু গেল দেশান্তর ॥
না কইয়া না বইলারে বঁধু হইলা বৈদেশী।
মালঞ্চে ফুটিয়া ফুল ঝইরা হৈল বাসী ॥
বিনা সুতে হার গাঁথি মালতী-বকুলে।
প্রাণের বঁধু নাহি ঘরে দিব কার গলে ॥

[১] জোয়ায় = যোগ্য হয়। [২] মালঞ্চ = ফুল-বাগান।
[৩] রোল = ময়মনসিংহের উচ্চারণ 'রুল', সুতরাং ফুলের সঙ্গে বেশ মিলিয়া যায়।

কইও কইও কোকিলারে কইও বঁধুর আগে।
গাঁথা মালা বাসী হইলে প্রাণে বড় লাগে।।
যদি নাহি যাওরে কোকিল আমার মাথা খাও।
অভাগিনী লীলার দুঃখ বঁধুরে জানাও।।

"নূতন বৎসর আইল ধরি নব সাজ।
কুঞ্জে ফুটে রক্তজবা আর গন্ধরাজ।।
গাছে ধরে নবপত্র নবীন মুকুল।
চারিদিকে শুনি মধুমক্ষিকার রোল।।
এহিত বৈশাখ মাস অতি দুঃসময়।
দারুণ রৌদ্রের তাপে তনু দগ্ধ হয়।।
কোকিল কোকিলা মাগে বসন্ত বিদায়।
আমার বঁধু এমন কালে রইয়াছে কোথায়।।
নূতন বৎসর আইল মনে নব আশা।
অভাগী লীলার কাছে কেবলি নৈরাশা।।

"জ্যৈষ্ঠমাস জ্যৈষ্ঠরে সকল মাসের বড়।[১]
ফলে-ফুলে তরু-লতা দেখিতে সুন্দর।।
আম পাকে জাম পাকে পাকে নানান ফল।
মন সাধে ডালে বসি বিহঙ্গসকল।।
নানা গীতি গায়রে তারা নানান ফল খায়।
অচেনা অজানা দেশে উড়িয়া বেড়ায়।।
নিত্য আসে নব পাখী নূতন ভ্রমর।
কান্দিয়া সুধাইলে কেহ না দেয় উত্তর।।"
দারুণ গ্রীষ্মের তাপ জ্বলন্ত অনল।
ভূতলে শুইল কন্যা পাতিয়া অঞ্চল।।

"আষাঢ় মাসের কালে আশা ছিল মনে।
অবশ্য আসিবে বঁধু লীলা-সম্ভাষণে।।
নূতন বরষা আসে লইয়া নব আশা।
মিটিবে অভাগী লীলার মনের যত আশা।

১ জ্যৈষ্ঠমাস - - - বড় = জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন খুব দীর্ঘ।

হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষা নামি আসে।
নবীন বরষা জলে বসুমাতা ভাসে॥
সঞ্জীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিয়া।
মরা ছিল তরু-লতা উঠিল বাচিয়া॥
শুকনা নদী ভরে উঠে কূলে কূলে পানি।
বাণিজ্য করিতে ছুটে সাধুর তরণী॥
পাল উড়াইয়া তারা কত দেশে যায়।
আমার বঁধুর তারা লাগাল নি পায়॥
এতকাল ছিল রে লীলা বড় আশার আশে।
সাধুর তরণী বাহি বঁধু আইব দেশে॥
কত দিন বাঁচেরে প্রাণ আশায় ধরিয়া।
দুই মাস গেল লীলার কান্দিয়া কান্দিয়া॥

"কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়া গগন।
ময়ূর-ময়ূরী নাচে ধরিয়া পেখম॥
কদম্বের ফুল ফুটে বর্ষার বাহার।
লতায় পাতায় শোভে হীরামণ[1] হার॥
মেঘ ডাকে গুরু গুরু চমকে চপলা।
ঘরের কোণে লুকাইয়া কান্দে অভাগিনী লীলা॥
শ্রাবণ আসিল সাথে জলের পসরা।
পাথর ভাসাইয়া বহে শাউনিয়া[2] ধারা॥
জলেতে কমল ফুটে আর নদী-কূল।
গন্ধে আমোদিত করি ফুটে কেওয়া ফুল॥
দিন-রাতি ভেদ নাই মেঘ বর্ষে পানি।
কূল ছাপাইয়া জলে ডুবায় ছাউনি॥
খাউরি বিউনা[3] করে যত ডুমের নারী।
কত দেশে যায় তারা বাহিয়া না তরী॥

১ হীরামণ=লতা ও পাতায় হীরা ও মণির ন্যায় সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে।
২ শাউনিয়া=শ্রাবণ মাসের। ৩ খাউরি বিউনা=খালৈ (মৎস্যাধার) এবং পাখা।

"রৈয়া রৈয়া চাতক ডাকে বর্ষে জলধর।
না মিটে আকুল তৃষা পিয়াসে কাতর॥
কোন না বিরহী নারী হায় অভাগিনী।
অভেদ নাহিক জানে দিবস-রজনী॥
শাউনিয়া ধারা শিরে বজ্রধরি মাথে।
'বউ কথা কও' বলি কান্দি ফিরে পথে॥
কাহারে সুধাও রে পাখী আমি নাহি জানি।
আমিও তোমার মত চির বিরহিণী।
শুনরে বিরহী পাখী আরে পাখী পাইতাম তোমায় কাছে।
কহিতাম মনের দুঃখ মনে যত আছে॥
কি কব দুঃখের কথা কইতে না জুয়ায়।
দেশে না আসিল বঁধু বর্ষ বহি যায়॥
দিন যায় ক্ষণ রে যায় না মিটিল আশ।
এইরূপে কান্দিয়া গেল লীলার ছয় মাস॥
বিচিত্র-মাধব কঙ্কের সন্ধান করিয়া।
কঙ্কেরে লইয়া সঙ্গে আসিবে ফিরিয়া॥
এহিত আশাতে লীলার রাখিয়াছে প্রাণ।
রঘুসুতে কহে তোমার বিধি হইল বাম॥ ১-৭০

(১৯)

শোক-গাথা

ছয় মাস দেশে দেশে বনেতে ঘুরিয়া।
বিচিত্র-মাধব আইল দেশেতে ফিরিয়া॥
কঙ্কের সন্ধান নাই যে পাইল কোনখানে।
বিফল তালাস হায় রঘুসুতে ভনে॥

বিচিত্র-মাধবে দেখি লীলাবতী ধীরে।
জিজ্ঞাসে "আইলা নি কঙ্ক ফিরে নিজ ঘরে॥
শুন শুন বিচিত্র আরে মাধব সুন্দর।
ঘুরিয়া ফিরিয়া আইলা তোমরা বহু দেশান্তর॥

নানা স্থানে ঘুরিয়া আইলে বহু ক্লেশে।
প্রাণের ভাই কঙ্কের দেখা পাইলেনি কোন দেশে।।
বিচিত্র-মাধব শুনি লীলার বচন।
ধীরে ধীরে কহে দোহে করিয়া রোদন।।

"শুন বইন লীলাবতী আমাদের দুর্গতি
গেনু ছাড়ি আপন ভবন।
অনাহারে অনিদ্রায় অতি দুঃখে দিন যায়
বহু কষ্টে করি অন্বেষণ।।
কপালের দোষে হায় নিদারুণ বিধাতায়
নাহি দিল সুদিন ফিরিয়া।
বৃথা কষ্টে কাটিলাম উদ্দেশ না পাইলাম
নিরর্থক আসিনু ঘুরিয়া।।
পরথমে আলয় ছাড়ি পুব মুখি গেনু ঘুরি
যথা হয় ছিলটের সহর।
সুর্মা গাঙ্ খরসুতে[১] বহে পর্ব্বতের পথে
ভালাসিনু ঘুরি ঘর ঘর।।
কামরূপ তারপরে ঘুরিয়া গেলাম ফিরে
দেখি তথায় কালীর মন্দিরে।
শনি আর মঙ্গলবারে যোরা মৈষ পাঠা পড়ে
আরও বলি দেয় কবিতরে[২]।।
পশ্চিম দিকেতে পরে গেনু নবদ্বীপ পুরে
যথা প্রভু গৌরাঙ্গ জন্মিল।।
গয়া কাশী বৃন্দাবন বন জঙ্গল চৌদ্দ ভুবন
খুঁজিলাম হইল-বিফল।।
নিরাশ হইয়া পরে আইনু ঘরেতে ফিরে
কহিলাম দুঃখ-বিবরণ।
বুঝি কঙ্ক বেচে নাই এমন হইল তাই
থাকিলে হৈত দরশন।।"

[১] খরসুতে=খরস্রোতে।

[২] কবিতরে=কবুতরে, পায়রা।

বিচিত্র-মাধব পরে গিয়া গুরুর স্থানে।
দরশন দিল করি প্রণাম চরণে ॥
আশীর্ব্বাদ করি কয় বিচিত্র-মাধবে।
"কঙ্কের খবর কিবা কহ মোরে তবে ॥
বহু ক্লেশ পাইলে তোমরা আমার কারণে।
ছয় মাস ঘুরি আইলা পর্ব্বত-কাননে ॥
বল শুনি বৎসগণ তাহার বারতা।
তোমরা আইলা দেশে কঙ্ক রইল কোথা ॥"

"শৈশব-সুহৃদ মোদের প্রাণের বন্ধু ভাই।
প্রাণ দিতে পারি তারে খুজে যদি পাই ॥
কত যে খুঁজিনু তার নাহি লেখা জোখা।
নির্খোঁজ হইলা বুঝি না পাইলাম দেখা ॥" ১—৪৮

(২০)

পুনরায় অনুসন্ধান

আশীর্ব্বাদ করি গুরু পুন কহে ধীরে।
"যে রকমে পার বাছা কঙ্কে আন ফিরে ॥
কঙ্করে আনিয়া তোমরা দেও দুই জনে।
লোকালয় ছাড়িয়া যাইব মোরা বনে ॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক হবে পাড়া-প্রতিবাসী।
নগর ছাড়িয়া মোরা হব বনবাসী ॥
গুরুর দক্ষিণা দেও কঙ্করে আনিয়া।
পরাণে মরিব নৈলে তাহারে ছাড়িয়া ॥
মহাযাত্রার আর নাহি বেশী দিন বাকী।
সুখেতে মরিব যদি কঙ্কে সামনে দেখি ॥
তোমরারে[১] রাখিয়া এই সংসার মাঝারে।
দুই চক্ষু মুদিতাম দেখিয়া সবারে ॥
* * * *

[১] তোমরারে = তোমাদিগকে।

"শুন শুন বিচিত্র আরে মাধব সুন্দর।
আজি হতে তোমরা পুন যাবে দেশান্তর॥
কিন্তু এক কথা মোর শুন দিয়া মন।
গৌরাঙ্গের পূর্ণ ভক্ত হয় সেই জন॥
যে দেশে বাজিছে গৌরচরণ-নূপুর।
সেই পথ ধরি তোমরা যাও ততদূর॥
যে দেশেতে বাজে প্রভুর খোল করতাল।
হরি নামে কাঁপাইয়া আকাশ পাতাল॥
সেই দেশে কঙ্কর করিও অন্বেষণ।
অবশ্য গৌরাঙ্গ-ভক্তে পাবে দরশন॥
যে দেশে গাছের পাখী গায় হরিনাম।
নাম-সংকীর্ত্তনে নদী বহে সে উজান॥
শিষ্য-পদধূলি মেঘে ছাইয়াছে গগন।
সে দেশে অবশ্য প্রভুর পাবে দরশন॥"

বিচিত্র মাধব তবে গুরুর আদেশে।
পুনরায় দোঁহে মিলি চলিল বৈদেশে॥
কঙ্কে অন্বেষিতে পুন যায় দুইজন।
এদিকে হৈল কিবা শুন বিবরণ॥ ১—৩০

(২১)

জনরব

জনরব এই মাত্র সর্ব্বলোকে বলে।
ডুবিয়া মরেছে কঙ্ক দরিয়ার[১] জলে॥

*   *   *   *

বলা কওয়া করে লোকে এই মাত্র শুনি।
শুধাইলে উত্তর নাই না শুধালে শুনি॥[২]

[১] দরিয়া = নদী।

[২] শুধাইলে - - - - শুনি = জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলে না, অথচ জিজ্ঞাসা না করিয়াও অনেক সময়ে শোনা যায়।

কাহারে জিজ্ঞাসে কন্যা কে দেয় উত্তর।
সত্য কি জলেতে ডুবি মৈল কঙ্কধর ॥
কাহারে শুধায় কন্যা কে দেয় উত্তর।
ধূলায় পড়িয়া কান্দে কোথা কঙ্কধর ॥
চাঁদ উঠে তারা উঠে কোথা কঙ্কধর।
শুধাইলে তারা নাই সে দেয় যে উত্তর ॥
জিজ্ঞাসিলে চন্দ্র তারা আঁধারে লুকায়।
সর্ব্বনাশ হৈল লীলা কান্দিয়া লুটায় ॥
কানে কানে কয় কেহ যেন কঙ্ক নাই। [১]
কাহারে শুধাইলে বল কঙ্কের খবর পাই ॥

* * * *

শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ্রা নাহি আইসে।
ঘুমাইলে স্বপন দেখে কঙ্ক জলে ভাসে ॥

* * * *

কিছু দিন এহি মতে গেলত কাটিয়া।
একদিন মাধব তবে আইল ফিরিয়া ॥
মাধবের সঙ্গে কঙ্কে লীলা না দেখিয়া।
সাহস না পায় তারে জিজ্ঞাসে ডাকিয়া ॥
লীলার নিকটে তবে মাধব আসিয়া।
দুঃখমনে কহে কথা নৈরাশ হইয়া ॥
"শুন শুন বইন গো লীলা বলি যে তোমারে।
কত চেষ্টা করিয়া না পাইলাম কঙ্কধরে ॥
কি দিব উত্তর আমি গুরুর চরণে।
দীর্ঘকাল কাটাইনু বৃথা অন্বেষণে ॥"

সন্দেহ ভুঞ্জিতে[২] লীলা জিজ্ঞাসে মাধবে।
"শুনিয়াছ কিবা হৈল কিছু জনরবে ॥"

১ কানে - - - নাই = যেন কানের কাছে চুপে চুপে কেহ বলিয়া যায় 'কঙ্ক নাই'।
২ ভুঞ্জিতে = ভঞ্জিতে, ভঙ্গ করিতে।

মাধব কহিল তবে "শুন সমাচার।
সত্যমিথ্যা নাহি জানি জানেন ঈশ্বর ॥
জনরব এই মাত্র লোকমুখে শুনি।
জলেতে ডুবিয়া কঙ্ক ত্যজিয়াছে প্রাণী ॥
বিদায় হইয়া কঙ্ক আমাদের স্থানে।
সংসার ত্যজিয়া যায় গৌর-অন্বেষণে ॥
আষাইঢ়া[১] পাগলা নদী খরধারা বয়।
অকস্মাৎ কাল মেঘ গগনে উদয় ॥
ঝর-তোফানেতে ডুবে সাধুর তরণী।
জলেতে ডুবিয়া কঙ্ক ত্যজিছে পরাণী ॥" ১—৩৮

(২২)

মৃত্যুশয্যায় লীলা

মাধবের কথা শুনি কান্দে লীলাবতী।
"নেও মোরে যথা গেছ করিগো মিনতি ॥
আর কত কাল সয়রে বন্ধু আর কত কাল সয়।
তোমার বিচ্ছেদ-জ্বালায় তনু দগ্ধ হয় ॥"

*   *   *   *

সেই দিন হইতে লীলা ছাড়ল ভাত-পানি।
একেলা বসিয়া কান্দে দিবস-যামিনী ॥
কঙ্কের লাগিয়া লীলার তনু হৈল ক্ষীণ।
হায়রে সোনার অঙ্গ লীলার হৈল মলিন ॥
'বাচিয়া নাহিক কঙ্ক রইব কোন আশে।
যে দেশ গিয়াছ বন্ধু যাইব সেই দেশে ॥'

*   *   *   *

হেমন্ত চলিয়া যায় শীত আইল ঘুরে।
অঞ্চল পাতিয়া লীলা শুয়ে ভূঁয়ের পরে ॥

[১] আষাইঢ়া = আষাঢ় মাসের।

"সোদর সাক্ষাৎ বেশি[১] তাহার অধিক বাসি
হেন ভাই জলেতে ডুবিল।
কিসের কর্ম্মের লেখা আর না হইল দেখা
বিধি মোরে নিদারুণ হইল ॥

*   *   *   *

প্রাণের দোসর ভাই তা'হতে[২] সুহৃদ নাই
হেন ভাই জলে ডুইবা মরে।
মরিবার কাল হায় চখে না দেখিনু তায়
একি শেল রহিল অন্তরে ॥"

*   *   *   *

"অকূলে ডুবিল নাও শিশুকালে মৈল মাও
কত দুঃখে পাল্যা তুলে বাপে।
হেন বাপ বৈরী হইল কারে দোষ দিব বল
কপাল পুরিল ব্রহ্মশাপে ॥
মনে চিত্তে নাহি জানি লোকে বলে কলঙ্কিনী
এত ছিল কর্ম্মে নাহি জানি।
দিবস আন্ধাইর ঘোর চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী মোর
আর কারে সাক্ষী করি আমি ॥"

৫

এক দুই তিন করি বছর গোয়াল।
দেশে না আসিল বন্ধু দিন বয়ে গেল ॥
মাধব আইল হায়রে কঙ্ক না আইলা ফিরিয়া।
দিবারাত্রি ভাবে লীলা শয্যায় শুইয়া ॥
ভাবিতে ভাবিতে লীলার বদন হইল কালা।
সাপের বিষ হইতে অধিক বিরহের জ্বালা ॥
রঘুসুতে কয় বিধি প্রাণে বাচা দায়।
এ বিষ নামে না দেখ ঝাড়িলে ওঝায় ॥

১ সোদর---বেশি = সাক্ষাৎ (সহোদর) ভ্রাতার চাইতে বেশী।
২ তা'হতে = তাহার অপেক্ষা।

এইত না ছিল লীলার সোনার যৈবন।
হেমন্ত নিয়ারে[১] যেমন মরে পদ্মবন।।
গঙ্গার তরঙ্গ লীলার দীঘল কেশপাশ।
যে কেশ শুকাইয়া হইল চাচুলীর আঁশ[২]।।
হাটিয়া যাইতে কেশ লুটাইত পায়।
ছিন্নভিন্ন হৈয়া কেশ শয্যায় লুটায়।।
বদন সুন্দর লীলার পদ্মের সমান।
মেঘেতে ঢাকিল যেমন পুন্নুমাসীর চান।।
সাজুতীয়ার[৩] তারা যেমন লীলার দুটী আঁখি।
কোঠরে বসিল চক্ষু দেখি বা না দেখি।।
অধরযুগল লীলার সুন্দরবরণ।
মৈলান হইল আসি কাজল যেমন।।
প্রথম যৈবন কন্যা কমনীয়[৪] লতা।
সে দেহ শুকাইয়া হইল ইক্ষুকের[৫] পাতা।।
নাসিকা হালিয়া পড়ে শ্বাস বহে ঘনে।
মরণ বসিল আসি নয়নের কোণে।।
বৈকালীর[৬] রাঙ্গা ধনু[৭] মেঘেতে লুকায়।
দিনে দিনে ক্ষীণতনু শয্যাতে শুকায়।।
সব আশা মিছারে হইল লীলার প্রাণমাত্র বাকী।
একদিন উইরা গেল পিঞ্জরের পাখী।।
রঘুসুত কহে কান্দি মিছারে দুনিয়া।
কার লাগিল কেবা মরে না দেখে ভাবিয়া।। -৫৮

(২৩)

শেষ দৃশ্য

"উঠ উঠ উঠ মাগো কত নিদ্রা যাও।
আমি অভাগায় ডাকি আঁখি মেলে চাও।।

১ নিয়ারে = নীহারে। ২ চাচুলীর আঁশ = বাঁশ চাঁছিলে যেরূপ আঁশ হয়।
৩ সাজুতীয়ার = সাঁজের। ৪ কমনীয় = সুন্দর। ৫ ইক্ষুকের = ইক্ষুর, আখের।
৬ বৈকালীর = বিকাল বেলার। ৭ রাঙ্গা ধনু = রামধনু।

আসিয়াছে প্রাণের ভাই তোমার লাগিয়া।
নিদ্রা ত্যজি উঠ তুমি দেখ চক্ষু চাইয়া ॥
অভাগায় ছাড়িয়া মাগো কোথা যাও চলি।
একবার চাহ চক্ষু দেখ আঁখি মেলি ॥
ক্ষুধাতৃষ্ণায় কেবা মোরে দিবে অন্নপানি।
বিউনী[১] বাতাসে কেবা জুড়াইবে প্রাণী ॥
কারে লইয়া দিবরে আমি দেবের আরতি।
কে মোর আন্ধাইর ঘরে জ্বালাইবে বাতি ॥
কে তুলিবে পূজার ফুল ভরিয়া না ডালা।
কি করিয়া শূন্য ঘরে রহিব একেলা ॥
পড়িয়া রহিল তোমার হীরামণ শাড়ী।
পড়িয়া রহিল তোমার জলের গাগরী ॥
পড়িয়া রহিল আমার মনের যত আশা।
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া হইলে নদীর কূলে বাসা[২] ॥
শূন্য গৃহে আর নাহি যাইব একেলা।
আজি হতে সাঙ্গ মোর সংসারের খেলা ॥

* * * *

কে মোর মরণকালে বসিবে শিয়রে।
কাহারে লইয়া আমি রব শূন্য ঘরে ॥
আর একবার মাগো চাও মেলি আঁখি।
নয়ন ভরিয়া তোমায় জন্মশোধ দেখি ॥"

* * * *

বিচিত্রের মুখে তার বারতা পাইয়া।
শীঘ্রগতি হইয়া কঙ্ক ঘরে আসে ধাইয়া ॥
আসিয়া দেখিল কঙ্ক সব অন্ধকার।
গৃহে না জ্বলয়ে বাতি সকলি আঁধার ॥
শ্মশানে পড়িয়া গর্গ কান্দে উচ্চস্বরে।
শীঘ্রগতি হইয়া কঙ্ক গেল নদীতীরে ॥

১ বিউনী = ব্যজনী (পাখা)। ২ সর্ব্বস্ব - - - বাসা = রাজেশ্বরী নদীর তীরবর্ত্তী শ্মশানে।

বহু কষ্টে চিতা জ্বালি প্রদক্ষিণ করে।
কন্যার লাগিয়া গর্গ কান্দে হাহাকারে ॥
গর্গের কান্দনে দেখ ঝরে বৃক্ষের পাতা।
উপরে আকাশ কান্দে নীচে বসুমাতা ॥
দামোদর দাস কহে সব অন্ধকার।
যে নিধি হারাইলা ফিরি না পাইবা আর ॥

দৈবের নির্ব্বন্ধ কথা কপাল-লিখন।
সেই দিন শ্মশানে কঙ্ক-গর্গের মিলন ॥
বজ্রাঘাতে বৃক্ষ যেমন জ্বলিয়া উঠিল।
হাহাকার করি গর্গ কঙ্কেরে ধরিল ॥
"হায় কঙ্ক এতকাল কোথা তুমি ছিলে।
তোমায় ডাকিয়াছে লীলা মরণের কালে ॥
কিসের সংসার-ঘর কি হবে আমার।
মায়ের বিহনে আমার সকল অন্ধকার ॥
পঞ্চ বছরের শিশু যাও গেল ছাড়ি।
এতকাল পালিয়াছিলাম কোলে কাঁকে করি ॥
এহিত কন্যার লাগি সংসার-বন্ধন।
সেই কন্যায় হারাইলাম জন্মের মতন ॥
বোধনে[১] প্রতিমা আমার ডুবাইলাম জলে।
কি কব এ কর্ম্মফল আছিল কপালে ॥
আর না ফিরিব ঘরে তোমরা সবে যাও।
শালগ্রাম শিলা যত সায়রে[২] ভাসাও ॥
আগুন জ্বালিয়া মোর পুড় গৃহ-বাসা।
আজি হতে সাঙ্গ মোর সংসারের আশা ॥
আজি হইতে সাঙ্গ মোর সংসারের খেলা।
আর না নিবিবে মোর সংসারের জ্বালা ॥"

১ বোধনে = বোধনের সময়, আবাহন করিয়াই।
২ সায়রে = সাগরে।

আকাশে দেবতা কান্দে গর্গের কান্দনে।
ভাটীয়ালে[১] কান্দে নদী না বহে উজানে॥
আকাশেতে চন্দ্র কান্দে তারা কান্দে রৈয়া।
বনের পশুপক্ষী কান্দে বনেতে বসিয়া॥
গর্গের কান্দনে দেখ পাথর হয় জল।
রঘুসুতে কহে আর কান্দিয়া কি ফল॥
*　　*　　*　　*
অনলে তাপিত হৃদি করিতে শীতল।
কঙ্কের সহিত মুনি যায় নীলাচল॥
সঙ্গে চলে অনুগত শিষ্য পঞ্চজন।
সংসার তেয়াগি গেলা জন্মের মতন॥ ১—৬৪

গায়েনের নিবেদন

বারমাসী পালা গীত হইল সমাপন।
নিজগুণে ক্ষমা মোরে কর সভাজন॥
কি গাইতে কি গাইলাম আমি অল্পমতি।
নিজগুণে ক্ষমা মোরে কর সভাপতি॥
দারুণ মাঘের শীত অঙ্গে বস্ত্র নাই।
কর্ম্মকর্ত্তার কাছে একখান শীতের কাপড় চাই॥
ইনাম বকসিস্ চাই কর্ম্মকর্ত্তার বাড়ী।
বছর বছর যেন গান গাইতে পারি॥
দেবতা সকলে মাগি করি জোড় কর।
কর্ম্মকর্ত্তায় তারা দিয়া যাউখাইন[২] বর॥
ধন পুত্র লক্ষ্মী হউক পূর্ণ হউক আশা।
গাইন ভিক্ষুক যারা তাহাদের হউক আশা॥
দেবসভা পাইয়াছিলাম আমি যে অধমে।
প্রণাম জানাই আমি সভার চরণে॥
হরি হরি বল সবে পালা হইল শেষ।
কর্ত্তা যদি বিদায় করেন চলি যাইব দেশ॥ ১—১৬

---

১ ভাটীয়ালে = ভাটির দিকে, নীচু দিকে বহিয়া। ২ যাউখাইন = যাউন।

কাজলরেখা

(রূপকথা)

40—1918 B.T.

কাজলরেখা

আরম্ভ—(মানিকরে)

সভাপতি-পদে আমি মিন্নতি[১] জানাই।
আমি যে গাইবাম গান হেন সাধ্য নাই॥
অল্পমতি অল্পজ্ঞানী মই দুরাচার।
এই সভায় গাইতে গান কি শক্তি আমার॥
দশ জনায় ধইরাছুইন্[২] মোরে না দেখি উপায়।
তবে যে গাইবাম গান উস্তাদের কিরপায়[৩]॥
উস্তাদের চরণে আমার শতেক পন্নাম[৪]।
একমনে সভাজন কর অবধান॥

(১)

মানিকরে—

ভাটিয়াল মুল্লুকে আছিল এক সদাগর।
কুঠিয়াল[৫] আছিল সাধু নাম ধনেশ্বর॥
এক কইন্যা এক পুত্র ছিল সাধুর ঘরে।
ধনী আদ[৬] হইল সাধু মা লক্ষ্মীর বরে॥
দশ না বচছরের কন্যা কাজলরেখা নাম।
দেখিতে সুন্দর কন্যা অতি অনুপম॥
হীরা-মতি জ্বলে কন্যা যখন নাকি হাসে।
সুজাতি[৭] বর্ষার জলেরে যেমন পদ্মফুল ভাসে॥

১ মিন্নতি = মিনতি।
২ ধইরাছুইন্ = ধরিয়াছেন, অনুরোধ করিয়াছেন।
৩ কিরপায় = কৃপায়।
৪ পন্নাম = প্রণামের অপভ্রংশ।
৫ কুঠিয়াল = বৃহৎ পাকা গৃহাদির স্বামী।
৬ ধনী আদ = ধনবান্।
৭ সুজাতি = সুদৃশ্য।

চাইর না বচছুরের পুত্ত্রু নাম রত্নেশ্বর।
রত্ন না জিনিয়া তার চিক্কণ[১] কলেবর॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কথা শুন দিয়া মন।
গোসা[২] কইরা লক্ষ্মী তার ছাড়িলা ভবন॥

(২)

মানিকরে—

জুয়া খেলাইয়া সাধু হারাইল সম্বল।
ধনরত্ন হাতীঘোড়া সব হইল তল॥
সকল হারিলা সাধু পাপিষ্ঠ জুয়ায়।
ফকীর হইয়া সাধু ঘুরিয়া বেড়ায়॥
বড় বাপের বড় বেটা ছিল ধনপতি।
জুয়াতে হারিয়া তার এতেক দুর্গতি॥
কন্যা পুত্ত্রু মাত্র সাধুর হইল সম্বল।
বার ডিঙ্গা ধন সাধুর উভে[৩] হইল তল॥

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

(৩)

সাধু ধনেশ্বর জুয়াতে সব হারাইয়া ফকীর হইল। তার যত হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর—আর কিছুই রইল না। কন্যা কাজলরেখার বিয়ার কাল উপস্থিত। এগার বচছরের কন্যা বিয়া না দিলেই না হয়। জুয়ারী[৪] বাপের কন্যাকে বিয়া কর্ত্তে কেউ আইল না। সদাগরের পুরীতে এমনকালে এক সন্ন্যাসী আস্যা[৫] দেখা দিলাইন[৬]। সন্ন্যাসী সদাগরেরে[৭] এক শুকপক্ষী আর এক শিরি[৮] আঙ্গুইট্[৯] দিয়া কইলেন, "এই পক্ষী ধর্ম্মমতি

[১] চিক্কণ = চিকন, সুন্দর। [২] গোসা = রাগ।
[৩] উভে = সমুদায়। [৪] জুয়ারী = যে জুয়া খেলায়। [৫] আস্যা = আসিয়া।
[৬] দিলাইন = দিলেন। [৭] সদাগরেরে = সদাগরকে।
[৮] শিরি = শ্রী; সুন্দর ও মূল্যবান। [৯] আঙ্গুইট্ = আংটী।

শুক। তুমি এই পক্ষীর কথা মতন যুদি[১] কাম[২] কর, তা অইলে তোমার বাপের কালান্যা[৩] যে সমুত্তি[৪]—সব ফির্‌যা[৫] পাইবা। এইকথা শুন্যা সদাগর খুব সুখী অইয়া শুকপক্ষী রাখল, সন্ন্যাসী বিদায় অইয়া চল্যা গেলাইন।

একদিন সদাগর ধর্ম্মমতি শুকেরে জিজ্ঞাসা করল,—

"কও কও শুক পংখীরে আমার বিবরণ।
আমার না দুঃখের দিন যাইব কখন॥
রত্নমন্দির আমার ভাঙ্গ্যা অইল মাটি।
ভূমিতে পড়িয়া শুই নাই একখান চাটি॥
পানি যে তুলিয়া খাই নাই ঝাড়িঝুড়ি।
পন্থের ফকীর অইয়া দেশে দেশে ঘুরি॥
বাপের কাল্যা আত্তি[৬] ঘোড়ারে পংখী—
পংখী আরে—কত যে আছিল।
বিপদে কালাইয়া পংখী—
পংখী আরে—দৈবে হইরা[৭] নিল॥
এক পুত্র এক কন্যারে পংখী বংশের বাতি জলে।
কি দিয়া পালিবাম[৮] পংখী সেই না দুই ছাওয়ালে[৯]॥"

শুক—

কাইন্দ না কাইন্দ না[১০] সাধু না কান্দিও আর।
দুঃখের যে দিন সাধু যাইব তোমার॥
হাতের ছিরি আঙ্গুইট্ সাধু রে বিকাইয়া[১১] সহরে।
ভাঙ্গা ডিঙ্গা বান্ধাইতে[১২] আন কারিগরে[১৩]॥

১ যুদি = যদি।
২ কাম = কাজ; কর্ম্মের অপভ্রংশ।
৩ কালান্যা = কালীন, সময়ের।
৪ যে সমুত্তি = যে সমস্ত।
৫ ফির্‌যা = ফিরিয়া।
৬ আত্তি = হাতী।
৭ হইরা = হরণ করিয়া।
৮ পালিবাম = পালন করিব।
৯ ছাওয়াল = সন্তান, শুধু পুরুষ ছেলে নয়।
১০ কাইন্দ না = কাঁদিয়ো না।
১১ বিকাইয়া = বিক্রয় করিয়া।
১২ বান্ধাইতে = বাঁধিতে; পুনর্গঠন করিতে।
১৩ কারিকর = কারিগর; মিস্ত্রী।

কিছু মূলধন লইয়া বাণিজ্যেতে যাও।
ধনরত্নে ভইরা লক্ষ্মী দিবাইন[1] তোমার নাও॥
পুব দেশেতে যাওরে সাধু হাওর[2] পাড়ি দিয়া।
এক বচ্ছরের ধন খাইবা বার বচ্ছর বইয়া[3]॥

(৪)

এই কথা শুন্যা সাধু কর্‌ল কি,—সেই যে ছিরি আঙ্গুইট্‌,—নিয়া বাজারে বিক্রী কর্‌ল। পরে কামলা[4] কারিগর ডাক্যা আন্যা[5] বাপের কালাইন্যা যত ডিঙ্গা আছিল্‌, সব দুরস্ত কর্‌ল। কইরা—পুবদেশের দিকে বাণিজ্যে মেলা[6] দিল। অল্পদিনের মধ্যেই সদাগর বাপের কালাইন্যা যত ধন ফিরা্যা পাইল।

আস্তি-ঘোড়া, লোক-লস্কর, ডিঙ্গাভরা ধন সদাগরের পুরীতে আর আটে না[7]। যত কামটুঙ্গি, জলটুঙ্গি ঘর[8] সদাগর সব দুরস্ত কর্‌ল।

(৫)

এও[9] চিন্তা গেল সাধুর আর চিন্তা হইল।
ঘরের কন্যা কাজলরেখা অবিয়াত[10] রইল॥
এগার বছরের কন্যা বারয় নাই সে পড়ে।
বিয়ার কাল হইল কন্যার চিন্তে সদাগরে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া সাধু শুকের কাছে যায়।
কহ কহ শুক পংখী এহার[11] উপায়॥

(৬)

এই কথা শুন্যা শুক পংখী কইল—"সদাগর, তোমার সকল দুঃখু দূর হইছে। এই দুঃখের আরও দেরী। মরা সোয়ামীর কাছে এই কন্যার বিয়া হইব[12]। এই কন্যারে

[1] দিবাইন = দিবেন। [2] হাওর = বিল-বিশেষ।
[3] বইয়া = বসিয়া বসিয়া; কোন কাজকর্ম্ম না করিয়া।
[4] কামলা = মজুর। [5] ডাক্যা আন্যা = ডাকাইয়া আনিয়া।
[6] মেলা = রওনা, যাত্রা। [7] আটে না = ধরে না, কুলায় না।
[8] কামটুঙ্গি, জলটুঙ্গি ঘর = পূর্ব্বে জলাশয়ের মধ্য হইতে লোকে প্রমোদমন্দির গড়িয়া তুলিত (দেওয়ান ভাবনা দ্রষ্টব্য)। [9] এও = এই।
[10] অবিয়াত = অবিবাহিত। [11] এহার = ইহার। [12] হইব = হইবে।

তোমার পুরীর মধ্যে রাখ্যো না।[১] বনের মধ্যে নিবাস[২] দিয়া আইস।" তখন সদাগর কান্‌তে[৩] আরম্ভ কর্‌ল—"হায়! আমার অত আদরের কন্যা, আর তার কপালে এই দুঃখু। মরা সোয়ামীর কাছে বিয়া"—সদাগর হায় হায় করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল।

(৭)

দিশা—গুণের[৪] ঝি গো, কেমন কইরা দিবাম তোমায় বনে।

বাপে মায়ে পালে কন্যা বিয়া দিবার আশে।
আমি কেমন কইরা এমন কন্যা পাঠাই বনবাসে॥
শিশুকালে মাও মইল কত দুঃখু করি।
এমন করিয়া কন্যা পালন যে করি॥
দুক্কের[৫] কপাল মোর দুঃখু নাইসে যায়।
শুক পংখী কহে কথা না দেখি উপায়॥
আধ পিষ্ট[৬] গেল আমার গুয়ে আর মূতে।
আধ পিষ্ট গেল আমার মাঘ মাস্যা শীতে॥
কত কষ্টে পাল্যা[৭] তুলে এরুর[৮] লাগিয়া।
বনবাসে দিবাম কন্যা নাহি দিবাম বিয়া॥
আমার দুঃখের দিন না হইব দূর।

(৮)

তখন সদাগর কর্‌ল কি—বাণিজ্যে যাইবার ছল করিয়া ডিঙ্গা সাজাইয়া কন্যারে লইয়া রওনা কর্‌ল। উজান বাইয়া বাইয়া সদাগর যাইতে যাইতে সামনে এক অরণ্য জঙ্গলা[৯] পড়্‌ল। সাধু এই খানে ডিঙ্গা রাখ্যা কন্যারে লইয়া বনের মধ্যে গেল। যাইতে যাইতে অনেক দূর গেলে কাজলরেখা কন্যা মনে মনে ভাব্‌তে লাগল। মনের মধ্যে একটা দুঃখু হইল।

[১] রাখ্যো না = রাখিও না।
[২] 'বনের মধ্যে নিবাস' = বনে নির্ব্বাসন দিয়া আইস। [৩] কান্‌তে = কাঁদতে।
[৪] গুণের = গুণবতী। [৫] দুক্কের = দুঃখের। [৬] আধ পিষ্ট = পৃষ্ঠের অর্দ্ধভাগ।
[৭] পাল্যা = পালন করিয়া। [৮] এরুর = ইহার। [৯] অরণ্য জঙ্গলা = জঙ্গলের অপভ্রংশ। অরণ্য এখানে বিশেষণরূপে 'গভীর' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৯)

দিশা—বাপ মোরে কই[১] লইয়া যাওগো,

পরথমে ছাড়িলা বাড়ী বাণিজ্যকারণে।
ডিঙ্গা রাইখ্যা নদীর কূলে কেন আইলা বনে॥
মনে যদি ছিল বাপ দিবা বনবাসে।
আর দুই দিন থাক্‌তাম আমি মা-ভাইয়ের পাশে॥
কি কারণে আইলা বনে কিছুই না জানি।
বনবাসে দিবা মোরে এই অনুমানি॥
বনের যত তরুলতায় দেখহ জিজ্ঞাসি।
বাপ হইয়া কন্যায় কবে কর্‌ছে বনবাসী॥
চাইর না যুগের সাক্ষী চন্দ্রসূর্য্যতারা।
ধর্ম্মের মধ্যম খুঁটি[২] ধর্ম্মের পাহারা॥
জিজ্ঞাসা কর বাপ আরে তাহাদের স্থানে।
বনেলা[৩] পংখীর কথায় কে কন্যা দিছে বনে॥
পাহাড় থাইক্যা[৪] ভাইট্যাল[৫] নদী সাগর বইয়া যায়
চাইর যুগের যত কথা জিজ্ঞাস তাহায়।
জিজ্ঞাস কর বাপ আরে জিজ্ঞাস কর তারে।
বনেলা পক্ষীর কথায় কে কন্যা দিল বনান্তরে[৬]॥

(১০)

সেই অরণ্য জঙ্গলার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তারা দুইজন অনেক দূর গেল। সেই বনের মধ্যে না ছিল মানুষ, না ছিল পশু পংখী। অনেক দূর যাইয়া দেখে কি, সামনে একটা ভাঙ্গা মন্দির। মন্দিরের মধ্য দিয়া কপাট বন্ধ। বাপ আর ঝি দুইজনে মন্দিরের সিড়ির

১ কই = কোথায়।
২ খুঁটি = খুটা; ধর্ম্মের মধ্যম খুঁটি = ধর্ম্মের মধ্যস্থলের স্তম্ভস্বরূপ = প্রধান অবলম্বন।
৩ বনেলা = বন্য।
৪ থাইক্যা = হইতে; থেকে।
৫ ভাইট্যাল = ভাটিয়াল।
৬ বনান্তরে = বনের মধ্যে।

মধ্যে[১] বইল[২]। তখন দুপইরা[৩] রইদ্[৪]—ক্ষিধায় ও পানি তিয়াসে[৫] কন্যা কাজলরেখা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল।

গান—

চলিতে না চলে পা'ও কোথায় রইল মোর মা'ও
কোথায় রইল গর্ভ সোদর ভাই।
কপালেতে ছিল দুঃখ তিয়াসেতে ফাটে বুক
এক ঢোক পানি দেও খাই ॥

* * * *

সদাগর কন্যারে কইল—"তুমি এইখানে থাক। কাছে জল আছে কিনা দেইখ্যা আয়ি[৬]।" এই কথা কইয়া মেলা দিল। সদাগর চলিয়া গেলে কন্যা উঠিয়া মন্দিরের চাইর দিক দেখতে লাগ্‌ল। তারপর সে যখন মন্দিরের কপাটের মধ্যে হাত দিল, অমনি কপাট খুইল্যা গেল। তখন কন্যা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌ল, অমনি মন্দিরের কপাট আবার বন্ধ হইয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও কাজলরেখা মন্দিরের কপাট খুলতে পার্‌ল না। সদাগর জল লইয়া আইয়া[৭] ডাক্‌তে লাগল।

'কাজল! কাজল!'—কোন সাড়া-শব্দ নাই। কতক্ষণ পরে মন্দিরের মধ্যে থাক্যা কাজলরেখা শব্দ করিল। সদাগর কইল[৮] "তুমি বাইরে আইস, আমি জল আনুছি[৯]।" হায়! কাজলরেখা যে মন্দিরের বন্দী; একথা সদাগর বুঝতে পার্‌ল না। কন্যা তখন সকল কথা খুলিয়া বলিল—সদাগর মন্দিরের কপাট খুলনের চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু পার্‌ল না। তারপর কপাট ভাঙ্গনের চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু তাও পার্‌ল না।

(১১)

গান—

সদাগরে ডাক্যা কয় "পরাণের ঝি[১০]।
এই না মন্দিরের মধ্যে দেখছ তুমি কি ॥"

১ মধ্যে = এখানে উপর। ২ বইল = বসিল। ৩ দুপইরা = দুপ্রহরের।
৪ রইদ্ = রৌদ্র। ৫ পানি তিয়াসে = জলতৃষ্ণায়।
৬ দেইখ্যা আয়ি = দেখিয়া আসি। ৭ আইয়া = আসিয়া।
৮ কইল = বলিল। ৯ আনুছি = আনিয়াছি। ১০ ঝি = কন্যা।

কাইন্দা কাজলরেখা বাপের আগে কয়।
"এক আছে মিরৃত[১] কুমার সে যে শুইয়া রয়।।
ঘরেতে মিরৃতের[২] বাতি রাত্রদিবা জ্বলে।
সর্ব্বাঙ্গে বিন্ধিয়া রইছে সুইচ আর শালে[৩]।।"

সদাগর ডাইক্যা কয় "পরাণের ঝি।
তোমার কপালে দুক্ষু আমি করবাম কি।।
যা কইল শুকপংখী কপালে ফলিল।
ভাল বরে বিয়া দিতে বিধি বাদী হইল।।
বাপ হইয়া মরার কাছে কন্যা দিলাম বিয়া।
গিরেতে[৪] ফিরিবাম আমি কিবা ধন লইয়া।।
শুন লো পরাণের ঝি কইয়া যাই আমি।
সাম্নে আছে মরা কুমার সেই তোমার স্বামী।।
সাক্ষী হইয়ো চন্দ্রসূরুয বনের দেবতা।
আজি হইতে ছাইড়া[৫] গেলাম পরাণের মমতা।।
সতী নারী হও যদি আমি যাই কইয়া।
ঘরে আছে মরা স্বামী লইও জিয়াইয়া[৬]।।
জন্মের মত খইয়া[৭] যাই আর না হইব দেখা।
সোয়ামীরে জীয়াইয়া তুমি রাখ্যো[৮] হাতের শাঁখা।।"

বাপে কান্দে ঝিয়ে কান্দে কান্দে পশুপাখী।
অরণ্য জঙ্গলায় কন্যা রইল সে একাকী।।
বাপের ভাঙ্গয়ে হিয়া কন্যার ভাঙ্গে বুক।
যাইবার কালে না দেখিল কেউ বা কার মুখ।।

*　　*　　*　　*

[১] মিরৃত = মৃত।
[২] মিরৃতের = মৃতের।
[৩] সুইচ আর শাল = ছুঁচ ও শেল।
[৪] গিরেতে = গৃহেতে।
[৫] ছাইড়া = ছাড়িয়া।
[৬] জিয়াইয়া = জীবন দান করিয়া।
[৭] খইয়া = থুইয়া, রাখিয়া।
[৮] রাখ্যো = রাখিয়ো।

(১২)

তখন সদাগর চলিয়া গেল। একলা পড়িয়া কাজলরেখা মন্দিরের মধ্যে। সঙ্গের সাথী একমাত্র বাপ, সেও তাকে এক্‌লা ফালাইয়া[১] গেল। তখন কন্যা সেই মরা কুমারের শিওরে বইয়া কান্তে লাগ্‌ল।

গান—

"জাগ জাগ সুন্দর কুমার রে কত নিদ্রা যাও।
আমি অভাগিনী ডাকি আঁখি মেইল্যা[২] চাও॥
জন্মিয়া না দেখ্‌ছে কভু তোমায় অভাগিনী।
বাপে ত কহিয়া গেছে তুমি মোর স্বামী॥
বাপ ত নিষ্ঠুর হইয়া দিল বনবাসে।
তিনদিন তিনরাত্রি কাইট্যাছে[৩] উবাসে[৪]॥
চান্দের ছুরত[৫] কুমার তোমার কাম-তনু[৬]।
মেঘেতে ঢাকিয়া যেমন প্রভাতের ভানু॥
কেম্‌নে হইল এমন দশা কে করিল তোর।
বনেতে এড়িয়া মরা পলাইছে দূর॥
তোমার যে মাও বাপ না জানি কেমন।
বংশের পরদীম[৭] পুত্র রাইখ্যা গেছে বন॥
আমার বাপের মত সে কি নিষ্ঠুর কপটী।
বনে এড়ি মরা পুত্রে মনে দিছে ভাটী[৮]॥
যে হও সে হও প্রভু তুমি ত সোয়ামী।
যতকাল দেহ তোমার ততকাল আমি॥
মুখ মেইল্যা কও কথা আঁখি মেইল্যা চাও।
জাগিয়া উত্তর দেও মোরে না ভাড়াও[৯]॥
কর্ম্মদোষে বেউলা রাড়ী[১০] শিরেতে বসিয়া।
মরা পতির কাছে বাপে দিয়া গেছে বিয়া॥"

[১] ফালাইয়া = ফেলিয়া। [২] মেইল্যা = মেলিয়া।
[৩] কাইট্যাছে = কাটিয়াছে। [৪] উবাসে উপবাসে। [৫] ছুরত = সৌন্দর্য্য।
[৬] কাম-তনু = কাম্য (রম্য) দেহ। [৭] পরদীম = প্রদীপ।
[৮] মনে দিছে ভাটী = মন হইতে ছাড়িয়া দিয়াছে, বিস্মৃত হইয়াছে।
[৯] না ভাড়াও = ছলনা করিও না। [১০] রাড়ী = বিধবা।

(১৩)

কতক্ষণ পরে আবার মন্দিরের কপাট খুইল্যা গেল। কাজলরেখা দেখ্‌ল, কি যে এক সন্ন্যাসী তখন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌ল। বাপে কন্যায় এতকাল চেষ্টা করিয়াও যে মন্দিরের কপাট খুল্‌তে পারে নাই, সন্ন্যাসীর হাত কপাটে লাগ্‌বামাত্রই কপাট খুলিয়া গেল। এই দেখিয়া কাজলরেখা ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ভাবিল যে সন্ন্যাসী যাদুকর; সে নিশ্চয়ই আমার স্বামীকে বাঁচাইতে পারিবে।

তখন সে সন্ন্যাসীর পায় উপুর হইয়া কান্‌তে লাগ্‌ল। তখন সন্ন্যাসী তারে অভয় দিয়া কইল—"তোমার কোন চিন্তা নাই। এই যে মরা কুমার সে একজন রাজার পুত্র। আমিই তারে এই বনের মধ্যে আইন্যা[১] রাখ্‌ছি। এর গায়ের সূইচ কাঁটাগুলি তুমি এক একটা কইরা খুল্‌তে থাক। কেবল দুই চক্ষের যে দুইটি সূচ তাহা খুইল্যানা[২]। সমস্ত সূচ তোলা হইলে পরে চক্ষের দুইটি সূচ খুলিয়া এই যে গাছের পাতা দিলাম তার রস চক্ষে দিও তা অইলেই[৩] সে আবার বাঁইচ্যা[৪] উঠবে। কিন্তু সাবধান, তোমার কপালে অনেক দুঃখু আছে; জোর করিয়া কপালের দুঃখু খণ্ডাইতে যাইয়ো না। এই কুমারই তোমার স্বামী, কিন্তু ধর্ম্মমতি শুক যতদিন পর্য্যন্ত তোমার স্বামীর কাছে তোমার পরিচয় না দেয়, ততদিন পর্য্যন্ত নিজে খুব দুঃখে পড়িলেও তার কাছে আত্মপরিচয় দিয়ো না। যদি দেও তা হইলে জন্মের মত বিধবা হইবা।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী চলিয়া গেল।

তখন কাজলরেখা সন্ন্যাসীর কথামত সাত দিন সাত রাইত[৫] বসিয়া বসিয়া মরা স্বামীর শরীর হইতে একটা একটা করিয়া সূচগুলি বাছিয়া তুলিল। সাত দিন কাজলরেখা মন্দির হইতে বাইরও হইল না, কিছু খাইলও না। আট দিনের দিন কন্যা কেবল চক্ষের সূচ দুইটা রাইখ্যা ছান[৬] করিবার জন্য জলের সন্ধানে বাইর হইল। কতদূর গিয়া দেখে যে একটা পুষ্কুনী। তার চাইর পারে বান্ধা ঘাট, ডালিমের রসের মত পানি। তখন কন্যা ছান করণের জন্য নামল[৭]। এই সময় পুষ্কুনীর আরেক পার দিয়া 'ধাই চাই' বলিয়া একটী লোক যাইতেছিল; তার পাছে একটী কন্যা, তার বয়স ১৩।১৪ বৎসর। দেখিলে সাধারণ লোকের কন্যা বলিয়াই বোধ হয়। সেই লোকটী কাজলের নিকট আসিয়া দাসী কিনিয়া রাখিবে

[১] আইন্যা = আনিয়া।
[২] খুইল্যানা = খুলিও না।
[৩] তা অইলেই = তাহা হইলেই।
[৪] বাঁইচ্যা = বাঁচিয়া।
[৫] রাইত = রাত্রি।
[৬] ছান = স্নান।
[৭] নামল = নামিল।

কিনা তাকে জিজ্ঞাসা করিল। তখন কাজলরেখা জিজ্ঞাসা করিল—এই মেয়েটা তোমার কে হয়? সে বলিল—এই মেয়েটা আমার কন্যা; পেটের দায়ে কন্যা বিক্রয় করিতে বাহির হইয়াছি। গাঁওয়ালে[১] যাচাই করিয়া দেখিলাম—কেউ দাসী রাখে না। একজন সন্ন্যাসী আমাকে এই বনের পথ দেখাইয়া কইল যে এই বনে এক রাজকন্যা বাস করে, তার দাসীর প্রয়োজন আছে। সে দাসী রাখিবে। আমার বোধ হয় তুমি সেই রাজকন্যা।

কাজলরেখা মনে মনে ভাবিতে লাগিল—সংসারে এক নিষ্ঠুর বাপ তার কন্যাকে বনে নির্ব্বাসন দিয়া গিয়াছে; তাহ'তে আর-এক নিষ্ঠুর বাপ কিনা পেটের দায়ে কন্যা বিক্রয় করতে আইছে[২]। কাজলরেখা ভাব্‌ল—এই কন্যা আমারই মত জনমদুঃখিনী। সে কন্যার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তার দুঃখের দোসর মিলাইবার জন্য হাতের কঙ্কণ দিয়া ঐ কন্যাটিকে কিনিয়া রাখিল।

গান—

কর্ম্মদোষে কাজলরেখা হইছিল[৩] বনবাসী।
কঙ্কণ দিয়া কিন্‌ল ধাই নাম কাঙ্কণ দাসী॥

তখন কাজলরেখা কন্যাকে ভাঙ্গা মন্দির দেখাইয়া কইল—"তুমি মন্দিরের মধ্যে যাও। এই মন্দিরের মধ্যে একজন মরা কুমার আছে, তারে দেইখ্যা ভয় পাইয়ো না। তার শিয়রের মধ্যে যে গাছের পাতা আছে তার রস লইয়া রাইখ্যা। আমি ছান কইরা আইয়া[৪] তার চক্ষের দুটী সূচ খুইল্যা এই রস তার চক্ষে দিলেই সে বাঁইচ্যা[৫] উঠ্‌বে। এই কথা দাসীর কাছে কইয়া[৬] কাজলরেখা ভাল করে নাই। এই কথা কইবা মাত্রই তার বাম চক্ষের পাতা খুব কাঁইপ্যা উঠ্‌ল।

গান—

কাঙ্কণ দাসীরে যখন কইল এই কথা।
তরাসে কাঁপিল কন্যার বাম চক্ষের পাতা॥
আগে চলে কাঙ্কণ দাসী পাছে পাছে চায়।
মনেতে অসুর বুদ্ধি ভাবিয়া জোয়ায়[৭]॥

[১] গাঁওয়ালে = গ্রামে। [২] আইছে = আসিয়াছে।
[৩] হইছিল = হইয়াছিল। [৪] আইয়া = আসিয়া।
[৫] বাঁইচ্যা = বাঁচিয়া। [৬] কইয়া = কহিয়া। [৭] জোয়ায় = স্থির করে।

দুই চক্ষের দুই সুচ দুই হাতে খুলে।
শিরেতে পাতার রস দুই চক্ষে চালে॥

অঙ্গ ঝাড়া দিয়া কুমার উঠিল জাগিয়া।
কাঙ্কণ দাসী কয় "কুমার! আমারে কর বিয়া॥"

এক সত্য করে কুমার চিনিতে না পারে।
"পরাণে বাঁচাইছ কন্যা বিয়া করবাম্ তোরে॥"
দুই সত্য করে কুমার দাসীরে ছুইয়া[১]।
"পরাণ বাঁচাইছ[২] যদি তুমি পরাণ পিয়া[৩]॥
তিন সত্য করে কুমার ধর্ম্ম সাক্ষী করি।
"আজি হইতে হইলা তুমি আমার ঘরের নারী[৪]॥
রাজ্য ধন আছে যত লোক আর লস্কর।
কাননে ফালাইয়া মোরে গেল একেশ্বর॥
কিরূপাতে তোমার কন্যা পরাণ যে পাই।
তোমা বিনা এ সংসারে মোর অন্য নাই॥"

(১৪)

বাপ মায়ের কথা, বংশের কথা না স্নধাইয়াই, একমাত্র প্রাণ-দাতা বলিয়া রাজকুমার তাকে বিয়া কর্‌তে প্রতিজ্ঞা কর্‌ল।

গান—

ঘরে আছিল ঘিরতের বাতি সদাই অগ্নি জ্বলে।
তারে ছুইয়া কুমার পরতিজ্ঞা যে করে॥

ঠিক এমন সময় ছান কইরা ভিজা কাপড়ে কাজলরেখা মন্দিরে প্রবেশ কর্‌ল। চুইকাই[৫] দেখে যে তার স্বামী বাঁইচ্যা উঠ্‌ছে[৬]।

গ্রহণ ছাড়িলে যেমন চান্দের প্রকাশ।
কুমারে দেখিয়া কন্যা পাইল আশ্বাস॥

[১] ছুইয়া = ছুঁইয়া, স্পর্শ করিয়া।
[২] বাঁচাইছ = বাঁচাইয়াছ।
[৩] পিয়া = প্রিয়া।
[৪] ঘরের নারী = এখানে 'গৃহিণী' অর্থজ্ঞাপক।
[৫] চুইকাই = ঢুকিয়াই, প্রবেশ করিয়াই।
[৬] বাঁইচ্যা উঠ্‌ছে = বাঁচিয়া উঠিয়াছে।

কঙ্কণ দাসী

"আগু হইয়া পরিচয় কহে কাঙ্কণ দাসী।
'কঙ্কণে কিন্যাছি ধাই নাম কাঙ্কণ দাসী॥'"

কাজলরেখা, ৩২৭ পৃঃ

প্রভাতের ভানু জিনি স্কুরত সুন্দর।
একে একে দেখে কন্যা সর্ব্ব কলেবর।।

কন্যারে দেখিয়া কুমার লাগে চমৎকার।
এমন নারীর রূপ না দেইখ্যাছে আর।।
পরথম যৌবনে কন্যা হীরা-মতি জ্বলে।
কন্যারে দেখিয়া কুমার কহে মিঠা বুলে।।

"কোথা হইতে আইলা কন্যা কিবা নাম ধর।
কিবা নাম বাপ মার কোন্ দেশে ঘর।।
কিসের লাগিয়া কন্যা ভ্রম বনে বনে।
স্বরূপ উত্তর দেও এই অভাজনে।।
মাও ত নিঠুরা তোমার বাপ ত নিঠুর।
ঘরের বাইর কর্‌য়া তোমায় দিল বনান্তর।।"

আগু[১] হইয়া পরিচয় কহে কাঙ্কণ দাসী।
"কঙ্কণে কিন্যাছি[২] ধাই নাম কাঙ্কণ দাসী।।"

রাণী হইল দাসী আর দাসী হইল রাণী।
কর্ম্মদোষে কাজলরেখা জন্ম-অভাগিনী।।

সন্ন্যাসীর আদেশমত কাজলরেখা স্বামীর নিকট আত্মপরিচয় দিতে পারিল না। স্বামীর সঙ্গে দাসী হইয়াই স্বামীর রাজ্যে চলিয়া গেল।

(১৫)

কাজলরেখা রাজবাড়ীতে দাসীর মত আছে, থাকে, খায়। তাহার কাজ জল আনা, ঘর ঝাট দেওয়া, বাসন মাজা আর রাত্রদিবা নকল রাণীর সেবা করা। এত করিয়াও সে নকল রাণীর মন পাইত না। সদা সর্ব্বদাই তাকে গাইল[৩] খাইতে হইত। পাছে কাজলরেখা কারো কাছে তার আত্মপরিচয় দিয়া ফালায় সেই কারণে নকল রাণী তাহাকে চক্ষের আড় করিত না। সূচ রাজা এই সব খুব নেহালিয়া দেখিতে[৪] লাগ্‌ল। রাজা তার চাল-চলন, কথাবার্ত্তা,

[১] আগু = অগ্রসর। [২] কিন্যাছি = কিনিয়াছি। [৩] গাইল = গালি।
[৪] নেহালিয়া দেখা = খুব মনোযোগ সহকারে দেখা। নেহালিয়া ও দেখা একই অর্থজ্ঞাপক।

আদব-কায়দা,—হগলের[১] উপর তার চান্দের ছটা রূপ দেইখ্যা একেবারে পাগল হইয়া গেল।

গান—

রাজা—"কে তুমি সুন্দর কন্যা কোথায় বাড়ী ঘর।
কিবা নামটী মাতা পিতার কিবা নাম তোর॥
স্বরূপে সুন্দর কন্যা লো পরিচয় দাও মোরে।
বাইর কামুলী[২] দাসীর কাজ না সাজে তোমারে॥
তুমি যে হইবে কন্যা লো কোনো রাজার ঝিয়ারী[৩]।
কর্ম্মের লিখনে তুমি ফির বাড়ী বাড়ী॥
তোমার সুন্দর রূপ লো কন্যা চান্দ লাজ পায়।
ভাড়াইয়োনা কন্যা মোরে লো আমার প্রাণ যায়॥"

কাজলরেখার উত্তর—

"আমি যে কঙ্কণ দাসীরে রাজা শুন দিয়া মন।
তোমার নারী কিন্‌ল দিয়া হাতের কঙ্কণ॥
বনে ছিলাম বনবাসী দুঃখে দিন যায়।
ভাত কাপড় জোটে মোর তোমার কিরপায়॥
মাও নাই বাপও নাই গর্ভসোদর ভাই।
আসমানের মেঘ যেমন ভাসিয়া বেড়াই।"

এইরকমে নিত্যি নিত্যি কাজলরেখাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা আর কোন কূল কিনারা কইরা উঠ্‌তে পার্‌ল না। এদিকে নকল রাণীর স্বভাব-চরিত্র, কথাবার্ত্তা, বেখ্‌নার[৪] চোটে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠ্‌ল। রাজা মনে মনে কাজলরেখাকেই প্রাণের

১ হগলের=সকলের। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে 'সকলের' পরিবর্ত্তে কথ্য ভাষায় 'হগল বা 'হগ্‌গল' বলা হইয়া থাকে।

২ বাইর কামুলী=যে দাসী বাহিরের গৃহস্থালি কাজকর্ম্ম করে।

৩ ঝিয়ারী=কন্যা। "সখার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী"—কাশীরাম দাস।

৪ বেখ্‌না=নিজের গুণপনার ব্যাখ্যা, আত্মপ্রশংসা।

সহিত ভালবাসত। কাজলরেখার রূপে গুণে রাজা এমন মুগ্ধ হইয়া গেল যে তার পরিচয় না পাইয়া রাজা পাগলের মত হইল। এই রাজ্য, রাজধানী তার কাছে বের্থা[১] বোধ হইতে লাগিল। রাজা খায় না, ঘুমায় না, রাজকার্য্যে মন নাই, পিরথিমীটা ফাঁকা ফাঁকা। একদিন রাজা বৃদ্ধ মন্ত্রীকে ডাইক্যা কইল যে, আমি ছয় মাস ছয় পক্ষের জন্য দেশ ভর্‌মনে[২] যাইবাম। এর মধ্যে তুমি যে রকমে পার এই কাঙ্কণ দাসীর পরিচয় লইয়ো। এই কথা কইয়া নকল রাণীর কাছে গেল। গিয়া কইল—"আমি দেশ-ভর্‌মনায় যাইতাছি[৩]; তোমার মনের মতন জিনিস কি আন্‌তে অইব[৪] আমার কাছে কও।" নকল রাণী বেতের ঝাইল[৫], বেতের কুলা, আম্‌লি[৬] কাঠের ঢেঁকী, পিতলের নথ, কাঁশার বেঁক্‌খাড়ুয়া[৭] এই সকলের ফরমাইস্ দিল। রাজা অবাক্যি লাইগ্যা[৮] আসল রাণী কাঙ্কণ দাসীর কাছে গেল। কাঙ্কণ দাসী পরথমে কইল —"আমি কিছু চাই না; তোমার বাড়ীতে আমি খুব সুখে আছি। আমার কোন অভাব অনাটন নাই।" রাজা খুব আগ্‌গ্রয়[৯] দেখাইয়া কইল—"তোমার মনের মতন একটা কিছু জিনিস চাওনই[১০] লাগ্‌ব[১১]।" তখন কাজলরেখা কইল এই কথা—"আমি আর কিছু চাই না; আমার লাইগ্যা[১২] একটি ধর্ম্মমতি শুকপক্ষী কিইন্যা আইন্যো[১৩]।" নকল রাণীর ফরমাইসি দ্রব্য পাইতে রাজার বেগ পাইতে অইল না। বলা বাহাল[১৪], নকল রাণী যে কি ধাত-পর্‌কিতির[১৫] লোক রাজার তা বুঝিতে বাকি রইল না। এদিকে রাজা ধর্ম্মমতি শুকের তল্লাসে হয়রাণ হইয়া গেল; এক রাজার মুল্লুক হইতে আরেক রাজার মুল্লুক, এক সদাগরের দেশ হইতে আরেক সদাগরের দেশ ঘুরিতে ঘুরিতে ছয় মাস যায় আর মাত্র ছয় পক্ষ বাকি আছে। ছয় পক্ষের সে'ও চাইর পক্ষ গিয়া দুই পক্ষ আছে। এমন সময় রাজা কাজল-রেখার বাপের দেশে গিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া বাজারে ঢোল দিল যে--কেউ ধর্ম্মমতি শুক বিক্রয় করিবে কিনা? এইদিকে সাধু ধনেশ্বর ঢোলের ঘোষণা শুইন্যা খুব

[১] বের্থা = বৃথা।
[২] ভর্‌মন, ভরমনা = ভ্রমণের অপভ্রংশ।
[৩] যাইতাছি = যাইতেছি।
[৪] অইব = হইবে।
[৫] ঝাইল = বাক্সবিশেষ, উহা গোল ও চৌকোণ উভয় প্রকারই হয়।
[৬] আম্‌লি = তেঁতুল।
[৭] বেঁক্‌খাড়ুয়া = পায়ের অলঙ্কারবিশেষ।
[৮] অবাক্যি লাইগ্যা = আশ্চর্য্য বাক্‌হীন হইয়া।
[৯] আগ্‌গ্রয় = আগ্রহ।
[১০] চাওনই = চাওয়া।
[১১] লাগ্‌ব = লাগিবে।
[১২] লাইগ্যা = জন্য।
[১৩] কিইন্যা আইন্যো = কিনিয়া আনিও।
[১৪] বলা বাহাল = বলা বাহুল্য।
[১৫] ধাত-পরকিতি = ধাতু-প্রকৃতি।

আশ্চর্য্য লাগ্‌ল[১]। কারণ, তার কন্যা কাজলরেখা ছাড়া ধর্ম্মমতি শুকের সন্ধান আর কেউ জানিত না। রাজা ভাবল যে, সুখে থাউক[২], দুঃখে থাউক—আমার কন্যা কাজলরেখাই এই শুকপক্ষী নিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে। তখন ধনেশ্বর মনের মধ্যে কোন দ্বিভাব না আইন্যা[৩] ধর্ম্মমতি শুক দিয়া সুচ রাজারে বিদায় দিল। রাজাও ধর্ম্মমতি শুক পাইয়া খুব সুখী হইয়াছিল। কারণ, সে কাজলরেখার মন রক্ষা কর্‌ত পার্‌ব বইল্যা[৪]।

(১৬)

রাজা বাড়ীতে যাইয়া—নকল রাণীর ফরমাইসি জিনিস নকল রাণীকে দিল। কাজলরেখার ফরমাইসি জিনিস কাজলরেখাকে দিল কিন্তু কাউকে কিছুই কইল না।

এদিকে মন্ত্রী কি কর্‌ল শুন ;—মন্ত্রী রাজার অবর্ত্তমানে কর্‌ছিল[৫] কি রাজ্যের যত কটিন[৬] বিষয়াশয়ের কথা নকল রাণী এবং কাজলরেখার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর্‌ত। নকল রাণী এই সব কিছু বুঝ্‌ত না, কিন্তু একটা হুকুম জারি কর্‌ত। সে একদিন মন্ত্রীকে এমন কাজের একটা হুকুম দিল যে রাজ্যের তাতে অনেক ক্ষতি হইল এবং[৭] মন্ত্রী কিন্তু তার হুকুম মতই কাজ কর্‌ল। এই সময় রাজ্যে খুব একটা বিপদ পড়্‌ছিল[৮]। মন্ত্রী সেই বিপদের কোনো কূল কিনারা না কর্ত্তে পাইরা[৯] কাজলরেখার কাছে যুক্তি জিজ্ঞাসা কর্‌ল। কাজলরেখা এমন যুক্তি দিল যে তাতে রাজ্যের বিপদ-বালাই কাইট্যা[১০] গেল। এই দুই কারণ লইয়া মন্ত্রী রাজাকে সব বুঝাইয়া দিল। রাজারও বুঝ্‌তে বাকি রইল না। তখন আরও একটা পরীক্ষা করার কথা স্থির অইল। মন্ত্রী কইল,—মহারাজ ! আপনার বন্ধুরে নিমন্তন কইরা বাড়ীত আন্‌গুয়াইন্[১১]। পাক করিবার ভার একদিন রাণীর উপর এবং একদিন

১ আশ্চর্য্য লাগ্‌ল=আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

২ থাউক=থাকুক।

৩ আইন্যা=আনিয়া।

৪ কর্‌ত পার্‌ব বইল্যা=করিতে পারিবে বলিয়া।

৫ কর্‌ছিল=করিয়াছিল।

৬ কটিন=কঠিন।

৭ এবং=এখানে অনাবশ্যক ব্যবহার।

৮ পড় ছিল=পড়িয়াছিল।

৯ কর্ত্তে পাইরা=করিতে পারিয়া।

১০ কাইট্যা=কাটিয়া।

১১ কইরা বাড়ীত আন্‌খুয়াইন্=করিয়া বাড়ীতে আনুন।

দাসীর উপর দেওয়া হইল। নকল রাণী পাক করিল চাইল্‌তার অম্বল, ঢৌউয়ার[১] ঝাল, আলবনে কচুশাক—সে সব খাইয়া রাজা খুব লজ্‌জিত হইল।

পরদিন দাসীর পালা।

ভোরেত উঠিয়া কন্যা ভোরের সিনান করে।
শুদ্ধ শান্তে যায় কন্যা রন্ধনশালার ঘরে॥
উবু[২] কইরা বান্ধ্যা কেশ আইট্যা[৩] বসন পরে।
গাঙ্গের না পানি দিয়া ঘর মাজন করে॥
মশল্লা পিটালি লইল পাটাতে বাটিয়া।
মানকচু লইল কন্যা কাটিয়া কুটিয়া॥
জোরা কইতর রান্ধে আর মাছ নানা জাতি।
পায়েস পরমান্ন রান্ধে সুন্দর যুবতী॥
নানা জাতি পিঠা করে গন্ধে আমোদিত।
চন্দ্রপুলি করে কন্যা চন্দ্রের আকিরত[৪]॥
চই[৫] চপড়ি[৬] পোয়া[৭] সুরস রসাল।
তা' দিয়া সাজাইল কন্যা সুবর্ণের থাল॥
ক্ষীরপুলি করে কন্যা ক্ষীরেতে ভরিয়া।
রসাল করিল তায় চিনির ভাজ দিয়া॥
উত্তম কাঁঠালের পিড়ি ঘরেতে পাতিল।
ছিটা ছড়া[৮] দিয়া কন্যা পরিচ্ছন্ন কইল॥
সোনার থালে বাড়ে কন্যা চিক্কণ সাইলের ভাত।
ঘরে ছিল পাতি নেবু কাইট্যা দিল তাত্॥
সোনার বাটীতে রাখে দধি দুগ্ধ ক্ষীর।
ঘরে মজা সবরি কলা[৯] কইরা দিল চির॥

১ ঢৌউয়া=এক প্রকার ফল; পক্কাবস্থায় অম্লাস্বাদবিশিষ্ট হয়।
২ 'উবু' করিয়া চুল বান্ধা। উবু=পিছন দিকে খোপার আকারে উঁচু করিয়া।
৩ আইট্যা=শক্ত করিয়া।
৪ আকিরত=আকৃতি।
৫ চই=একরূপ শাক।
৬ চপড়ি=চিতে পিঠা।
৭ পোয়া=মালপুয়া।
৮ ছিটা ছড়া=জলের ছিটা।
৯ ঘরে মজা সবরি কলা=গৃহে রাখিয়া পরিপক্ক করা চাটিম কলা।

সোনার ঝাড়ি ভইরা রাখে আচমনের পানি।
তাম্বূলে সাজায় কন্যা সোনার বাটাখানি ।।
কেওয়া খয়ার দিল কন্যা গন্ধের লাগিয়া।
রন্ধনশালা ঘরে রইল রান্ধিয়া বাড়িয়া ।।

* * * *

আর একদিন পরীক্ষা আরম্ভ হইল। লক্ষ্মীকুজাগরের রাত্র, মন্ত্রীর কথামত রাজা রাণী ও দাসীকে আল্‌পনা আঁক্‌তে কইল। সাবধান কইরা কইল যে আমার বন্ধু আজ আসব[১] ; আলেপনা যে যত সুন্দর কইরা পার আঁইক্য[২]। নকল রাণী আঁকিল—কাউয়ার ঠেং[৩], বগার পারা[৪], হরুর টাইল্[৫], ধানের ছড়া।

কাঞ্চলরেখা আঁকিল—

উত্তম সাইলের চাউল জলেতে ভিজাইয়া।
ধুইয়া[৬] মুছিয়া কন্যা লইল বাটিয়া ।।
পিটালি করিয়া কন্যা পর্‌থমে আঁকিল।
বাপ আর মায়ের চরণ মনে গাঁথা ছিল ।।
জোরা টাইল আঁকে কন্যা আর ধানছড়া।
মাঝে মাঝে আঁকে কন্যা গিরলক্ষ্মীর পারা[৭] ।।
শিব-দুর্গা আঁকে কন্যা কৈলাস ভবন।
পদ্মপত্রে আঁকে কন্যা লক্ষ্মী-নারায়ণ ।।
হংসরথে আঁকে কন্যা জয়া-বিষহরী।
ডরাই ডাকুনী[৮] আঁকে কন্যা সিদ্ধ বিদ্যাধরী ।।

১ আসব=আসিবে। ২ আঁইক্য=আঁকিয়ো।

৩ কাউয়ার ঠেং=কাকের ঠ্যাং (পূর্ববঙ্গে স্থানভেদে 'কাক'কে কাউয়া, কাইয়া, বাওয়া বলা হয়)।

৪ বগার পারা=বকের পায়ের দাগ (অত্যন্ত বিশ্রী বলিয়া উহার সহিত তুলনা করা হইয়াছে)।

৫ হরুর টাইল্=হরু [সরু=সরিষা (টাইল) রাখিবার পাত্রবিশেষ]।

৬ ধুইয়া=ধৌত করিয়া, ।

৭ গিরলক্ষ্মীর পারা=গির (গৃহ); পারা (পদচিহ্ন)=গৃহলক্ষ্মীর পদচিহ্ন।

৮ ডরাই ডাকুনী=এক প্রকারের প্রেতিনীবিশেষ।

বন দেবী আঁকে কন্যা সেওরার[১] বনে।
রক্ষাকালী আঁকে কন্যা রাখিতে ভুবনে॥
কার্ত্তিক গণেশ আঁকে কন্যা সহিত বাহনে।
রাম সীতা আঁকে কন্যা সহিত লক্ষ্মণে॥
গঙ্গা গোদাবরী আঁকে হিমালয় পর্ব্বত।
ইন্দ্র যম আঁকে কন্যা পুষ্পকের রথ॥
সমুদ্র সাগর আঁকে চান্দ আর সুরুযে।
ভাঙ্গা মন্দির আঁকে কন্যা জঙ্গলার মাঝে॥
শেজেতে শুইয়া আছে মরা সে কুমার।
কেবল নাই সে আঁকে কন্যা ছবি আপনার॥
সূইচ রাজার ছবি আঁকে পাত্রমিত্র লইয়া।
নিজেরে না আঁকে কন্যা রাখে ভাড়াইয়া॥
আলিপনা আঁইক্যা কন্যা জ্বালে ঘিরতের বাতি।
ভূমিতে লুটাইয়া কন্যা করিল পনুতি[২]॥

(১৭)

সকল রাণীর আলেপনা দেখিয়া রাজা, বন্ধু এবং পাত্রমিত্রসহ কাজলরেখার আলেপনা দেখিতে উপস্থিত হইল।

তখন কাজলরেখার আলেপনা দেইখ্যা পাত্রমিত্র সকল এবং রাজাও নিজে ঠিক করল যে এ নিশ্চয়ই কোন ভদ্রবংশের কন্যা। এই রকম কইয়া নানান্ রকম পরীক্ষা চল্‌তে লাগ্‌ল। এদিকে কন্যা শুকপক্ষীর কাছে কাইন্দ্যা বাপ-ভাইয়ের কথা এবং তার দুঃখ কবে খণ্ডিব[৩] সেই সব কথা জিজ্ঞাসা করে।

গান—

"কও কও শুকপংখীরে পূর্ব্বের বিবরণ।
ঘরে মোর বাপ-মাও আছে বা কেমন॥
দশ বচ্ছর গোঁয়াইলাম পাইয়া নানান দুঃখ।
একদিন না দেখিলাম মা-বাপের মুখ॥

[১] সেওরা = সেওরা গাছে দেবতারা থাকেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস।
[২] পনুতি = প্রণতি।
[৩] খণ্ডিব = খণ্ডিবে, দূর হইবে।

প্রাণের দোসর ছিল মোর ছোট ভাই।
নিশার স্বপনে তার মুখ দেখ্‌তে পাই॥
কপালে আছিল দুঃখু বাপে দিল বনে।
মিরৃত[1] কুমারের দেখা পাইলাম বনে॥
সাত দিন সাত রাইত বাইছ্যা[2] তুল্‌লাম শাল।
এই দুঃখ কপালে ছিল হইব এমন হাল[3]॥
হাতের কঙ্কণ দিয়া কিনিলাম দাসী।
সে হইল রাণী আর আমি বনবাসী॥
সত্যযুগের পক্ষী তুমি কও সত্যবাণী।
কোন্ দিন পোয়াইব মোর দুঃখের রজনী॥"

পক্ষীর উত্তর। গান—

"কাইন্দ না কাইন্দ না কন্যারে না কান্দিয়ো আর।
নিশি রাইতে কইবাম কন্যা তোমার সমাচার॥"

নিশি রাইতে পুনঃ কন্যা শুকে ডাইক্যা কয়।
"জাগ জাগ শুকপংখী রাত্রি যে ভোর হয়॥
বাপের বাড়ী দাসদাসী লেখাজুখা নাই।
কর্ম্মদোষে দাসী হইয়া জীবন কাটাই॥
বাপের বাড়ীত খাট পালঙ্ক আছে শীতল পাটি।
কর্ম্মদোষে আমার পংখী শয়ান ভূঁই মাটি॥
বাপেতে কিনিয়া দিত অগ্নিপাটের শাড়ী।
সেই অঙ্গে পইরা থাকি জোলার পাছাড়ী[4]॥
হাতের কঙ্কণ দিয়া কিনিলাম দাসী।
সে হইল রাণী আর আমি বনবাসী।
সত্যযুগের পক্ষী তুমি কও সত্যবাণী।
কোন্ দিন পোয়াইব মোর দুঃখের রজনী॥"

* * *

[1] মিরৃত=মৃত। [2] বাইছ্যা=বাছিয়া। [3] হাল=অবস্থা।
[4] জোলার পাছাড়ী=জোলাদের তৈয়ারী মোটা সুতার তৈরী বস্ত্রবিশেষ।

"কাইন্দ না, কাইন্দ না কন্যা, না কান্দিয়ো তুমি।
বাপের বাড়ীর কুশল তোমায় কইবাম আমি।।
তোমারে যে বনে দিয়া বাপ সদাগরে।
দশ বচ্ছর ধইরা বাণিজ্য না করে।।
তোমার কারণে বাপ-মাও হইল পুত্রীশোকী[১]।
দশ বচ্ছর কাইন্দা কাইন্দা অন্ধ করছে আঁখি।।
নাগরিয়া লোকে কান্দে তোমারে হারাইয়া।
দাসদাসী জনে কান্দে তোমারে বিচরাইয়া[২]।।
হাতী ঘোড়ায় কাইন্দা মরে নাহি খায় ঘাস।
যে দিন হইতে বাপে তোমায় দিছে বনবাস।।
চন্দ্রসূর্য্য মইলান[৩] কন্যা রাত্রদিবা কালে।
তোমার লাইগ্যা বনের পক্ষী কান্দে বইয়া ডালে।।
জ্বালিলে না জ্বলে বাতি পুরী অন্ধকার।
এইখানে কহিলাম কথা দেশের সমাচার।।
দশ বচ্ছর গেছে কন্যা দুই বচ্ছর আছে।
দুই বচ্ছর গেলে কন্যা সুখ পাইবা পাছে।।"

(১৮)

এই রকমে প্রায় পর্ত্তেক[৪] নিশি রাইতে কন্যা সুখ-দুঃখের কথা পক্ষীর কাছে কয়; কবে তার মুক্তি হইব—এই সব জিজ্ঞাসা করে। পক্ষীও তারে সান্ত্বনা দিয়া ভাড়াইয়া রাখে—এই রকমে আরও কএক দিন যায়। এর মধ্যে আর এক ঘটনা কি ঘট্‌ল, শুন। রাজার বন্ধু যে আছিল, সে ভাবল, এ নিশ্চয়ই রাজকন্যা—কাজলরেখার রূপ দেইখ্যা সে এতই মোহিত হইয়া গেছিল যে, তার আর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছিল না। সে কেমন কইরা যে কাজলরেখারে এইখান থাক্যা সরাইয়া নিয়া বিয়া কর্‌ব, সেই চিন্তা কর্ত্তে লাগল। সে তখন কর্‌ল কি নকলরাণী যে কাঙ্কণদাসী, তার লগে[৫] গিয়া যোগ দিল। রাজা কাজলরেখার

১ পুত্রীশোকী = কন্যার বিচ্ছেদ-জনিত দুঃখ অনুভবকারী।
২ বিচরাইয়া = অন্বেষণ করিয়া।
৩ মইলান = ম্লান।
৪ পর্ত্তেক = প্রত্যেক।
৫ লগে = সঙ্গে।

রূপগুণে এমন মুগ্ধ হইয়া গেছিল যে সে আর তার ঘর ছাইড়া রাজদরবারে কিম্বা নকলরাণীর ঘরে একবারও যাইত না। নকলরাণীও খুব মুস্কিলে পর্‌ছিল। আর এই আপদ্ যাতে দূর হইয়া যায় তার চেষ্টা কর্‌তেছিল। রাজার বন্ধু আর নকলরাণী দুই জনে মিল্যা সল্লা[১] কর্‌তে লাগ্‌ল—উদ্দিশ্য যে রাজার মনের মধ্যে কাজলরেখার চাইল[২] চরিত্রের উপর একটা অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পার্‌লেই রাজা তারে নির্ব্বাস দিব[৩]। কাজলরেখা রাত্রে তার শয়নঘরে একলা থাক্‌ত। তার সঙ্গের সঙ্গী ছিল একমাত্র সেই ধর্ম্মমতি শুক। নকলরাণী রাজার বন্ধুর পরামর্শ লইয়া কেউ না জানে এমন ভাবে, কাজলরেখার ঘরের দুয়ারের মধ্যে সিন্দূর দিয়া লেইপ্যা রাখল। আর রাজার বন্ধু সেই সিন্দূরের উপর, আসা-যাওয়ার, পায়ের চারিটা দাগ রাখিয়া আসিল। দেখলে মনে হয় কোন পুরুষ এই ঘরে একবার গিয়া বাইর অইয়া আইছে[৪]। এই কথা নকলরাণী রাজারে বিশেষ করিয়া বুঝাইল। তখন রাজা খুব রাগ হইয়া কাজলরেখার কাছে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ল। তখন কাজলরেখা কাইন্দা কইল—

"একলা করি নিশি রাইতে ঘরেতে শয়ন।
কোন্ জন হইল মোর এমন দুষমন॥
সাক্ষী হইয়ো দেব ধরম তোমরা সকলে।
সাক্ষী হইয়ো চন্দ্রতারা দেখছ[৫] নিশাকালে॥
শুকপক্ষী সাক্ষী মোর আর ঘরের বাতি।
আর কারে মানিব সাক্ষী সাক্ষী কাইলের[৬] রাতি॥
ঘরে থাকে শুকপংখী সাক্ষী মানি তারে।
সেইত বলুক ধর্ম্মসভার গোচরে॥"

তখন সোনার পিঞ্জরে কইরা ধর্ম্মমতি শুকেরে সভার মধ্যে আন্‌ল।

"কও কও শুকপংখী ধর্ম্ম সাক্ষী করি।
বাইল রাইতে ছিল কিনা কন্যা একেশ্বরী॥
দোষী কি নির্দ্দোষী কন্যা কও সত্যবাণী।
ধর্ম্মসভার মধ্যে পক্ষী সাক্ষী হইলা তুমি॥"

[১] সল্লা = কুপরামর্শ।
[২] চাইল = চাল (ব্যবহার)।
[৩] দিব = দিবে।
[৪] অইয়া আইছে = হইয়া আসিয়াছে
[৫] দেখছ = দেখিয়াছ।
[৬] কাইলের = কল্যকার।

পক্ষীর উত্তর—

"কইব কি না কইব রাজা শুন দিয়া মন।
কাইল রাতের যত কথা নাহিক স্মরণ॥
কপালে কইরাছে দোষ পড়িয়াছে দোষে।
কলঙ্কী বলিয়া কন্যায় দেও বনবাসে॥"

তখন রাজায় তার বন্ধুরে কইল এই কথা যে—এই কন্যারে নিয়া সমুদ্রে একটা দ্বীপ-চরের মধ্যে নির্ব্বাস দিয়া আইস।

গান—

বিদায় মাগে রাজার কাছে কন্যা কাঙ্কণদাসী।
"আইজ হইতে রাজ্য ছাইড়া হইলাম বনবাসী॥
কইরাছি নানান্ দোষ চিত্তে ক্ষমা দিও।
দাসী বলিয়া মোরে মনেতে রাখিয়ো॥
রাখ কি না রাখ মনে তাতে ক্ষতি নাই।
মরণকালে একবার যেন তোমায় দেখতে পাই॥"

নকলরাণীর আগে কন্যা মাগিল বিদায়।
চোখের জলে কাজলরেখা পথ নাহি পায়॥
"কইরাছি নানান দোষ চিত্তে ক্ষমা দিয়ো।
দাসী বলিয়া মোরে মনেতে রাখিয়ো॥"

বিদায় মাগিল কন্যা শুকপংখীর কাছে।
চক্ষের জলেতে কন্যার বসুমতী ভাসে॥
চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী কইরা উঠিল ডিঙ্গায়।
পুরবাসী যত লোক করে হায় হায়॥

(১৯)

খুব বড় এক সমুদ্র। তার কোন দিকে কূল-কিনারা নাই। তার মধ্যে গিয়া ডিঙ্গা পড়ল। তখন রাজার বন্ধু কন্যারে কইতে লাগল—

গান—

"কাঞ্চনপুরে আমার বাড়ীলো কন্যা নাম সোনাধর।
বড় বাপের বেটা আমি কন্যালো বাপ কোটীশ্বর॥

হাতী ঘোড়া আছে কত লেখাজুখা নাই।
বাথানেতে[১] চড়ে তার নব লক্ষ গাই ॥
ধনদৌলতের তার নাহি কোন সীমা।
ডিঙ্গা বান্ধাইছে বাপে দিয়া যত সোনা ॥
জলটুঙ্গী ঘর আছে আমার বাপের বাড়ী।
খাট পালঙ্ক আছে কত চান্দুয়া[২] মশারী ॥
আবিয়াত আছি আমি না কইরাছি বিয়া।
শুন্যি ঘর পুন্নু[৩] কর কইরা মোরে দয়া ॥
বাড়ীর যত দাসদাসী সেবিব তোমারে।
এই পন্থে লইয়া যাই চল মোর ঘরে ॥"

*　　*　　*　　*

"তুমি ত রাজার বন্ধু আমি রাজার দাসী।
কর্ম্মেতে কইরাছে মোরে এই বনবাসী ॥
বনবাসে দিতে মোরে রাজা দিছে কইয়া।
রাজার পুত্র হইয়া কেন দাসী করবা বিয়া ॥"

"দাসী যে আছিলা কন্যা রাণী করবাম তোরে।
একবার চল কন্যা আমার মন্দিরে ॥
সুবর্ণ মন্দিরে আছে সোনার খাট পালঙ্ক।
আমার বাপের পুরী দেখিবা কেমন ॥"

কন্যা কয় "শুন রাজা আমার কাহিনী।
বাপে বনবাস দিল জাইন্যা[৪] কলঙ্কিনী ॥
রাজার বাড়ীর দাসী ছিলাম কলঙ্কী হইয়া।
ঘরের বাহির হইলাম আমি কলঙ্ক লইয়া ॥
ডুবাইয়া দেও মোরে এই না সাগরজলে।
মাইন্‌সেরে[৫] না দেখাইবাম মুখ কোন কালে ॥"

[১] বাথান = গোচারণ-ভূমি।
[২] চান্দুয়া = চাঁদোয়া।
[৩] পুন্নু = পূর্ণ।
[৪] জাইন্যা = জানিয়া।
[৫] মাইন্‌সেরে = মানুষকে।

রাজার ছেলে কন্যার কথা মানল না। না মাইন্যা[১] কন্যাকে লইয়া তার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল। তখন কন্যা কান্‌তে কান্‌তে কইল—

"কোথায় রইল মাও বাপ এমন বিপদকালে।
কেহ না বুঝিবে দুঃখ কান্দিয়া মরিলে॥
সোয়ামী যে বনে দিল জাইন্যা কলঙ্কিনী।
জন্ম হইতে কর্ম্মদোষে আমি অভাগিনী॥
মরার উপরে দুষ্টু এবে তুল্‌ছে খাড়া।
সতী নারী হই যদি সমুদ্রে দেউক চড়া[২]॥

অম্‌নি সমুদ্রে চড়া পড়িয়া ডিঙ্গা আটকাইয়া গেল। তখন মাঝি-মাল্লা কইল যে এ ডাকুনী[৩] কন্যা, এর দোষেই এমন অইছে[৪]। এরে এইখানে রাইখ্যা যাই। তখন রাজপুত্তুর উপায়ান্তর না দেইখ্যা কন্যারে ডিঙ্গা থাইক্যা[৫] লামাইয়া[৬] দিল, অমনি ডিঙ্গা আবার জলে ভাস্‌ল। তখন অগত্যা রাজার বন্ধু কন্যাকে এইখানে রাইখ্যাই[৭] নিজের দেশে যাইতে বাধ্য হইল।

গান—

কাজলরেখা কন্যার কথা এইখানে থইয়া।
রত্নেশ্বর সাধুর কথা শুন মন দিয়া॥

এর কিছুদিন পরেই ধনেশ্বর সাধু মইরা[৮] যায়। সাধু রত্নেশ্বর তখন বাপের বাণিজ্য-তরণী লইয়া বিদেশে বাণিজ্য করিতে বাইর অইল। নানান দেশে বাণিজ্য কইর‍্যা সাধু রত্নেশ্বর যখন বাড়ীত পৌছিব[৯] তখন ঝড়তুফানের মুখে পইড়া সেই চড়ায় ডিঙ্গা লাগাইতে বাধ্য হইল—যেখানে কাজলরেখা কন্যা আইজ ছয়মাস খাগরার রস চিবাইয়া[১০] খাইয়া কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইতেছিল। রাত্রকাল গেলে পর পরভাত বেলায় সাধু রত্নেশ্বর দেখ্‌ল যে সেই চড়ার মধ্যে এক পরমা সুন্দরী কন্যা। এ যে তার নিজের বইন্, তা চিন্তে পার্‌ল না। এই দিকে কাজলরেখা মাত্র চার বৎসরের ভাইকে ঘরে রাখিয়া বনবাসিনী হইয়াছিল, সুতরাং সেও তার আপন ভাইকে চিনিতে পারিল না। অনেক বলিয়া কহিয়া কাজলরেখাকে

১ মাইন্যা = মানিয়া।
২ দেউক চড়া = চর জাগিয়া উঠুক।
৩ ডাকুনী = 'ডাকিনী'র অপভ্রংশ।
৪ অইছে = হইয়াছে।
৫ থাইক্যা = থেকে, হইতে।
৬ লামাইয়া = নামাইয়া।
৭ রাইখ্যাই = রাখিয়াই।
৮ মইরা = মরিয়া।
৯ বাড়ীত পৌছিব = বাড়ীতে পৌছিবে।
১০ রস চিবাইয়া = রস খাইয়া।

তার ডিঙ্গায় তুলিয়া আপন দেশে চলিয়া গেল। বাড়ীঘর দেখিয়াই কাজলরেখা সমস্ত চিনুল, কিন্তু কাহাকেও কিছু না বলিয়া কাজলরেখা মনে মনে কান্দিতে লাগিল।

গান—

"আছে আছে হাতীরে ঘোড়া যে যাহার রে ঠাঁই।
অভাগিনী কাজলরেখার রে মাও বাপ নাই॥
বড় বড় দালানকোঠা যে রইয়াছে পড়িয়া।
জন্মের মত মাও বাপ গিয়াছে ছাড়িয়া॥
এই ঘরে মায়ের কোলে পালঙ্কে শয়ন।
ঘুমাইয়া দেখ্যাছি কত নিশার স্বপন॥
এই ঘরে থাকিয়া মায় দিছে ক্ষীরননী।
সেই মায় হারাইছি আমি জন্ম-অভাগিনী॥
হায় বাপ ধনেশ্বর রইছ কোথাকারে।
তোমার কন্যা ঘরে আইছে বার বচ্ছর পরে॥
মাও নাই বাপ নাই নাই শুকপক্ষী।
বড় বাড়ীর বড় ঘরে রইয়াছি একাকী॥"

এক দুই তিন করি মাসেক গুয়ায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যার দুঃখে দিন যায়॥
ধাই দাসী আস্যা সবে কন্যারে জিজ্ঞাসে।
একদিন রত্নেশ্বর সাধু আইল কন্যার পাশে॥

"বিধুমুখী কন্যালো (কন্যা আলো) ছিলা ক্ষীরসমুদ্রের চড়ে।
ভাটি বাগ[১] বাইয়া আমি উদ্ধার করলাম তোরে॥
হাঙ্গর-কুম্ভীরে তোরে করিত ভক্ষণ।
বাড়ীতে আনিলাম কন্যা করিয়া যতন॥
না করুছি না করুছ বিয়া যৌবনকাল যায়।
অনুমতি পাইলে বিয়া করিবাম তোমায়॥

[১] বাগ=বাঁক, নদীর বাঁক।

মাও নাই বাপ নাই ঘর মোর খালি।
তুমি মুখ দিলে[১] কন্যা বিয়া করি কালি॥
আত্ম[২] জ্ঞাতি, বন্ধু, পুরোহিত জনে।
নিমন্ত্রণ করি কন্যা আইন্যাছি ভবনে॥
গাওইন্যা,[৩] বাজুইন্যা,[৪] যত সবে উপস্থিত।
বিয়া কইরা সুন্দর কন্যালো কর নিজ হিত॥
ধাই, দাসী আছে যত তোমার শতেক কিঙ্করী।
যতনে থাকিবা তুমি পালঙ্ক উপরি॥
বাটাভরা পান-গুয়া[৫] তুইল্যা দিব হাতে।
চিকন সাইলের ভাত খাইবা সোনার পাতে[৬]॥"

* * * *

"বিয়া যে করিবা কুমার এক সত্য আছে।
সত্য পূর্ণ হইলে বিয়া বইবাম্[৭] তোমার কাছে॥
কোন্ ঘরে জন্ম মোর কেবা বাপ মাও।
পরিচয় না জাইন্যা[৮] মোরে বিয়া কর্‌তা চাও॥
হাড়ী কি ডোমের কন্যা নাহিক ঠিকানা।
না জানিয়া বিয়া কর্‌তে[৯] শাস্ত্রে আছে মানা॥"

"চান্দের সমান কন্যা চন্দ্রমুখখানি।
না হইবা হাড়ী-ডোম মনে মনে মানি॥
কেবা তোর বাপ মাও কোন দেশে ঘর।
কি কারণে ভাইস্যা[১০] ছিলে জলের উপর॥
পরিচয় কথা কও না ভাড়াইয়ো মোরে।
পর্‌তিজ্ঞা কইরাছি আমি বিয়া কর্‌বাম তোরে॥"

* * * *

[১] মুখ দিলে = কথা দিলে।
[২] আত্ম = আত্মীয়।
[৩] গাওইন্যা = গায়ক।
[৪] বাজুইন্যা = বাদক।
[৫] গুয়া = (গুবাক হইতে) সুপারি।
[৬] পাতে = পাত্রে।
[৭] বিয়া বইবাম্ = বিবাহ বসিব।
[৮] জাইন্যা = জানিয়া।
[৯] কর্‌তে = কর্ত্তে।
[১০] ভাইস্যা = ভাসিয়া।

"আমারও যে পরিচয় রে কুমার আমি কইতে নারি।
দশ বচ্ছর কালে বাপে করল বনচারী ॥
শুকপক্ষী আছে এক সূইচ রাজার পুরে।
পরিচয়-কথা সেই কহিবে তোমারে ॥
আমার বিয়ার ঘটক সেই পক্ষিরাজ।"

(২০)

তখন সদাগর শুকপক্ষীকে আনিবার জন্য সূইচ রাজার পুরে লোক পাঠাইল। ডিঙ্গা-ভরা ধন-রত্ন লইয়া সাধু রত্নেশ্বরের লোক-লস্কর সূইচ রাজার দেশে রওনা হইল।

এদিকে অইল কি—কাজলরেখাকে নির্ব্বাস দিয়া সূইচ রাজা একেবারে পাগল অইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা কইরা তার খোঁজে বাইর অইছে[১]। সূইচ রাজা এক রাজার দেশ হইতে আরেক রাজার দেশ, এক সমুদ্রের পার হইতে আর এক সমুদ্রের পার ঘুইরা ঘুইরা বেড়াইতেছে। এই সময় রত্নেশ্বরের লোক ডিঙ্গাভরা ধন লইয়া সূইচ রাজার দেশে গিয়া উপস্থিত হইল। ধনের লোভে কাঙ্কণদাসী শুকপক্ষীটিকে বিক্রয় কইরা[২] ফাল্‌ল। তখন শুকপক্ষী লইয়া তারা রত্নেশ্বরের রাজ্যে ফিইরা আইল[৩]। তখন ঢোল-ডঙ্কা দিয়া রত্নেশ্বর-সাধু ঘোষণা করল যে, সে সমুদ্র থাইক্যা যে এক জল-পরী ধইরা আনুছে[৪] তারে আইজ বিয়া কর্‌ব[৫]। সকলে আশ্চর্য্য অইয়া গেল। খুব বেশী আশ্চর্য্যের কথা এই যে, একটা বনেলা শুকপক্ষী তার (কন্যার) জন্মবৃত্তান্ত ব্যক্ত করব। এই কথা শুইন্যা যত দেশের যত রাজা, ধনী সদাগর সব আইস্যা[৬] সভাস্থলে একত্র অইল। কতক্ষণ পরে এক সোনার পিঞ্জরের মধ্যে কইরা একটা শুকপক্ষীরে আইন্যা উপস্থিত করা হইল।

বল্‌তে ভুইল্যা[৭] গেছ্‌লাম যে কাজলরেখার স্বামী সূইচ রাজা, সেও এই সভায় উপস্থিত ছিল।

১ অইছে=হইয়াছে। ২ কইরা=করিয়া।
৩ ফিইরা আইল=ফিরিয়া আসিল। ৪ ধইরা আনুছে=ধরিয়া আনিয়াছে।
৫ কর্‌ব=করিবে। ৬ আইস্যা=আসিয়া। ৭ ভুইল্যা=ভুলিয়া।

তখন ধর্ম্মমতি শুক পিঞ্জরের উপরে বসিয়া কাজলরেখার পিতৃকুলের পরিচয় দিতে আরম্ভ কর্‌ল।

গান—

"ধর্ম্মমতি শুক আমি করি নিবেদন।
মন দিয়া পূর্ব্বকথা শুন সভাজন॥
ভাটিয়াল মুল্লুকে আছিল এক সদাগর।
কুঠীয়াল আছিল সাধু নাম ধনেশ্বর॥
এক কন্যা এক পুত্র ছিল সাধুর ঘরে।
ধনীয়াদ হইল সাধু মা লক্ষ্মীর বরে॥
দশ না বচছরের কন্যা কাজলরেখা নাম।
দেখিতে সুন্দর কন্যা অতি অনুপাম॥
হীরা-মতি জলে কন্যা যখন নাকি হাসে।
সুজাতি বর্ষার জলেরে যেমন পদ্মফুল ভাসে॥
চাইর না বচছরের পুত্র নাম রত্নেশ্বর।
রত্ন না জিনিয়া তার চিক্কণ কলেবর॥
কন্যার অদৃষ্টে ছিল দুরক্ষর বাণী[১]।
কপালের ফেরে কন্যা হইল অভাগিনী॥
আমারে জিজ্ঞাসা করে সাধু সদাগর।
কোন্ দেশে পাইবাম কন্যার যোগ্য বর॥
ধর্ম্মমতি শুক আমি ধর্ম্মে মোর মন।
গণিয়া দেখিলাম তার ভাগ্য-বিড়ম্বন॥

"মরা পতির সনে তার বিবাহ হইবে।
দুঃখে দুঃখে এই কন্যার বার বচছর যাইবে॥
এই কন্যা যদি সাধুর সংসারেতে থাকে।
কন্যা লইয়া সাধু পুন পড়িবে বিপাকে॥
এই কন্যা লইয়া তুমি রাখ বনান্তরে।
দুঃখ যে খণ্ডিবে কন্যার বার বচছর পরে॥

[১] দুরক্ষর বাণী=মন্দ লিখন; দুর্ভাগ্য। খারাপ কথা।

"মোর বাক্যে ধনেশ্বর কন্যারে লইল।
আমারে লইয়া সাধু ডিঙ্গায় চড়িল॥
কতদূরে মউয়া[১] বন সমুদ্রের পাড়।
কূল কিনারা কিছু না ছিল তাহার॥
তিন দিন সেই কন্যা কিছু নাহি খায়।
উপাসে তিয়াষে[২] কন্যার প্রাণ যায় যায়॥
জল আনতে সদাগর কন্যারে থইয়া।
ভাঙ্গা মন্দিরের দ্বারে কন্যা রহিল বসিয়া॥

"বাপ যদি গেল কন্যা চারি দিকে চায়।
কপাট খুলিয়া কন্যা মন্দিরে সামায়[৩]॥
জল লইয়া আইসা[৪] সাধু কন্যারে ডাকিল।
ভাঙ্গা মন্দিরে কন্যা বন্দী হইয়া রইল॥
বজ্রের কপাট তার বজ্রের খিল দিয়া।
এইখানে আইল সাধু কন্যারে থইয়া॥

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই শুকপক্ষী তিনতালা দালানের ছাদে গিয়া বসিল এবং আবার কহিতে লাগিল :—

মাণিকরে—

"কাজলরেখা কন্যার কথারে (ভালা[৫]) এইখানে থইয়া।
সূইচ রাজার জন্মকথা শুন মন দিয়া॥

চম্পা না নগরে ঘর নামে সাধু হীরাধর
সেও রাজার পুত্র কন্যা নাই।
আটকুর[৬] বলিয়া খ্যাতি বংশে তার দিতে বাতি
সংসারেতে তার লক্ষ্য নাই॥

[১] মউয়া = মহুয়া (মধুক হইতে)।
[২] উপাসে তিয়াষে = উপবাস ও তৃষ্ণায়।
[৩] সামায় = প্রবেশ করে।
[৪] আইসা = আসিয়া।
[৫] ভালা = ভাল।
[৬] আটকুর = সন্তানহীন।

মাণিকরে—

নানা দেবে করি পূজা পুত্র না পাইল রাজা
হেন কালে দৈবের ঘটন।
নির্ব্বন্ধের কথা শুন সভাপতি দিয়া মন
সূইচ রাজার জন্ম বিবরণ।।

মাণিকরে—

তার কিছু দিন পরে আটকুর রাজার ঘরে
সন্ন্যাসী গোসাই[১] এক কয়।
রূপে গুণে চমৎকার এক পুত্র হইব তার
বিধি তোমায় হইয়াছে সদয়।।

"অকাল আমিত্তি[২] ফল তুইল্যা দিল হাতে।
ফল পাইয়া হীরাধর তুইলা লইল মাথে।।
সেই আমিত্তির ফল দিল নিয়া রাণীরে।
মরা পুত্র হইল এক দশমাস পরে।।
সন্ন্যাসীর কথায় রাজা কি কাম করিল।
সর্ব্ব অঙ্গে মরা শিশুর কাঁটা বিন্ধাইল।।
সূইচ রাজা নাম হইল তেই সে কারণে।
সন্ন্যাসী কহিল পুত্র রাখ্যা আইস বনে।।

* * * *

* * * *

"নিরালা জঙ্গলে এক মন্দির গাঁথিয়া।
তার মধ্যে রাখে শিশু যতন করিয়া।।
গর্ভেতে মরিয়া শিশু দেবতার বরে।
চন্দ্রসম সেই শিশু দিনে দিনে বাড়ে।।
বাড়িতে বাড়িতে তার যৌবনকাল আইল।
দেবের নির্ব্বন্ধে কন্যা সেইখানে গেল।।

[১] গোসাই = গোস্বামী।

[২] আমিত্তি = অমৃতের অপভ্রংশ; এখানে 'আম' বুঝাইতেছে।

44—1918 B.T.

বাপে দিছিল[১] বনবাসে কর্ম্মদোষ পাইয়া।
মরা পতির সঙ্গে সেই কন্যার হইব বিয়া॥
(হায়রে হায়)
"কান্দিতে কান্দিতে কন্যা শিলা যায় গলে।
মরা স্বামী ধোয়ায় কন্যা আক্ষির[২] জলে॥
সাত দিন সাত রাইত শিওরে বসিয়া।
অঙ্গের শাল তুলে কন্যা বাছিয়া বাছিয়া॥
না খাইয়া না শুইয়া কন্যার সাত দিন গেল।
চক্ষের শাল রাইখা কন্যা মন্দিরের বাহির হইল॥

"ঔষধ রাখিয়া কন্যা ছান কর্‌ত যায়।
নগরিয়া লোক এক দাসী বেচ্‌তে[৩] চায়॥
হাতের কঙ্কণ দিয়া কন্যা লইল দাসী।
সেই দাসী রাণী হইল কন্যা বনবাসী॥"

একে একে কইল পক্ষী যত ইতিকথা।
কাঙ্কণদাসী তারে দিছিল যত ব্যথা॥
সূইচ রাজার বন্ধুর কথা সকল কহিল।
কি কারণে সূইচ রাজার মতিভ্রম হইল॥
কি কারণে কন্যারে সে দিল বনবাসে।
দুঃখের কথা কইতে পক্ষী চক্ষের জলে ভাসে॥

"পাপিষ্ঠি রাজার বন্ধু একাকিনী পাইয়া।
বলে ধরি কন্যারে কর্‌তে চাইল বিয়া॥
সতী কন্যার কান্দনে সমুদ্রে দিল চড়া।"
এই কথা কহিয়া পক্ষী শূন্যে দিল উড়া॥

উড়িতে উড়িতে পক্ষী সভার আগে কয়।
"আজি হইতে কন্যার বার বছর গত হয়॥

১ দিছিল=দিয়াছিল।
২ আক্ষি=(আঁখি) অক্ষির অপভ্রংশ।
৩ বেচ্‌তে=বেচিতে।

ভাই হইয়া রত্নেশ্বর বিয়া করতে চায়।"
এই কথা কইয়া পক্ষী শূন্যেতে মিলায়॥

আছে কি মইরাছে[১] কন্যা সূইচ রাজা না জানে।
আবুড়[২] হইয়া কান্দে রাজা সভার বির্দ্দমানে[৩]॥
লজ্জা পাইয়া রত্নেশ্বর সভা ছাইড়া যায়।
ভগ্নীর পায়ে পইড়া ক্ষমা রিয়াইত[৪] চায়॥

(২১)

এইরূপে পরিচয় হইয়া গেল। ধর্ম্মমতি শুক স্বর্গে চলিয়া গেল। সূইচ রাজার সঙ্গে কাজলরেখার ধুমধামের সহিত বিয়া হইয়া গেল।

সূইচ রাজা তখন কাজলরেখারে লইয়া নিজের বাড়ীতে চইল্যা গেল। কাজলরেখারে গোপনে রাইখ্যা নিজ অন্দর বাড়ীতে খুব বড় করিয়া একটা গর্ত্ত খনন করাইল। কাঙ্কণদাসী এর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সূইচ রাজা কইল যে ভাটীর রাজা রত্নেশ্বর-সাধু আমাদের বাড়ী লুট করিতে আসিবে। আমাদের ধন-সম্পত্তি লইয়া এই গর্ত্তের মধ্যে আশ্রয় লইতে হইবে। তখন কাঙ্কণদাসী আর কাহারেও কিছু না বলিয়া, নিজের গহনা-পত্র নিয়া সবার আগে গর্ত্তে প্রবেশ করিল। তখন রাজার ইঙ্গিতে লোকজন গর্ত্তে মাটি চাপা দিল।

আমার কথা ফুরাইল।

[১] মইরাছে = মরিয়াছে।
[২] আবুড় = আকুল, দুঃখাতিশয্যে ব্যাকুল।
[৩] বির্দ্দমানে = বিদ্যমানে।
[৪] রিয়াইত = মুক্তি, মাপ, রেহাই।

দেওয়ানা মদিনা

মনসুর বয়াতি প্রণীত

দেওয়ানা মদিনা

বা

আলাল দুলালের পালা

(১)

"সত্য কর প্রাণপতি সত্য কর রইয়া[১]।
আমি নারী মইরা গেলে আর নাই সে করবা বিয়া ॥
আমি আভাগী[২] রে পিয়া[৩] কই তোমার কাছে।
শিয়রে খাড়াইয়া[৪] যম বাকি কয়দিন আছে ॥
শরীল[৫] অইল মাটি মুখে কালা ধরে[৬]।
দুই দিন পরে শুইবাম কূয়ার কয়বরে[৭] ॥
ঘরে রইল আলাল দুলাল তারা দুইটী ভাই।
আভাগী মায়ের আর কোনি[৮] লক্ষ্য নাই ॥
শুন শুন ওহে গো পতি—পতি আরে বলি যে তোমারে।
কোলের ছাওয়াল আলাল দুলাল রাখ্যা যাই ঘরে ॥
শুন শুন ওহে গো দেওয়ান কইয়া বুঝাই আমি।
দুধের বাচছা দুই-না পুতে[৯] সপলাম[১০] অভাগিনী ॥
সাক্ষী থাক্য চান্দসূরুজ্ আরে দুই নয়নের আঁখি।
তার হাতে সপ্যা[১১] গেলাম আরে আমার পোষা পাখী ॥

[১] রইয়া = রহিয়া, অর্থাৎ স্থিরবুদ্ধি হইয়া।
[২] আভাগী = অভাগী।
[৩] পিয়া = প্রিয়া।
[৪] খাড়াইয়া = খাড়া হইয়া, দাঁড়াইয়া।
[৫] শরীল = শরীর।
[৬] কালা ধরে = কালিমা পড়িয়াছে।
[৭] কূয়ার কয়বরে = কূপতুল্য গভীর সমাধিগহ্বরে।
[৮] কোনি = কোন।
[৯] পুত = পুত্রের অপভ্রংশ।
[১০] সপলাম = সমর্পণ করিলাম।
[১১] সপ্যা = সমর্পণ করিয়া।

সাক্ষী থাক্য[১] কিতাব কোরাণ আরে সাক্ষী যে তোমরা।
আলাল দুলালের লক্ষ্য নাই সে তুমি ছাড়া ॥
সাক্ষী অইয়ো[২] নদী নালা জঙ্গলা পাহাড়ী[৩]।
বনের না পইখ পাখালী আমি তারে সাক্ষী করি ॥
আমিত আভাগী যাও আরে যাইরে ছাড়িয়া।
কোলের ছাওয়াল শিশুরে নেও কোলেতে তুলিয়া ॥"

কান্দিতে কান্দিতে মায়ের চক্ষে পড়ে কালি।
টান দিয়া বুকে লইল "পুত্র পুত্র" বলি ॥
"সোনার কলি আলাল দুলাল আর তারার দিকে চাইয়া।
আমার মাথা খাও পিয়া আর নাই সে কর বিয়া ॥
সতীন বালাই কিয়া কই তোমার কাছে।
এতিম[৪] ধনেরা মোর দুঃখু পাইব পাছে ॥
সতীনের ছাওয়াল কাঁটা সতাই মায়ে লাগে।
সেই না কাঁটা তুলে সতাই সগলের[৫] আগে ॥
শুন শুন পরাণের পতি মোর কথা রইয়া।
সতাইয়ের গল্প এক শুন মন দিয়া ॥

'দীঘির দক্ষিণ পাড়ে আরে দারাক[৬] গাছের ডালে।
কইতরা কইতরী[৭] দুই থাকে তার খোরলে[৮] ॥
চিত্তসুখে নিত্যি তারা প্রেম আলাপনে।
সুখে দিন যায় তারার[৯] দুঃখু নাই সে জানে ॥

এই না মতে কতদিন যায়রে চলিয়া।
দুই ডিম রাখ্যা কইতরী গেলরে মরিয়া ॥

[১] থাক্য = থাকিও।
[২] অইয়ো = হইও।
[৩] পাহাড়ী = পাহাড়।
[৪] এতিম = নিরাশ্রয়; অনাথ।
[৫] সগল = সকল।
[৬] দারাক = হিজলজাতীয় একপ্রকার জলীয় বৃক্ষ।
[৭] কইতরা কইতরী = কবুতর ও কবুতরী।
[৮] খোরলে = কোটরে।
[৯] তারার = তাদের।

ডিম লইয়া কইতরা পড়িল ফাঁপরে।
খালি বাসা থইয়া নাইসে নড়িবারে পারে॥
অনাধারে[১] কইতরা আরে বস্যা দেয় উম[২]
সারা রাইত পর[৩] দেয় নাই যে চউখে ঘুম॥
কত কষ্টে উম দিয়া আরে যতন করিয়া।
দুই ডিমে দুই বাচছা আরে লইল খুটিয়া[৪] ॥
একেলা কইতরার আর অখন নাইসে চলে।
কেবা আধার আনে আর কে থাকে খোরলে॥

নিরুপায় ভাব্যা কইতরা আরে কোন্ কাম করে।
এক না কইতরী আন্যা তার জোরী[৫] করে॥
কইতরা কয় "শুন আলো তুমি যে কইতরী।
আমি যাই আধার আন্তাম তুমি থাক বাড়ী॥
বাচছায় উম দেও লো তুমি বাড়ীতে থাকিয়া।
বাচছারা মোর অইল ওরে বড় দুঃখু পাইয়া॥
যতন কইরা রাখ্য ওলো যাইতে না হয় দুখ।
বড় অইলে তারা পরে পাইবা সুখ॥
চারা গাছ পানি দিয়া আগে বড় কইরে।
বড় অইলে মিঠাফল সুখে খাইবা পরে॥"

এই না কথা বুঝাইয়া আরে গেল চলিয়া।
কইতরী ভাবয়ে মনে বাসাতে বসিয়া॥
"বালাই সতীন্ গেছে রাখ্যা দুই কাঁটা।
বড় অইলে আমার নছিবে কেবল মুড়্যা ঝাঁটা॥
সতীনের বাচছায় কবে বুঝে সতাইর সুখ।
আখেরে আমার কপালে আছে বড় দুখ॥

১ অনাধারে = বিনা (আধারে) খাদ্যে।
২ দেয় উম = তাপ দেয়।
৩ পর = পাহারা।
৪ খুটিয়া = ঠোঁট দিয়া ঠোকরাইয়া।
৫ জোরী = সাথী।
৬ যাইতে = যাহাতে।

আমার বাচছার এরা অইব[১] দুষ্‌মন্‌।
সেই না কারণে সদা অইব কেবল দন[২] ॥
এমন বালাই আমি উম দেই বইয়া।
দুগ্ধ দিয়া অজাগর রাখ্‌তাম[৩] পালিয়া ॥
দুঃখুরে ডাকিয়া আমি না আনিবাম ঘরে।
বালাই দূর কর্‌বাম আমি মারিয়া এরারে[৪] ॥
কইতরা গেছে অখন আধারের লাগিয়া।
আধার আনিলে খাইবাম দুইজনে মিলিয়া ॥
উইড়া দুষ্‌মন্‌ আইছে আরে পইড়া কর্‌ত।[৫]
আমার মুখের গরাস কাড়িয়া লইত ॥
এমন বালাইয়ের গলা ঠোঁটে না ছিড়িয়া।
দুষ্‌মনের কাঁটা দেই দূর করিয়া ॥"

এই না বলিয়া কইতরী কোন্‌ কাম করে।
গলাতে ধরিয়া ঠোঁটে আছড়াইয়া মারে ॥
মারিয়া দুই বাচছা পরে আরে জঙ্গলায় ফালায়।
আধার লইয়া কইতরা আরে বাসার পানে যায় ॥

কইতরায় দেখ্যা কইতরী আরে জুড়িল কান্দন।
কইতরা জিগায়[৬] "কান্দ কিসের কারণ ॥"
কইতরী কহে "শুন আরে খসম আমার।
আধার আনিতে গেলা আরে দিয়া বাচছার ভার ॥
এমন সময়ে এক গিরধনী[৭] আসিয়া।
আমার বুক অইতে নিল জোরে সে কাড়িয়া ॥
গিরধনীর মুখে বাচছারা হারাইল পরাণি।
সেই না কারণে আমি কান্দি আভাগিনী ॥"

১ অইব = হইবে।
২ দন = রণ, ঝগড়া।
৩ রাখ্‌তাম = রাখিতে, রাখিব।
৪ এরারে = ইহাদিগকে, এদের।
৫ উইড়া ----- কর্‌ত—অনাহত ভাবে এরা আমার বাদ সাধিতে আসিয়াছে, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।
৬ জিগায় = জিজ্ঞাসা করে।
৭ গিরধনী = গৃধিনী।

এই কথা শুন্যা কইতরা কান্দে জার জার।
"মোরে থইয়া কোথায় গেল ছেউরা[1] বাচছারা আমার ॥
কত কষ্ট পাইলাম হায়রে তারার লাগিয়া।
কোন পথে গেল তারা বুকে ছেল[2] দিয়া ॥
আগুনি জ্বলিল হায়রে আমার অন্তরে।
হায়রে দারুণ বেথা[3] চিত্তে নাই সে ধরে ॥"

"এই মতে কইতরা আরে কান্দিল বিস্তর।
মনে মনে কইতরী হাসে বালাই কর্‌লাম দূর ॥
সতীন্ বুঝয়ে নাহি সে সতীপুত্রের[4] ব্যথা।
অন্তৃম[5] কালে সোয়ামী গো রাখ মোর কথা ॥
রাখ মোর কথা পিয়া আরে মোর মাথা খাও।
ছেউরা পুতেরার[6] পানে আখি মেল্যা চাও ॥"

এই না কথা কইয়া পরে সেই তো না নারী।
মায়ার সংসার ছাড়্যা তবে গেলা নিজ বাড়ী[7] ॥ ১-৭৮

(২)

আওরতের লাগ্যা কান্দে দেওয়ান সোনাফর।
আলাল দুলাল কাইন্দা অইল জর্ জর্ ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া তারা ভূমিতে লুটায়।
দানাপানি ছাড়্যা কেবল করে হায় হায় ॥
মায়ে জানে পুতের বেদন অন্যে জানুব[8] কি।
মায়ের বুকের লৌ[9] পুত্র আর ঝি ॥
দুই না ছেউরা ছাওয়ালে বুকেতে করিয়া।
সোনাফর মিঞা কান্দে মাথা থাপাইয়া[10] ॥

[1] ছেউরা = মাতৃহীন; নিঃসহায় শিশু।
[2] ছেল = শেল।
[3] বেথা = ব্যথা।
[4] সতীপুত্রের = সতীনের ছেলের।
[5] অন্তৃম = অন্তিম।
[6] পুতেরার = পুত্রদের।
[7] গেলা নিজ বাড়ী = স্বর্গে চলিয়া গেল।
[8] জানুব = জানিবে।
[9] লৌ = (লহ হইতে) রক্ত।
[10] থাপাইয়া = চাপড়াইয়া।

"দুখের ছাওয়ালে কেমনে বাঁচাই পরাণে।
অনাধারে[১] মরে কেমনে দেখিব নয়ানে ॥
মা মা বল্যা যখন আরে আলাল দুলাল কান্দে।
বুকেতে আমার হয়রে ছেল যেমন বিন্ধে ॥
কি দিয়া বুঝাইয়া রাখি ছেউড়া পুত্রেরে।
কেবা খাওন দেয় আরে পড়িলাম ফেরে[২] ॥
মর্যাত না গেছ আওরাত গিয়াছ মারিয়া।
তিনলা পরানি মার্যা গেছ পলাইয়া ॥[৩]
কি দুষমনি কইরাছিলাম আর জনমে আমি।
তার পর্তিশোধ লইলা এই না জর্ম্মে[৪] তুমি ॥
বান্যাচঙ্গের দেওয়ান আমি নাহি মোর সমান।
অদুন্যাই[৫] ধন-দৌলত গোলাভরা ধান ॥
পন্থের ফকীর অইল আরে আমার থাক্যা সুখী।
দুনিয়াতে নাই আর আমার মতন দুখী ॥
কি করিব ধন-দৌলতে আর কি ছার দেওয়ানি।
দিলের দুঃখেতে যদি চক্ষে ঝরে পানি ॥
কেবা খাইব[৬] আমার যে এই ধন-দৌলত।
শূন্য অইল ঘর মোর মরিয়া আওরাত ॥
বুকে ছেল দিয়া গেলা তুমি কোন্ পরাণে।
দুনিয়া যে দেখি আমি আঁন্ধাইর নয়ানে ॥
তুমি যে আছিলা আন্ধাইর ঘরের বাতি।
তুমি যে আছিলা আমার হৃদ্-পিঞ্জরার পংখী ॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি বাঁচি কোন্ পরাণে।
তেজিতাম[৭] পরাণি আমি তোমার কারণে ॥

১ অনাধারে = অনাহারে।
২ ফেরে = বিপদে।
৩ মর্যাত --- পলাইয়া = আমার স্ত্রী শুধু মরিয়া যান নাই, মারিয়াও গিয়াছেন। তিনটি জীবন নষ্ট করিয়া পলাইয়া গিয়াছেন।
৪ জর্ম্মে = জন্মে।
৫ অদুন্যাই = প্রভূত, অপর্য্যাপ্ত।
৬ খাইব = ভোগ করিবে।
৭ তেজিতাম = ত্যাগ করিতাম।

তোমার পিছ্ লইতাম[১] আমি এই আছিল মনে।
দুধের বাচছা রাখ্যা গিয়া ফালাইলা[২] বে-নালে[৩] ॥"

এইনা কান্দে দেওয়ান আরে বুক না কুটিয়া[৪]।
পাড়া পড়শী পরা'ব[৫] পাইল তারে না বোঝাইয়া ॥
ঘর খালি অইল আর গুরজান[৬] না চলে।
সোনার সংসার বের্তা[৭] হায়রে যায় যে বিফলে ॥
ঘরের লক্ষ্মী জননা আরে তার যে লাগিয়া।
বান্ধা[৮] সংসার মিয়ার যায় যে ভাসিয়া ॥
দিবানিশি চিন্তে মিয়ার দুঃখু অইল দিলে।
দরবার বিচার হায়রে কিছু না চলে ॥
কিসের সংসার কিসের বাস কেমনে সুখ মিলে।
মনসুর বয়াতি[৯] কয় সুখ না থাক্‌লে দিলে ॥

উজীর নাজীর সবে আরে এইনা দেখিয়া।
মিয়ার নিকট কয় দরশন দিয়া ॥
"শুন্‌খাইন্[১০] দেওয়ান সাহেব শুন্‌খাইন্ আমার কথা।
সোনার সংসার আপনারে নষ্ট অইল বির্থা ॥
আর এক সংসার কর‍্যা রাখুয়াইন্[১১] দেওয়ানি বজায়।
এক জনের লাগ্যা কেন সগল[১২] জলে যায় ॥
কান্দিয়া দেওয়ান কয় আরে উজীরে নাজীরে।
"দুধের বাচছা আলাল দুলাল আছে মোর ঘরে ॥
তারার দুঃখু দেখ্যা আমার ফাট্যা যায় বুক।
সাদি করিলে অইব দুঃখের উপর দুখ ॥

১ পিছ্ লইতাম = অনুসরণ করিতাম; তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমি জীবন ত্যাগ করিতাম।
২ ফালাইলা = ফেলিলে।
৩ বে-নালে = বিপদে।
৪ বুক না কুটিয়া = বুকে করাঘাত করিয়া।
৫ পরা'ব = পরাভব।
৬ গুরজান = গুজরান; নির্ব্বাহ; সংসার চালান।
৭ বের্তা (বির্থা, ব্রেথা) = বৃথা।
৮ বান্ধা = যে সংসার সুশৃঙ্খল ও নিয়মাবদ্ধ ছিল।
৯ বয়াতি = বয়াৎ (পদ) রচনা করে যে; পদ-রচক।
১০ শুন্‌খাইন্ = শুনুন।
১১ রাখুয়াইন্ = রাখুন।
১২ সগল = সকল।

সতাই না বুঝে সতীন্-পুতের বেদন।
সতিন-পুতে দেখে সতাই কাঁটার সমান ॥
সেই কাঁটা তুল্যা সতাই দূরেতে ফালায়।
এরে দেখ্যা মন নাই সে সাদি কর্‌তে চায় ॥
কলিজার লৌ মোর আলাল দুলাল।
দুঃখের উপর দুঃখু দিয়া না বাড়াই জঞ্জাল ॥
আলাল দুলালে বিবি আমায় সপ্যা দিয়া।
সাদি না করিতে গেল মানা যে করিয়া ॥
বিয়া নাই সে কর্‌বাম আমি সংসারের লাগিয়া।
কিসের সংসার আলাল দুলালে মারিয়া ॥
তারার[১] মুখ দেখ্যা আমি আরে বাঁচিয়া পরাণে।
রাক্ষসের হাতে নাই সে দিবাম জীবমানে[২] ॥"

এই কথা শুনিয়া উজীর কয় মিয়ার কাছে।
"কান্দিয়া কাটিয়া সাহেব ফয়দা[৩] নাই যে আছে ॥
সতাই সকল সাহেব আরে না হয় সমান।
সতিন্-পুতের লাগ্যা কেউ দেয় জান্ পরাণ ॥
আলাল দুলালে যতন করিবাম সকলে।
দুঃখ নাই সে পাইব কিছু সতাই বাদী অইলে ॥
দিলের দুঃখু দূর কইরা কর্‌খাইন[৪] এক বিয়া।
সোনার সংসার পাল্‌খাইন[৫] যতন করিয়া ॥"

এই কথা শুনিয়া মিয়া চিন্তে মনে মনে।
কিছু ফয়দা নাই মোর সংসার ছাড়নে[৬] ॥
সোনার কলি আলাল দুলাল রহিলে বাঁচিয়া।
সংসার না থাক্‌লে তারা খাইব কি করিয়া ॥
সংসার নষ্ট অইলে পরে অইব তারার দুখ।
চিরদিন দুঃখে হায় ফাটিব যে বুক ॥

[১] তারার = তাদের।
[২] জীবমানে = জীবন থাকিতে।
[৩] ফয়দা = ফল; লাভ।
[৪] কর্‌খাইন = করুন।
[৫] পাল্‌খাইন = পালন করুন।
[৬] ছাড়নে = ছাড়িয়া দেওয়ায়।

আমার বুকের ধন রাখবাম যতন করিয়া।
কি সাধ্য সতাই নেয় তারারে[1] কাড়িয়া ॥
এইমতে দেওয়ান আরে চিন্তে মনে মনে।
উজীর নাজীর লাগা পাছে[2] বিয়ার কারণে ॥
মনস্থির কইর‍্যা দেওয়ান অইলা সম্মত।
সাদি অইয়া গেল পরে যেমন বিহিত ॥ ১–৮৬

(৩)

সাদি না কর‍্যা সাহেব আরে নিজ পুত্রধনে।
নিজের নিকটে রাখে পরম যতনে ॥
সতাইয়ের[3] কাছে তারারে না দেয় যাইতে।
আল্‌গা রাখিয়া পুত্রে পালে সুবিহিতে ॥

দিশা :—আলালে দুলালে লইয়া করয়ে সোহাগ।
এরে দেখ্যা সতাইয়ের মনে অইল রাগ ॥
"সতীপুতেরারে করে কত না আদর।
ফিরিয়া না চায় মোর পানে এক নজর ॥
আমার যদি ছাওয়াল হয় থাকব অনাদরে।
বুকের লউ[4] দেখ্‌ব কেবল সতীপুতরারে[5] ॥
এরে দেখ্যা আর মোর সহন না যায়।
মনে মনে চিন্তি কেবল কি করি উপায় ॥
সতীনের পুত্র মোর অইল গলার কাঁটা।
খাওন না সুজে[6] মোর অইল বিষুম[7] লেটা ॥

[1] তারারে = তাহাদিগের। [2] লাগা পাছে = পাছে পাছে লাগিয়াই আছে।

[3] সতাইয়ের = বিমাতার, যথা কৃত্তিবাসী রামায়ণে আত্মবিবরণে "আর এক ভাই হল সতাইয়ের উদরে"।

[4] লউ = লোহ, রক্ত। বুকের রক্তের মত দেখিবে। [5] সতীপুতরারে = সতীনের পুত্রদিগকে।

[6] খাওন না সুজে = খাওয়া-লওয়ায় আর প্রবৃত্তি হয় না। [7] বিষুম = বিষম।

যতদিন না পারি এই কাঁটা দূর করিতে।
ততদিন সুখ নাই মোর নছিবেতে[১] ॥
দেওয়ানেরে জানাই যুদি[২] দিলের দুঃখু মোর।
ঝাঁটা না মারিয়া মোরে কইরা দিব দূর ॥
এক হেতু[৩] আছে আরে ছলনা না কইরা।
যুদি দিতাম পারি দিবাম দূর না করিয়া ॥"

চিন্তা না করিয়া বিবি আরে মন কর্‌ল স্থির।
একদিন তো না ডাকে দেওয়ানেরে অন্দর ভিতর ॥
দেওয়ান আসিলে বিবি আরে জুড়িল ক্রন্দন।
দেওয়ান জিগায় "কেন কান্দ বিবিজান" ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া বিবি কয় দেওয়ানেরে।
"কোন্ দোষে দোষী অইলাম তোমার গোচরে ॥
আলাল দুলাল মোর সতীন্-পুত বলিয়া।
আমার নজর ছাড়া রাখ্যাছ করিয়া ॥[৪]
আলাল দুলাল কেবল তোমার বুকের ধন।
আমি অইলাম বৈরী তারার কি কারণ ॥
সতাই বলিয়া মোরে বিশ্বাস না কর।
সগল[৫] সতায়েরে তুমি এক মতন ধর ॥
অঙ্গ জ্বলিয়া যায় এই না কারণে।
বদ্‌নাম রটাইব আমার পাড়া পরশী জনে ॥
সতাই যন্ত্রণা দেয় আরে বলিব সকলে।
আমার কাছেতে আলাল দুলাল না আসিলে ॥
আমার সন্তান নাই আরে তুমি বিচার কর।
সতিপুতের মুখ দেখ্যা দুঃখু করি দূর ॥
এইত না সাধে বাদ দেও কি কারণ।
দিলের দুঃখেতে আসে সদাই কান্দন ॥

১ নছিবেতে = কপালে। ২ যুদি = যদি। ৩ হেতু = উপায়।
৪ আমার - - - করিয়া = আমার দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া রাখিয়াছ। ৫ সগল = সকল।

কলিজার লৌ মোর আলাল দুলাল।
কি খায় না খায় কিবা করয়ে কুয়াল[১] ॥
কত বস্তু আন আরে আন্দর মহালে।
মনের দুঃখেতে সেই সব পেটে নাহি চলে॥
তারার আশায় রাখি ছিক্কাতে[২] তুলিয়া।
পচ্যা[৩] গেলে নিরাশ অইয়া দেই ফালাইয়া॥
বুকের দুঃখ দর অইব তারারে দেখিলে।
আন্দরে আনিয়া দেও আইজ বিয়ালে[৪] ॥
যদি মোর বাক্য তুমি আরে কর লঙ্ঘন।
তা অইলে জান্যা রাখ্যো আমার নির্চয় মরণ॥[৫]
অপমান পাইয়া না চাই বাঁচিতে সংসারে।
বিনা দোষে কেবা দুঃখে সদা জ্বলে পুড়ে॥"

এই কথা না কইয়া বিবি লাগিল কান্দিতে।
দয়াতে ভরিল দেওয়ান সাহেবের চিতে॥[৬]
"তোমার কথায় বিবি দিলে পাইলাম সুখ।
বিনা কারণে তুমি চিতে পাও দুখ॥
আগের যে বিবি মোর আরে হস্তেতে ধরিয়া।
আলাল দুলালে আমায় দিয়াছে সঁপিয়া॥
রাখ্‌তাম[৭] তারারে ধর্যা আমার বুকেতে।
কিছুর লাগ্যা যেন কষ্ট না পায় মনেতে॥
সেই না কথা মনে জাগে তারার মুখ দেখিলে।
এক ডণ্ড[৮] না থাক্‌তাম পারি কাছছাড়া অইলে[৯] ॥
সেই না কারণে রাখি সদা সাথে সাথে।
একেলা না দেই আমি বাইরি অইতে[১০] পথে॥

১ কুয়াল = কু-হালের অপভ্রংশ; দুরবস্থা।
২ ছিক্কা = শিকা।
৩ পচ্যা = পচিয়া।
৪ আইজ বিয়ালে = অদ্য বিকালে।
৫ তা অইলে --- মরণ = তবে জানিয়া রাখিয়ো যে আমার নিশ্চয় মরণ।
৬ দয়াতে --- চিতে = দয়ায় দেওয়ান সাহেবের চিত্ত পূর্ণ হইয়া গেল।
৭ রাখ্‌তাম = রাখিতে।
৮ ডণ্ড = দণ্ড।
৯ কাছছাড়া অইলে = নিকটে না থাকিলে।
১০ অইতে = হইতে।

সংসারের কামে[১] তুমি ব্যস্ত অতিশয়।
সেই না কারণে বিবি আমার নাই সে মনে লয়॥
তারা যদি মোর কাছে থাকয়ে সর্ব্বদা।
সুখেতে থাকিব কিছু না পাইব বেথা॥
তোমার জঞ্জাল বাড়ে এই না ভাবিয়া।
তোমার কাছেতে আমি দেইনা পাঠাইয়া॥"

এই কথা শুন্যা বিবি আরে দেওয়ান গোচরে।
মিডা বুলে[২] কয় বিবি অতি ধীরে ধীরে॥
"আমার গর্ভের পুত্র অইলে আলাল দুলাল।
তারে যতন কর্‌লে কি মোর অইত জঞ্জাল॥
ছাওয়ালে যতন করে মায়ে সব কাম থইয়া।
কাম নাই সে সুজে ছাওয়ালের বেদন দেখিয়া॥
সংসারের কামের লাগ্যা না অইব তিরুডী[৩]।
ইতে আন্ না অইব[৪] ধরি পাও দুটী॥"

পায়েতে ধরিয়া বিবি জুড়িল কান্দন।
পাথর গলিয়া যায় শুনিয়া বেদন॥
চোখের পানি মুছি দেওয়ান পর্‌তিজ্ঞা করিল।
"দুই ছাওয়াল আন্যা দিবাম কালুকা সকাল॥"
মিঠা বুলিরস দেওয়ান বিবিরে বুঝাইয়া।
পান খাইয়া গেল দেওয়ান আন্দর ছাড়িয়া॥

হাসিতে হাসিতে বিবি কয় ধীরে ধীরে।
"মিডাবুলিতে কাম নিবাম আশিল কইরে॥[৫]

[১] কামে = কাজকর্ম্মে।
[২] মিডা বুলে = মিঠা বোলে ; মিষ্ট কথায়। [৩] তিরুডী = ত্রুটী ; অন্যথা।
[৪] ইতে আন্ না অইব = ইহাতে অন্যথা হইবে না। আন্ = অন্যথা।
[৫] মিডা --- কইরে = মিষ্ট কথায় কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইব। (আশিল = হাশিল = সাধন করা।)

সতীনের কাঁটা আমি নির্চয়[১] ভাঙ্গবাম।
ছল কিম্বা জোরে পারি আর না ছাড়বাম॥
বল্যা গেছে দেওয়ান আরে কালুকা সকালে।
পাঠাইবাম আলাল দুলাল আন্দর মহলে॥
নানা মতে সাজাই আমি আন্দর মহল।
তাই সে পরকাশ করব[২] আমার আদর কেবল॥
এমন করিবাম যাইতে[৩] সর্ব্ব লোকে বলে।
জান্ দিয়া ভালবাসি সতীপুত সগলে॥
নিজের হাতে ছিঁড়ি মুণ্ড যুদি অগোচরে।
তেও[৪] যেন মোর কথা কেউ বিশ্বাস না করে॥"

এতেক কহিয়া বিবি আন্দর সাজায়।
যত মতে পারে নাইসে তিরুডী তাহায়॥
কত কত মিডাই[৫] বিবি যোগাড় করিয়া।
থরে থরে রাখে বিবি আন্দরে সাজাইয়া॥
আর যত খাদ্য জিনিস নিজ হাতে রান্ধিল।
রাত্র থাকিতে বিবি রান্ধন শেষ করিল॥
এই মত নানা ইতি দ্রব্য সাজাইয়া।
সতীপুতেরার লাগ্যা রইল বসিয়া॥
বগা যেমন চউখ বুজ্ঞ্যা পাগারের ধারে।
সাধু অইয়া বস্যা থাক্যা পুডী মাছ ধরে॥
মনসুর বয়াতী কয় সেই মতন রইয়া।
বিবি রইল যেমন খাপ ধরিয়া॥[৬]

[১] নির্চয়, নির্চ্চয় = নিশ্চয়। [২] পরকাশ করব = প্রকাশ করিব।
[৩] যাইতে = যাহাতে। [৪] তেও = তবু। [৫] মিডাই = মিঠাই।
[৬] বগা --- খাপ ধরিয়া। বগা = বক; বুজ্ঞ্যা = বুজিয়া; বস্যা থাক্যা = বসিয়া থাকিয়া; পুডী = পুঁটী (মাছ)। খাপ ধরিয়া = শিকার-প্রত্যাশায় প্রস্তুত থাকিয়া।

মনসুর বয়াতী বলিতেছে, "বক যেমন নিরতিশয় নিরীহতার ভান করিয়া পগারের ধারে চোখ বুজিয়া বসিয়া সুবিধামত পুঁটী মাছ ধরে, তদ্রূপ 'বকধার্ম্মিক-প্রকৃতি' দেওয়ান-গৃহিণী আলাল দুলালের আগমন-প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিল।

তারার বার চাইয়া[১] বিবি থাকিতে থাকিতে।
বান্দী আইস্যা খবর দিল দেওয়ান আইসে পথে ॥
আগে যায় দেওয়ান মিঞা পাছে আলাল দুলাল।
তার পাছে পাইক প'রী তামেসগীর[২] সকল ॥
নানা ইতি সাজে দেখ দেওয়ান-পুত্রগণ।
সাজন অইল কিবা জুড়ায় নয়ন ॥
রূপ দেখ্যা পরীগণ চউখ ফিরাইয়া চায়।
এমন সুন্দর নাগর পাইলে পায়েতে লুডায়[৩] ॥

দেখিতে দেখিতে তারা আন্দরে আসিল।
দুই হাতে বিবি দুই কুমারে ধরিল ॥
দুই পুত্রে সতাইরে জানায় ছেলাম।
বুকেতে ধরিয়া সতাই করিল চুম্বন ॥
আয়োজন কর‍্যা যত রাখ্ছিল সাজাইয়া।
সগলি সাম্নে দিল হাজির করিয়া ॥

খাইয়া আলাল দুলাল খুশী অইল মনে।
কত সুখে সতাইর পরম যতনে ॥
আলুফা[৪] জিনিস যত বাছিয়া বাছিয়া।
সতাই রাখিয়া দেয় তারার লাগিয়া ॥
নিজ হাতে বিবি খাওয়ায় সাম্নে খাড়া হইয়া।
একডণ্ড তারারে না থাকে পাশরিয়া ॥
সতাইর আদরে তারা আন্দর না ছাড়ে।
বাপের আজুল ধইরা আর নাই সে ফিরে ॥
সতাইর যতনে ভুলে মায়ের যে দুখ।
আন্দরে থাকিয়া পায় যত রকম সুখ ॥ ১—১৩২

[১] বার চাইয়া = প্রতীক্ষায়।
[২] পাইক প'রী তামেসগীর = পাইক, প্রহরী ও যাহারা তামাসা দেখিতে জড় হইয়াছে।
[৩] লুডায় = লুঠায় বা লুটায়।
[৪] আলুফা = দুর্লভ, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য।

(৪)

এই মত সুখেতে আরে তারার দিন যায়।
গোপনে থাকিয়া বিবি চিন্তয়ে উপায়॥
দুষ্মন সতীন্-পুতে খেদাই কেমনে।
দিবা নিশি তার কেবল এই চিন্তা মনে॥
মনের গুমর ভাব কেউরে না কয়।
মিডা কথা দিয়া সকল করিয়াছে জয়॥
বলাবলি করে লোকে "এই কি অচরিত[১]।
সতাইয়ে না দেখ্ছি আর অত কর্‌তে ইত[২]॥
সতাইয়ে পার্‌লে দেখি গলা টিপ্যা মারে।
সতীপুতের লাগ্যা কেবা অত যতন করে॥
মুখের গরাস দেয় যতনে তুলিয়া।
আলুফা জিনিস খাওয়ায় নিজে না খাইয়া॥"

বিবির যতনে দেওয়ান মোহিত অইল।
আলাল দুলালে রাখে আন্দর মহল॥
বিবির হাতেতে সপ্যা আলাল আর দুলালে।
দেওয়ান-গিরি করে দেওয়ান খুসী অইয়া দিলে[৩]॥
এই না মতে দিন যায় আরে বিবি ভাবে রইয়া।
কেমনে সতীন্‌কাঁটা দিবাম সাঙ্গ দিয়া॥
শাওনিয়া বষ্যার[৪] পানি টলমল করে।
এরে দেখ্যা বিবি কিনা ফন্দী এক করে॥
"নয়া পানিতে আরে দৌড়ের নাও সাজাইয়া।[৫]
আরং জমিব[৬] কত দেশ ভাসাইয়া॥

[১] অচরিত = আশ্চর্য্য।
[২] ইত = হিত।
[৩] দিলে = অন্তঃকরণে।
[৪] শাওনিয়া বষ্যার = শ্রাবণ বর্ষার।
[৫] নয়া - - - ভাসাইয়া = শ্রাবণের নূতন জলে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। এখন সংখ্যাতীত ছুদুপ্য বা'ছের নৌকা একত্রিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত জলের উপর ভাসিবে।
[৬] আরং জমা = পূর্ব্ববঙ্গে (বিশেষতঃ পূর্ব্ব ময়মনসিংহে) বর্ষাকালে যখন মাঠ-ঘাট, খাল-বিল জলে একাকার হইয়া যায়, তখন কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানে বহু সুসজ্জিত দৌড়ের নৌকা বাইচ্ খেলার জন্য একত্র হয়।

এই না আরংএর কথা বুঝাইলে দুষ্মনে।
যাইতে চাইব কত আনন্দিত মনে।।
এই না আরংএ দেই তারারে পাঠাইয়া।
মারিবাম জলেতে দিয়া চর পাঠাইয়া।।"

এই মতন মনে মনে কর‍্যা বিবেচনা।
জল্লাদে ডাকিয়া বিবি করয়ে মন্ত্রণা।।
নিরালা ডাকিয়া কয় জল্লাদের ঠাঁই।
"তোমার মতন সুহৃদ্ আমার দুনিয়াতে নাই।।
এক কাম মোর যদি কর তুমি ভালা।
বিশ পুড়া জমি বাড়ী দিবাম কইরা কাওলা[১]।।
সত্য কর জল্লাদরে রাখবা আমার কথা।
গোপন মতন করবা কাম না করবা অন্যথা।।"

সত্য কইরা জল্লাদ যে কয় বিবির কাছে।
জল্দি কইরা কউখাইন[২] মোরে কিবা কাম আছে।।
বিশ পুড়া জমি দিলে জানবাইন[৩] মনে মনে।
না পারি মুই এমন কাম নাই তির্‌ভুবনে।।
তার পরে দুষ্টা বিবি কোন্ কাম করিল।
জল্লাদের কানে কানে সগল কহিল।।
বিবির কথায় জল্লাদ স্বীকার যে করি।
খুসী হইয়া ফির‍্যা গেল নিজের যে বাড়ী।।

সূতার ডাকিয়া বিবি ফরমাইস করিল।
"ময়ূরপংখী নায়ের এক করহ সিজিল[৪]।।

তাহাকেই আরং বলা হয়। এই উৎসবটি মনসা দেবীর পূজার দিন সম্পূর্ণতা লাভ করে। সহস্র সহস্র দর্শক উৎসুক নয়নে প্রতিদ্বন্দ্বী নৌকাসমূহের অভিযান লক্ষ্য করিয়া থাকে। নৌকা বাওয়ার তালে তালে বাহকেরা বাদ্যসহযোগে পদ্মাপুরাণ ও কৃষ্ণলীলার করুণ গীতি গাহিয়া থাকে।

১ কাওলা = কবুলতি করিয়া, লিখিয়া পড়িয়া। ২ কউখাইন = বলুন।
৩ জানবাইন = জানিবেন। ৪ সিজিল = ব্যবস্থা।

আলাল দুলাল সেই নায়ে আরংএ যাইব।
কিস্মত[১] লাগিবে যাহা আমি তাই সে দিব।"

* * * *

ময়ূরপংখী নাও পরে ঘাটেতে আসিল।
নানারূপ আভরণে কুমারে সাজাইল॥
খাদ্যবস্তু যত কিছু নায়ে সাজাইয়া।
তুল্যা দিল পীরার বান্দী[২] কথা বুঝাইয়া॥
সাজাইয়া কুমাররারে নায়ে দিল তুলি।
জল্লাদ অইল সেই নায়ের কাড়ালী[৩]॥

বাইতে বাইতে নাও পড়ল দরিয়ায়।
গেরাম নগর কিছু নাই সে দেখা যায়॥
পরেত জল্লাদ কয় কুমার দুইয়ের আগে।
"ইয়াদ কর[৪] আল্লার নাম মরণকালের আগে॥
তোমরার[৫] যম আমি দুয়ারেতে খাড়া।
আমার হাতেতে দুইজন যাইবা যে মারা॥
অখনই[৬] মারিবাম পরে ডুবাইয়া দরিয়াতে।
সতাইয়ের বজ্জাতি কিচ্ছু না পার্‌লা বুঝিতে॥
বিবি ছায়বানীর[৭] হুকুম জান্য মনে সার।
বিশ পুড়া জমি পাইবাম নাই তোমরার উদ্ধার॥"

আনচুক্[৮] এই কথা শুন্যা মাঝির যে মুখে।
আলাল দুলাল কান্দে থাপাইয়া বুকে॥

১ কিস্মত = মূল্য।
২ পীরার বান্দী = দ্বার-প্রহরী।
৩ কাড়ালী = কাণ্ডারীর অপভ্রংশ।
৪ ইয়াদ কর = স্মরণ কর।
৫ তোমরার = তোমাদের।
৬ অখনই = এখনই।
৭ ছায়বানী = সাহেবানী।
৮ আনচুক্ = অকস্মাৎ।

"সতাইয়ের ছল কথা হায়রে আগে জানি নাই।
বেনালে[১] পড়িয়া হায়রে পরাণ হারাই।।
আগে যদি জান্‌তাম সতাই এই তোমার মনে।
পলাইয়া দুই ভাই থাকতাম ফির‍্যা বনে বনে।।
কোথায় রইলা মা জননী কোথায় বাপজান।
বেনালে পড়িয়া আমরা হারাই পরাণ।।
(জল্লাদরে) তুমিত মায়নার চাকর তোমার দোষ নাই।
যে কামেতে স্বার্থ অইব তোমরা করবা তাই।।
জনম হইতে আরে জল্লাদ কত পাইলাম দুখ।
এক কাম কর যুদি চাইয়া আময়ার মুখ।।
বাপের ভীডাৎ[২] বাতি দিতে আমরা দুই ভাই।
দুঃখের দোসর বাপের আরত কেহ নাই।।
সতাই বলিয়া কিনা কর‍্যাছে দুষ্‌মনি।"
মনসুর বয়াতী কয় এই সত্তাইর গুণ বাখানি।।

"যুদি মায়ের বইন আরে মাসী অইত।
পরাণ দিয়া বইন-পুতে পাল্যা রাখিত।।
যুদি বাপের বইন আরে ফুফু[৩] না অইত।
টান দিয়া ছেউড়া ভাই-পুত কোলেতে লইত।।
যুদি মায়ের জা আরে চাচী না অইত।
আদর করিয়া ঘরের বাইরি না করিত।।"

আলাল কান্দিয়া কয় জল্লাদের পায় ধরি।
"আমারে মারিয়া দেও দুলালেরে ছাড়ি।।"
দুলাল কয় "শুন জল্লাদ, রাখ মোর কথা।
ভাইয়েরে না রাখ্যা আমারে মার দিয়া বেথা।।"
জল্লাদ কুদিয়া[৪] কয় "এই কি যন্ত্রণা।
দুইজনেরেই মারবাম নাই সে শুনিবাম মন্ত্রণা।।"

[১] বেনালে = সঙ্কটে, বিপাকে।
[২] ভীডাৎ = ভিটায়।
[৩] ফুফু = পিসী।
[৪] কুদিয়া = ক্রুদ্ধ হইয়া

দুই ভাইয়ে না জল্লাদের ধর‍্যা দুই পায়।
পাথর গলয়ে এমন কান্দিয়া ভাসায়॥
কান্দন না শুন্যা জল্লাদ ভাবে মনে মনে।
"এই খান[১] রাখ্যা গেলে বাঁচিব পরাণে॥
বাপের রাজ্যেতে নাই সে পারিব যাইতে।
বিনাদোষে মার‍্যা কেনে যাই পাপ করিতে॥"

বার ডিঙ্গা সাজাইয়া সাধু সদাগর।
উজান বাইয়া যায় ধান কিনিবার॥
জল্লাদ ডাকিয়া তার কাছে কয় গোপনে।
কুমাররারে[২] নায়ে সাধু তুলিলা যতনে॥
আলাল দুলালে সাধু তুল্যা ভাসায় নাও।
জল্লাদ ফিরিয়া পরে দেশে চল্যা যায়॥

ধনুয়া নদীর পারে কাজলকান্দা বাড়ী।
তাইতে না বসতি করে হিরাধর বেপারী[৩]॥
গিরস্থি[৪] করিয়া বেচে একশ পড়া ধান।
এমন গিরস্থ নাই তাহার সমান॥
হিরাধরের বাড়ীৎ সাধু ধান না কিনয়া।
আলাল দুলালে কিস্মত দিল দাম ধরিয়া॥
আলাল দুলাল থাকে সেই না বাড়ীতে।
দেওয়ান পুত্র অইয়া কত কষ্ট কপালেতে॥
সারাদিন গরু রাখে দুই বেলা খাইয়া।
মনের দুঃখে আলাল আরে গেল পলাইয়া॥ ১—১১২

১ এই খান = এইখানে, এস্থানে। ২ কুমাররারে = কুমারগণকে।
৩ হিরাধর বেপারী = হীরাধর ব্যাপারী। ব্যাপারী = বণিক্।
৪ গিরস্থি = গৃহস্থি = কৃষিকর্ম্ম ইত্যাদি।

(৫)

বাব জঙ্গল তের ভুঁই[১] ধনুক দইবার[২] পাব।
তাহাতে বসতি কবে দেওয়ান সেকেন্দার ॥
সেকেন্দর দেওয়ানের বড শিগারে[৩] আউশ[৪]।
পংখী শিগার করবার যায় অইয়া বেউস্[৫] ॥
বনে বনে ঘুব্যা যিয়া কত পংখী মাবে।
বিক্ষেব[৬] নীচেতে দেখে এক ছেলিয়াবে[৭] ॥
সুন্দব ছেলিযা দেখ্যা সঙ্গেতে লইল।
নিজেব বাড়ীতে যিয়া ফিবিয়া যে গেল ॥

কত কাম করে ছেইলা মাযনা নাই সে নেয।
অসর্মত হয় যদি দেওয়ান যাচ্যা দেয ॥
দেওযান ভাবযে কোনো ভালা বাপেব বেটা[৮]।
চিনা নাই সে দেয় এই হইল বড লেঠা[৯] ॥
মাযনাব কথা যখন দেওযান কয ছেলিযারে।
ছেলিযা কয "নিবাম মাযনা আমি একবাবে ॥
একদিন চাইবাম মাযনা বাখবাইন মনেতে।
সেই দিনে পাই যেন আমাব যে হাতে ॥"

জান দিয়া করে আলাল দেওযানেব কাম।
তাহার কাবণে অইল চৌদিকে খুসনাম[১০] ॥
দেওয়ানে বাসয়ে ভালা[১১] পুত্রেব সমান।
খেস্যালা[১২] করিতে তাব মনে অইল টান ॥

১ তের ভুঁই = তেরটি ভূমিখণ্ড।
২ দইবা = দরিয়ার অপভ্রংশ।
৩ শিগারে = শিকারে।
৪ আউশ = খাউস্, প্রবল ইচ্ছা।
৫ বেউস্ = বেহুস্, অজ্ঞান।
৬ বিক্ষের = বৃক্ষের।
৭ ছেলিয়ারে = ছেলেকে।
৮ ভালা বাপেব বেটা = সম্ভ্রান্ত লোকের ছেলে।
৯ লেঠা = মুস্কিল। নিজের পরিচয় দেয় না, এইটা বড় মুস্কিলের কথা।
১০ খুসনাম = সুনাম।
১১ ভালা = ভাল।
১২ খেসালা = আত্মীয়তা।

দুই কইনা[১] আছে তার রূপে গুণে দড় ।
মমিনা আমিনা নাম আছে বুদ্ধি বড় ।।
দেওয়ান ভাবয়ে এক কইনা দিলাম তারে ।
না জানিয়া বাপ-মায় পড়িল যে ফেরে ।।[২]
আলালে জিগায়[৩] যদি মুখ পুছ্যা রয়[৪] ।
গিরস্থের পুত্র আলাল নিজের মুখে কয় ।।
এমন বেটা অইল কোন্ গিরস্থের ঘরে ।
বিশ্বাস না করে দেওয়ান কেবল চিন্তা করে ।।

বার না বছর পরে এই মতে যায় ।
মায়নার লাগ্যা আলাল দেওয়ানেরে চায় ।।
দেওয়ান ফুইদ করে[৫] আলাল "কিবা মায়না নিবা ।
দিবাম তোমারে তুমি যেমন চাহিবা ।।"

আলাল কহে "সাহেব আরে শুনখাইন দিয়া মন ।
সহর যে আছে এক তার নাম বান্যাচঙ্গ ।।
সেই না সরের লাগা[৬] সুন্দর কাননে[৭] ।
বাড়ী না বান্ধিতে আমার লইয়াছে দিলে[৮] ।।
পাচশ মানুষ দিবাইন কাম করিবার ।
আর দিবাইন ফৌজ দুইশ লগে[৯] কইরা তার ।।
সেই না ঘরের মালীক সোনাফর দেওয়ান ।
জঙ্গে লড়্যা যেমনে বাড়ী করি যে নির্ম্মাণ ।।"[১০]

১ কইনা = কন্যা ।

২ না --- ফেরে = আলালের বংশপরিচয় না জানিতে পারায় দেওয়ান মুস্কিলে পড়িল ।

৩ জিগায় = জিজ্ঞাসা করে ।

৪ মুখ পুছ্যা রয় = মুখ বুজিয়া রহে, কোন কথা বলে না ।

৫ ফুইদ করে = জিজ্ঞাসা করে ।

৬ সরের লাগা = সহরের লাগা, নগরোপকণ্ঠস্থ ।

৭ কানন = কানন, এখানে বাগান অর্থে ।

৮ দিলে = অন্তঃকরণে ।

৯ লগে = সঙ্গে ।

১০ জঙ্গে --- নির্ম্মাণ = যাহাতে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বাড়ী তৈয়ার করিতে পারি তেমন সংখ্যক লোক আমাকে দিতে আজ্ঞা হয় ।

এহাতে দেওয়ান সাহেব অইয়া সর্ব্বত।
আলালের মনের বাঞ্ছা করিল পূর্ণিত॥

* * * *

বান্যাচঙ্গ সরের কিছু শুনখাইন[১] বিবরণ।
পুত্রশোকে সোনাফর করিল কান্দন॥
আলাল দুলাল আছিল কলিজা তাহার।
"কোন্ না উছিলায়[২] তারা ছাড়িল সংসার॥
পরাণের পুত্রেরা মোর অকালে মরিল।
মেহেরার[৩] কিছু হায়রে চিহ্ন ত না রইল॥"

কান্দিয়া কান্দিয়া মিয়ার অস্থি-চর্ম্ম সার।
শেষকাড়াল[৪] স্ত্রীরির পাইল যন্ত্রণা অপার॥[৫]
এক পুত্র অইল পরে সেই না বিবির।
তারে রাখ্যা সোনাফর গেল নিজের গির[৬]॥
তার পরে অইল দেওয়ান সেই না ছেলিয়া।
চাড়া ভাঙ্গা[৭] অইল সংসার দেখশুনের[৮] লাগিয়া॥
নয়া উজীর নয়া নাজীর পুরাণ যত খইয়া।
বিবির মনের মতন লইল বহাল করিয়া॥
নয়া যত উজীর নাজীর মুচ তাওয়াইয়া ফিরে।
গন্যা বাছ্যা মায়না নেয় কাম নাই সে করে॥[৯]

সেই না সময় আলাল বান্যাচঙ্গে আইল।
পাঁচশ মানুষ কামে লাগাইয়া দিল॥

১ শুনখাইন = শুনুন। ২ উছিলা, অছিলা = ওজর, হেতু।
৩ মেহেরার = আমার জন্য। ৪ শেষকাড়াল = শেষ কালে, এখনও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত।
৫ শেষকাড়াল --- অপার = বার্দ্ধক্যে দেওয়ান সোনাফর স্ত্রীর হাতে অশেষ দুর্ব্ব্যবহার পাইতে লাগিলেন।
৬ গির = গৃহ। ৭ চাড়া ভাঙ্গা = ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। ৮ দেখশুনের = তত্ত্বাবধানের।
৯ নয়া --- করে = নূতন উজীর নাজিরগণ বিষয়-সংক্রান্ত কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। তাহাদের কোনো কাজকর্ম্ম নাই, কিন্তু বেতন নেওয়ার সময় তাহারা শৈথিল্য প্রকাশ করে না। তাহারা গোফে তা' দিয়া ঘুরিতে লাগিল।

দুইশ ফৌজে না রাখে কানল[১] ঘেরিয়া।
নিরাবিলি হয় কাম বাধা না পাইয়া॥

এই না খবর গেল যখন বান্যাচঙ্গ সহর।
উজীর নাজীর যত রাগিল বিস্তর॥
চর পাঠাইল পরে খিরাজ[২] না চাইয়া।
আলাল করিল বিদায় কি কথা বলিয়া॥
"বাপের জাগাতে আমি আরে বাড়ী করি।
খিরাজের আমি কিবা ধার না ধারি॥"

বান্যাচঙ্গের ফৌজ যত এই কথা শুনিয়া।
আলালেরে বান্ধ্যা নিতে আইল ধাইয়া॥
দুই দলে অইল পরে আরে রণ না ভারী।
বানিয়াচঙ্গ সহর অইল ছারখারি॥
দখল করিয়া পরে সেই না সহর।
আলাল অইল দেওয়ান বাড়ীতে বাপের॥
সেকেন্দর সাহেবের যত লোক লস্কর।
ইনাম বকশিষ লইয়া গেল নিজ ঘর॥

সেকেন্দর সাহেব না এই কথা শুনিয়া।
এক কইনা তার কাছে দিতে চায় বিয়া॥
তারপরে সেকেন্দর মিঞা গেল বান্যাচঙ্গ সহরে।
সাদির কারণে কত কহিল বিস্তরে॥
বিয়ার কথা শুন্যা আলাল কয় দেওয়ানের কাছে।
"আমার আর এক ভাই দুনিয়াতে আছে॥
তার লাগ্যা দিলে আমি বড় দুঃখু পাই।
বিয়া করিবাম পরে তারে যদি পাই॥
দুই ভাইয়ে সাদি করবান দুই কইনা তোমার।
দেখ-শুন রাখ্য যাই খুইজে তাহার॥"[৩]

[১] কানল = কানন।

[২] খিরাজ = খাজনা।

[৩] দেখ - - - - তাহার—দেখ-শুন রাখ্য = দেখিয়া শুনিয়া রাখিও। এই রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিয়ো, আমি তাহার অনুসন্ধানে চলিলাম।

একেলা আলাল পরে ভাইয়ের তালাসে।
দরিদ্রের বেশে মিঞা চলিল বৈদেশে॥
নদী-নালা কত বন-জঙ্গল দিয়া পাড়ি।
ভাইয়েরে না পায় মিঞা অত দুঃখু করি॥

এক না হাওরে[১] বটগাছের তলাতে।
বিছরাম করয়ে মিঞা তাহার ছাওয়াতে॥
সেই না গাছের তলায় যত রাখুয়ালগণ[২]।
গরু ছাড়িয়া করে সেইখানে খেলন॥
এই না খেলে এই না তারা বস্যা করে গান।
শুন্যা তারার গান মানুষের জুড়ায় কান॥[৩]
পরেত মিল্যা সগলে গান জুড়িল।

গানের সারাংশ

"এক দেওয়ানের দেখ দুই বেটা ছিল॥
দুই বেটা রাখ্যা তার বিবি যায় মরিয়া।
বিবি মরিলে সাদি করল সেই মিঞা॥
সেই না দুষ্টু বিবি আরে কোন্ কাম করে।
বাইল[৪] দিয়া জলে পাঠায় দেওয়ানের দুই বেটারে॥
জলেতে পাঠাইল বিবি মারিবার কারণ।
আল্লার ফজলে[৫] তারার বাঁচিল জীবন॥
আশ্র্যা[৬] পাইল তারা গিরস্থের ঘরে।
বড় ভাই পলাইয়া গেল কোন্ না সরে॥
না পাইল ছোটু ভাই তারে বিচরাইয়া[৭]।
রাইত দিন যায় তার কান্দিয়া কান্দিয়া॥

১ হাওর = বিস্তীর্ণ মাঠ। ২ রাখুয়ালগণ = রাখালগণ।

৩ এই --- কান = রাখাল-বালকেরা কখন খেলায় মত্ত হয় আবার কখন বা বসিয়া সমস্বরে গান করে। বালক-কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর সঙ্গীতে শ্রান্ত পথিকের কর্ণ জুড়াইয়া যায়।

৪ বাইল = ছলনা। ৫ ফজলে = দয়ায়।

৬ আশ্র্যা = আশ্রয়। ৭ বিচরাইয়া = অনুসন্ধান করিয়া।

এই না গান আলাল আরে যখন শুনিল।
নয়ান হইতে দরদর পানি পড়িল॥
তারপর জিগায় মিঞা রাখুয়ালগণে।
"এই গান শিখাইল তোমরারে কোন্ জনে॥"

"এই গান যেই জন শিখাইল আমরারে[1]।
সে আইজ না আসিল গরু রাখিবারে॥
সেই না থাকয়ে এই গিরস্থ বাড়ীতে।
তার কাছে গেলে[2] তুমি যাও এই পথে॥"

গিরস্থের বাড়ীতে আলাল দুলালে দেখিল।
সামনাসামনি পরে তারার পরিচয় অইল॥
আলাল কয় দুলালেরে "শুন পরাণের ভাই।
দেওয়ানগিরি করি গিয়া চল বাড়ী যাই॥
তোমার আমার সাদির দুলাইন[3] করাছি থির[4]।
ফিরা দেশেতে চল আপনার ঘর॥"

কয়েত দুলাল পরে এই কথা শুনিয়া।
"গিরস্থের কন্যারে যে করিয়াছি বিয়া॥
কন্যার যে ঘরে অইল[5] এক ছাওয়াল।
নাম রাখ্যাছি তার সুরুজ জামাল॥
গিরস্থের জমি কিছু দিয়া গেছে মোরে।
তারারে ছাড়িয়া যাই কও কেমন কইরে[6]॥
মদিনা পরানের স্ত্রীরি তাহারে ছাড়িয়া।
কেমনে যাইবাম আমি অধর্ম্ম করিয়া॥"

শুনিয়া আলাল কয় "শুন দুলাল ভাই।
তালাক্‌নামা[7] লেখ্যা গেলে অধর্ম্ম কিছু নাই॥

১ আমরারে = আমাদেরে।
২ গেলে = যদি যাইতে চাও।
৩ দুলাইন = বিবাহের পাত্রী।
৪ থির = স্থির।
৫ ঘরে অইল = গর্ভে হইল।
৬ কইরে = করিয়া।
৭ তালাক্‌নামা = ত্যাগ-পত্র।

জাতি নাই সে থাকে আর এইখানে থাকিলে
কিসের সংসার কও জাতি না রহিলে ॥[১]

*   *   *   * ”

এই সগলি কথা শুন্যা আরে দুলাল চিন্তা করিয়া।
মদিনার ভাইয়েরে আনে ডাক দিয়া ॥
তার নিকট মিঞা সগল কহিল।
তালাক্‌নামা একখান লেখিয়া যে দিল ॥
মদিনার সাথে আর দেখা না করিয়া।
আলালের সঙ্গে মিঞা গেল যে চলিয়া ॥
অরষিত[২] অইয়া দুই ভাই পন্থেতে চলিল।
বানিয়াচঙ্গের সরে তারা দাখিল অইল ॥

সেকেন্দর দেওয়ান পরে এই কথা শুনিয়া।
বানিয়াচঙ্গের সরে আইল সাদির দিন দেখিয়া ॥
আলাল দুলালে সাজায় নানান্‌ আভরণে।
মিছিল কর‍্যা চলে আরে যত লোকজনে ॥
আত্তি[৩] চলে ঘোড়া চলে চলে উট আর।
তীরন্দাজ বরকন্দাজ লাঠ্যা[৪] চলে পাছে তার ॥
তার মধ্যে চলে জামাই আলাল দুলাল।
সকলের পাছে ঢুলী বাজাইয়া ঢোল ॥
এই না মতে আলাল দুলাল গিয়া শ্বশুরবাড়ী।
মমিনা-আমিনায় পরে লইল সাদি করি ॥
মমিনারে আলাল আর দুলাল আমিনারে।
সরা মতে[৫] বিয়া কইরা আইল নিজ ঘরে ॥

১ কিসের - - - রহিলে = দেওয়ানের পুত্র হইয়া চাষার ঘরে থাকিলে আর জাতি কি করিয়া থাকে? আর জাতিই যদি যায়, তবে জীবনে দরকার কি?

২ অরষিত = হরষিত, আহ্লাদিত। ৩ আত্তি = হাতী।

৪ লাঠ্যা = লাঠিয়াল।

৫ সরা মতে = মুসলমানদের প্রথানুযায়ী, বিধানানুসারে।

দেওয়ানগিরি কর‍্যা তারার সুখে দিন যায়।
দিন ফির‍্যাছে[১] আল্লা কইরাছে উপায়॥ ১–৭৪

(৬)

তালাকনামা যখন পাইল মদিনা সুন্দরী।
হাসিয়া উড়াইল কথা বিশ্বাস না করি॥
"আমার খসম না ছাড়িব পরাণ থাকিতে।
চালাকি করিল মোরে পরখ করিতে॥
দুলালে তালাক দিব নাই সে লয় মনে।
মদিনারে ভালবাসে যেবা জান পরাণে॥
তারে ছাড়িয়া দুলাল রইতে না পারিব।
কতদিন পরে খসম নির্চয় আসিব॥"

আইজ আসে কাইল আসে এই না ভাবিয়া।
মদিনা সুন্দরী দিল কত রাইত গোঁয়াইয়া॥
আইজ বানায় তালের পিডা[২] কাইল বানায় খৈ।
ছিক্কাতে তুলিয়া রাখে গামছা-বান্ধা দৈ[৩]॥
শাইল ধানের চিড়া কত যতন করিয়া।
হাঁড়ীতে ভরিয়া রাখে ছিক্কাতে তুলিয়া॥
এই মতন খাদ্য কত মদিনা বানায়।
হায়রে পরাণের খসম ফির‍্যা নাহি চায়॥
ভালা ভালা মাছ আর মোরগের ছালুন[৪]।
আইজ আইব বল‍্যা[৫] রাখে খসমের কারণ॥
তেওতনা[৬] পরাণের খসম দেশেতে ফিরিল।
অভাগীর কোন্ দোষ কেমনে ভুলিল॥

[১] দিন ফির‍্যাছে = সুদিন দেখা দিয়াছে। [২] পিডা = পিঠা; পিষ্টক।

[৩] গামছা-বান্ধা দৈ = এক প্রকার অত্যুৎকৃষ্ট দৈ। ইহা এত ঘন যে, গামছায় স্বচ্ছন্দে বান্ধিয়া রাখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে অদ্যাপি এই প্রকারের দৈ পাওয়া যায়।

[৪] ছালুন = ব্যঞ্জন। [৫] আইজ আইব বল‍্যা = আজ আসিবে বলিয়া।

[৬] তেওতনা = তবুতো না।

এই মতে গেল ছয় মাস ভাবিয়া চিন্তিয়া।
উপায় না দেখে বিবি ঘরেতে বসিয়া ॥

শিশুপুত্র সুরুজ্ জামাল বাপের পরাণি।
তারে পাঠাইবাম যথায় করয়ে দেওয়ানি ॥
সুখে থাউক[১] দুঃখে থাউক মোরে না ভুলিব।
সময় পাইলে মোরে নিশ্চয় কাছে নিব ॥
এই না ভাবিয়া বিবি কোন্ কাম করে।
ভাইয়েরে ডাকিয়া পরে আনে নিজ ঘরে ॥
ভাইয়েরে বুঝাইয়া কয় "তুমি সোদর ভাই।
তোমার কাছেতে মোর কিছুই গোপন নাই ॥
তুমি যাও পরাণের পুত্র সুরুজে লইয়া।
খসমের খবর এক আনহ জানিয়া ॥
আমার সগল কথা তাহারে বলিবা।
তার মনের কথা যত সগল শুনিবা ॥"
এই না বলিয়া বিবি পাঠায় তারারে।
যাইতে যাইতে গেল তারা বান্যাচঙ্গের সরে ॥

বান্যাচঙ্গের সরে পরে দুলালের সাথে।
দেখা না অইল তারার বারবাঙ্গ্লার[২] পথে ॥
দুলাল দেখিয়া পরে তারারে চিনিল।
কানে কানে এই কথা তারারে বলিল ॥
"নাই সে থাক এইখানে আর যাও ফিরিয়া।
অসর্ম্মানি অইবাম আমি তোমরারে লইয়া ॥[৩]
ক্ষেতখলা আছে তোমরা সেই সগল কর।
আর না আসিও ফির্য়া বান্যাচঙ্গের সর ॥
সেইখান থাক্‌লে তোমরার সুখে যাইব দিন।
এইখান আস্যা আমরারে[৪] নাইসে কর হীন ॥

[১] থাউক = থাকুক। [২] বারবাঙ্গ্লা = বারদুয়ারী বাঙ্গালা ঘর।
[৩] অসর্ম্মানি - - - - লইয়া = তোমাদিগকে নিয়া আমাকে অসম্মানিত হইতে হইবে।
[৪] আমরারে = আমাদিগকে। আমাদিগের মাথা হেঁট করাইও না।

জল্‌দি চলিয়া যাও মোর পানে চাইয়া।
সরম পাইবাম লোকে ফালাইলে জানিয়া ॥"

দুলালের মুখে এই কথা না শুনিয়া।
দুঃখিত অইয়া তারা গেল যে চলিয়া ॥
তারপরে দুইজনে পন্থে মেলা নিল।
কান্দিতে কান্দিতে সুরুজ বাড়ীতে ফিরিল ॥
মায়ের নিকট যত কহিল খবর।
শুন্যা মদিনা বিবি দুঃখিত অন্তর ॥

*　　*　　*　　*

মদিনা কান্দয়ে "আল্লা কি লেখ্‌ছ কপালে।
বনের পংখী অইয়া যেমন উইড়া গেলে চইলে ॥[১]
পরাণের পংখী আমার পরাণ লইয়া গেলা।
পাষাণে বান্ধিয়া দিল্‌ রহিলা একেলা ॥[২]
একদিন তো না দেখ্যা থাকিতে পারিত।
কোন্‌ পরাণে কর্‌লা ইতে[৩] বিপরীত ॥
লক্ষ্মী না আগণ মাসে বাওয়ার দাওয়া মারি[৪]।
খসম মোর আনে ধান আমি ধান লাড়ি[৫] ॥
দুইজনে বস্যা পরে ধান দেই উনা[৬]।
টাইল ভরা ধান খাই করি বৈচা কিনা ॥
হায়রে পরাণের খসম এমন করিয়া।
কোন্‌ পরাণে রইলা আমাকে ছাড়িয়া ॥

১ বনের---চইলে=বনের পাখী যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে উড়িয়া চলিয়া যায়, তদ্রূপ আমার স্বামীও কি আমাকে না বলিয়াই হঠাৎ চলিয়া গেল।

২ পাষাণে---একেলা=বুক পাষাণে বাঁধিয়া একলা রহিলাম।　　৩ ইতে=হীতে।

৪ বাওয়ার দাওয়া মারি=বাওয়া এক প্রকার হৈমন্তিক ধান্য। তাড়াতাড়ি ও নিরতিশয় ব্যস্ততার সহিত কোনো কাজ সম্পন্ন করাকে গ্রাম্য ভাষায় 'দাওয়া মারি'তে কাজ সারা বলে। ঝড়জলে পক্ক বাওয়া ধানগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে ভয়ে কৃষকেরা 'দাওয়া মারি' করিয়া শস্য ঘরে তুলিয়া আনে।　　৫ লাড়ি=বিছাইয়া দেই।

৬ উনা দেওয়া=কলা দিয়া ঝাড়িয়া কিংবা বাতাসে ধান উড়াইয়া দিয়া খড়কুটার টুক্‌রা ও সারহীন ধানগুলি দূর করিয়া দেওয়াকে 'উনা দেওয়া' বলে।

পোষ না মাসেতে যখন ছাবে[১] সাইল ক্ষেত।
আমি না অভাগী পর দেই যত লেত খেত[২] ॥
উক্কায় ভরিয়া পানী তামুক ভরিয়া।
খসমের লাগ্যা থাকি পন্থপানে চাইয়া ॥
হায়রে পরাণের বন্ধু রইলা কোন্ দেশে।
অভাগী কান্দিয়া মরে তোমার উদ্দেশে।
ক্ষেত না পেকিয়া[৩] খসম যখন দেয় গুছি[৪]।
ভাত না রান্ধিয়া তার লাগ্যা থাকি বসি ॥
জালা[৫] আগুয়াইয়া[৬] দেই ক্ষেতের কাছেতে।
কত তারিপ[৭] করে খসম আসিয়া বাড়ীতে ॥
কোন্ না পরাণে খসম রইলে ভুলিয়া।
মনের যে দুঃখে যায়রে অঙ্গ মোর জ্বলিয়া ॥

"হায়রে দারুণ আল্লা যদি এই আছিল মনে।
কেনে বা নিদয় অইলে দেখাইয়া স্বপনে[৮] ॥
দারুণ মাঘ না মাস শীতে কাঁপয়ে পরাণি।
পতাবর[৯] উঠ্যা খসম সাইল ক্ষেতে দেয় পানী ॥
আগুণ লইয়া আমি যাই ক্ষেতের পানে।
পরাব অইলে[১০] আগুণ তাপাই দুইজনে ॥
সাইলের দাওয়া মারি দুয়ে[১১] যতনে তুলিয়া।
সুখে দিন যায়রে আমরার ঘরেতে বসিয়া ॥"

[১] ছাবে=ছাইয়া যাইবে; সাইল ক্ষেত ধানগাছে পুরিয়া যাইবে।

[২] পর দেই যত লেত খেত=(পর দেই=প্রহরা দেই। লেত খেত=জঞ্জাল, আবর্জ্জনা, যাহাতে কাহাকেও ত্যক্ত-বিরক্ত করিয়া দেয়।) আমি সকল জঞ্জাল-বিরক্তি ভোগ করিয়াও শস্যক্ষেত্রে পাহারা দেই।

[৩] পেকিয়া=পঙ্কময় করিয়া, কর্দ্দমাক্ত করিয়া।

[৪] গুছি=গুচ্ছ হইতে, কর্দ্দমাক্ত জমিতে চারাধানের গাছ পুঁতিয়া দেওয়াকে গুছি দেওয়া বলা হয়।

[৫] জালা=ধানের চারাগাছ, জমি কর্দ্দমাক্ত করিয়া তাহাতে পুতিয়া দেওয়া হয়।

[৬] আগুয়াইয়া=এগিয়ে।

[৭] তারিপ=প্রশংসা।

[৮] দেখাইয়া স্বপনে=স্বপ্নের মত ক্ষণিক সুখের দৃশ্য দেখাইয়া।

[৯] পতাবর=প্রত্যুষ।

[১০] পরাব অইলে=শীতে কষ্ট পাইতে থাকিলে।

[১১] দুয়ে=দুইজনে।

সেই না সুখের কথা যখন হয় মনে।
মদিনার বয় পানী অজ্‌জর[1] নয়ানে ॥
"এমন নিদয় খসম কেমনে অইলা।
তোমার বিরয়ে[2] কান্দি বসিয়ে একেলা ॥
খসম কাটে চাড়ি[3] আর আমি আনি পানী।
দুয়ে মিল্যা করি কাম আমি অভাগিনী ॥
এমন না খসম গেল মোরে ফাঁকি দিয়া।
কেমনে থাকিবাম আমি পরাণে বাঁচিয়া ॥

"আমার মতন নাই রে আর অভাগিনী।
ভরা ক্ষেতের মধ্যে আমার কে দিল আগুণি ॥
কোন্ না পরাণে আমি থাকবাম বাঁচিয়া।
মন-পংখী মোর উড়্যা গেছে আছে কেবল কায়া ॥"

কান্দিয়া কান্দিয়া বিবির দুঃখে দিন যায়।
খানাপিনা[4] ছাড়্যা কেবল করে 'হায় হায়' ॥
তারপরে না চিন্তায় শেষে হইল পাগল।
খাইনা মুখে লয় তাই সে বকয়ে কেবল ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দেয় গালি।
ক্ষণে গায় ক্ষণে জোকার[5] (দেয়) ক্ষণে করতালি ॥
খাওন বেগর[6] আর এই না আবেস্থায়[7]।
সোনার অঙ্গ মৈলান হইয়া হাড়েতে মিশায় ॥
দিনে দিনে সর্ব্ব অঙ্গ হইল যে শেষ।
কালি কেশরতা[8] মুখ অইল বিশেষ ॥
তারপর না একদিন সগল চিন্তা রইয়া।
বেস্তের[9] হুরী[10] না গেল বেস্তেতে চলিয়া ॥

১ অজ্‌জর = অঝোরে। ২ বিরয়ে = বিরহে। ৩ চাড়ি কাটা = খড়কাটা।
৪ খানাপিনা = খাওয়া ও পরা। ৫ জোকার দেয় = জয়-জয়কারসূচক উলুধ্বনি করে।
৬ বেগর = বিনা, ব্যতীত। ৭ আবেস্থা = অবস্থা।
৮ কালি কেশরতা = একপ্রকার গাঢ় কাল রং-এর ঘাস, তাহার ন্যায়।
৯ বেস্তের = বেহেস্তের, স্বর্গের। ১০ হুরী = একশ্রেণীর পরীবিশেষ।

দুখের বাচছা সুরুজ্ জামাল পইড়া মায়ের পর।
চক্ষের জলেতে ভাসে কান্দিয়া বিস্তর ।।
পাড়াপরশী মিল্যা সবে কয়বর খুদিয়া।
মাটি দিল ফতুয়া মতন জনাজা[১] পড়িয়া ।। ১–১১২

(৭)

বিদায় দিয়া পরাণের পুতে চিন্তয়ে দুলাল।
"কলিজার লৌ আমার সুরুজ্ জামাল ।।
নিদয় অইয়া তারে কেমনে দেই ছাড়ি।
কেমনে ছাড়িবাম আমি মদিনা সুন্দরী ।।
কি কইব মদিনা বিবি শুনিয়া মোর কথা।
দুঃখ যে পাইল তার দিলে কত ব্যথা ।।
যে নাকি পরাণ দিয়া কিন্যাছিল[২] মোরে।
ফাকি দিয়া কোন্ পরাণে আইলাম ছাইড়ে তারে ।।
দুঃখের দোসর বিবি আমার যে জান।
তারে ছাড়্যাছি আমার কেমন পরাণ ।।
তার বাপে দুঃখের দিনে আশ্রা দিল মোরে।
সুখের লাগিয়া বিয়া দিছিল যে তারে ।।
আমার পানে চাইয়া দিছিল জমি বাড়ী যত।
ভাবছিল মনে আমি তারে সুখ দিবাম কত ।।
সেই না মদিনার মনে দিলাম বড় দাগা।
মরিলে দুজকে[৩] হায়রে অইব আমার জাগা ।।
অসার দুনিয়াই দুই দিন সুখের লাগিয়া।
জান্যা বুঝ্যা[৪] লইলাম আমি দুজক বাছিয়া ।।
এমন কামের কাছে আমি নাই সে যাই।[৫]
পায়ে ধর্যা ক্ষেমা চাইবাম তারে যদি পাই ।।"

[১] ফতুয়া মতন জনাজা = মুসলমানের ধর্মশাস্ত্রসঙ্গত স্বর্গগত আত্মার শান্তিলাভার্থ প্রার্থনা।
[২] কিন্যাছিল = ক্রয় করিয়াছিল।
[৩] দুজকে = নরকে।
[৪] জান্যা বুঝ্যা = জানিয়া বুঝিয়া।
[৫] এমন - - - সে যাই = এমন কাজ আমি করিব না।

এই না ভাবিয়া দুলাল কোন্ কাম করে।
না জানায় আলাল ভাইরে না জানায় স্ত্রীরিরে।।
ঘরতনে[১] বাইরি অইয়া পন্থে দিল মেলা।
লোক লস্কর নাই সে চলিল একেলা।।
যাইবার কালে হাঁচির শব্দে বাধা যে পড়িল।
কতক্ষণ দুলাল মিঞা বার যে চাহিল[২]।।
তার পরে মেলা দিয়া সাম্নে দেখে তেলী।
ডাইনেতে দেখিল এক গাভীন[৩] শিয়ালী।।
মাথার উপরে ডাকে কাউয়া[৪] চিল রইয়া[৫]।
নানা অলক্ষণ দেখে পন্থে মেলা দিয়া।।

"না জানি আল্লাজী আমার কি লেখ্ছুইন্[৬] কপালে।
কুলক্ষণ দেখ্লাম কত পন্থে মেলা দিয়া।।"
যাইতে না যাইতে আরে গেল বাড়ীর কাছেতে।
মদিনার আদরের গাই পড়িয়া পন্থেতে।।
ঘাস নাই পানি নাই ডাকে ঘন ঘন।
এরে দেখ্যা দুলাল মিঞার দুঃখু হইল মন[৭]।।

ছয় না বচছরের মদিনা হাঁট্যা বেড়ায় পাড়া।
এক ডণ্ড[৮] নাহি থাকে দুলালের ছাড়া।।
এক দুই করি দেখ ছয় মাস গেল।
দুলালের লাগ্যা মদিনা পাগল হইল।।
বৈশাখে বুলবুল্যার বাচচা উড়াইয়া নেয় মায়।
দুলালে ডাকিয়া কন্যা ধরিবারে চায়।।
সেই ত বুলবুল্যার বাচচা জুলুঙ্গায়[৯] রাখিয়া।
দুইজনে পালে তারে যতন করিয়া।।

[১] ঘরতনে = ঘর হইতে। [২] বার চাহা = অপেক্ষা করা।
[৩] গাভীন = গর্ভবতী। [৪] কাউয়া = কাক। [৫] রইয়া = রহিয়া রহিয়া।
[৬] লেখ্ছুইন্ = লিখিয়াছেন। [৭] মন = অধিকরণ 'মনে'।
[৮] ডণ্ড = দণ্ড। [৯] জুলুঙ্গা = খাঁচা।

শূন্যরে জুলুঙ্গা আজ উসারাতে[১] পড়ি।
ছোটু কালের[২] বুলবুল কান্দে ঘরের চালে পড়ি ॥
বুলবুল্যারে ডাক্যা দেওয়ান কহিতে লাগিল।
"কি জন্য বুলবুল তোমার আঁখি দেখি লাল ॥"
"পরাণের মদিনা বিবি কব্বর হিথানে[৩]।
তার লাগ্যা আঁখি লাল হইল কান্দনে ॥"
"হায়রে বুলবুল পংখী কান্দ কি কারণে।
আমার মদিনা বিবি গিয়াছে কোন্ খানে ॥"

"জ্যৈষ্ঠ মাসে আমের বড়া[৪] দুইজনে লাগাইল।
মদিনারে লইয়া জল ঢাল্যা বাঁচাইল ॥
সেই ত না আমের চারা গরুতে খাইল।
পরাণের পরাণ বিবি কোন্ দেশে গেল ॥"

"ঘরে কান্দে পালা বিলাই[৫] গোয়ালে কান্দে গাই।
সকলিত আছে আমার পরাণের দোসর নাই ॥"
মানুষের গন্ধ নাই বাড়ীর ভিতরে।
কাউয়ায় করে কা—কা চালের উপরে ॥
মদিনারে ডাক্যা মিঞা উত্তর না পায়।
তাহার লাগিয়া পরে চাইর দিক বিচরায়[৬] ॥

সুরুজ্ জামাল এই না ডাক শুনিয়া।
দুলালে দেখিল ঘরের বাইরি অইয়া ॥
দুলাল জিগায় "সুরুজ্, মদিনা কোথায়।"
চোখে হাত দিয়া সুরুজ্ কয়বর দেখায় ॥

[১] উসারা = বারান্দা। [২] ছোটু কালের = শৈশবের।

[৩] হিথানে = শীথানে, শিয়রে। পরাণের....কান্দনে—প্রাণের মদিনা সমাধি-শয়নে শায়িতা। তাহার দুঃখে কান্দিতে কান্দিতে পোষা বুলবুলের চক্ষুদুটি লাল হইয়া গিয়াছে।

[৪] আমের বড়া = আমের আঁটি। [৫] পালা বিলাই = গৃহপালিত বিড়াল।

[৬] বিচরায় = খোঁজ করে।

কবরের পার্শ্বে

"দুলাল জিগায় 'সুরুজ্, মদিনা কোথায়।'
চোখে হাত দিয়া সুরুজ্ কয়বর দেখায়।।"

দেওয়ানা মদিনা, ৩৮৪ পৃঃ

কয়বর দেখাইয়া পরে জমিনে পড়িয়া।
কান্দিতে লাগিল পুত্র মায়ের লাগিয়া ॥
দুলাল পড়িয়া কান্দে কয়বর উপরে।
"হায় গো আল্লাজী পড়্‌লাম কি পাপের ফেরে ॥
নিজ হাতে বধ কর্‌লাম জননার[১] পরাণ।
এই দুনিয়াতে মোর নাই আর থান[২] ॥

দিশা—

"পরাণের মদিনা বিবি উঠ্যা কও কথা।
আর নাই সে দিবাম আমি তোমার দিলে বেথা ॥
তুমি যদি দেও দেখা মোর পানে চাইয়া।
আর না রাখিবাম তোমায় বুকছাড়া কইরা ॥
উঠ্যা কথা কও বিবি মোর মাথা খাও।
আনইলে[৩] যেখানে আছ মোরে লইয়া যাও ॥"

"বিধির বিপাকে পইড়া কইরা হেন কাজ।
তোমার কাছেতে পাইলাম আমি বড় লাজ ॥
আইসরে পরাণের বিবি কয়বর ছাড়িয়া।
কথা কও মোর পানে তাকাও ফিরিয়া ॥
তোমারে ছাড়িয়া কও কোন্ পরাণে থাকি।
আমার কষ্টের আর কিবা আছে বাকি ॥
ভালা যদি বাস মোরে দয়া না করিয়া।
তোমার কাছেতে মোরে নেওরে টানিয়া ॥
তিলেক না থাক্‌তা[৪] তুমি ছাড়িয়া আমারে।
পায়ে ঠাঁই দিয়া রাখ তোমার কাছারে[৫] ॥
আর না সয় যে প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা।
পায়ে ধরি বিবি আর সয় না যাতনা ॥
আমি নয় কইরাছি পাপ রইছ[৬] ছাড়িয়া।
পরাণের সুরুজে কেমনে রইলে ভুলিয়া ॥

১ জননা = স্ত্রী ; (জেনেনা হইতে)। ২ থান = স্থান।
৩ আনইলে = আর যদি তাহা না হয় ; অন্যথায়। ৪ থাক্‌তা = থাকিতে।
৫ কাছারে = কাছে। ৬ রইছ = রহিয়াছ।

"তোমার লাগিয়া বাছা কান্দে রাইত দিন।
খানাপিনা ছাইড়া সে যে অইছে[১] উদাসীন।।"
দাওনা[২] অইয়া দেওয়ান কান্দ্যা ভিজায় মাটি।
"বুকের কলিজা মোর কেবা লইল কাটি।।
জমিনেতে গাছ বিরিখ আসমানের তারা।
আমার কাছেতে অইল রাইতের আন্ধারা[৩]।।
দরিয়া শুকাইয়া যায় পাথর অইল পানী[৪]।
কোথায় গেলে পাইবাম আমার দোসর পরাণি।।
আর না যাইবাম আমি বান্যাচঙ্গের সরে।
এইখান থাকবাম আমি পড়্যা কয়বরে।।
দরদালান দেওয়ানগিরিতে কার্য্য নাই মোর।
আর না যাইবাম আমি বান্যাচঙ্গের সর।।
পরাণের ভাই আলালে মোর কইও এই খবর।
আভাগ্যা[৫] দুলাল আর না ফিরিবে ঘর।।
ফকীর আছিলাম আগে অইলাম ফকীর।
মদিনার লাগ্যা আমার বুক অইল চির[৬]।।
তালাকনামা নাই সে দিতাম না করিতাম বিয়া।
তবেত আমার মদিনা না যাইত ছাড়িয়া।।
দেওয়ানগিরির লোভে আমি করিলাম বেসাতি।
জমিনের ধূলার লাগ্যা ছাড়্লাম ইরামতি[৭]।।
ছোটুকাল অইতে মোর মদিনা পরাণি।
এক ডণ্ড না দেখ্লে সে যে অইত পাগলিনী।।
এক সাথে গোঁয়াইনু আরে কয়না বচছর।
দোজকে রইলাম আমি মদিনা বেগর[৮]।।

১ অইছে = হইয়াছে। ২ দাওনা = পাগল, কাঙ্গাল।
৩ রাইতের আন্ধারা = রাত্রির অন্ধকার।
৪ পাথর --- পানী = পাথর দ্রব হইয়া জল হইল। ৫ আভাগ্যা = হতভাগ্য।
৬ চির = বিদীর্ণ। ৭ ইরামতি = হীরামতি।
৮ বেগর = নিকট, সম্বন্ধে, মদিনার সঙ্গে অপব্যবহারের দরুন আমি নরকে রহিলাম।

এইমতে কান্দ্যা মিঞা কোন্ কাম করে।
বান্ধিল ডেগুরা[১] এক কয়বর উপরে ।।
এইরূপে থাকে মিঞা দাওনা অইয়া।
ফকীর সাজিল দুলাল দেওয়ানগিরি থুইয়া ।।
আর নাই সে গেল মিঞা বান্যাচঙ্গের সরে।
আখের গণিয়া দেখে কয়বর উপরে ।।[২]
দুলালের কান্দনেতে পাথর গল্যা পানি।
জালাল গাইনে গায় গীত দুঃখের কাইনী[৩] ।।

১ ডেগুরা = কুঁড়ে ঘর।

২ আখের - - - উপরে = কবরের উপর থাকিয়া দুলাল মরণের দিন গণিতেছিল।

৩ কাইনী = কাহিনী। এই গানের রচয়িতা মনসুর বাইতি ; জালাল গায়েন আসরে গান করিত।

শব্দসূচী

অ

অযোধ্যা—২২২

আ

আইজল—২৪৬
আন্ধুয়া পঙ্কুনি—৫৯
আলাল—৩৫১, ৩৫২, ৩৫৫-৩৬৫, ৩৬৭-৩৭৬, ৩৮৩, ৩৮৬
আলীর মালামের পাথ্থর—৩
আস্তিক—৪৫
আড়ালিয়া—৫১

ই

ইন্দ্র—৩৩৩

উ

উলুইয়াকান্দা—৯
উড়িষ্যা—২০৭, ২২৪

ক

কঙ্ক ও লীলা—২৬৩-৩১২
কমলা—১২১-১৭০
কাজলকান্দা—৩৬৯
কাজলরেখা—৩১৫-৩৪৭
কাজী—৭১-৭৭, ৮০, ৮১, ৮৫-৮৭, ৮৯, ৯০, ১৯৬
কাঞ্চনপুর—৫, ৩৩৭
কানাই—২১৯
কামরূপ—২২২, ৩০৩
কামাক্ষা—২২২
কার্ত্তিক—৪৫, ১৫৩, ২০৬, ২৬৩, ৩৩৩
কালী—১৫১, ১৫২, ১৬৩-১৬৬, ৩২০
কাশী—১৯, ৮৩, ২০৭, ২১৫, ২২২, ৩০৩
কুট্নি—৭২-৭৬, ৮০, ৮১
কুবের—২৬৩
কেনারাম—১৯৪, ১৯৫, ১৯৯, ২০১-২০৫, ২১২, ২১৩, ২৩৩, ২৩৬
কৈলাস—২১৩, ২৬৩
কোড়া—৪৯-৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৭, ৫৮-৬০, ৬৬, ৯০, ৯৩, ১৪৭
কৌশল্যা—২৬৭
ক্ষীরনদী-সাগর—৩
ক্ষীরপুলি—৩৩১

খ

খেলারাম—১৯২, ১৯৩
খোরোসান—২২২

গ

গণপতি—২৬৩
গণেশ—৪৫, ১৫৩, ২০৭, ৩৩৩
গন্ধর্ব্ব—২১৫, ২২৫, ২২৬
গয়া—১৯, ৮৩, ২০৭, ২২২, ৩০৩
গরুড়—৪৫
গর্গ—২৬৮-২৭০, ২৭২, ২৭৭-২৮২, ২৮৪, ২৮৬, ২৮৭, ২৯০-২৯৩, ৩১০-৩১২
গড় খন্দর—২৩৯
গড়খাই—২৩৯
গাজী জিন্দাপীর—৩
গায়ত্রী দেবী—২৬৮, ২৬৯
গারুয়া পাহাড়—১৯৬
গারোপাহাড়—৬
গিরলক্ষ্মী—৩৩২

গুণরাজ—২৬৬
গোপাল—২৬৯
গৌরাজ—২৮৯, ৩৩৩, ৩৩৫
গৌরী—২০৭, ২২৪

চ

চই—৬১, ৩৩১
চণ্ডাল—৫৫
চণ্ডী—২০৭, ২১২
চন্দ্রধর—৪৫, ২১৭, ২২৬
চন্দ্রপুলি—৬১, ৩৩১
চন্দ্রাবতী—৪৬, ১০৩-১১৮, ১৯৪
চপড়ি—৩৩১
চম্পক (নগর)—২২১, ২২৬, ২২৭, ২৩২
চাকলাদার মানিক—১২২, ১২৬, ১২৮, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৫২
চান্দ—২১৭, ২১৮, ২২১-২২৫, ২২৭, ২৩০
চান্দ বিনোদ—৪৬-৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৬০-৮০, ৮৪-৮৮, ৯১, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৮
চান্দ সদাগর—৩, ২১৬, ২১৯, ২২০, ২২৬, ২২৯
চিকন গয়লানী—১২৩, ১২৪, ১২৬-১৩৩, ১৩৫-১৩৮, ১৫৩, ১৫৬, ১৬৫

ছ

ছিলেটের সহর—৩৩৩

জ

জয়চন্দ্র—১১১
জয়া—৩৩২
জয়ানন্দ—১০৩, ১০৭, ১০৯, ১১৫-১১৮
জাজাইলা—২৫৮, ২৫৯
জাজির—৮৬
জালিয়াবন্দ—১৯২
জালিয়ার হাওর—১৯২, ১৯৮
জাহাজির—৮৬
জৈন্তা—২২২

ত

ত্রিপুরা—২২২

দ

দস্যু কেনারামের পালা—১৯২-২৩৬
দামোদর দাস—২৭৭, ২৮৮, ২৯১
দিল্লী—২২২
দুর্গা—৪৭, ১৪৫, ১৫৭
দুলাল—৩৫১, ৩৫২, ৩৫৫-৩৬৫, ৩৬৭-৩৬৯, ৩৭৫-৩৭৯, ৩৮২-৩৮৭
দেওয়ান ভাবনা—১৭১-১৯১
দেওয়ানা মদিনা—৩৪৯-৩৮৭
দ্বিজ ঈশান—১৩২, ১৩৪, ১৩৭, ১৫০, ১৬৬, ১৭০
দ্বিজ বংশীদাস (ঠাকুর)—১১৪, ১৯৮-২০৬, ২১৬, ২১৭, ২২৩-২২৫, ২৩২

ধ

ধনু নদী—৫, ৩৭০
ধনেশ্বর—৩১৫, ৩৪৩
ধলাই বিল—৯০

ন

নইদ্যার ঠাকুর—৮-১০, ১২-১৫, ১৭, ২০-২২, ২৪, ২৭, ৩২, ৩৫, ৩৬
নজর মরেচা—৭৭
নদের চাঁদ—৭, ৮, ১৪, ১৭, ১৯, ২২, ২৪, ২৬, ২৮, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৮
নদ্যাপুর—৮
নন্দাইল—১২২
নন্দু—২৭৯
নবদ্বীপ—৩০৩
নয়ানচান্দ—২৬৪
নরমুণ্ডা—২৪০
নাগারচী—২৩৯
নারদ—২০৭
নিরলইক্ষার ময়দানে—৮৬

নীলগিরি—২২২
নেতাই কুটুনি—১২, ১৬, ৮০
নেবু—৩৩১

প

পদ্মাবতী—২২০, ২২১, ২২৯
পদ্মিনী—২০৭, ২২৩
পরশুরাম—১৪০
পাগল ভোলা—২১০
পাটুনী—২৯১
পাটনী—২৮৫, ২৯১, ২৯৪
পাটুয়ারী—২৩৫
পার্ব্বতী—২১৯
পালঙ্ক (পালং) সই—৭, ১২, ৩৮, ৪০-৪২
পুনাই—২৫৩-২৫৬, ২৫৮, ২৫৯
পীর—২৭৪-২৭৭
পোয়া—৬১, ৩৩১
প্রতাপ রুদ্র—২২৪
প্রদীপকুমার—১৪৯-১৫১
প্রয়াগ—২২২
প্যাগাম্বর—২৭৭

ফ

ফুলেশ্বরী—২৩৯

ব

বসুমতী—২৬৬
বসুমাতা—১৫৩
বাঘরা—১৮১, ১৮২
বান্যাচঙ্গ—৩৭১-৩৭৩
বামুনকান্দা—৯
বামুনকান্দি গ্রাম—২৪৮
বারাণসী—২২২
বাল্মীকি—৪৬
বাসুকি—৪৫, ২০৭
বিচিত্র—২৩১, ২৯৩-২৯৫, ৩০২-৩০৫, ৩১০
বিনোদিনী রাই—২১০
বিষ্ণু—২০৬, ২২৭
বৃন্দাবন—৮৩, ২১০, ২১৫, ৩০৩
বেহুলা—৯৬, ২২৬, ২৩০, ২৩১, ২৩৩
ব্রহ্মা—২০৬, ২২৭

ভ

ভগীরথ সদাগর—২২৩
ভবনদী—২১৩
ভবানী—৪৫, ২১০, ২১২, ২১৬
ভাগীরথী—৪৫
ভাটিয়াল—২৭৩, ৩১৫, ৩২০

ম

মইষাল (মৈষাল)—১৪৬-১৪৯, ১৬০, ১৬৯
মক্কা—৩
মথুরা—২২২, ২২৩
মদন (ঠাকুর)—১৩৩-১৩৫
মদিনা—৩৭৫-৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮৩-৩৮৬
মন-পবনের নাও—৯৭, ১০০
মনসা দেবী—৪৫, ২২৬
মনসা (পূজা)—১৬১
মনসুর বয়াতি—৩৬৩
মন্দাকিনী—২৬৩
মলুয়া —৪৫-১০০
মহাজ্ঞান—২১৮
মহুয়া—৩-৪২
মহেশ্বর—৪৫, ২২৭
মাইন্কা (মাইন্ক্যা, মাইন্কিয়া)—৪, ১৩, ১৪, ৪১
মাধব—২৯৩-২৯৫, ৩০২-৩০৮
মানকচু—৬০, ৩৩১
মুরারি চণ্ডাল—২৬৭
মুর্শিদাবাদ—২৪২
মেঘুরী—৬৯

য

যম—২৬৩, ৩৩৩
যশোধারা—১৯২

র

রক্ষাকালী- ৩৩৩
রঙ্গপুর ২৪২

রত্নেশ্বর—৩১৬, ৩১৯, ৩৪০, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৭
রঘুনচক্রী—২৩৯
রাজচন্দ্র—১৩৫, ২৪১, ২৪৭
রাবণ—৮৭, ২১৩, ২১৯
রাম—৩৩৩
রামপুর সহর—২৩৯
রূপবতী—২৩৯-২৬০

ল

লক্ষ্মী (পূজা)—৪৫, ৪৭, ১২১, ১৫৩, ১৬২, ২০৬, ২৫৪, ২৬৩, ৩১২, ৩৩২
লক্ষ্মীন্দর—৪৫, ৯৬, ২২২, ২২৪-২২৭, ২২৯, ২৩০
লাহোর—২২২

শ

শচীপ্রভা—২২৪
শিব (পূজা)—১০৩, ১০৫, ১১৪, ২০৭
শিবুগাইন—২৬৫
শুক্রাচার্য্য—২১৪, ২১৫
শুলুকা—২৩২
শ্যামা (পূজা)—১৬৭
শ্রীদুর্গা ভবানী—৪৫
শ্রীনাথ বানিয়া—২৭৪
শ্রীবাস ধর—২২৪
শ্রীরাম—৮৭
শ্রীহট্ট—২২২

স

সত্যপীরের (পাঁচালী)—২৭৭, ২৭৮
সবরীকলা—৩৩১
সরস্বতী—৪৫, ১২১, ১২৩, ১৫৩, ২০৬, ২৬৩-২৬৫
সাধু—২৭, ২৯, ৩০
সীতা- ৪৫, ৩৩৩
সুধন—১০৮
সুনাই—১৭৩-১৭৬, ১৭৮, ১৮৫, ১৮৭-১৯০
সুন্দরবন—৩
সুন্ধাগ্রাম—১০৯
সুরতি—২৮৫, ২৮৭, ২৯১, ২৯২
সুরুজ (জামাল)—৩৭৫, ৩৮২, ৩৮৪
সূর্য্য—৩০৩
সুলুকা—২১৭, ২১৯
সুইচ্ রাজা—৩২৭, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৪২, ৩৪৪-৩৪৭
সুত্যা-নদী—৬৬
সেকেন্দর—৩৭০, ৩৭৩, ৩৭৬
সোণাধর—৬৩, ৩৩৭
সোনাফর (দেওয়ান)—৩৫৫, ৩৭২, ৩৭৩

হ

হাইজর—২৪৬
হাউলী (হাউলা)—৮৬, ৮৮
হালিউরা—১২২
হালুয়া—১৯৬, ১৯৭
হালুয়া দাস—৯৬
হিজলগাছ—৯৫, ১৭৯, ১৮৪
হিমানী পর্ব্বত—৪
হীরাধর—৫৬, ৫৯-৬৩, ৬৬, ৬৭
হীরামণ (পোষনিয়া পাখী)—২৮৫, ২৯১, ২৯৪
হুমরা (বাইদ্যা)—৪, ৫, ৬, ৮, ১৩, ১৫, ৩৯, ৪১
হুলিয়া—১২২